ভক্তি-পুষ্প।

(দ্বিতীয়াঞ্জলি)

ত্বং নাঽ পুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাঽসি দেবি সগুণা ননু নির্গুণা বা।
ত্বাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে॥

ইতি দেবী ভাগবতে

প্রকাশক,
শ্রীকেদার নাথ কবিরত্ন।

সন ১৩১৫ সাল।

উৎসর্গ।

-:o:-

মা! আবার আমি ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ল'য়ে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে উপস্থিত হ'লাম। এইটি আমার দ্বিতীয়াঞ্জলি। দয়া ক'রে যেমন প্রথমাঞ্জলিটিকে ঐ শ্রীচরণে স্থান দিয়ে আমাকে সুখী ক'রেছ, এইটিকেও মা সেই মত স্থান দাও! আমি সেইটি দেখ্‌লেই আমার পরম সুখ।

ছেলেদের পক্ষে "মা" কথাটি কি মধুর। ঐ "মা" কথাটি বল্‌তে সুখ, ভাব্‌তে সুখ, তার অর্থ বোঝাতে সুখ, বুঝতে সুখ, "মা মা" বলে ডাক্‌তে সুখ, আবার মায়ের কথা অপরকে বল্‌তে সুখ। আমার মনে হয় যে "ওমা" আর "ওঁ" এই দুটিই এক, ঐ "ওমা" ব'লে ডাক্‌লেই সেই ব্রহ্মবীজ "ওঁ" বলা হয় আর "মা" শব্দ জপ্ কর্‌লেই "ওঁ" জপের ফল হয়। আমার মনে এই বিশ্বাস যে, ঐ ব্রহ্মবীজ "ওঁ"টি অতি দ্রুত বল্‌তে গেলেই "মা মা" হয়ে যায়। মা, এই জগতে যে সকল জপ, তপ, সাধনা ও যোগ আছে সেই সকলেরই পরিণাম এক। যেমন সকলের পথও এক, তেম্নি পরিণামও এক, কেবল পথের আকার, প্রকার, ও বিচার ভেদ আছে মাত্র; কিন্তু সকলেই এক উদ্দেশে সেই সকল পথ দিয়ে চ'লেছে এবং শেষে সকলেরই এক ভাবে শেষ হবে। আমরা ছেলেবেলা খেলা কর্‌তে গিয়ে দেখেছি যে, যে কোন পথ দিয়ে হক্ ছুটে গিয়ে বুড়ী ছুঁতে পারলেই অমনি খেলার শেষ ও জিত হ'ল। এখনও দেখ্‌ছি তাই, কেউ স্বপথ, কেউ সুপথ, কেউ বা বিপথ দিয়ে গিয়ে তোমাকে ধর্ত্তে পারলেই তা'র সকল কাজের শেষ ও ভব খেলায় জিত হ'ল। কেউ বা

প্রকার ভেদে, কেউ আকার ভেদে, কেউ আচার ভেদে, কেউ বিচার ভেদে, কেউ বিকার ভেদে, আবার কেউ বা প্রতিকার ভেদে কাজ কর্‌ছেন্‌ কিন্তু মূলে দেখ্‌তে গেলে প্রভেদ কিছুতেই নাই। সকলেই পৃথক পৃথক পথে ছুটেছেন উদ্দেশ্য বুড়ী ছোঁয়া বা তোমার কোলে ওঠা। সেইটিই মুখ্য লক্ষ্য, আর তাই হ'লেই কাজের, অবস্থার, বিচারের, বিকারেরএবং ব্যব-হারের শেষ ; ঐ শেষ কর্‌তে পার্‌লেই এই জগতের সমস্ত খেলায় জিত. আবার খেলায় জিত হ'লেই সকল লীলারও শেষ হ'ল। এই দেখ্‌ছি জগতের নিয়ম, আর এতেই সম্পদ ও বিপদ জড়িত হ'য়ে সর্ব্বদা রয়েছে। আমরা ঐটি ভাব্‌লেই সমস্ত বুঝ্‌তে পারি ও স্পষ্টই দেখ্‌তে পাই, কিন্তু আমরা এই সংসারে এত জড়িত হ'য়ে আছি, যে সেটা একবার আমরা ভাবিনা বা বুঝ্‌তে চেষ্টা করি না। যদি কেউ সেইটে ভাল ক'রে ভাব্‌তে বা বুঝ্‌তে চেষ্টা করে, তাহলে অম্‌নি কোথা হ'তে "মায়া" সাম্‌নে এসে সব গোল ক'রে দেয়। সেই মায়ার আকার নাই প্রকার নাই ও দ্রব্যাদ্রব্যের বিচার নাই, কেবল মনের বিকার মাত্র এইটিই দেখা যাচ্ছে। যদি কেউ সেই মায়াকে মূর্ত্তিমতী ক'রে দেখ্‌তে চায়, তবে স্পষ্টই দেখ্‌তে পাবে, যে আমরা যাদের পেয়ে আপন আপন সংসার পেতেছি এবং এখন আপনার ব'লে ভাবি তারাই কেবল মূর্ত্তিমতী মায়া হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মা তারা কে, আর আমরাই বা কে, তারা কোথা হ'তে এল, আর আমরাই বা কোথা হ'তে এলাম, কিছু বুঝি না ; আবার বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে গেলে, সকল দিকে গোল বেধে যায়, আর মায়া এত প্রবল হয়ে পড়ে যে, সেটার চেষ্টাতেও কষ্ট হয়, কেননা আজ যারা আপনার হয়ে আছে কালে যদি কোন কারণে তাদের প্রতি ঐ "আপনার" কথাটা

বল্‌তে কোন ব্যাঘাত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলেই মন অম্নি অস্থির হয়ে পড়ে। মা! ঐ মায়াই এই জগতের প্রধান বন্ধন, সেটা সকলেই জানে ও বোঝে, কিন্তু সেটা যে মনের বিকার মাত্র, সেইটিই কেহ বোঝে না। আজ বুঝ্‌লে কি আর মায়া আমাদের উপর প্রাধান্য করতে পারে? কিন্তু মা সেই মায়ার উৎপত্তি আবার তোমা হ'তে, কারণ তুমিই মহামায়া বা সর্ব্ব মায়ার আধার। তুমি যতদিন এই জগতে আমাদের "আমিত্ব" টিকে স্থির রাখ্‌বে, তত দিনই মায়া প্রাধান্য করবে, তার পর মা সেটা কোথা থাকবে? কালে আমাদের সেই আমিত্বই যে ঠিক্ থাকবে না, শেষে সব যে এক হবে মা ও সেই সঙ্গে "আমি" "তুমি" এই সকল কথার লোপ হয়ে যেয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। যতদিন ব্যষ্টিত্ব থাকবে, ততদিনই "আমি" "তুমি" এই প্রভেদ জ্ঞান থাকবে, কিন্তু যখন সমষ্টিতে পরিণত হবে তখন ভেদাভেদ জ্ঞান সব দূর হয়ে যাবে, তখন মায়া করবার লক্ষ্যের অভাব হবে, তা'হলেই মায়ারও অভাব হবে। তবে আজ সেই অনিত্যের নিত্যত্ব দেখাও কেন মা?

মা! সকলের উৎপত্তি তোমা হ'তে, কেন না তুমি জগন্মাতা। সকলের যেমন উৎপত্তি তোমা হ'তে, তেম্নি তোমাতেই সকলের নিবৃত্তি, তবে কেন সর্ব্বদা আমাদের মন্‌কে এত বিকৃত ক'রে ফেল? আমাদের মন স্ব-ভাবে থাকলে তার কিছুরই অভাব থাকে না, সে অনায়াসে তোমার স্বরূপ বুঝ্‌তে পারে, ও তোমাকে ভাব্‌তে ও ডাকতে পারে। এই জগতের সবই অনিত্য, কিছুতেই নিত্যত্ব নাই, এটা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্ছে, তবে কেবল নিত্য বলতে গেলে তুমি ও তোমার "দুর্গা" নাম। সেইটিই আমার প্রধান সম্বল। তোমাকে "মা" "মা" ব'লে ডাকি ও তোমার "দুর্গা" নাম সর্ব্বদা গান করি, তাতেই আমার সকল

সুখ। আমি সেই আমার অভ্যাস মত তোমার ঐ "দুর্গা" নামটি গান কর্ত্তে কর্ত্তে ও তোমাকে "মা মা" ব'লে ডেকে এই দ্বিতীয় ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি তোমার শ্রীপাদপদ্মে দিলাম, মা ঐটিকে ঐ শ্রীচরণে স্থান দিয়ে তোমার সন্তানকে সুখী কর, অপর ভিক্ষা কিছুই নাই। ইতি

——:0:——

বিজ্ঞাপন।

ভক্তি-পুষ্পের প্রথমাঞ্জলি মুদ্রিত হইবার পর গীতরচয়িতা জমীদার মহাশয়ের আরও অনেকগুলি উপদেশ পূর্ণ ও সুললিত গানের সংগ্রহ করা হইয়াছে অতএব আমার পূর্ব্ব স্বীকৃত মত ঐ সকল গানের মধ্যে অদ্য পুনরায় এক সহস্র গান মুদ্রিত করিয়া ভক্তি-পুষ্পের দ্বিতীয়াঞ্জলি নাম দিয়া প্রকাশ কবিলাম। ইহার দ্বারায় পাঠক গণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। উপসংহারে নিবেদন যে গান রচয়িতা জমীদার মহাশয় যে কেবল গান রচনা করিয়া থাকেন মাত্র তাহা নহে, সময়ে সময়ে দেব দেবীর স্তব স্তোত্রাদিও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া থাকেন তন্মধ্যে একটি ভগবতীর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র এই ভক্তি-পুষ্পের দ্বিতীয়াঞ্জলিতে পাঠকগণের দেখিবার জন্য সন্নিবেশিত করিলাম। গণনা করিয়া ভগবতীর অষ্টোত্তর শত নাম কোন শতনামস্তোত্রেই পাওয়া যায় না, কেবল ইহাতেই আছে গণনা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকেদারনাথ দেবশর্ম্মা।

ভগবত্যাঃ শতনাম স্তোত্রম্ ।

শৃণু মাতঃ প্রবক্ষ্যামি তব নাম শতাষ্টকম্ ।
যস্য প্রসাদ মাত্রেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
আদ্যা শ্যামা শিবানীচ কামিনী কালবারিণী ।
ভক্তিস্তুষ্টিঃ প্রভা মুদ্রা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ॥
ঘোররূপা মহামায়া নিত্যা কলাবতী জয়া ।
জ্বলিনী তপিনী জন্যা মুক্তিরূপা ভবপ্রিয়া ॥
ঘোর দংষ্ট্রা কুমারী চ বৃদ্ধা সন্ধ্যা যশস্বিনী ।
মহাশক্তি বিশ্বমাতা ভব্যা ধাত্রী কপালিনী ॥
কলকণ্ঠী কম্বুকণ্ঠী আশা সিদ্ধী রুচি প্রদা ।
অভয়া পার্ব্বতী বামা মানদা শুভদা সদা ॥
রজোরূপা ত্রিনেত্রাচ জগদম্বা বলা সতী ।
যোগমায়া শুভামাতা মাননীয়া ক্ষমাবতী ॥
উগ্রতারা অপর্ণাচ সাধ্বী পুষ্টি র্মনোহরা ।
চঞ্চলা শঙ্করী কৃষ্ণা দেবমাতা বসুন্ধরা ॥
ভবানী জননী সীতা কব্যরূপা বিভূতিনী ।
শক্তিদা ভক্তিদা পুষ্পা অগ্নিরূপা তপস্বিনী ॥
পদ্মাবতী তুঙ্গভদ্রা লক্ষ্মীরূপা সুতল্পিকা ।
ব্রাহ্মণী সুন্দরী কাম্যা চণ্ডীরূপা সুভদ্রিকা ॥
কুপটা বাসনা মেনা চিত্ররূপা করালিনী ।
জগদ্ধাত্রী ক্ষমা ধূম্রা সর্ব্বব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
প্রচণ্ডা বহুলা লীলা ঘটরূপা কৃশোদরী ।
বর্ণরূপা সৃষ্টিরূপা ছিন্না গৌরী শুভঙ্করী ॥
মহাকালী বীজরূপা ধীরা সংজ্ঞা সুভাষিণী ।
ললিতা পুরুষাঙ্গীচ জয়দা সর্ব্ব মোহিনী ॥
ইদং ভক্ত্যা পঠেৎ যস্ত তবনাম শতাষ্টকম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবেৎ তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥

কামী সদা লভেৎ কাম্যং পুত্রার্থী পুত্রবান ভবেৎ।
ধনার্থী ধনবাংশ্চাপি জ্ঞানার্থী জ্ঞানবান সদা॥
মন্ত্রসিদ্ধিং লভেৎ মন্ত্রী প্রাপ্নুয়াৎ শ্রীপদং ধ্রুবং।
শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি মহামায়া প্রসাদতঃ॥

ইতি শতনাম স্তোত্রম সমাপ্তম

সূচীপত্র।

অ

আ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ঐ

ও

ক

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

চ

ছ

জ

ঠ

পৃষ্ঠা

থ

দ

প

ব

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ল

শ

ভক্তি-পুষ্প।

(দ্বিতীয়াঞ্জলি।)

খাম্বাজ—একতালা।

নাচ নাচ এসে হৃদয় আসনে, বারেক হেরি মা নয়নে;
দানব, দলিতে, যেমন নেচেছিলে হর ললনে।
ত্রিভঙ্গিমঠামে নাচ গো জননি, তালে তালে যেন বাজে মা কিঙ্কিণী
দেখিতে, বাসনা, কেমন সেজেছিলে মা গো ত্রিগুণে॥
সেই মা নবীন নীরদ আভা, হৃদি-সরোরুহে করুক শোভা,
রুধির, মাখিয়ে, আবার মৃদু মৃদু হাস এক্ষণে।
কর কর মাগো বিলোল রসনা, থাক থাক সদা হয়ে শবাসনা;
অধর, কমলে, যেন বিজলী খেলে মা দশনে॥
অসি মুণ্ড ধর অভয় করে, নেচে এস মাগো রাখিতে কাতরে;
এস মা, শঙ্করি, দাও সকলে অভয় এদিনে।
পর পর মাগো নৃকর বাস, পৃষ্ঠেতে শোভিবে চিকুর পাশ;
ললাট, ঝলকে, সদা বালসুধাকর কিরণে॥
অশান্তিতে আজি সকলি শূন্য, দিন গেলে মা কে করিবে মান্য;
সভয়ে, অভয়ে, হেরি আঁধার সংসার বিপিনে॥
ছাড় মা ছাড় মা সকল রঙ্গ, মনোময়ী হয়ে কর অপাঙ্গ;
মায়াতে, ললিতে, রাখ তোমার যুগল চরণে॥ ১॥

ভৈরবী—একতালা।

ওমা, জগত তারিণি, দুরিত হারিণি, ত্রিলোক পালিনি, কোথা গো মা।
ওমা, ত্র্যম্বকমোহিনি, ভব নিস্তারিণি, অভয় দায়িনি, এস গো মা॥
ওমা, সৃজিতে ধরিত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বকাল কর্ত্রী, তুমি যে মা।
ওমা, ত্রিদিব গোলক, ব্রহ্ম আদি লোক, সর্ব্ব পিতৃলোক, তোমাতে মা॥
ওমা, কত রূপ ধরি, ঘোর গো শঙ্করি, বুঝিতে কি পারি, আমরা মা।
ওমা, চির আঁধারেতে, রেখেছ জগতে, আর কি দেখিতে, পাব গো মা॥
ওমা, সদা যে শাসন, হতেছে এখন, জ্বলিছে জীবন, কে দেখে মা।
ওমা, নিজ কর্ম্ম ফলে, ডুবেছি সকলে, তাই এত ভুলে, গেলে কি মা॥
ওমা, কর্ম্মেতে আসক্তি, হ'রে নিল শক্তি, কিসে পাব ভক্তি, জানি না মা।
ওমা, শিরে লয়ে ভার, পেতেছি সংসার, কেবা হেথা কার, বুঝি না মা॥
ওমা, যাহাদের লয়ে, আপন ভাবিয়ে, ঘুরিতেছি সয়ে, জগতে মা।
ওমা, যখন শমন, করিবে শাসন, তারা যে তখন, ছাড়িবে মা॥
ওমা, ভব ভয় হরা, তুমি যে মা তারা, কেন নিরাকারা, হ'লে গো মা।
ওমা, সংসার অর্ণবে, তুমি বিনা শিবে, কে আর রাখিবে, কে আছে মা॥
ওমা, সকলই বুঝেছ, সকলই দেখেছ, সকলই করেছ, তুমি যে মা।
ওমা, তবে এ দুর্গতি, কেন গো সুমতি, মায়া মোহ নিতি, বাড়ালে মা॥
ওমা, কৃপাতে কৃপণ, কেন মা এখন, ভিক্ষা অনুক্ষণ, চরণে মা।
ওমা, পূরাও দুরাশা, ললিতের আশা, তোমারি ভরসা, সতত মা॥ ২॥

ভয়রোঁ—একতালা।

জাগ কুল কুণ্ডলিনি, জাগ শিব দায়িনি,
ওমা সুধাপান কালে, শয়নের ছলে, আধার কমলবাসিনি।
চতুর্দ্দল দলে, থাকিয়া বিমলে, লুতাতন্তুরূপ ধারিণি॥
ওমা স্বয়ম্ভূ গ্রাসিয়া, বিজলী জিনিয়া, সার্দ্ধ ত্রিবলয়ে শোভিনি

মহাশক্তি রূপ, ধ'রে অপরূপ, তুমি মা জগত বন্দিনী।
ওমা মঙ্গল আলয়, দেহি পদ দ্বয়, ভবার্ণবে ভয় নাশিনি ॥
ভব পারাবার, কিসে হব পার, ভাবি তটে ব'সে জননি।
ওমা কালের শাসন, সম্মুখে এখন, তুমি যে সেই কাল বারিণী ॥
লইয়া অনিত্য, মন হ'ল মত্ত, দেখ তাকে নিত্য মনোমোহিনি।
ওমা অজ্ঞান আঁধারে, আছে সদা ঘেরে, তুমি যে মা তাহে জ্ঞানরূপিণী ॥
হৃদয়ে আসিয়া, থাক মা বসিয়া, সদা দেখি ঐ পদ তারিণি।
এই ললিতের অন্তে, তব পদ প্রান্তে, স্থান দিও ওমা ভব ভামিনি ॥ ৩ ॥

ভৈরবী— মধ্যমান।

সদা মা মা ব'লে ডাকি তোমারে।
বারেক করুণা ক'রে দেখ মা এ দীনেরে ॥
কর্ম্ম সঙ্গী সদা হল কর্ম্ম ফলে, অদৃষ্ট সৃজন তাহাতে করিলে,
মাগো মায়াতে যে ভুলে, রয়েছি সকলে, বুঝিতে মা কে পারে ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে হতেছি জীর্ণ, মনোদুঃখে মাগো হয়েছি শীর্ণ,
ওমা কর এসে তূর্ণ, মনের আশা পূর্ণ, কৃপা কর এই আতুরে ॥
মহাশক্তি রূপা তুমি এই ভবে, সর্ব্ব কর্ম্মে শক্তি আর কে মা দেবে,
ওমা বল কবে শিবে, এদুঃখ নাশিবে, বসিবে হৃদয় মাঝারে ॥
বিষয় বৈভব সব পরিজন, চতুর্দ্দিকে ঘেরে রয়েছে এখন,
মাগো গেলে এ জীবন, ছাড়িবে তখন, নিয়ম যে এই সংসারে ॥
সংসারেতে বদ্ধ থাকিলে সতত, আপনি হবে মা হিতে বিপরীত,
মাগো হইয়া মোহিত, হতেছে অহিত, সহিতে আর কে পারে ॥
অজ্ঞান দেখে মা বাড়াইলে ছল, সব দিকে ক্রমে করিলে বিফল,
ওমা হয়েছি দুর্ব্বল, দাও আসি বল, হেলাতে কাটাই এ দিনেরে ॥
খেলিতে এসেছি খেলিব মা ব'সে, কেন মাগো তুমি রাখ এত বশে,
ওমা দিন গেলে শেষে, নিজ কর্ম্ম দোষে, ডোবাবে মা সবারে ॥

সংসারে হয়েছি তুচ্ছ মধ্যে গণ্য, কর্ম্ম দোষে ক্রমে হলাম জঘন্য,
মাগো শেষে যে সব শূন্য, তখন তুমি ভিন্ন, দেখিবে কে আমারে॥
নাই যে মা কিছু সাধনার বল, দুর্গা নাম আমি করেছি সম্বল,
সদা তুমি মাগো কেবল, দুর্ব্বলের বল, আছ হেরি সর্ব্ব আধারে।
রাখ পদতলে দুর্গতি নাশিনি, তুমি যে মা এই ত্রিলোক জননী,
ওমা অভয় দায়িনী, কাল নিবারিণী, বারেক দেখ মা কাতরে॥
জেনে মাগো এই দিতেছ যাতনা, ললিত ডাকিলে তুমিত শোন না,
ওমা আর এ তাড়না, কেন শবাসনা, কর মা লক্ষ্য তাহারে॥ ৪॥

বাউলের সুর।

লোভের খেলা আজি দেখ সকলে।
লোভ হ'তে যে আশা বাড়ে সব দিকে বলে॥
মন কর্ম্ম আছে সার পাবে সদা সে অসার,
কিছুতে এ সংসারে সুখ হবে না যে তার;
ঐ, কর্ম্ম ক্রমে চালায় সকল আপনি কে চলে।
যে, খাবে ধান্ খুঁটে, সেও মর্‌বে যে খেটে,
ধনী হ'লে সুখ হবে তার ভাব্‌ছে সে বটে;
ওরে, রাজার তক্ত বড়ই শক্ত পূর্ণ যে গোলে॥
কেউ না জেনে দশা, মন কর্‌ছে দুরাশা,
একবারে সব বুঝ'বে [illegible] ভাঙ্গলে এ বাসা;
এই, হাঁসি মাত্র সার হবে তার ধর্‌লে তায় কালে॥
কিছু সঙ্গে যাবে না, মন তাও কি জান না,
এই, যা সব এখন সাম্নে আছে কিছুই রবে না;
ব'সে, ভাব কি ধন থাক্‌বে তোমার তুমি শেষ্ মলে।
মন ভাব্‌লে পাবে সব, কিছু নয় যে অসম্ভব,

আপনি বুঝ্‌বে তুচ্ছ যে এই বিষয় বৈভব ;
শেষে, সবাই সকল ফেলে যাবে সময় তার হলে।
মন, ক্রমে যায় বেলা, আর ছাড় সব খেলা,
শেষ, একলা যেতে হ'বে যে দিন লাগবে সেই মেলা ;
তাই মোহন বলে মিছে মায়ায় থেক না ভুলে॥ ৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

এস এস ওমা জগত জননি, সশিব এস মা অমলে,
ব'স মা, ব'স মা, থাক এ দীনের হৃদয় কমলে।
ষড়্‌রিপু প্রবল দেহের ভিতরে, নিজ কর্ম্ম যে মা বাড়ালে তাহারে,
মায়াতে, ঘেরেছে, হলাম ভ্রমে অন্ধ ওমা বিমলে॥
কর্ম্ম ফলে সদা রয়েছি বদ্ধ, আশা মরীচিকা করিল মুগ্ধ,
কাহাকে, বলিব, সদা যাতনাতে প্রাণ্ যায় জ্বলে।
ওমা, তব লক্ষ বিনা কে আর থাকিত, আপনি যে ধ্বংস হ'ত এজগত,
সকল, কারণ, মাগো তোমাকে যে পাই দেখিলে॥
আত্মারূপে সদা ত্রিগুণ ধারিণী, মহাশক্তি রূপে জগত বন্দিনী,
আদিতে, তুমি যে, প্রসব করেছিলে মাগো সকলে।
কারণ জলে অণ্ড ভাসিল যবে, পূর্ণরূপে তখন ছিলে মা শিবে,
তোমার, মহিমা, কেউ বোঝে কিমা ওগো নির্ম্মলে॥
ত্রিজগৎ তুমি সৃজিলে যখন, মাতৃরূপে সকল করিলে পোষণ,
দেখি মা, তোমাতে, আছে সকলই যে ওমা চঞ্চলে।
ওগো, ভব ভয় হরা পর্ব্বত দুহিতে, সৃষ্টি স্থিতি লয় তোমার করেতে,
ছাড় মা, ছলনা, কৃপা কর দীনে সর্ব্বমঙ্গলে॥
অনন্তে অনন্ত তোমার শক্তি, তুমি যে মা ভক্তি তুমি মা মুক্তি,
অম্বিকে, কালিকে, ওমা নিদয় তোমাকে কে বলে।

নাহি যে মা চক্ষু, নাহি যে লক্ষ্য, অনন্ত দেখে মা কাঁপিছে বক্ষঃ,
অজ্ঞান, আঁধারে, আর পাব কি মা তোমায় ডাকিলে ॥
তুমি মনোরমা জগত বন্দিনী, ললিতের লক্ষ্য ওপদ তরণি,
সতত, হৃদয়ে, ওমা পাই যেন তোমায় যুগলে ॥ ৬ ॥

বেহাগ—একতালা।

মা দুর্গতি নাশিনী।
সেই, শেষের দিনেতে, ভব সাগরেতে, হবে মা তারিতে, ওগো জননি ॥
ক্রমে গেল দিন, কিসে যাবে ঋণ, আশ্রয় বিহীন, আমি তারিণি।
এই স্বখাদ সলিলে, ডুবালে মা ছলে, তাই আছি ভুলে, ভব ভামিনি ॥
মন যে অবাধ্য, কর্ম্ম মা অসাধ্য, তুমি হলে সাধ্য, হতাম জ্ঞানী।
মা শমন সঙ্কট, রয়েছে বিকট, ছাড় মা কপট, হর মোহিনি ॥
মা ভয়ের কারণ, সকলি এখন, জ্বলিছে জীবন, ওমা ঈশানি।
হেথা বেড়েছে দুরাশা, পূরাও মাগো আশা, সকলে ভরসা, তুমি শিবানী ॥
মা হ'ল না যে লক্ষ, কাঁপিতেছে বক্ষঃ, কর মা কটাক্ষ, কাল বারিণি।
এই মনের বাসনা, ওমা শবাসনা, ছাড় এ ছলনা, ভয় হারিণি ॥
পথের সম্বল, ললিতের বল, তুমি মা কেবল, জ্ঞান দায়িনি।
মা এ দিন ফুরালে, রেখ পদতলে, থেকনা মা ভুলে, ত্রাণ কারিণি ॥ ৭ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

তুমি মাগো এই জগৎ জননী, সর্ব্ব তাপ হরা ত্রিগুণ ধারিণী,
কাল ভয় নাশ কাল নিবারিণি, হৃদি সরোরুহে ব'স এসে মা।
অনন্তেতে তুমি হয়েছ অনন্ত, তুমি যে মা মন বাণীর অতীত,
সর্ব্ব হিতে রত, আছ অবিরত, তোমার লীলা কত, বুঝিব মা ॥

জগত আরাধ্য ও চরণ তব. পদতলে তাই পড়ে আছেন ভব,
মাগো পদে তব শিব. দাও সবে শিব, অশিব সকলি নাশিছ মা ॥
ওমা হয়েছে বাসনা পূজিব মূরতি, ভক্তি-পুষ্প দিয়ে করিব আরতি,
আমি যে দুর্ম্মতি, সদা পাপে মতি, আমার আশা পূর্ণ হবে কি মা ॥
কাতরে তুমি মা অভয় দায়িকে, কাল পূর্ণ হ'লে কাল নিবারিকে,
জগত অম্বিকে, সর্ব্বার্থ সাধিকে, কৃপা করে স্থান দিবে কি মা ॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ তুমি মা সকল, জগতের সদা তুমি যে সম্বল,
সকলের বল, তুমি মা কেবল, সর্ব্ব আত্মারূপা ছিলে যে মা ॥
আদি অন্ত হীন তথাপি তোমার, তুমি মাগো এই জগতের সার,
ভব পারাবার, কর মাগো পার, কেন এ অবশে রেখেছ মা ॥
কাতরেতে এই ললিত ডাকিলে, মায়ায় মুগ্ধ করে রেখ না মা ছলে,
এ দিন ফুরালে, থেক না মা ভুলে, শ্রীচরণে ভিক্ষা করি গো মা ॥ ৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কে তুই মাগো শ্যাম কি শ্যামা।
ভবে তোর কি পাব উপমা ॥
ওমা, কখন হয়ে যে থাকিস্ নির্গুণ আধার,
কখন সগুণা রূপে হস্ শবাকার,
মা গো, হয়ে সর্ব্বাকার, অন্তে সকলের সার.
তবে আধার গুণে শেষে কেন কর্ম্ম হবে মা ॥
ওমা, জ্ঞান ভক্তি যোগ আর বুঝিব কত,
অবিদ্যা নাশিতে শিবে কর্ম্ম যে এত,
তোকে ডাকি মা যত, ছল বাড়িছে তত
আজও কিছুতে তোর দেখি যে মা হ'ল না সীমা
ওমা, কর্ম্ম ফলে তরে যারা তারা যে জ্ঞানী,
(তুই) তাদের নিয়ে দেখি যে মা সেজেছিস দানী,

আমি কর্ম্ম কি জানি, কেবল তোকে যে মানি,
কবে অভয় দিতে এসে হবি গো মনোরমা ॥
ওমা অকৃষ্ণ হয়ে যে কভু হয়েছিস্ কৃষ্ণ,
শ্যামা হয়ে কখন মা হলি অকৃষ্ণ,
ভেদে হল অনিষ্ট, লক্ষ কেবল অদৃষ্ট,
মাগো পাপে পুষ্ট করে কি তোর বাড়ে গরিমা ॥
ওমা, কর্ম্ম বশে পড়ে আমি নয়ন হারা,
কৃপা করে অভয় দে মা বিপদ হরা,
তুই নয়নের তারা, দেখা দে মা গো তারা,
এই দীনে দয়া হলে তবে বাড়ে মহিমা ॥
ওমা, জগত ভুলাতে কত করেছিস রঙ্গ,
কভু বনে কভু রণে হলি ত্রিভঙ্গ,
যবে যাবে আতঙ্গ, হৃদে হবে একাঙ্গ,
তবে মিছে স্বপ্ন এ ললিতের ভঙ্গ হবে মা ॥ ৯

বেহাগ—একতালা।

মা কেন যাবি গো।
কেন মরি ব'কে কিছু দিন থেকে, সব চ'কে চ'কে দেখে নে না গো ॥
ওমা এত দিন পরে, তুই এলি ঘরে, দেখাব কি তোরে, তিন্ দিনে গো।
মনের্ আছে কত কথা, যত আছে ব্যথা; তাড়াতাড়ি বৃথা, বলি কত গো ॥
মা গো তোর এই ঘরে, নিয়ে যে সবারে, থাকনা আদরে, এই আশা গো।
ওমা, যত দিন যাবে, সব ক্রমে যাবে, দেখে নিবি কবে, বলে দেনা গো ॥
হেথা দেখি যে মা কাল, বোঝে না সে কাল, সকাল সকাল সব নিলে গো।
ওমা, আশা যে ফুরাল, সব ক্রমে গেল, এই কি মা হল, তোকে ডেকেগো ॥
মা গো এলে পঞ্চানন, ধরে সে চরণ, বোঝাব তখন, মনোমত গো।
ও মা, এই মনে হয়, তোকে যত ভয়, তাঁকে তত নয়, এই জানি গো ॥

মা গো, ললিতের আশা, কিছু নয় দুরাশা, তোর যে ভরসা, সদা করে গো ।
ওমা, আর কেন খেলা, ছেড়ে দে মা ছলা, ফুরালে এ বেলা, সব যাবে গো ॥১০

ঝিঁঝিট—একতালা ।

হরি হরি বলে, ডাক হে সকলে, ভুলে যেন আর থেক না ।
পথের সম্বল, কর হে কেবল, কালের ভয়েতে ভেব না ॥
কর কর্ম্মযোগ করিবে সাধনা ।
তাতে যে হে কিছু হবেনা হবেনা ॥
মিছে এ যাতনা, সংসার বাসনা, মায়াতে মোহিত হইওনা ॥
নন্দন কানন সমান তোমার ।
আছে আছে বটে সুখের সংসার ॥
ভেবে দেখ তার, সকলি অসার. শেষেতে যে কিছু থাকে না ॥
আছে পরিজন আছে ঘর বাড়ী ।
চেয়ে দেখ তারা মায়ার যে বেড়ী ॥
যত টাকা কড়ি, ছেড়ে তাড়াতাড়ি, হরি নামে আজি মাতনা ॥
ওহে ভবানী বিরিঞ্চি হরি শিব রাম ।
একাধারে সব আছেন অবিরাম ॥
বল হরি নাম, পূর্ণ হবে কাম, নাম বিনা কিছু রবে না ॥
মোহ আঁধারেতে জ্বলিবে বাতি ।
হরি হরি বলে ডাকহে নিতি ॥
সব একাধারে, দেখ হে সংসারে, দিন গেলে ফিরে পাবে না ॥
যদিও অবশ রয়েছে রসনা ।
ছাড় ছাড় সব বিষয় বাসনা ॥
ললিত এ তাড়না, সবেনা সবেনা, প্রাণ ভরে হরি বল না ॥ ১১ ॥

সিন্দু ভৈরবী—যৎ।

জয় জয় কালিকে, ত্রিভুবন পালিকে,
তুমি সত্ব রজঃ তমঃ গুণে ত্রিগুণ আধার,
কখন সাকারা তুমি কভু নিরাকার;
মাগো হয়ে নির্ব্বিকার, তুমি হও সর্ব্বাকার,
ও মা, সৃষ্টি কালে সর্ব্ব আদ্যারূপ-ধারিকে॥
ওমা রঘুকুলে হলে তুমি দুর্ব্বাদল শ্যাম,
ব্রজলীলা কালে হলে নবঘন শ্যাম;
মন ভাবে অবিশ্রাম, কিসে হবে মা বিশ্রাম,
ওমা, অভয় দিয়ে ত্রাণ কর ত্রাণ কারিকে॥
মাগো, তোমার খেলা যে কত বোঝা অসম্ভব,
আপনি যে হয়ে শিব হলে তুমি শব;
লয়ে বিষয় বৈভব, মন ভুলেছে যে সব,
ওমা অজ্ঞান আঁধারে আছি জ্ঞান দায়িকে॥
মাগো, যদিও জানি যে তুমি সেই শ্যামা শ্যাম,
তবু আজও কর্ম্মেতে যে হলনা বিরাম;
ভেদ আছে বটে নাম, হরি শিব শক্তি রাম,
তবু একাধারে তুমি যে এই ভব পালিকে॥
মাগো, তোমার রূপের কত বুঝিব তত্ত্ব,
অসুর বধিতে তুমি হলে উন্মত্ত;
মন রয়েছে মত্ত, করে কামনা নিত্য,
এই দীন-হীনে কৃপা কর কাল বারিকে॥
মাগো মায়াতে যে ভ্রম সদা বাড়ে তারিণি,
(এসে) আশা কুহকেতে আছি মুগ্ধ জননি;
ওমা ভব ভামিনি, ভবের ভয় হারিণি,
একবার্ ললিতের এই হৃদয়েতে বস চণ্ডিকে॥ ১২॥

খাম্বাজ—একতালা।

হরি হরি ব'লে ডাক হে সকলে, ভুলে যেন আর থেকনা।
হরি নাম, অবিরাম, সবে বদন ভ'রে আজি বল না॥
নাম ব্রহ্ম জেনে করহে সম্বল, জাগরণে রূপ দেখহে কেবল,
শয়নে, স্বপনে, ঐ হরিনাম যেন ভুলনা॥
মায়াতে যে এখন রয়েছ মুগ্ধ, কর্ম্ম ফলে শেষে হবে যে বদ্ধ,
কি সবে, বুঝাবে, তোমার নাই যে হে কিছু সাধনা॥
ক্রমে ক্রমে কাল নিকটে আসিছে, ধীরে ধীরে এই দিন যে যেতেছে,
শেষেতে, একেতে, তোমায় যেতে হবে তাকি জাননা॥
সংসারেতে যত আছে পরিজন, ঘেরে সদা তোমায় রয়েছে এখন,
ভাবিতে, বুঝিতে, সেই শেষের সঙ্গী কেহ হবে না॥
কর ব'সে হরিনামের সাধনা, মায়া মোহ আর রবে না রবে না,
ছাড়না, ভাবনা, ভবে হরিনামের নাই তুলনা॥
ছাড় মিছে কাজ অসার কামনা, হরি বল সদা পূরিবে বাসনা,
জগতে, কিছুতে, ওহে নিত্য ব'লে শেষে পাবে না॥
শিব শক্তি আর বিরিঞ্চি কেশব, এক হরিনামে পাবে যে হে সব,
ছাড়না, কামনা, একবার প্রাণ ভরে তাঁরে ডাক না॥
ছাড় তুচ্ছ ভাষ এখন ললিত, রঙ্গ রসে আর হইওনা মোহিত,
শেষেতে, তোমাতে, তোমার কর্ম্ম বিনা কিছু রবে না॥ ১৩॥

কেদারা—আড়া।

বিফলে গেল দিন আমার, এসে এই ভবে।
কাতরে করুণা কর, রাখ মা চরণে শিবে॥
মায়াতে সংসারে বদ্ধ, দুরাশাতে সদা মুগ্ধ,
কর্ম্ম ফলে আছি রুদ্ধ, ক্রমে যে কাল আসিবে॥

সতত বাড়ে কামনা, মোহ বশে পাই যাতনা,
মনেতে সদা ভাবনা, কবে এই দুঃখ নাশিবে॥
অবিদ্যা হ'ল প্রবল, রিপুগণ করে ছল,
দেহি এ দুর্ব্বলে বল, নতুবা সবে দূষিবে॥
ক্রমেতে হ'য়ে জঘন্য, চারি দিকে দেখি শূন্য,
কে আছে মা তোমা ভিন্ন, কবে এই হৃদে বসিবে॥
ললিতের মা সময় হ'লে, যেন ভুলাইও না ছলে।
শেষে দুর্গা দুর্গা ব'লে, অনন্তে সে প্রবেশিবে॥ ১৪॥

কেদারা—আড়া।

কেমনে হব পার এই ভব পারাবার।
তোমার করুণা বিনা নাহি যে উপায় আর॥
দুরন্ত কৃতান্ত এসে, কুলেতে মা আছে ব'সে,
গ্রহণ করিবে শেষে, বশেতে আনিবে তার॥
কালে হবে দেহ জীর্ণ, কর্ম্ম বশে হব শীর্ণ,
কলুষে হতেছি পূর্ণ, ঘেরেছে মোহ আঁধার॥
মায়াতে ধরেছে বলে, যাতনা দিতেছে ছলে,
মন যে রয়েছে ভুলে, সংসার হয়েছে সার॥
স্বভাব অভাব নিত্য, আশাতে এ মন মত্ত,
সে কি মা বুঝিবে তত্ত্ব, নিত্য যে দেখে অসার॥
সতত সগুণা তুমি, সকলের মা অন্তর্য্যামী,
কর্ম্মেতে পতিত আমি, আছি লয়ে এ সংসার॥
কাতরে দেখ মা শিবে, কেন গো কৃপণ সবে,
কবে আশা পূর্ণ হবে, ললিত এ শুধিবে ধার॥ ১৫॥

বেহাগ—একতালা।

ছাড় মন কামনা।
ছাড় মিছে কাজ, কেন আর এ সাজ, অবিদ্যা সকলে ছাড়না॥
মন, বেদ ও বেদান্ত, পুরাণ আর তন্ত্র, মন্ত্র ব'লে ফল পাবে না।
ক'রে কাব্য অন্বেষণ, স্মৃতি ব্যাকরণ, দর্শনেতে কাজ হবে না॥
ন্যায়ের যে মীমাংসা, কেন তার আশা, শেষ্ দশায় কেউ রবে না।
ও মন সকল অনিত্য, করিবে কি তত্ত্ব, মত্ত হয়ে আর থেক না॥
মন তুমি যে দুর্ব্বল, নাহি কোন বল, আজও যে সম্বল হ'ল না।
শেষ নিজ কর্ম্মফলে, আপনি ডুবিলে, সত্য কি তা মন ভুলনা॥
ক্রমে বেড়েছে অজ্ঞান, কিসে হবে জ্ঞান, শেষে স্থান কেহ দেবে না।
হ'লে সতের উদয়, যাবে সর্ব্ব ভয়, রিপু সবে জয় করনা॥
আর ছাড় মন অসার, থাক লয়ে সার, পার হ'তে ভয় থাবে না।
মন ভাব মহাবিদ্যা, যিনি সর্ব্ব আদ্যা, পূরাও এ ললিতের বাসনা॥ ১৬

আলেয়া—একতালা।

ভেবে ভেবে মাগো হল প্রাণান্ত, সংসারের স্রোতে প'ড়ে মা শ্রান্ত,
অভাব দেখে যে সকলে ভ্রান্ত, রক্ষা কর মাগো হওনা ক্ষান্ত॥
সুপথ ছেড়ে মা বিপথে ভ্রমণ, মায়া-পাশে মাগো বদ্ধ এ চরণ;
পাপেতে মগন, আছি সর্ব্বক্ষণ, ক্রমে ক্রমে হল জ্ঞানের অন্ত॥
জন্ম হ'তে কত শুধিব মা ঋণ, ক্রমে আমার ভবে গেল যে মা দিন;
আমি অতি দীন, আশ্রয় বিহীন, শিয়রেতে বসে আছে কৃতান্ত॥
আরাধিব সদা মানস আসনে, তাহাতে এ বাধা দিতেছ মা কেনে;
ভাবি মনে মনে, ডাকি প্রাণপণে, তথাপি যে ভয় বাড়ে নিতান্ত॥
সদা যে মা তুমি বিকার রহিতে, সর্ব্বরূপে আছ জগতের হিতে;
তবে বিপরীতে, কেন হয় ভ্রমিতে, ক্রমে মনের আশা হ'ল অনন্ত॥

হিতাহিত জ্ঞান গেল যে সকল, কর্ম্মবশে দেহ হল মা দুর্ব্বল ;
নাই কোন বল, কি আছে সম্বল, দিনে দিনে বাড়ে মায়া দুরন্ত ॥
ষড়রিপু মাগো রয়েছে সংহতি, যাদের বশীভূত ললিত দুর্ম্মতি ;
হর এ দুর্গতি, দাও মা সুমতি, শ্রীচরণে এই ভিক্ষা একান্ত ॥ ১৭ ॥

ললিত—আড়া।

কোথায় আছ ওমা শিবে, হর হৃদি বিহারিণি।
করুণা কর মা দীনে, দেহি ও পদ তরণি ॥
এই যে ভব জলনিধি, বহিতেছে নিরবধি,
একি মাগো তোমার বিধি, বল মা বল তারিণি ॥
ভয়েতে কাঁপিছে কায়, কিসে মা তরিব তায়,
কিছু যে নাই উপায়, ওমা শঙ্করি :—
চির দিন এই অন্ধকারে, ভ্রমিতেছি বারে বারে;
মনের দুঃখ বলি কারে, তুমি যে জগজ্জননী ॥
দুরাশা হ'ল প্রবল, সে যে মা হরিল বল,
নাহি যে কিছু সম্বল. ওমা ঈশানি :—
ললিতের সেই শেষের দিনে, দেখ মা রেখ মা মনে,
ভিক্ষা কেবল ঐ চরণে, ওগো মা ভব ভামিনি ॥ ১৮

ললিত—আড়া।

এই যে গো মা বিপদ হরা, হের ঐ ভব জননী
পদে ধ'রে গঙ্গাধরে আসবে মা উন্মাদিনী ॥
মায়ের ঐ যে রাঙ্গা পায়, নূপুর শোভিছে তায়,
ভ্রমর বসিতে চায়, কমল ভ্রমে :—

নৃকর কটিতে পরা, শ্যামাঙ্গে রুধির ধারা,
রণেতে নাচিছে তারা, অসুর দল দলনী॥
চতুর্ভুজা ভয়ঙ্করী, সেজেছেন মা শুভঙ্করী,
ঘেরিয়া নাচে কিঙ্করী, ডাকিনী দলে :—
বরাভয় মুণ্ড অসি, ধরেছেন মা এলোকেশী
মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি, ত্রিনয়না হররাণী॥
গলেতে নৃমুণ্ড হার, কি শোভা হয়েছে তার,
কুন্তল পড়েছে মার, পদ যুগলে :—
বিলোল তাহে রসনা, হের ঐ মা শবাসনা,
ললিতের শেষ এই কামনা, দেহি ঐ পদ তরণি॥১৯॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

জয় করাল বদনী, দনুজ দলনী, শিব শবারূঢ়াশঙ্করী।
ওমা ত্বংহি জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বকাল কর্ত্রী, বাহন মা তব কেশরী॥
তারা রূপা মাগো পরমা প্রকৃতি।
নীলা লম্বোদরা তোমার ও মূরতি॥
দ্বিপি চর্ম্মোপরি, জটা ভার ধরি, ওমা অপরূপ রূপ মাধুরী॥
ওমা পরমা বিদ্যা ত্বংহি ষোড়শী, বসেছ কমলে মহেশ উরসি;
নবীন বয়সী, মুখে মৃদু হাসি, ওমা কখন ভুবন ঈশ্বরী॥
কভু মা ভৈরবী কভু ছিন্ন ভালা, কে জানে মা তব কত আছে লীলা;
ধূমা হয়ে শিবা, সেজেছ বিধবা, ওমা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী॥
ওমা অসুর দলিতে হয়েছ বগলা।
কভু মা মাতঙ্গী কখন কমলা॥
কেন মা বিমলা, সতত চঞ্চলা, ওমা তুমি যে অকুলের কাণ্ডারী॥
ত্বংহি সর্ব্বরূপা ত্রিদিব জগতে, ত্বংহি মহাশক্তি সকল আদিতে;
এ দীন ললিতে, রাখ চরণেতে, ওমা ছাড়না সকল চাতুরী॥ ২০॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

জয় জয় শ্যামা শ্যাম।
ভাব মন অবিশ্রাম॥
বংশীধারী হয়ে শ্যামা ব্রজে হলে শ্যাম,
অযোধ্যাতে রামরূপে দূর্ব্বাদল শ্যাম;
কিবা নয়নাভি রাম, হৃদে দেখ অবিশ্রাম,
ভবে শ্রান্ত হলে অন্তে হবে গোলকে বিশ্রাম॥
শ্যামারূপে গলে পর নৃমুণ্ড মালা,
ব্রজে গিয়ে বনফুলে সেজেছ কালা;
মন ভাবেতে ভোলা, ক্রমে যেতেছে বেলা,
সদা অভেদ ভাবে দেখ সেই শ্যাম শ্যামা নাম॥
নৃকর কিঙ্কিণী প'রে নাচিছ তারা,
শ্যাম হয়ে পীতধটী কটিতে পরা;
ভেদে সকলে সারা, পেলে নয়নে তারা,
এসে মিলন হবে হৃদে শ্যামা শ্যাম গুণধাম॥
যেই শ্যামা সেই শ্যাম কেবল রঙ্গ,
রণে বনে নাচে দুইয়ে হয়ে ত্রিভঙ্গ;
মন হের একাঙ্গ, স্বপ্ন হবে যে ভঙ্গ,
আর মিছে ব্যঙ্গ ছেড়ে কর পূর্ণ মনস্কাম॥
ললিত কি বুঝবে এই যুগল তত্ত্ব,
বিষয়ের বিষে এসে হ'ল উন্মত্ত;
মন ছাড় অনিত্য, আর কেনরে মত্ত,
মিছে মায়ার বশে মুগ্ধ হলে বিধি হবে বাম॥ ২১॥

ভৈরবী—একতালা।

এমন দিন, কত দিন, রবে মা আর বলনা।
এই সংসারে মোহিত হয়ে পাই মা এ যাতনা॥

মায়া মোহ যে মা ঘেরেছে চৌদিকে,
প'ড়ে আছি সদা কর্ম্মের বিপাকে ;
ওমা, অন্ত নাই দেখে, ভয় বাড়ে বুকে, করে মন কামনা ॥
দুরাশাতে সবে হ'ল মা অজ্ঞান,
রিপুগণ ক্রমে হয়েছে প্রধান ;
এসে, কর মাগো ত্রাণ, দাও পদে স্থান, এ দুর্গতি হয় না ॥
অনিত্য সংসারে ক'রে অভিনয়,
আপনি যে মনের বেড়েছে আশয় ;
মাগো, আর কত সয়, কিসে যাবে ভয়, এ কাতরে দেখনা ॥
সংসার বিজনে স্নেহের কূজন,
মুগ্ধ ক'রে মাগো দহিছে জীবন ;
ওমা, করেছে বন্ধন, যত পরিজন, কিছুতে মা ছাড়ে না ॥
সর্ব্ব জ্ঞান হীন হ'য়ে এ দুর্ম্মতি,
আশা কুহকেতে ভুলেছে সম্প্রতি ;
মাগো, কর্ম্মফল নিতি, হয়ে আছে সাথী, বুঝালে সে বোঝে না ॥
দিনে দিনে ক্ষয় হতেছে মা দিন,
যাতনা বেড়েছে বেড়েছে মা ঋণ,
ওমা, আমি অতি হীন, সঙ্গতি বিহীন, কর মাগো করুণা ॥
জন্ম জন্মান্তর সকলি তোমাতে,
তবে কেন সদা হ'তেছে ভ্রমিতে ;
মাগো, রেখো চরণেতে, এ দীন ললিতে, দেখ শেষ ভুলনা ॥ ২২ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

হের হের শ্যামা, এ ভব যাতনা, তুমি যে মা তার কিছুই জাননা।
শ্মশান বাসিনী হয়ে শবাসনা, সেজে আছ হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী ॥
মৃদু মৃদু হাঁসি রয়েছে অধরে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে নেচেছ সমরে।
মুক্ত কেশপাশে ঘেরেছ অম্বরে, ওরূপেতে হলে দনুজ দলনী ॥

লোহ লোহ জিহ্বা করাল বদনে, কোটি সৌদামিনী খেলিছে দশনে।
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি আছে ত্রিনয়নে, শিব শবোপরে কেন একাকিনী॥
অপরূপ হর হৃদয় প্রভা, ক্ষীরোদেতে যেন ভাসিতেছে জবা।
হেরিলে মানসে ওরূপ শোভা, মনের অন্ধকার হরে যে তখনি॥
আদ্যারূপে হলে ত্রিগুণের আশ্রয়, সত্বগুণে করে ধর বরাভয়।
রজোগুণে ঐ খড়গ মুণ্ডদ্বয়, তমোগুণে কালী কাল নিবারিণী॥
কটিতট ঘেরে রেখেছ নৃকরে, শোভিতেছে অঙ্গ অরাতি রুধিরে।
সেজেছ ওরূপে বধিতে অসুরে, হয়ে তুমি এই জগত জননী॥
কে বুঝিতে পারে ওরূপ মহিমা, কিছুতে মা তোমার হলনা যে সীমা
এ দীন ললিতে বারেক দেখ মা, কাতরে করুণা করগো ঈশানি॥
অজ্ঞান আঁধারে ভ্রমি চিরকাল, কাল পূর্ণ হলে ঘটিবে জঞ্জাল।
তব পদতলে আছে মহাকাল, কালাকাল সব তুমি যে ঈশানী॥ ২৩॥

বেহাগ—একতালা।

তারা হের অপাঙ্গে।
আমার মন যে দুর্ব্বল, হেরে কর্ম্মফল, হয়েছে চঞ্চল, ভব আতঙ্গে॥
আশা মরীচিকা মানস প্রান্তরে, ধীরে ধীরে তাহে ফেলেছে মা ঘোরে।
মাগো মনের বিকারে, ধাইছে আঁধারে,
একবার দেখ কৃপা করে, মন কুরঙ্গে॥
মায়ার বশেতে করিলে পতিত, আপনি হলে মা মনের অতীত,
ওমা দেখে শত শত, ভাবি যে সতত, কর্ম্মফল যত, যাবে যে সঙ্গে॥
দুরন্ত হল মা মনের বাসনা, কি হবে শেষেতে ওগো শবাসনা;
কিছু জানিনা সাধনা, তব আরাধনা, (মিছে) হবে যে তাড়না স্বপ্নের ভঙ্গে॥
ওমা অনন্ত জলধি সম এ সংসার, আপনি কিসে মা হব তাহে পার;
মাগো এসে বার বার, দুঃখ অনিবার, কর মা নিস্তার, ভব তরঙ্গে॥
মনের আশা যত রহিল মনেতে, এখনও মা সময় হ'লনা বলিতে;
তাই ডাকি কাতরেতে, ভুলনা ললিতে, ভুলায়ে শেষেতে, রেখনা রঙ্গে॥২৪॥

পুরবী—একতালা।

ঐ ভাবেতে ভোলা, শঙ্কর পড়ে চরণ তলে।
নবীন নীরদ বরণী শ্যামা ধরিয়া হৃদয় কমলে॥
শ্রীপদ নখরে চাঁদের আভা, রূপেতে জিনিছে বিজলী প্রভা,
নয়ন মুদিয়া দেখিছে শোভা, ছলেতে রয়েছে যুগলে॥
অমর কুলের দেখিয়া ত্রাস, মৃদু মৃদু মায়ের মুখেতে হাস,
অসুরের কুল করিতে নাশ, সেজেছে ওরূপে বিমলে॥
সভয়ে অভয় দিতেছে বামা, রণমাঝে নেচে হয়েছে শ্যামা,
ওরূপের কি পাবে উপমা, হের ঐ মা সর্ব্বমঙ্গলে॥
হৃদি সরোরুহে এস মা রঙ্গে, বারেক দেখি মা নাচ ত্রিভঙ্গে,
এ দীন ললিতে হের অপাঙ্গে, ভুলনা ওগো মা চঞ্চলে॥ ২৫॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেমন যে তুমি বুঝি না মা, কি দিব তুলনা।
যে দিকে মা ফিরাই আঁখি, কিছুতে সীমা হ'লনা॥
তুমি যে জগত কারণ, করেছ ত্রিগুণ ধারণ,
ভবার্ণবের তরি ঐ চরণ, এই বিনা আর জানি না॥
সাধিলে হবে অন্তর, ক'রে দাও মা ভাবান্তর,
হৃদে বসে নিরন্তর, দেখি যে মা দাও যাতনা॥
তুমি যে সদা অনন্ত, কেহ কি পাবে মা অন্ত,
কেমনে হব মা শান্ত, ললিতের এই ভাবনা॥২৬॥

বেহাগ—একতালা।

আর সহেনা যাতনা।
এই হৃদয় কমলে, এস মা বিমলে, দীনের দিন যে মা থাকে না॥

সর্ব্বময়ী হয়ে, কেন গো অভয়ে, সভয়ে অভয় দিলে না।
ওমা মায়ার অবসানে, রেখ শ্রীচরণে, নিদয় এ দীনে হইও না॥
আমার হলনা সাধনা, ওমা শবাসনা, আপনি কর মা করুণা।
যেন সদা নির্ব্বিকারে, ডাকি মা তোমারে, দেখ এ কাতরে ভুলনা॥
ওমা নিত্যরূপা সতী, পরমা প্রকৃতি, কোন যে সঙ্গতি হ'ল না।
তুমি জ্ঞানের অতীত, সর্ব্বমায়াতীত, কামনা রহিত কর না॥
তুমি সর্ব্বকাল কর্ত্রী, ত্রিজগত ধাত্রী, কর্ম্মফল দাত্রী, দেখ না।
ওমা রিপু পরবশ, হয়েছি অবশ, কেহ যে মা বশ রবে না॥
ক্রমে আসিছে কৃতান্ত, ললিত আজও ভ্রান্ত, কাহারও যে অন্ত পাবে না।
ওমা সকল হারালে, ধরিবে যে কালে, সেই দিনে ভুলে থেক না॥২৭॥

বেহাগ—একতালা।

ভ্রমেতে ভুল না।
মন নিজ কর্ম্মফলে, বদ্ধ যে সকলে, মিছে আর গোলে থেক না॥
তোমার কর্ম্ম যে অনন্ত, শিয়রে কৃতান্ত, ভেবে কিছু অন্ত পাবে না।
আর মিছে মায়া বশে, থাক কেন ব'সে, কি হবে যে শেষে ভাবনা॥
তুমি হয়েছ অজ্ঞান, নাহি কোন স্থান, আপনি সে জ্ঞান হবে না।
মন দুর্গা দুর্গা ব'লে, ডাক সর্ব্বকালে, পূর্ণ হবে কালে কামনা॥
এই ভব সংসারেতে, এসেছ ঘুরিতে, সহজে তরিতে দেবে না।
আছ পরের অধীন, বাড়ে যত ঋণ, ক্রমে আর দিন রবে না॥
ওমন তুমি যে দুর্ব্বল, বলী রিপু দল, আর কেন ছল ছাড় না।
এই সংসার দুর্গতি, দেখ না সম্প্রতি, দুর্গা পদে মতি রাখ না॥
মন তুচ্ছ যে সম্পদ, তুচ্ছ মোক্ষ পদ, ভিক্ষা সেই শ্রীপদ কর না।
হবে পূর্ণ মনস্কাম, কর্ম্মেতে বিরাম, ললিতের এই বাসনা॥ ২৮॥

বেহাগ—খং।

কোথা মা হৃদয়ের যন্ত্রণা হারিণি,
কুচিন্তা বারিণি, দেহি মে আশ্রয় তব পায়।
সংসার কুহকে প'ড়ে বুঝি আমার প্রাণ যায়॥
ছলনা অঙ্গ ভূষণ, দুরাশা পূর্ণ জীবন,
ওমা অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে পড়েছি বিষম দায়॥
পাপ দেহ পাপে ভরা, গেছে মা নয়নের তারা,
আজ একা আমায় পেয়ে মাগো সকলে ধরিতে চায়॥
অশান্তি দিন যামিনী, ভয়েতে কাঁপি জননি,
ওমা মনের দুঃখ আছে মনে বারেক শোননা তায়॥
মায়া মোহ আছে ঘেরে, ভ্রমিতেছি দ্বারে দ্বারে,
ওমা দরদে দরদী হ'তে কেহ যে চাহে না হায়॥
বেড়েছে ক্রমে অভাব মলিন হল স্বভাব,
ওমা তুমি বিনা ললিতের আর নাহি যে কোন উপায়॥ ২৯॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে হও প্রসন্ন।
ওমা ধরি রাঙ্গা পায়, কর মা উপায়, কর্ম্মবশে হায়, হলাম জঘন্য॥
ওমা ক্ষেমঙ্করি ক্ষম অপরাধ, নিজ কর্ম্ম যে মা ঘটালে প্রমাদ,
মাগো মনে যত সাধ, বাড়ালে বিষাদ, আশা কুহকেতে হ'লাম বিপন্ন॥
ক্ষেপা স্বামী ল'য়ে ভ্রমিছ শ্মশানে, উলাঙ্গিনী হয়ে নাচিলে মা রণে,
এ হৃদি আসনে, যুগল মিলনে, বারেক এসে মাগো রাখ শরণ্য॥
তুমি যে মা উমা নগেন্দ্র বালিকে, সুরে কৃপা করে হলে মা কালিকে,
ওমা জগত অম্বিকে, সঙ্কট নাশিকে, দয়া করে দীনে করমা ধন্য॥
তোমার কার্য্য তুমি পার মা বুঝিতে, বুঝিবে কি মা এ ত্রিজগৎবাসীতে,
কারে নাশ মা অসিতে, কারে অভয় দিতে, নিজ কর্ম্মে নিজে হওগো মান্য

কি খেলা হবে মা স্বপ্নের ভঙ্গে, ললিত ভাবিলে কাঁপে আতঙ্কে,
ওমা হের অপাঙ্গে, থেক মা সঙ্গে, মায়ামোহ ক্রমে করে আচ্ছন্ন ॥৩০॥

বেহাগ—একতালা।

তারা রাখ বিপদে।
মাগো ডাকি যে কাতরে, মোহ অন্ধকারে,
ঘেরেছে আমারে ওমা বরদে ॥
কত আশা মনে হতেছে উদিত,
তাই লয়ে মাগো দিন করি গত ;
ওমা হল বিপরীত, কর গো বিহিত,
হিতাহিত কিসে বুঝিব সারদে ॥
কর্ম্ম অনিবার্য্য হল এ ভূতলে,
বিপথেতে ভ্রমে দেখি যে সকলে ;
ওমা সদা আছি ভুলে, ক্রমে দিন গেলে,
দেখিবে কে আর আমাকে অন্নদে ॥
প্রবল হতেছে সংসার বাসনা,
ক্রমেতে বেড়েছে মনের কামনা ;
এসে করগো করুণা, ওমা ত্রিনয়না,
ভ্রান্ত মন মুগ্ধ হতেছে সম্পদে ॥
এ ভব বিপিন পূর্ণ হিংস্র জীবে,
মায়া অহঙ্কার ভ্রমিতেছে সবে ;
ওমা দিন যাবে যবে, তখন কি হবে,
শেষেতে কেহ আর রবে না স্বপদে ॥
ওমা ললিত দুর্ম্মতি ভাবিছে কারণ,
হৃদয় মাঝারে আছে শবাসন ;
তুমি করিলে গ্রহণ, হেরে শ্রীচরণ,
অন্ধকার দূর হবে মা মোক্ষদে ॥ ৩১ ॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে সকলি সত্য।
ওমা অন্তের উপায়, তোমার কৃপায়, সকলেতে পায়, তাও যে সত্য॥
ওগো মা অসিতে, সুতীক্ষ্ণ অ'সিতে, যাও মা নাশিতে, যারা উন্মত্ত।
ওমা দেখে অহঙ্কার, ছেড়ে হুহুঙ্কার, হর সে বিকার. তুমি যে সত্য॥
মাগো সতের অভাবে, প'ড়ে আছি ভবে, বিষয় বৈভবে, সব অনিত্য।
হয়ে নৃমুণ্ড মালিকে, ওগো মা অম্বিকে, এই জগত পালিকে, হয়েছ সত্য॥
ওমা ভাবি বারে বারে, ভব পারাবারে, কিসে যাব পারে, আছে বিপত্ত।
পেলে শ্রীপদ তরণি, ওগো মা তারিণি, তরিব জননি, জানি যে সত্য॥
আমায় রেখেছ মা যাতে, পূর্ণ যে মায়াতে, এসেছে ধরিতে, দারা অপত্য।
আর দেখ মা কুপটে, রাখ এ সঙ্কটে, আসিলে নিকটে, বুঝিব সত্য॥
ওমা হয়েছে দুরাশা, মনো মত আশা, ললিত এ ভরসা, করিছে নিত্য।
আমার এ দুঃখ নিবারি, দেবে কৃপাবারি,
ভাবিতে কি পারি, তোমার সত্ব॥ ৩২॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে হের আপাঙ্গে।
ওমা আশা দুর্নিবার, দেখে পারাবার, হব তাহে পার, এ খেলা ভঙ্গে॥
মোহিত সকলে রয়েছে মায়াতে, দেখ মা অভয়ে এদিন থাকিতে;
ওমা অসার জগতে, পড়েছি ভ্রমেতে, কর্ম্মফল যাতে, চলেছে সঙ্গে॥
সর্ব্ব রূপে তুমি রয়েছ সকলে, অভয় পাব মা তোমাকে বুঝিলে;
ওমা কর্ম্মবশে ফেলে, ভুলালে সকলে, ভেসে যাব কালে, ভব তরঙ্গে॥
ভাবিতে ভাবিতে আসিবে শমন, ওষ্ঠাগত এই করিবে জীবন;
ওমা জনম মরণ, তোমার শাসন, কত যে এখন, খেল মা রঙ্গে॥
এই হৃদয় সাগরে তোমার আধার, প্রফুল্ল কমল মাঝে কর্ণিকার;
ও মা তুমি এসে তার, কর অধিকার, দেখি একবার, নাচ ত্রিভঙ্গে॥

তুমি যে মা নিত্য পরমা প্রকৃতি, হর মা হর মা এভব দুর্গতি;
ওমা হ'ল না সঙ্গতি, ভাবিলে সম্প্রতি, ললিত দুর্ম্মতি, কাঁপে আতঙ্গে ॥৩৩॥

বেহাগ—একতালা।

তারা হর আতঙ্গ।
ওগো নিত্যরূপা বামা, তুমি যে মা উমা,
ভয়েতে কাঁপি মা, দেখে তরঙ্গ ॥
ভব পারাবারে হতেছে উচ্ছ্বাস,
স্তরে স্তরে মাগো সকল প্রকাশ;
মাগো বাড়াতে উল্লাস, রেখেছ বিলাস করে সর্ব্বনাশ, দেখ কি রঙ্গ ॥
সংসার বিজনে স্নেহের কূজন, মন মুগ্ধকর হয়েছে এখন;
ওমা ধরিলে শমন, হবে যে শাসন, পালাবে তখন সকল সঙ্গ ॥
অবিদ্যা রূপেতে রিপু আছে ব'সে, অধিকার সব করে ভাগ্য দোষে;
ওমা কর্ম্মের আবেশে, প'ড়েছি অবশে,
ক'রে দাও মা এসে, সে খেলা ভঙ্গ ॥
নিরাকারা তুমি যদিও জগতে,
তথাপি এস মা ডাকিলে ভয়েতে;
ওমা করুণা বসেতে, সুরে অভয় দিতে,
নাচিলে রণেতে, হয়ে ত্রিভঙ্গ ॥
আর কত ললিত সহিবে তাড়না, দিনে দিনে তার বাড়িছে যাতনা;
ওমা করগো করুণা, কোথা শবাসনা, পূরাতে কামনা, কর অপাঙ্গ ॥৩৪॥

বেহাগ—একতালা।

মন সদা অশান্ত।
ওমা বোঝালে বোঝে না, বলিলে শোনে না,
ক্রমেতে কামনা, হ'ল অনন্ত ॥

কাম্য ফলে তার হতেছে প্রয়াস,
দিনে দিনে দেখি বাড়ে যত আশ ;
ওমা আশার বিনাশ, দেখিলে হতাশ,
করে কর্ম্ম নাশ, এত সে ভ্রান্ত ॥
মুক্ত পথে মুক্ত রয়েছে সংসার,
তবে কেন মা গো ভ্রমিছে আঁধারে ;
ওমা সংসার বিকারে, ঘেরেছে তাহারে,
আর কত পারে, হতেছে শ্রান্ত ॥
সতত উচ্ছ্বাস দেখি মা যাহাতে,
এসে সুখী কেউ হবে কি তাহতে ;
ওমা কর্ম্মের দোষেতে, কাঁপিছে ভয়েতে,
ধরিবে শেষেতে, এসে কৃতান্ত ॥
মোহ যে প্রবল মায়ার পরশে,
আর কি থাকিতে দেবে মা স্ববশে ;
ওমা নিজ ভাগ্য দোষে, মিছে আছি ব'সে,
কর্ম্ম ফল এসে, করে প্রাণান্ত ॥
কুকর্ম্ম দেখি মা রয়েছে প্রহরী,
দুর্ম্মতি ললিতে দহিছে শঙ্করি ;
ওমা কত সহ্য করি, কাহাকে গো ধরি,
দেহি পদ তরি, ভিক্ষা একান্ত ॥ ৩৫ ॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

চিরদিন জানি যে শিবে, তোমাকে নিদয় ব'লে।
করুণা কর মা তারে, যে ধরে তোমাকে বলে ॥
মহিষাসুর যখন, ধরিল রণে কৃপাণ,
তাকে ঐ দিতে চরণ, মহিষ মর্দ্দিনী হ'লে ॥

চণ্ড মুণ্ড বিনাশিতে, রণেতে হলে অসিতে,
নমিল যত অরিতে, বরাভয় সবে দিলে ॥
ডাকিলে অতি কাতরে, ডুবাতে পার মা ধ'রে,
কেহ কি বুঝিতে পারে, ভ্রমে অন্ধ কর ছলে ॥
ললিত অতি দুর্ম্মতি, সদা সে অসুর মতি,
কর মা তার সদ্গতি, দেখ মা থেকনা ভুলে ॥ ৩৬ ॥

কেদারা—আড়াঠেকা ।

পরম প্রকৃতি ব'সে ভুলালে সকল জীবে ।
অনন্ত রূপিণী হ'য়ে, কেন মা সব নাশিবে ॥
তুমি যে সকল কারণ, ত্রিগুণ করেছ ধারণ,
ভব ভয় কর বারণ, কেন মা দূষীবে সবে ॥
জ্ঞান চক্ষু নিমীলিত, কর্ম্মেতে সদা পতিত,
কে মাগো করে বিহিত, সদা যে অভাব ভবে ॥
পাপার্ণবে মগ্ন হয়ে, কত মা রয়েছি সয়ে,
সতত কাঁপি যে ভয়ে, হিতাহিত কিসে রবে ॥
ক্রমে রবি অস্ত হবে, মায়া ছবি প'ড়ে রবে ।
আর কি পাবে এ ভবে, অনন্তে সকল যাবে ॥
ষোল কলা হবে পূর্ণ, এস মা এস মা তূর্ণ;
ললিত হতেছে জীর্ণ, কবে মা দেখিবে শিবে ॥ ৩৭

ঝিঁঝিঁট—পোস্তা ।

মা হয়ে মা এমন হলে ।
ওমা কর্ম্ম দেখে সব ডুবালে ॥
মায়া তোমার গেল কোথা, একবারে কি রইলে ভুলে ।
ওমা জগতে যে সবাই এখন, বাধ্য কেবল কর্ম্ম ফলে ॥

অন্ধকারে প'ড়ে থেকে, সদাই জীবন যাচ্ছে জ্বলে।
ওমা সঙ্গে আমার আছে যারা, তারাই যে সব ভুলিয়ে দিলে ॥
ভাবতে গেলে ভয়ে মরি, জেনে কত পড়ছি গোলে।
ওমা চক্ষে দেখে আপনি আবার, ঠক্‌ছি গিয়ে পাঁচের ছলে ॥
পরের দুঃখ পর কি বোঝে, মায়ে বোঝে আপন ছেলে।
ওমা শেষের দিনে ললিতকে কি, রাখ্‌বে তোমার চরণ তলে ॥ ৩৮ ॥

ললিত বিভাষ—ঝাঁপতাল।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, ওমা জগত জননি।
ত্রিলোক আরাধ্যা তুমি, সদা ত্রিগুণ ধারিণী ॥
কেন মা পেতেছ মায়া, মনে কিছু নাই কি দয়া,
দেখে এ দীনে অভয়া, রাখ ভব ভামিনি ॥
তোমার কৌশিকী রূপে, দিতি সুত সবে কাঁপে,
দনুজ দলিলে দাপে, ওমা ভব মোহিনি ॥
করাল বদনী ছলে, কপালিনী তুমি হ'লে,
নর মুণ্ড মালা গলে, হর হৃদি বিহারিণী ॥
এই হৃদি পদ্মাসনে, এস গো মা ত্রিনয়নে,
নাশ ষড় রিপুগণে, ওমা ত্রাস নাশিনি ॥
ভব ভয় দূর কর, মায়া মোহ সংহর,
ললিত ভয়ে কাতর, কোথা কালবারিণি ॥ ৩৯ ॥

ললিত বিভাষ—ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ কেশব কংশারে, ত্রাহি বিপদ সাগরে।
কর্ম্মদোষে দীনবন্ধু, বদ্ধ হ'লাম সংসারে ॥
সদা যে হে পাপ মতি, হর দীন দুর্গতি,
অগতির তুমি গতি, আছ সর্ব্ব আধারে ॥

মন মানসে হেরে পদ, দূরে যাবে আপদ,
বিষম সম্পদ পদ, দহিছে আমারে ;—
কোথা ওহে গুণনিধি, ডাকি তোমায় নিরবধি।
ইন্দ্র চন্দ্র হর বিধি, তুমি যে হে একাধারে॥
তব শ্রীপদ পল্লব, এ জগতের দুর্ল্লভ,
হয়ে হৃদি বল্লভ, রাখ এ কাতরে ঃ—
ভিক্ষা তব কৃপাকণা, জানি না হে আরাধনা,
ললিতের এই কামনা, অন্তে দেখ তাহারে॥ ৪০॥

খাম্বাজ—একতালা।

কে রে নব নীরদবরণী, কার রমণী, বামা হেরি একাকিনী,
হয়ে উলাঙ্গিনী, তাণ্ডবে সদা নাচিছে সমরে॥
মহাকাল ঐ প'ড়ে পদ তলে, ভালে রবি শশী হুতাশন জ্বলে,
মুণ্ড মালা গলে, করালিনী ছলে, মৃদু হাঁসি ঐ রয়েছে অধরে॥
শ্রীপদ নখরে চাঁদের কিরণ, সুধা আশে চকোর ধরিছে চরণ ;
নামের স্মরণ, তারণ কারণ, সভয়ে অভয় দিতেছে সবারে॥
বাম করদ্বয়ে অসি মুণ্ড ধরি, নাশিছে সমরে অমরের অরি ;
রথ হয় করী, বদনেতে করি, হাঁসিয়া চর্ব্বণ করিছে তাহারে॥
কমল ভাবিয়া শ্রীপদ যুগলে, মধু লোভে অলি ধায় দলে দলে,
বামা অবহেলে, দিতি সুত দলে, বরাভয় ঐ দিতেছে অমরে॥
কটি তটে ঐ বাজিছে কিঙ্কিণী, প্রতিপদ ভরে কাঁপিছে ধরণী ;
নর কর শ্রেণী, পরেছে ভামিনী, মুক্ত কেশ পাশ উড়িছে অম্বরে॥
সর্ব্বরূপা ঐ জগত বন্দিনী, হর হৃদি পরে হরের মোহিনী,
এস গো জননি, কাল নিবারিণি, এস ললিতের হৃদয় মাঝারে॥ ৪১॥

মুলতান—আড়া ঠেকা।

ভাব্ দেখি মন, শেষে কি তোর রবে রে আপন।
এই ঘর বাড়ী তোর কোথা রবে গেলে এ জীবন॥
মন মিছে এখন করিস মায়া, দেখনা বুঝে কার এ কায়া,
কোথা রবে বন্ধু জায়া, আসিলে শমন।
ওরে কর্ম্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, করিস যত কড়াকড়ি,
তাড়াতাড়ি ছাড়াছাড়ি, হবে রে তখন॥
এই বিষয় বৈভব লয়ে, সকল দিকে গেলি বয়ে,
আপ্‌নি আছিস্ কত সয়ে, দেখ্‌না এখন।
ওরে, মায়া মোহ এসে তোকে, ঘেরেছে যে চারি দিকে,
সময় এলে ধর্‌বি কাকে, কর্‌না স্মরণ॥
মন, দিনে রাতে অন্ধকার, হয়েছে যে এ সংসার,
আর কিরে তুই পারে যেতে পার্‌বি কখন।
ওরে কাঁদিস্ এত প্রাণপণে, তোর কথা আর কেউ কি শোনে,
হেলাতে হারালি এসে অমূল্য রতন॥
মন, পাঁচের খেলা পাঁচের কাছে, দেখে এখন নেনা বেছে,
আপন দশা বুঝ্‌বি কিসে, না হলে যতন।
ওরে কালী নাম কৈবল্য রাশি, বল্‌না ললিত দিবানিশি,
আপনি যে তুই পাবিরে সব, মনের মতন॥ ৪২॥

খাম্বাজ—একতালা।

কে জানে মা তোমার প্রকৃতি, কখন তুমি কি ধর মা মূরতি,
তোমার তুলনা ভাবিলে সম্প্রতি, অসার জগতে কিছু যে মেলেনা॥
কর্ম্ম বলে বলী ভাবিছে সকলে, বাধ্য কিন্তু সবে নিজ কর্ম্ম ফলে,
জেনে সবে ভোলে, বিপথেতে চলে, মিছে কর্ম্ম ক'রে ভাবে এ সাধনা॥

কে জানে মা তুমি কখন রুষ্ট, কিসে তুমি মাগো হবে যে তুষ্ট,
আপনার ইষ্ট, বুঝিলে মা স্পষ্ট, নষ্ট হতে আর কেহ যে চাবে না॥
কুকর্ম্ম যে সদা রয়েছে সঙ্গে, আশা কুহকেতে ভ্রমি যে রঙ্গে,
মরি আতঙ্কে, এ খেলা ভঙ্গে, কর্ম্ম ফল এসে করিবে তাড়না॥
ভ্রমে অন্ধ যারা রয়েছে সংসারে, তারা যে মা সদা ঘুরিছে আঁধারে,
ডুবালে সবারে, মনের বিকারে, আপনাআপনি কেহ যে বোঝেনা॥
মায়াতে যে সবে হয়ে উন্মত্ত, ভুলে গেছে মাগো পরম তত্ত্ব,
দেখিছে নিত্য, সব অনিত্য, সত্য ধনে লক্ষ্য কেহ যে করে না॥
এস কৃপাময়ি জলদ কান্তি, দূর কর এই মনের ভ্রান্তি,
গেলে মা শ্রান্তি, পাব যে শান্তি, ললিত কত এ সহিবে যাতনা॥৪৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

কোথা গো জননি হের অপাঙ্গে, কালের শাসনে কাঁপি আতঙ্কে,
নিজ কর্ম্ম ফল চলেছে সঙ্গে, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥
আশা মরীচিকা হেরিয়া সংসারে, দুরাশাতে মুগ্ধ করিল সবারে,
লক্ষ্য বিনা অভাব এ ভব সাগরে, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥
অনন্ত পথেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কত মুগ্ধকর দেখিতে দেখিতে,
ঘেরিল ক্রমে যে মোহ আঁধারেতে, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি।
সংসার বন্ধনে হয়েছি বদ্ধ, ধর্ম্ম পথ ক্রমে হতেছে রুদ্ধ,
মন কিসে আজি হবে বিশুদ্ধ, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥
মুক্ত অসি করে কুকর্ম্ম প্রহরী, বধিবার তরে রয়েছে যে ধরি,
চারি দিকে ভ্রমে মায়া ভয়ঙ্করী, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥
কর্ম্ম মূল ভাবি পতিত ভ্রমেতে, অন্ধ হয়ে সদা ভ্রমি বিপথেতে,
কত আশা আসি উদিত মনেতে, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥
দুরন্ত যাতনা এই একাধারে, কত কাল আমি ভুঞ্জিব তাহারে,
ক্রমে গেল সব স্বভাব বিকারে, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥

এস এস শিবে করুণাধার, এ ভব জলধি কর মা পার ;
কত দিবে তুমি যাতনা আর, ওগো মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি ॥
স্বভাবের দোষে বেড়েছে কামনা, দেখিলে বুঝিবে ওমা ত্রিনয়না.
ললিতের কবে পূরিবে বাসনা, ওমা ভক্তি মুক্তি শক্তি দায়িনি ॥ ৪৪ ॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

জগৎ অম্বিকা হয়ে দশভুজা, শরতে গ্রহণ করেন পূজা,
মহিষাসুরে দিতে ঐ সাজা, হয়েছেন মা যে মহিষ মর্দ্দিনী ॥
করি অরি পৃষ্ঠে দক্ষিণ চরণ, বাম পদে করেন অসুরে তাড়ন,
নাগ পাশে তাহে করিয়া বন্ধন, হৃদে শূলাঘাত করেছেন ঈশানী ॥
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী বামে সরস্বতী, কার্ত্তিক হেরম্ব রয়েছেন সংহতি,
মহামায়া শিরে ধরি পশুপতি, দুর্গারূপে সদা দুর্গতি নাশিনী ॥
বলীর ছলেতে অবিদ্যা ছেদন, দূরে যায় যত রিপুর বন্ধন,
মহাপূজা ছলে পরম সাধন, একাধারে সর্ব্ব লক্ষ্য প্রদায়িনী ॥
মায়া মোহ জীবের করিতে সংহার. দুর্গানামে হরে মনের অন্ধকার,
মহা শক্তিরূপে করুণা আধার, কাতরেতে সদা অভয় দায়িনী ॥
ললিতের আশা পূজিবে চরণ, সেই হেতু এই অকাল বোধন,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি করিয়া গ্রহণ, দুরাশা কি পূর্ণ করিবেন জননী ॥ ৪৫ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

ওমা তরঙ্গিণি গঙ্গে।
দেহি মে স্থান পদ তরঙ্গে ॥
মা গো অনন্ত হিল্লোলে ভাসে, যার আছে সুকৃতি।
ওমা পাপার্ণবে ডোবে সবে হলে কুকৃতি ॥
সদা পাপেতে মতি, মাগো কি হবে গতি—
এই অগতির পক্ষে সদা গতিস্থং গঙ্গে ॥

ওমা যে দিকেতে করি লক্ষ দেখি অনন্ত ।
আমি আপনি যে অন্ত হীন পাব কি অন্ত ॥
মাগো হ'লে জ্ঞানান্ত,কাল করে প্রাণান্ত,
ওমা অনন্ত সেই অন্ত কালে গতিস্ত্বং গঙ্গে ॥
এই দুর্ম্মতির আশা দেখে বাড়ে কামনা ।
এসে সংসারেতে তাই মাগো এত যাতনা ॥
ওমা কত তাড়না, হবে তাও জানিনা ।
সদা পতিত পাবনী নামে গতিস্ত্বং গঙ্গে ॥
ওমা কর্ম্ম দোষে সকলে যে হ'ল বিপক্ষ ।
মাগো চারি দিকে দেখি কেহ নাহি স্বপক্ষ ॥
কর্ম্ম ফলেতে লক্ষ্য, আশা হয়েছে মুখ্য,
এই ভ্রান্ত জীবের পক্ষে সদা গতিস্ত্বং গঙ্গে ॥
ওমা মোহ অন্ধকারে কত বহে তরঙ্গ ।
মাগো স্বকৃত কর্ম্মেতে সদা জ্বলিছে অঙ্গ ॥
একবার কর অপাঙ্গ, হর সর্ব্ব আতঙ্গ,
এই দীন হীন ললিতের গতিস্ত্বং গঙ্গে ॥ ৪৬ ॥

কেদারা—আড়া ।

এস মা পরমেশ্বরি, তুমি নিত্য শুভঙ্করী,
অনিত্য সংসার মায়া, ক্রমে হল ভয়ঙ্করী ॥
মায়া হতে মোহ এসে, অন্ধকার করিবে শেষে,
কত আর সহিব ব'সে, ভয়েতে মা ভেবে মরি ॥
তোমাকে দেখে নিদ্রিত, সকলে কর্ম্মে পতিত,
তুমি যে মনের অতীত, কেমনে মা তোমায় ধরি ।
সত্ত্ব গুণে সৃজন যারে, রজোগুণে পালন্ তারে,
তমোগুণ ত্রিশূল ক'রে, নাশিছ মা তাহে ধরি॥

তোমার কর্ম্ম তুমি জান, হিতে হয় অহিত জ্ঞান,
অন্ধকার আছে সমান, দেখ মা জগদীশ্বরি ॥
ক্রমে সর্ব্ব পথ রুদ্ধ, মায়া পাশে সবে বদ্ধ,
ললিত দুরাশা মুগ্ধ, দেহি দীনে কৃপা বারি ॥ ৪৭ ॥

আলেয়া—একতালা।

ঘোর তিমিরে চির অন্ধকার,
মায়া মোহ ঘেরে রয়েছে সংসার।
হৃদয়েতে বাড়ে আশা দুর্নিবার,
দেখ ওমা দুর্গে দুর্গতি হারিণি ॥
কনক পুতলি নিজ পরিজন,
মনে হয় তারা জীবনের জীবন।
ওমা কর্ম্ম অগণন, রয়েছে এখন,
সঙ্কটে পড়েছি সঙ্কট নাশিনি ॥
কর্ম্ম কুহকেতে ভুলেছে সকলে,
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম করে কে মা কালে।
ওমা সতত বিফলে, দিন যাবে চ'লে,
দীনের গতি কি শেষ্ হবে গো ঈশানি
আত্ম জ্ঞান যে মা তারণ কারণ,
সময়েতে কভু হবে কি স্মরণ।
ওমা তব শ্রীচরণ, করিলে ধারণ,
লক্ষ হীনের লক্ষ হবে যে তখনি ॥
মরীচিকা মুগ্ধ কুরঙ্গ যেমতি,
জল আশে ধায় হয়ে লুব্ধ মতি।
ওমা সংসারে তেমতি, সকলের গতি,
অগতির গতি তুমি যে জননি ॥

সদা যে বিফল হ'তেছে বাসনা,
তথাপি নিবৃত্তি হল না কামনা।
ওমা দীনের এ যাতনা, দেখে শবাসনা,
অভয় দাও মা আসি অভয় দায়িনি॥
ললিতের স্বপ্ন হলে মা ভঙ্গ;
তখন রবে কি এ সব রঙ্গ।
ওমা কর অপাঙ্গ, হর আতঙ্গ,
কৃপা কর শিবে কলুষ নাশিনি॥ ৪৮॥

বেহাগ—একতালা।

মা গো সদা বিপন্ন।
ওমা দেখ নিজ গুণে, রাখ শ্রীচরণে,
এ পাপ জীবনে, সকলি শূন্য॥
তোমাকে মা লক্ষ্য হবে গো কেমনে,
দুরাশাতে মুগ্ধ রয়েছি যে মনে;
ওমা সংসার বন্ধনে, জ্বলি নিশি দিনে,
শান্তি দাও মা প্রাণে, চাহি না অন্য॥
কর্ম্ম মরীচিকা মন যে কুরঙ্গ,
উভয়েতে আশা করিছে ভঙ্গ।
ওমা সদা কত রঙ্গ, করগো অপাঙ্গ,
বহিলে তরঙ্গ, হবে কি মান্য॥
লক্ষ্য আছে শূন্যে কর্ম্মের দোষেতে,
শূন্য বিনা কিছু পাইনা দেখিতে।
ওমা তথাপি ভয়েতে, কাঁপি যে সবেতে,
হিতে অহিতেতে, রাখ শরণ্য॥

কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য হ'তেছে যাহার,
এ জগতে সুখ আছে কি তাহার।
ওমা হেরিয়া সংসার, সকলি অসার,
ভাবি অনিবার, তোমাকে ভিন্ন ॥
অন্ধকারে পড়ে স্বভাব বিকৃতি।
আর কি ললিতের হবে মা সদ্গতি,
ওমা পরমা প্রকৃতি, তুমি সর্ব্ব গতি,
হয়েছে এ দুর্ম্মতি, চির জঘন্য ॥ ৪৯ ॥

মুলতান—একতালা।

ওমা অচিন্ত্য চিন্ময়ি, শিবে ব্রহ্মময়ি, কি দিব মা তোমার তুলনা।
আমার ক্রমে গেল দিন, শুধি কিসে ঋণ, এই যে মা গো দীনের ভাবনা ॥
ওমা কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য, কেবল উপলক্ষ, কেহ যে স্বপক্ষ হবে না।
আমার বেড়েছে দুরাশা, সর্ব্ব কর্ম্ম নাশা, শেষের দশা কি মন্ ভাবে না ॥
ওমা মন সদা মুগ্ধ, সংসারেতে বদ্ধ, বুঝালে সে আর বোঝে না।
আমায় ঘেরেছে মায়াতে, বেঁধেছে তাহাতে, দিনে দিনে বাড়ে কামনা ॥
ওমা দয়া হীনা হ'য়ে, থাকিলে অভয়ে, এ দীনের দিন যে আর কাটে না ;
আমার কি হবে মা অন্তে, ধরিলে কৃতান্তে, কত যে করিবে তাড়না ॥
ওমা তোমার চরণ, করিলে স্মরণ, ভবের বন্ধন থাকে না।
দাও মা দুর্গানামে মতি, ললিত দুর্ম্মতি, জানে না সে কিছু সাধনা ॥ ৫০॥

বেহাগ—একতালা।

কেবা কার এই জগতে।
ওমা ভাবিয়া আপন, হতেছে শাসন, মন সর্ব্বক্ষণ, রয়েছে ভ্রমেতে ॥
মায়ার বন্ধনে বদ্ধ যে সকলে, বিপথে পতিত নিজ কর্ম্মফলে,
ওমা রয়েছে যে ভুলে, বুঝিবে কি কালে, ক্রমে দিন গেলে, যাবে যে একেতে ॥

কর্ম্মক্ষেত্র এই ভীষণ সংসার, তাহাতে রয়েছে যত পরিবার।
মা গো প্রণয়িনী তার, প্রধান আধার, শেষে অন্ধকার, হবে যে দেখিতে ॥
সুতা সুত তাহে নব কুসুমিত, স্নেহ গন্ধ বহ করে প্রমোদিত ;
মা গো রূপেতে মোহিত, হ'য়ে অবিরত, নিজ হিতাহিত, ভাবে কে মনেতে ॥
স্বকৃত কর্ম্মেতে ঘেরে অহঙ্কারে, আত্মজ্ঞান হারা করেছে সবারে ;
ওমা মনের বিকারে, কেবা কারে ধরে, আর কি সে পারে আপনি ছাড়াতে ॥
কাম ক্রোধ তাহে ধরিয়া স্বভাব, লোভ মোহ সহ বাড়ালে অভাব ;
তাদের মিলিত প্রভাব, হরে সর্ব্ব ভাব, মদ যে উন্মাদ, রয়েছে তাহাতে ॥
দুরাশাতে মন ভুলিল সকল, নিজ ভাগ্য দোষে হল না সম্বল ,
ওমা ললিতের বল, ও পদযুগল, ছাড় মাগো ছল, করুণা বশেতে ॥ ৫১ ॥

কেদারা—আড়া।

অবোধ মন ভুলাতে, কেন মা এত ছলনা।
অনন্ত কালের গতি, আমার এই মন বোঝে না ॥
মায়াতে হ'য়ে উন্মত্ত, ভুলেছে মা সকল তত্ত্ব,
অনিত্য দেখিছে নিত্য, অন্তে যে কিছু রবে না ॥
যে দিনে সকল যাবে, মন আমার কোথায় রবে,
ক্রমে সবে লয় হবে, রবে কেবল এই যাতনা ॥
আপনা আপনি ভুলে, কুপথে যেতেছি চ'লে,
ডুবালে মা কর্ম্মফলে, কত যে আসে ভাবনা ॥
চিরদিন আজ্ঞাবহ, রয়েছে মা এই দেহ।
বলিলে শোনে কি কেহ, বাড়ে কেবল এই তাড়না ॥
তোমার বাড়িলে ছল, কর্ম্ম দেবে প্রতিফল।
হ'ল মা বিফল বল, সম্বল নাম সাধনা ॥
নামেতে আছে মা মোক্ষ, সাধনা যে উপলক্ষ।
শ্রীপদে রয়েছে লক্ষ্য, বৃথা এই ধ্যান ধারণা ॥

অনন্ত দীনের গতি, বুঝিব কিসে সম্প্রতি।
ললিতের নাহি সঙ্গতি, কৃপা কর ত্রিনয়না ॥ ৫২ ॥

পুরবী—আড়া খেমটা।

দুঃখের কথা বল্‌ব কাকে, আমার কথা কেউ শোনে না,
পায়ে আছে মায়ার বেড়ী, ঘুরে বেড়াই বাড়ী বাড়ী,
সব দিকে মা তাড়াতাড়ি, ভাল ভেবে কেউ বোঝে না ॥
মনের কথা রইল মনে, কাজের বেলা কেউ কি শোনে,
এত ভোগ মা কর্ম্ম গুণে, আপনার কাকেও শেষ্ মেলে না ॥
খেলা ঘরের পুতুল খেলা, তাতেই কাট্‌ছে দুইটি বেলা,
আপনার দোষে আপনি ভোলা, মনের ময়লা আর কাটে না।
ভাল বল্‌লে মন্দ ভাবে, দুষী হচ্ছি আপ্‌নি সবে,
অগাধ জলে ভাসব যবে, তখন দেখ্‌তে কেউ আসে না ॥
কোন্ ভাবে কে রাখ্‌ছে ধরে, বুঝ্‌তে মন কি আপনি পারে,
আশায় প'ড়ে কেবল ঘোরে, থামতে এখন আর পারে না ॥
দিন গেলে মা ভাব্‌ব ব'সে, কর্ম্ম বিপাক আপনি আসে,
তাই দেখে যে সবাই হাঁসে, শেষে রক্ষা কেউ করে না ॥
তোমার প্রাণে মায়ের ব্যথা, শুন্‌লে সকল বুঝবে কথা,
কত দুঃখে ললিত হেথা, দিন কাটায় সে তাই জান না ॥ ৫৩ ॥

কেদারা—আড়া।

মনের কামনা দেখে, বেড়েছে সদা যাতনা।
সময় ফুরালে মাগো, কিছু আর মনে রবে না
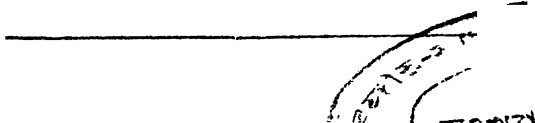
স্বকর্ম্ম রয়েছে সঙ্গে, ঘুরাতেছে নানা রঙ্গে.
শেষে এই স্বপ্নের ভঙ্গে, কত যে হবে তাড়না ॥
মায়াতে সকলে বদ্ধ, দুরাশাতে সদা মুগ্ধ,
পথ ক্রমে অবরুদ্ধ, হতেছে কেন জানিনা ॥
কুচিন্তা আছে সঙ্গতি, অভাব সদা সম্প্রতি,
ভবের যত দুর্গতি, দেখিলে মন বোঝে না ॥
অহঙ্কারে মন মত্ত, বিষয় মদে উন্মত্ত,
ভ্রমেতে পতিত নিত্য, কিসে মা যাবে ভাবনা ॥
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন, সকলি দেখি যে শূন্য,
কিসে শেষে হবে মান্য, ললিতের নাহি সাধনা ॥ ৫৪

পুরবী—আড়া খেম্‌টা।

অন্ধকারে স্রোত ব'য়ে যায়,
মায়ের খেলা এই দেখ না ॥
দিনে রাতে সমান চলে, ডুবিয়ে দেয় মা কর্ম্মফলে,
সময় হলে থাকি ভুলে, কতই সব এই যাতনা ॥
একটা নায়ে ছটা দাঁড়ী, মায়া হল পায়ের বেড়ী,
তাই করি মা তাড়াতাড়ি, সময় গেলে আর পাব না ॥
কাকে ধর্‌তে ধর্‌ব কারে, সবাই যে মা পালায় দুরে,
আমি থাক্‌ব একলা পড়ে, কাজের বেলা কেউ ছাড়ে না ॥
প'ড়ে প'ড়ে ভাবছি কত, হলাম ক্রমে ক্ষেপার মত,
চার্‌দিকে মা আছে যত, হাল্‌টি ধর্‌তে কেউ আসে না ॥
মনের কথা রইল মনে, বল্‌ব মা তোয় শেষের দিনে,
দেখিস্‌ মাগো, শুনিস্‌ কাণে, এখন বলা কৈ হল না ॥
ক্রমে যে মা যাচ্ছে বেলা, তবু এত বাড়ছে খেলা,
কাজের কথায় ললিত ভোলা, মা কেমন তার তাও জানে না ॥৫৫॥

মূলতান—আড়া।

সেই গোবিন্দ পদারবিন্দ ভজ মন অন্তরে।
বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥
যিনি সদা কৃপাসিন্ধু, দীনজন বন্ধু, কর্ম্ম কলুষ সংহারে।
যিনি অনাদি অনন্ত, সর্ব্বগুণবন্ত, পাবে যাঁরে সর্ব্ব আধারে॥
যিনি জগতজীবন, পতিত পাবন, পাতকি তারণ সংসারে।
যিনি ভক্তজন হরি, সর্ব্ব দর্প হারী, দৈত্যকুল অরি মুরারে॥
যিনি অগতির গতি, সাধক সঙ্গতি, সেই পরম মুরতি ভাব রে।
যিনি বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, মনের অতীত, শঙ্কর বিদিত যাঁহারে॥
যিনি সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়, হইয়া চিন্ময়, দিতেছেন অভয় কাতরে।
যিনি একে জ্ঞান কর্ম্ম, পূর্ণ পরব্রহ্ম, আছেন সদা ধর্ম্ম আকারে॥
যিনি বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন, দেবকী নন্দন কংশারে।
যিনি কৃষ্ণ বনমালী, বাজায়ে মুরলী, লইয়ে গবালি বিহরে॥
যিনি করিতে পালন, পরম কারণ, তাঁহারে স্মরণ কর রে।
যিনি আছেন সলিলে, অনলে অনিলে, শব্দে ভূমণ্ডলে প্রান্তরে॥
এই ললিত অতি দীন, সুকৃতি বিহীন, আছে কর্ম্মঋণ মাঝারে।
হরি কত দেবে আর, এই কর্ম্মভার, করহে নিস্তার তাহারে॥ ৫৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

হের করাল বদনা, বামা ত্রিনয়না, হ'য়ে শবাসনা, সেজেছে সমরে।
নব নীরদ বরণা, নৃকর বসনা, বিলোল রসনা, দাঁড়ায়ে আদরে॥
ঐ শঙ্কর হৃদয়ে ও পদযুগল, ক্ষীরোদেতে যেন ভাসিছে কমল;
এই মন যে চঞ্চল, দেখে কি সকল, জড়িত রয়েছে সংসারে॥
ঐ নর মুণ্ড হার পরেছে গলে, বাল শশী সদা জ্বলিছে ভালে,
কভু নূপুরের বোলে, নাচে তালে তালে, মৃদু হাঁসি সদা আছে অধরে

ঐ ডাকিনী যোগিনী লইয়া সঙ্গে, চতুর্ভুজা হয়ে ভ্রমিছে রঙ্গে ;
কভু ভ্রূকুটিভঙ্গে, হেরে অপাঙ্গে, মেখেছে অরাতি রুধিরে ॥
ঐ অসি মুণ্ড আছে দক্ষিণ করে, বরাভয় বামে রয়েছে ধরে ;
কভু আমোদ ভরেতে, নাচিতে নাচিতে, ধরিছে বধিছে অসুরে ॥
ললিতের কিছু নাহি যে সম্বল, ভিক্ষা করে সদা ওপদ যুগল ;
মা তুমি যে কেবল, দুর্ব্বলের বল, অন্তে দেখো যেন তাহারে ॥ ৫৭ ॥

মূলতান— একতালা।

ভাব কেশব, ছাড় বিষয় বৈভব, কেন মিছে এই যাতনা।
দেখ অনিত্য সংসার, কেবা পরিবার, কেহ আপনার, হবে না ॥
মন আসিবে কৃতান্ত, হয়ে আছ ভ্রান্ত, আপনার অন্ত, কি ভাবনা।
কেন বেড়েছে দুর্গতি, হারালে সঙ্গতি, বোঝালে দুর্ম্মতি, বোঝনা ॥
মন মুক্তি পথ চেয়ে, আছ ভয়ে ভয়ে, তবে কেন সয়ে' থাকনা।
তুমি দেখিয়া বিস্তর, হয়েছ কাতর, আপনার পর, মান না ॥
ভাব নিত্য নিরঞ্জন, পাতকি জীবন, তাঁহারে এখন, ভুলনা।
ডাক হরি হরি বলে, কাল পূর্ণ হলে, ভয় কি হে কালের তাড়না ॥
ব'সে আশা বৃক্ষবনে, জ্ঞানের কূজনে, কর মনে মনে সাধনা।
কেন হয়েছ মোহিত, ভুলেছ বিহিত, নিজ হিতাহিত, দেখনা ॥
আজ বাড়ালে যে আশা, হবে কর্ম্মনাশা, শেষের দশা কি তা জান না।
তখন হারায়ে সকল, হবে যে দুর্ব্বল, আর মিছে ছল, ছাড়না ॥
মন কর্ম্মেতে বিরক্তি, মায়াতে আসক্তি, ভয়েতে আর ভক্তি, ক'রো না।
দেখ দয়া হতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হতে কর্ম্ম, কর্ম্মের কর মর্ম্ম, ধারনা ॥
মন দেখ কার কায়া, কাকে কর মায়া, শেষেতে এ ছায়া, রবেনা।
তখন সকল আঁধার, কেহ নহে কার, ডাকিলে যে আর, শোনেনা ॥
এই অনন্ত জগতে, আছে সব একেতে, সেটা কি বুঝিতে, পার না।
গেলে সকল সংশয়, হবে ব্রহ্মময়, তবে পূর্ণ হয়, কামনা ॥

মন ত্রিদিব নরক, গোলোক ভূলোক, সমান ত্রিলোক, কর না।
কর হরি নাম সার, হও নির্ব্বিকার, কাতরেতে আর, ভেব না॥
এই দুর্ম্মতি ললিত, কি করে বিহিত, হিত আর অহিত, বোঝে না।
হ'য়ে ঋণেতে জড়িত, হয়েছে পতিত, সেই শ্রীহরি ব্যতীত, জানেনা॥৫৮॥

বেহাগ—একতালা।

এই মন বোঝে না।
মাগো, তোমার স্বরূপ, এই বিশ্বরূপ,
তথাপি কি রূপ, তাহা যে জানে না॥
ওমা তোমাকে ভাবিলে মন হয় ভ্রান্ত,
সকলেতে থেকে তুমি যে অনন্ত;
মাগো, হলে এ প্রাণান্ত, তোমার আদি অন্ত,
কেমন্ যে মা তাহা ভাবিতে পারে না॥
মাগো, মাতৃস্নেহ আছে অন্তরে নিহিত,
তথাপি মা তুমি মনের অতীত;
ওমা কর্ম্মেতে পতিত, হয়ে শত শত,
কালের গতি কত, তাহা যে ভাবেনা॥
মাগো, কাছে থেকে তুমি কভু নির্ব্বিকার,
কর্ম্মফল দেখে কর প্রতীকার;
ওমা তোমার আকার, বোঝে সাধ্য কার,
যার আছে সে আর, ভাবিতে চাহে না॥
মাগো, কর্ম্মেতে আসক্তি হইলে অজ্ঞান,
ধর্ম্মাধর্ম্মে সদা করিছে সন্ধান;
ওমা সকলি সমান, যার আছে জ্ঞান,
অনন্তেতে লক্ষ্য কেহ যে করে না॥

মাগো, তোমাকে দেখিলে বুঝিব কেমনে,
এস মা বারেক এই হৃদয় আসনে;
ওমা মানস নয়নে, দেখি প্রাণপণে,
ললিতের অন্য নাহি যে কামনা ॥ ৫৭ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

মনরে এত ভ্রান্ত কেন, হরি হরি বল বদনে।
ছাড় মিছে মায়া মোহ, শান্তি পাবে এ জীবনে।
বুঝে কি দেখনা কেবা ভবে কার,
সম্মুখে রয়েছে কেবল অসার;
জেনেছ কি তার, সকলি তোমার,
যা সব দেখিছ নয়নে ॥
পরিবার যত রয়েছে ঘেরিয়া,
সুখী তারা সবে তোমাকে পাইয়া;
সে সব দেখিয়া, ভ্রমেতে ভুলিয়া,
মোহিত হয়েছে এক্ষণে ॥
যেদিন আপনি আসিবে শমন,
কোথা রবে তোমার এই পরিজন;
করিলে স্মরণ, বুঝিবে তখন,
উপায় পাবে না সে দিনে ॥
প'ড়ে আছ এই সংসার সাগরে,
ঘুরিতেছ সদা অন্ধকার ঘোরে;
যেতে হলে পরে, ধরিবে কাহারে,
হরিনাম ভেলা বিহনে ॥

সম্মুখে দেখিয়া কর্ম্মের সোপান,
ললিত দুর্ম্মতি হতেছে অজ্ঞান ;
কিসে পাবে ত্রাণ, বল হরিনাম,
শয়নে স্বপনে জাগরণে ॥ ৬০ ॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

ব্রজ কি কিশোর কিশোরী সঙ্গে, বিজন বিপিনে নাচে ত্রিভঙ্গে।
অধরে মুরলী বাজিছে রঙ্গে, হের সবে ব্রজমোহনে ॥
কভু ভ্রমে কুঞ্জে কভু বংশী বটে, কভু বা পুলিনে কভু কেশীঘাটে।
কভু সবে যায় যমুনার তটে, ভুলেছে সকলে নয়নে ॥
ময়ূর ময়ূরী সে কুঞ্জ মাঝারে, বাঁশরীর রবে নাচিছে আদরে।
বনের বিহঙ্গ গাইছে সুস্বরে, হেরিয়া রাধিকা-জীবনে ॥
মিলিত সকলে কদম্বের মূলে, রাধাশ্যাম যথা দাঁড়ায়ে যুগলে,
নয়নে নয়ন রয়েছ যে ভুলে, হেরিছে যুগল মিলনে ॥
যত সখা মিলে বনের কুসুমে, মনের হরিষে সাজায়াছে শ্যামে,
হাসিয়া রাধিকা দাঁড়ায়াছে বামে, মিলেছে বদনে বদনে ॥
সখীগণ আজি সকলেতে মিলে, মালা দিল গাঁথি দুজনার গলে ;
কতমত ব্যঙ্গ করিতেছে ছলে, ভ্রমিছে গহন বিজনে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে রয়েছে কালা, গলে দোলে বনফুলের মালা,
দেখিতে দেখিতে যাবে যে বেলা, ললিত ধর ঐ চরণে ॥ ৬১ ॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

যোড় করি কর, আছে গঙ্গাধর, হের হের দীন জননি।
শিবে করগো করুণা, ওমা ত্রিনয়না, তুমি যে এই ভব তারিণী ॥

মাগো ত্রিজগদ্ধাত্রী তুমি অন্নপূর্ণে, সকলের লক্ষ্য তোমার চরণে।
আজ কিসের কারণে, বিমুখ এক্ষণে, ওমা শশাঙ্কশিখর বন্দিনি॥
মাগো যে রূপেতে আছ হয়ে কাশীশ্বরী, সেইরূপ বারেক ধরগো শঙ্করি।
হর হৃদয় বিহারী, হ'য়ে করীন্দ্রারি, হ'লে মা দনুজ দলনী॥
মাগো জগতেতে অন্ন করি বিতরণ, সংসারের ভার করেছ ধারণ।
ওমা করিলে স্মরণ, কর যে হরণ, ভব ভয় ভব ভামিনি॥
মা গো সর্ব্ব আদ্যারূপে তুমি মহাসতী, সর্ব্বগণাধীশ শম্ভু তব পতি।
ওমা অগতির গতি, জগত সঙ্গতি, তুমি যে কলুষ নাশিনী॥
মা গো কত খেলা তুমি খেলেছ কাশীতে, ভব ভাব্য হ'য়ে রয়েছ সবেতে।
ওমা কখনও শিবেতে, কখনও শবেতে, হয়েছ জগত মোহিনী॥
মাগো মুক্তি পথ মুক্ত তোমার চরণে, ভ্রান্ত হ'য়ে লক্ষ্য পরম কারণে।
ওমা জীবন ধারণে, জনম মরণে, তুমি যে অভয়দায়িনী॥
মা গো মায়া মুগ্ধ হয়ে ললিত দুর্ম্মতি, কেমনে হেরিবে তোমার মূরতি।
ওমা পরমা প্রকৃতি, হর এ দুর্গতি, রাখ মা শ্রীপদে ঈশানি॥ ৬২॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

মা বিপদ ভঞ্জনী, ত্রিজগৎ বন্দিনী।
ত্বংহি আদ্যারূপা, কভু হও শবাকার,
মহাশক্তি রূপে শিবে করুণা আধার।
মা গো হয়ে সর্ব্বাকার, ভবে মহিমা বিস্তার,
কভু ভক্তিরূপে ভক্তাধীনা মুক্তি দায়িনী॥
কভু বিরিঞ্চি সেবিতা হ'য়ে কর্ম্মে মগনা,
কভু ভক্তে রক্ষা হেতু রণে হ'লে নগনা।
দীনে কর করুণা, মিছে এই তাড়না,
কত যাতনা সহিব ওমা ভব ভামিনী॥

লম্বোদরী হ’য়ে কভু হ’লে মহাকাশ,
করি অরি পৃষ্ঠে কভু বালার্ক প্রকাশ।
করি অসুরে বিনাশ, পর নর কর বাস,
কভু ষোড়শী রূপেতে মাগো মৃদু হাসিনী॥
মায়া মুগ্ধ হ’য়ে কত হেরিব রঙ্গ,
ভয়েতে যে কাঁপে প্রাণ হেরে তরঙ্গ।
ক্রমে অবশ অঙ্গ, মাগো কর অপাঙ্গ,
এই স্বপ্ন ভঙ্গে দিও ঐ পদ তরণী॥
অন্ধ হ’য়ে গেল দিন ভাগ্যের বশে,
ভ্রান্ত হ’য়ে ভাবি সদা কি হবে শেষে।
মাগো কর্ম্মের দোষে, ললিত সলিলে ভাসে,
মিছে আশার আশে থাকি কত দিন জননি॥ ৬৩॥

বনপাশি—একতালা।

কালী কালী বলরে মন বদন ভরে।
ঐ নামের গুণে হেলায় যাবে ভবের পারে॥
নামের মহিমা যত, বলতে পারে কে তত,
ওমন প্রাণ ভরে ডাক্ শুনলে পরে ধায় শত শত;
অম্‌নি পূর্ণ চাঁদের উদয় হবে আঁধার ঘরে॥
বল জয় কালী তারা, পিয় নাম সুধার ধারা,
(এই) মিছে মায়ায় বদ্ধ হ’য়ে কেন হও সারা;
আর অনিত্য সব ছেড়ে থাক নিত্যকে ধরে॥
ক্রমে হ’তেছ অজ্ঞান, তার কি পেয়েছ সন্ধান,
(এই) কর্ম্মফলে বাঁধা সবাই নাই যে পরিত্রাণ;
সদা নিজের দোষে কপাল দূষী বল্‌বে হে কারে॥

ভয়ে ভাব্‌ছ কেউ ব'সে, মজা লুটছ কেউ হেঁসে,
প্রাণের কথা রইল প্রাণে আপনার দোষে ;
আর কতকাল এই ঘুরবে সবাই ভবের ঘোরে ॥
ওরে ললিত দুর্ম্মতি, রাখ্‌ ঐ নামেতে প্রীতি,
দেখে শুনে বুঝ্‌বি কি তুই সংসারের গতি ;
ও তোর আদি অন্ত সমান হবে নামের জোরে ॥ ৬৪ ॥

বনপাশি—একতালা।

মুক্তি পথে মুক্ত সবাই আছে জগতে।
এই অবোধ মন যে বদ্ধ কেবল আছে কর্ম্মেতে ॥
জেনে খাটছে সকলে, লক্ষ্য কর্ম্মের ফলে,
সুখের আশায় দুঃখ কেবল সংসারে জ্বলে ;
এখন আপন ভেবে সবাই সকল টান্‌ছে কোলেতে
চির অন্ধকার পথে, কেউ কি চলেছে সাথে,
পরের বোঝা বইছে পরে, পাই যে দেখিতে ;
মিছে আশায় প'ড়ে অবশ হয়ে পড়্‌ছ সবেতে ॥
ভয়ে ভাব্‌ছে যে ব'সে, লক্ষ্য হয় কি তার শেষে,
মনের মতন রতন খুঁজে পাবে সে কিসে ;
মন মায়ায় সদা ভ্রান্ত হ'য়ে আছে ভ্রমেতে ॥
এই সুখ দুঃখ জ্ঞান, কারও হয় যদি সমান,
আপন ঘরে সকল দেখে, পাবে সে সন্ধান ;
ও তার একাধারে সকল আছে পড়্‌বে চক্ষেতে ॥
সেই পরম দুর্গানাম, ললিত বল্‌না অবিরাম,
মায়ার বশে মুগ্ধ হলে, সবাই হবে বাম ;
ঐ নাম মাহাত্ম্য তত্ত্ব কর্‌না আপন মনেতে ॥ ৬৫ ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

বারে বারে এসে হয়েছি হতেছি সারা।
তোমাকে বলিব কি মা, আমারই যে দোষ তারা॥
স্বকৃত কর্ম্মের ফলে, সকলে রয়েছি ভুলে,
বল কি হবে মা কালে, লয়ে এ দুঃখের ভরা॥
মায়াতে মোহিত হয়ে, প্রাণ সদা কাঁপে ভয়ে,
ডাকিলে শোন না কেন মা, তুমি যে দুর্গতি হরা॥
অনন্ত বাসনা মনে, মা বিনা বুঝিবে কেনে।
দেখিলে নিজ সন্তানে, বহে কে পাপের ভরা॥
দুর্গা দুর্গা বলি মুখে, অন্ধ হয়ে আছি সুখে।
আমাদের এ দুঃখ দেখে, হ'লে কি মা নিরাকারা॥
কভু তুমি জগন্মাতা, কখন হতেছ পিতা।
আবার মাগো হ'য়ে ধাতা, দেখাও কর্ম্মের ধারা॥
বিধি অর্ক শিব হরি, সকলই তোমাতে হেরি।
(তুমি) ললিতের কি শুভঙ্করী, হবে না মা সম্ভু দারা॥ ৬৬॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

বারে বারে আমি পেতেছি যে যাতনা।
মা হ'য়ে ভুলেছ কি মা, বলিলে কেন শোন না।
এ ঘোর সংসারে এসে, পড়েছি মায়ার বশে,
আপনি বুঝিব কিসে, বোঝালে মন বোঝে না॥
অনন্ত কামনা মনে, ঘেরে আছে নিশি দিনে,
সতত জ্বলি যে প্রাণে, হতেছে এত তাড়না॥
সকলে ধরিয়া জটে, আশা আমার দিল কেটে,
প'ড়ে তবু এ সঙ্কটে, করি মা তব সাধনা॥

দেখে মা কাঁপিছে কায়া, কোথা রবে বন্ধু জায়া,
শেষেতে ছাড়িলে ছায়া, কেহ যে আর দেখে না ॥
যাতনা দিতে কি এত, রেখেছ ক'রে মোহিত,
ভাবি তাই মা অবিরত, বলিতে নাহি বাসনা ॥
ডাকি সদা দুর্গা বলে, কবে মা করিবে কোলে।
ললিতে থেক না ভুলে, কেবল এই কামনা ॥ ৬৭ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

জয় তারা তারিণী।
ওমা ত্রিতাপ হারিণি ॥
ওমা তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমি মূলাধার,
ভবে দুর্গতি হরিতে শিবে কেবা আছে আর ;
মাগো হ'য়ে সর্ব্বাকার, তুমি পেতেছ সংসার,
একবার দীন হীনে দেখ এসে কাল বারিণী ॥
যবে অবশ হয়ে মা আমি ভাস্‌ব তরঙ্গে,
তখন রক্ষা আমায় কর্‌বে কে মা সেই আতঙ্কে ;
বারেক দে'খ অপাঙ্গে, আমার স্বপ্নের ভঙ্গে,
তখন শ্রীপদেতে স্থান যেন পাই ঈশানি ॥
মুগ্ধ হয়ে আছি সদা আশার আশে,
আমি ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি মা সংসার পাশে ;
এই তোমার আদেশে, ভ্রমি দেশ বিদেশে,
আপদ শেষেতে ভুলনা আমায় ভব ভামিনি ॥
ও তারা[illegible]াতে মোহিত হ'য়ে এই দুর্গতি,
সেই পরম [illegible]নি বিষম এবে হল প্রকৃতি ;
মায়ার বশে দুর্ম্মতি, কি আর পাবে সঙ্গতি,
ঐ নাম মাহাত্ম্য[illegible]তি তার থাকে জননি ॥ ৬৮ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শ্মশান ভাল বাস ব'লে মা, হৃদয়কে শ্মশান করিব।
নিরবধি তোমায় ডেকে, মায়াকে দূরে রাখিব॥
কাল এলে কালের বশে, কোথায় আমি যাব ভেসে,
কি হবে মা আমার শেষে, কাকে মা আমি সুধাব॥
মায়া মোহ অন্ধকারে, জগত রেখেছে ঘেরে,
সংসার করে পরে পরে, মনকে কত বুঝাব ঃ—
ভ্রমেতে পতিত হ'য়ে, কর্ম্ম করি ভয়ে ভয়ে,
বৃথা ফলের আশায় র'য়ে, কত আর কাল কাটাব॥
জননী জঠর হতে, এসেছি মা এই জগতে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এতে, শেষেতে সব ছাড়িব ঃ—
অনন্ত কালের গতি, বুঝিবে কি এ দুর্ম্মতি,
ললিতের ভব দুর্গতি, সকলি তোমায় দেখাব॥ ৬৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারিণি, ত্রাহি মে।
এ ভব বন্ধনে পড়ে, দিন গেল মা ক্রমে ক্রমে॥
স্বকৃত কর্ম্মের ফলে, রয়েছি সকলি ভুলে।
আমার মনের বাসনা পূর্ণ, হল না মা এ জনমে॥
যত মা করি সাধনা, তত যে বাড়ে কামনা,
কিসে যাবে এ তাড়না, ভাবি তাই মনে ঃ—
ললিত অতি কাতরে, ডাকে তোমায় যুক্ত করে,
বারেক এসে কৃপা করে, রক্ষা কর সে অধমে॥ ৭০॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

(সব্) আশা বাসানাশা শেষ্ দশা কিবা হের রে।
হয়ে কালীর বেটা, পেয়ে খোঁটা, পথে কাঁটা পড়েছে॥
শিরে শশী মুখে হাসি, রূপরাশি এলোকেশী ;
মহাকালী সবে ছলি, মুণ্ডমালী হয়েছে॥
পদে জবা মনো লোভা, হের কিবা হ'ল শোভা,
শব ছলে মহাকালে, পদতলে রেখেছে॥
ভয়ঙ্করা অতি ঘোরা, তমো হরা অসি ধরা,
পরাৎপরা মনোহরা, তারা ঐ সেজেছে॥
ধর্ম্মযোগ কর্ম্মভোগ, রোগ শোক অনুযোগ,
মনে মনে কাণে কাণে, কত কাছে এসেছে॥
হ'লে ক্ষীণ আশা হীন, কর্ম্ম হবে সুকঠিন,
(তবু) মায়ার বসে ললিত এসে, গণ্ডগোলে ঢুকেছে॥ ৭১॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

আশা বাসা ভাসা ভাসা, দেখে নেশা কেন রে।
ঐ যে বামা মনোরমা, সবে সীমা করেছে॥
শিব শিবা সেজে কিবা, মনোলোভা হ'ল শোভা,
ব্রহ্মবেদ করে ভেদ, ভেদাভেদে মিলেছে॥
কিবা ছটা ঘন ঘটা, শিরে জটা লটাপটা,
শব ছলে ভোলা ভুলে, পদতলে প'ড়েছে॥
আদ্যাশক্তি সদা ভক্তি, পদে মুক্তি হর যুক্তি ;
পেলে বাধা লাগে ধাঁধা, দেখে বাঁধা কেটেছে॥
কর্ম্ম যত ধর্ম্ম তত, মনো মত শত শত,
ললিত ভাসে অনায়াসে, ফাঁদে এসে ঢুকেছে॥ ৭২

বেহাগ—একতালা।

ক্রমে দিন ফুরাল।
ওমা দিনে দিনে যত, দিন হল গত,
মন যে মা তত মায়াতে ভুলিল ॥
ওমা সংসারেতে সদা রয়েছে নয়ন,
স্নেহের পুতলি যত পরিজন ;
এই ভ্রমেতে এখন, হতেছে শাসন,
মোহ অন্ধকারে মন যে ডুবিল ॥
ওমা দুরাশা মনেতে রয়েছে প্রবল,
অহঙ্কার সদা হয়েছে সম্বল ;
শেষে, নিজ কর্ম্ম ফল, দেবে প্রতিফল,
দেখে তবু তাহে মন কি বুঝিল ॥
ওমা হইয়া বিপন্ন সংসার বন্ধনে,
ভুলিয়া রয়েছি পরম কারণে ;
মাগো এ ঘোর শাসনে, জীবন ধারণে,
সকলেতে ক্রমে মনকে ছলিল ॥
ওমা আত্ম হারা জ্ঞান ভ্রমিছে আঁধারে,
কেমনে মা বশে আনিব তাহারে ;
এই অনিত্য সংসারে, মনের বিকারে,
বিষয় বাসনা হতেছে প্রবল ॥
ওমা এই আশা তব হয়ে অনুগত,
বুঝিয়া দেখিব নিজ হিতাহিত ;
মাগো সংসারে মোহিত, হ'য়ে অবিরত,
কর্ম্মেতে পতিত হতেছে সকল ॥
ওমা তব দুর্গা নামে থাকে যেন মতি,
এই ভিক্ষা করে ললিত দুর্ম্মতি ;
আসি হর মা দুর্গতি, স্বভাব বিকৃতি,
নতুবা শেষে যে সকলি বিফল ॥ ৭৩ ॥

মূলতান—আড়া।

মন, কত দিনে হবে তোমার জ্ঞানের উদয়।
এই অসার জগতে দেখ কেহ কারও নয়॥
কুসঙ্গ করিয়া রঙ্গ, চারি দিকে করে ব্যঙ্গ,
আপনি উপায় তার কখন কি হয়।
পড়ে আছ অন্ধকারে, অনিত্য সংসার ঘোরে,
কাতর অন্তরে সদা দেখিতেছ ভয়॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, যাহাতে জ্বলিছে দেহ,
ক্রমে ক্রমে কর সেই রিপুগণে জয়।
ঘেরে আছে পরিবার, করিয়া মায়া বিস্তার,
সেই, শেষের দিনে কেহ তারা নিকটে কি রয়॥
অনন্ত এই কর্ম্মযোগ, বাড়ায় কেবল ভোগ,
রোগে শোকে জীর্ণ দেহ, আর কত সয়।
কর্ম্মের মিছে সাধনা, ছাড়না সর্ব্ব কামনা,
আর কেন যাতনাতে কর দিন ক্ষয়॥
জীবের পরম গতি, রাখ দুর্গানামে মতি,
আপনি দুর্গতি যাবে পাবে যে অভয়।
ললিতের নাহি জ্ঞান, কিসে পাবে পরিত্রাণ,
আশা কেবল ব্রহ্মময়ী, নহে যে নিদয়॥ ৭৪॥

মূলতান—আড়া

মন, বল তোমার এ সংসারে কে আছে আপন।
ভাবিতে ভাবিতে দিন গেল অকারণ॥
আছে এত পরিজন, ধন জন অগণন,
তথাপি কর্ম্মের দোষে হবে যে শাসন।

মায়াতে হয়েছ ভ্রান্ত, কর্ম্ম যে হল অনন্ত,
প্রাণান্ত হ'লে কি কভু ফুরাবে কারণ ॥
ধন মদে হয়ে মত্ত, অন্তরে হলে উন্মত্ত,
তত্ত্ব সব ভুলে চাহ দুরাশা পূরণ।
বাড়ালে কেন কামনা, বুঝালে কেন বোঝ না,
বলনা বলিলে কেন শোন না এখন ॥
স্বকৃত কর্ম্মের ফলে, শেষেতে ভাসিবে জলে,
সেই, জলে স্থলে সহায় তোমার কে হবে তখন।
বুঝে তুমি দেখ সার, মিথ্যা সকল এ সংসার,
সার কেবল ব্রহ্মময়ীর যুগল চরণ ॥
ছাড়িয়া সংসার মায়া, সর্ব্ব জীবে কর দয়া,
আপনা আপনি যদি হবে হে গণন।
দূর কর এ দুর্গতি, দুর্গা নামে রাখ মতি,
ললিতের সঙ্গতি সেই নামের সাধন ॥ ৭৫ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

ওমা ঈশানি, বিপদ নাশিনী,
আমায় রাখ মা শ্রীপদ প্রান্তে।
লয়ে শিরেতে সংসার, নাহি মা নিস্তার,
সদা যে পতিত হতেছি ভ্রান্তে ॥
মাগো, লক্ষ্য সদা তব চরণ যুগল,
নিজ কর্ম্ম ফল হরিল যে বল ;
দুর্ব্বলের বল, সহায় সম্বল,
তুমি বিনা কে আর আছে সেই অনন্তে ॥

মাগো, ভাবনা বেড়েছে, বেড়েছে যাতনা,
দিনে দিনে কত হতেছে তাড়না ;
হ'ল অনন্ত কামনা, ওমা শবাসনা,
কেমনে মা তোমায় পারিব চিন্তে ॥
মাগো অলক্ষ্য ভাবেতে রয়েছ জগতে,
তোমার মায়া কে মা পারিবে বুঝিতে ;
ওমা ভাবিতে ভাবিতে, ডাকিতে ডাকিতে,
কাল গেলে কাল ধরিবে অন্তে ॥
মাগো এ দিন ফুরালে হবে অন্ধকার,
উপায় তখন কি আছে মা তার ;
ওমা যে মায়া আবার, করেছ বিস্তার,
ডাকিলে ললিত পাবে কি শুন্‌তে ॥ ৭৬ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

ওমা তারিণি, জগৎ জননি,
কৃপা ক'র মা বিপদে সম্পদে।
আমার কেহ নাই সহায়, না দেখে উপায়,
স্মরণ লয়েছি তোমার শ্রীপদে ॥
মাগো তব আজ্ঞা সদা ভাবিয়া এখন,
সংসারের ভার করি মা বহন ;
কেন মায়াতে এখন, করিয়া বন্ধন,
বিপদে ফেলিলে ওগো মা সারদে ॥
আমার অন্তরের আশা করিতে পূরণ,
পূজি সদা তব যুগল চরণ ;
ওমা কেন অকারণ, কর এ শাসন,
নিদয় হইয়া র'য়েছ অন্নদে ॥

মাগো যখন হবে এই স্বপ্নের ভঙ্গ,
নিজ কর্ম্মফল করিবে ব্যঙ্গ ;
ওমা হেরিয়া রঙ্গ, বাড়ে আতঙ্ক,
একবার কর অপাঙ্গ আসিয়া স্নভদে ॥
মাগো আশা কুহকেতে বেড়েছে কামনা,
দূর কর মা এই বিষয় বাসনা ;
আর কত এ যাতনা, হবে ত্রিনয়না,
কবে কৃপা তুমি করিবে মোক্ষদে ॥
ওমা ক্রমে যে ললিত হতেছে ক্লান্ত,
কৃপা ক'রে তুমি হও মা ক্ষান্ত ;
এলে কাল দুরন্ত হবে প্রাণান্ত,
তখন জ্ঞানের অন্ত যেন ক'র না জ্ঞানদে ॥ ৭৭ ॥

কেদারা—আড়া।

মায়াতে মোহিত কেন, করিলে আমাকে শিবে
বিফল হ'ল মা আশা, তোমাকে ডাকিব কবে ॥
সংসারে জড়িত হয়ে, আছি মা সকল সয়ে ;
দিন যে গেল মা ভয়ে, কবে মা অভয় দিবে ॥
কাল যে নিকটে এসে, ধরিবে মা অবশেষে ;
স্বকৃত কর্ম্মের দোষে, কত যে যাতনা হবে ॥
ক্রমে যে হরিল জ্ঞান, কিসে পাব পরিত্রাণ ;
না পেয়ে তার সন্ধান, বিপথে চলেছি সবে ॥
বিকৃতি হল স্বভাব, বাড়িল যত অভাব ;
বিষয় বৈভব সব, শেষেতে কোথায় রবে ॥
দুরাশা হয়ে প্রবল, কুকর্ম্ম হ'ল সম্বল ;
তুমি মা দুর্ব্বলের বল, রাখিলে শেষে যে পাবে ॥

ললিত হয়ে বিপন্ন, শ্রীপদে শরণাপন্ন ;
দেখো মা রেখো শরণ্য, নতুবা সকল যাবে। ৭৮ ॥

আলেয়া—আড়া।

মা কি মনে পড়েছে।
এত দিনের পরে কি মা মনে পড়েছে ॥
সম্বৎসর হল গত, ডেকেছি যে অবিরত,
ভুলে কি ছিলি মা এত, এখন মনে পড়েছে ॥
অকালে বোধন ক'রে, এনেছি তোমাকে ঘরে,
দেখিব মা প্রাণ ভরে, ঐ শ্রীচরণ :—
মনের তিমির রাশি, হরিল ষষ্ঠীর নিশি,
সপ্তমী উদিত আসি, তাই কি মনে পড়েছে ॥
লয়ে জবা বিল্বদলে, সাজাব পদ যুগলে,
বসিব চরণ তলে, ওমা ঈশানি :—
কত যে পেয়েছি ব্যথা, বলিব সকল কথা,
নিত্য মাকে পা'ব কোথা, আজ এই ঘরে এসেছে
পড়ে এই সংসার ঘোরে, সদা যে ডাকি কাতরে,
কেন আর এই অন্ধকারে, রাখ জননি :—
জানি না তব সাধনা, স্বকর্ম্ম করে তাড়না,
ললিতের এত যাতনা, সব কি মনে প'ড়েছে ॥ ৭৯

বেহাগ—একতালা।

কোথা বিপদ নাশিনি।
সদা ভাসিছে দুকুল, না পেয়ে মা কুল,
হয়েছি ব্যাকুল, ওমা ঈশানি ॥

ওমা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে।
তবু কেন সবে রেখেছ আঁধারে॥
মাগো মনের বিকারে, অনিত্য আধারে,
সহিতে কে পারে, ওগো জননি॥
ওমা একা আমি হেথা প্রহরী ছজন।
শেষেতে রয়েছে দুরন্ত শমন॥
মাগো কর্ম্ম ও কারণ, দেখিয়া এখন,
কর গো শাসন, ভব ভামিনি॥
ওমা কর্ম্ম ফলে বদ্ধ নিজ কর্ম্ম দোষে।
বিষম সংসারে চলেছি যে ভেসে॥
মাগো মায়ার পরশে, ফেলিল অবশে,
দেখিবে কি এসে, ওগো তারিণি॥
ওমা অনন্ত দুরাশা বাড়ালে কামনা।
অজ্ঞান আঁধারে বাড়িছে তাড়না॥
আর কত যে যাতনা, পাব শবাসনা,
বারেক বলনা, হর মোহিনি॥
ওমা দেখো যেন তোমায় ডাকিতে ডাকিতে।
যেতে পারি কাছে হাসিতে হাসিতে॥
মাগো করুণা বশেতে, এ দীন ললিতে,
দিও সেই শেষেতে, পদ তরণী॥ ৮০॥

ললিত বিভাস্—আড়া।

(আমি) বিদায় চাই মা ব্রহ্মময়ি, যাতনা সহিব কত।
ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে হতেছে মা দিন গত॥
মনের আশা আছে মনে, বলিতে দিলে না জ্ঞানে।
তবু মাগো প্রাণ পণে, আছি তোমার অনুগত॥
আত্ম সবে হ'ল অরি, একা সহ্য কত করি,
যাহাদের লয়ে সংসারী, তারা দেখে না :—

পত্নী আছে ভিন্ন ভাবে, হিতাহিত নাহি ভাবে,
হেরে সদা মরি ভেবে, হ'ল সব মা বিপরীত ॥
কন্যা এক গিয়েছে ছেড়ে, কাল যে লইল কেড়ে,
আমি কেবল আছি প'ড়ে, ভাবিতে এখন :—
গৃহবিচ্ছেদেতে পড়ে, সবাই আমায় গেল ছেড়ে,
চারি ধারে উঠ্‌ল বেড়ে, যারা ছিল অনুগত ॥
বৈবাহিক হয়েছেন বৈরি, হিতে হন্ অহিতকারি,
ঘরে ঘরে ধরাধরি, বাড়ে ভাবনা :—
ওগো মাগো শবাসনা, যাতনা আর সহে না,
তথাপি বাড়ে কামনা, মন যে এত বিকৃত ॥
দুহিতা যে দুটী আছে, কেহ থাকে না মা কাছে,
জামাতা করেছি বেছে, পেয়ে যাতনা :—
এমনি ধনের মায়া, আপন নহে মা ভায়া ;
কবে যে ভাঙ্গিবে কায়া, ভাবে তাই মা অবিরত ॥
পাঁচটী আছে দৌহিত্র, আজও মা তারা পবিত্র,
পরে কি হবে চরিত্র, কেহ বোঝে না :—
দৌহিত্রী চারিটী হেরে, ভাবি তাদের নেবে পরে,
সংসার আমার পরে পরে, হিতে এই হ'ল অহিত ॥
অনন্ত আছে বাসনা, স্বকর্ম্ম করে তাড়না,
ভাবিলে বাড়ে ভাবনা, কি হবে উপায় :—
রাখ মা শ্রীপদ প্রান্তে, দেখো এই ললিতের অন্তে,
যবে মা যাবে অনন্তে, ক'র তারে পদাশ্রিত ॥ ৮১ ॥

বেহাগ—একতালা।

ভিক্ষা সামান্য।
ওমা পড়েছি যে দায়, দেখ মা কৃপায়,
রেখ রাঙ্গা পায়, নিজ শরণ্য ॥

ওমা কর্ম্ম যে অনন্ত, নিকটে কৃতান্ত,
হ'লে মা প্রাণান্ত, কি হবে মান্য ।
আমার দুরাশা প্রবল, হরিল সম্বল,
কেন ক'রে ছল, কর বিপন্ন ॥
ওমা মায়াতে মোহিত, ভ্রমেতে পতিত,
নিজ হিতাহিত, হ'ল বিভিন্ন ।
মাগো পেতেছি যাতনা, বাড়ায়ে কামনা,
ক্রমে শবাসনা, সকলই শূন্য ॥
ওমা নিস্তার কাতরে, এ ঘোর সংসারে,
আছি তোমায় ধ'রে, হয়ে জঘন্য ।
মাগো আর কত সয়, কাঁপিছে হৃদয়,
দেহি মে অভয়, চাহি না অন্য ॥
ওমা আপন সন্তানে, রাখিলে চরণে,
কেন সে মা মনে, হবে বিষণ্ণ ।
কেবল আসিতে যাইতে, স্বকৃত কর্ম্মেতে,
প'ড়ে আঁধারেতে, হয়েছি দৈন্য ॥
ওমা কলুষ আধার, ললিত তোমার,
কিসে হবে পার, নাহি যে পুণ্য ।
সে তার এ দিন ফুরালে, ধরিলে মা কালে,
দুর্গা দুর্গা ব'লে, হবে কি ধন্য ॥ ৮২ ॥

ভৈরবী—একতালা—(কীর্ত্তন স্থর তুক্)।

নব নীরদ নিন্দিত, অঙ্গ সুশোভিত,
কে রে বামা এ রণ সাগরে ।
ঐ শ্রীপদ যুগল, প্রফুল্ল কমল,
ভাসিছে যেন রে ক্ষীরোদ মাঝারে ॥
ঐ গঙ্গাধর হৃদে, হের পূর্ণ চাঁদে,
অপরূপ রূপে বামা যে বিহরে ।

কভু নাচিছে তাণ্ডবে, উন্মত্ত আসবে,
সুরাসুর সবে নমিছে তাহারে ॥
ঐ রাম রম্ভা তরু, জিনি দুই উরু,
শোভিত সতত নৃকর রুধিরে।
ঐ কটি তট ঘেরে, নর কর প'রে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড ধরেছে উদরে ॥
সদা যুগ্ম পয়োধর, সুধার আকর,
নর ও অমরে সুধা যে বিতরে।
ঐ মুণ্ড মালা গলে, বাল শশী ভালে,
মৃদু মৃদু সদা হাসিছে আদরে ॥
হের মুক্ত কেশ পাশ, ঘেরেছে আকাশ,
যেন অন্ধকারে রেখেছে অম্বরে।
বামার দশন ঝলকে, নয়ন আলোকে,
বিজলী সদা যে খেলিছে আঁধারে ॥
হের, হয়ে বিবসনা, বিলোল রসনা,
ত্রিনয়না বামা হেরিছে কাহারে।
আবার ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে, নাচিছে রঙ্গে,
গজ তুরঙ্গে, দিতেছে অধরে ॥
ঐ যে বামা চারি করে, অসি মুণ্ড ধ'রে,
বরাভয় সদা জগতে বিতরে।
কিবা করিয়া ভ্রুকুটি, অরিকুল কাটি,
অট্ট অট্ট হাসি নাচিছে সমরে ॥
ঐ কালী কপালিনী, জগত জননী,
অভয় দায়িনী, হয়েছে অমরে।
যার চরণ কান্তি, দিতেছে শান্তি,
হরে অশান্তি, এ ঘোর সংসারে ॥
ক'রে ত্রিগুণ ধারণ, সকল কারণ,
শমন শাসন, স্মরিলে হরেরে।

হবে ছিন্ন মায়াপাশ, কর্ম্মফল নাশ,
কালী কালী ব'লে সতত ডাকরে ॥
যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, কেহ কি তাহারে,
মনের বিকারে, চিনিতে পারে রে।
সদা হেরিলে ওরূপ, হেরে বিশ্বরূপ,
বিরূপাক্ষ সদা ডাকিছে যাঁহারে ॥
এই ভব পারাবার, কিসে হবে পার,
ললিত তোমার, ভাবিছে কাতরে।
মা গো, অতি জঘন্য, এই শরণ্য
আর বিপন্ন, ক'রোনা তাহারে ॥ ৮৩ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

বল জয় শ্যামা শ্যাম। বল মন অবিশ্রাম ॥
যেই শ্যামা সেই শ্যাম অভেদ অঙ্গ,
লীলার ছলেতে কত বহে তরঙ্গ,
কবে হবে অপাঙ্গ, যাবে ভব আতঙ্গ,
মিছে রঙ্গ ছেড়ে ভাব সদা শ্যাম শ্যামা নাম ॥
নৃমুণ্ড মালিনী হয়ে সেজেছেন কালী
বন মালা গলে প'রে হন্ বনমালী;
সদা মেখে যে কালী, মন্ এই দিন কাটালি,
আজও মিছে কর্ম্মে দেখি তোমার হলো না বিরাম।
শ্যামাঙ্গে রুধির ধারা নরকর বাস,
চন্দনে শোভিত কেহ পরে পীতবাস;
কেহ দিতি সুত ত্রাস, কেহ বাড়ায় উল্লাস,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি শোভে সেই শ্যামা শ্যাম ॥

মিলন করিয়া দুয়ে রাখ হৃদয়ে,
আপনি অভয় পাবে শমন ভয়ে ;
প'ড়ে বিষম দায়ে, আছ সকল স'য়ে,
হৃদে শ্যাম শ্যামা এক হলে পাবে যে আরাম ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে এত হয়েছ ভ্রান্ত,
ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে হতেছ ক্লান্ত ;
কবে হবে প্রাণান্ত, কর দুরাশার অন্ত,
কেন অজ্ঞান আঁধারে পড়ে থাক অবিরাম ॥
এই ভেদেতে সতত যে মন হবে তাড়না,
মিছে সংসারেতে এসে কেবল বাড়ে যাতনা ;
কর নামের সাধনা, আর ছাড় কামনা,
দোঁহে অভেদে ধরিলে হবে পূর্ণ মনস্কাম ॥
সদা অনন্ত জলধি জলে প'ড়ে আঁধারে,
এই দুর্ম্মতি ললিত কেবল ডাকে কাতরে ;
কৃপা করিলে তারে, হেলায় যাবে সে ত'রে,
কবে শ্রীপদ প্রান্তেতে ব'সে করিবে বিশ্রাম ॥ ৮৪ ॥

বনপাশি—একতালা।

হরি নামে মত্ত হয়ে গৌর নাচে রে।
দুই বাহু তুলে নৃত্য করে নদের মাঝারে ॥
যে সেই প্রেমের ভিখারী, সেই বলনা ভাই হরি,
হৃদয় মাঝে দেখ বাঁকা কুঞ্জ বিহারী ;
আর মিছে কেন থাক এমন ভবের আঁধারে ॥
গোরা নাচেন ত্রিভঙ্গে, সাঙ্গোপাঙ্গ সব সঙ্গে,
সদা হরি হয়ে হরি হরি বলেন যে রঙ্গে ;
কভু আবেশেতে পড়েন ঢলে প্রেমের ভরে ॥

কর শ্রীহরি স্মরণ, যার জ্বলিছে জীবন,
মনের অভাব মনে মনে হবে যে পূরণ ;
সেই শেষে শমন করলে শাসন জানাবে কারে॥
ক্রমে দিন যে চলে যায়, তাই ডাকেন গৌর আয়,
আয়রে ভাই আয়রে যে জন চড়বি হরির নায় ;
সে যে হেসে শেষে যাবে চলে ভবের পারে ॥
ললিত সতত ভ্রান্ত, কর্ম্মে হয়েছে শ্রান্ত,
আবার গেলে বেলা ভাঙ্গবে খেলা ধরবে কৃতান্ত ;
একবার হরি হরি বোল বলে ডাক্‌না আদরে॥ ৮৫ ॥

কালাংড়া— আড়া খেমটা

জাগ জাগ ও মা কুণ্ডলিনি, নিদ্রিতা আর কেন জননি ;
ওমা হর একবার, মনের আঁধার, অভয় দাও মা ভয় হারিণি ॥
কর্ম্মবশে ভ্রান্ত অতি, বিকৃত আজ হল প্রকৃতি,
কিছু যে মা নাই সঙ্গতি, একবার দেখ দেখ এসে ওমা শিবাণি ॥
সংসারে সব রইল ঘেরে, পরের জন্য মলাম ঘুরে,
মনের দুঃখ বল্‌ব কারে, তুমি বিনা ও মা ভব ভামিনি ॥
ক্রমে মনের বাড়ছে মায়া, সবাই আপন থাকতে কায়া,
শেষে কে আর করবে দয়া, তুমি যে মা ভবে কাল বারিণী ॥
থেকে কেবল আশার আশে, সব হারালাম আপন দোষে,
মন যে হল সর্ব্বনেশে, কবে হবে মা সেই মন মোহিনী ॥
কেন এমন করে ছলা, ভুলিয়ে দাও মা কাজের বেলা
ললিত ডাক্‌লে সাজ্‌বে কালা, ক্রমে দিন গেল ওমা ঈশানি ॥ ৮৬ ॥

ভৈরবী—একতালা

হরি বোল, হরি বোল, হরি হরি বল মন।
মিছে দিন আর ফুরাইলে পাবে কি এমন ॥

হরি নাম বল শয়নে স্বপনে,
ভ্রান্ত কেন হয়ে থাক জাগরণে,
ভেবে দেখ শেষের শমন শাসনে, কি হবে তখন ॥
আজ তুমি অন্ধ নিজ কর্ম্ম দোষে,
কর্ম্মফলে লক্ষ্য কর সদা বসে,
মায়ার বশেতে পড়ে তাই শেষে, হতেছে শাসন ॥
রতি মতি রাখ হরির নামেতে,
শ্রীহরি মূরতি দেখ সকলেতে,
তাই ভাবিতে ভাবিতে, ডাকিতে ডাকিতে, পাবে যে নয়ন ॥
ক্রমে দেখি তোমার বেড়েছে বিকার,
যাহা দেখ ভাব সকলি আমার,
শেষেতে কি তার, হবে প্রতিকার, ভুলিলে এখন ॥
কাল এসে কাল হরিবে লক্ষ্য,
নিজ কর্ম্ম তোমার হবে বিপক্ষ,
কর তুমি কেবল ছেড়ে পক্ষাপক্ষ, সেই নামের সাধন ॥
সংসারের মায়া থাকিবে সংসারে,
প'ড়ে রবে যারা আছে আজ ঘেরে ;
একা যে এসেছ, একা যাবে ফিরে, কর না স্মরণ ॥
সংসার সাগরে পাইতে নিস্তার,
কর ললিত সেই হরি নাম সার,
আপন হৃদয়ে দেখ অনিবার, শ্রীহরি চরণ॥ ৮৭ ॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা ।

কোথায় ওমা গিরি রাজসুতা, কোথায় তুমি জগৎ বন্দিনি
অতি প্রকাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড, সকলই যে তোমার ঈশানি ॥

মা গো কর্ম্মবশে পড়ে এ ঘোর সংসারে,
সতত যে আমি ভুলেছি তোমারে ;
ওমা ডাকিলে কাতরে, কেন গো আমায়ে, ভ্রান্ত কর ভব ভামিনি ॥
মা গো মনের বাসনা রহিল মনেতে,
সময় দিলে না তোমাকে বলিতে ;
ওমা কেন এজগতে, কাঁপি যে ভয়েতে,
বুঝিতে পারি না শিবানি ॥
দিনে দিনে যত বাড়ালে কামনা,
ততই যে মা গো সহি এ যাতনা ;
তবু কেন শবাসনা, বলিলে শোন না,
কিছু যে জানি না জননি ॥
মা গো পরের মায়াতে মোহিত করিলে,
আত্ম হারা হয়ে পড়েছি সকলে ;
ওমা এ দিন ফুরালে, ধরিবে যে কালে,
দেখিবে কি কাল বারিণি ॥
মাগো আশা কুহকেতে হইয়া ভ্রান্ত ;
একা ঘুরে নিজে হতেছি শ্রান্ত,
কভু অশান্ত, হয়ে নিতান্ত, ভিক্ষা করি পদ তরণী ॥
মাগো মোহ অন্ধকার ঘেরেছে ক্রমেতে,
অন্ধ হয়ে আমি রয়েছি তাহাতে ;
আর মনকে বুঝাতে, পারি না ইহাতে,
ওমা হৃদি সরোরুহ বাসিনি ॥
মাগো এ দীন ললিত চাহে না মুক্তি,
দাও মা তোমার ঐ শ্রীপদে ভক্তি ;
হারায়ে শক্তি, কাজে বিরক্তি,
দেখ আসি রণ রঙ্গিণি ॥ ৮৮ ॥

আলেয়া—একতালা।

আর কত কাল এমন আঁধারে,
জড়িত করে মা রাখিবে সংসারে ;
বিপদে সম্পদে ডাকি যে তোমারে,
তথাপি কেন মা ভুলায়ে রেখেছ ॥
মনের আশা মনে রয়েছে উদিত,
অজ্ঞানেতে প'ড়ে হল বিপরীত ;
হিতেতে অহিত, হতেছে সতত,
এমনি খেলা মা জগতে খেলেছ ॥
জ্বলিছে জীবন বাড়িছে কামনা,
পূর্ণ হ'ল না মা অনন্ত বাসনা ;
কোথা শবাসনা, হর এ যাতনা,
বল কত আমায় সহিতে এনেছ ॥
দেখিব তোমার বিমল কান্তি,
দূরে যাবে সব্ মনের ভ্রান্তি ;
বেড়েছে শ্রান্তি, সদা অশান্তি,
তবু কেন সবে ভুলিয়া রয়েছ ॥
ভিন্ন ভাব মনে হলে মা উদয়,
তব কৃপা হলে তখনি সে সয় ;
ক'রে রিপু জয়, দাও মা অভয়,
ভয়ে কেন এত কাতর করেছ ॥
ভীষণ সংসারে সকলই শূন্য,
কর্ম্মফল শেষে হবে যে মান্য ;
তোমাকে ভিন্ন, জানি না অন্য,
নিজ স্মরণ্য কেন মা ভুলেছ ॥

স্বকৃত কর্ম্মেতে ললিত তোমার,
হারায়েছে জ্ঞান হয়েছে অসার;
ভবে হতে পার, সাধ্য নাহি তার,
তুমি যারে এত নিদয় হয়েছ॥ ৮৯॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে হলাম বিপন্ন।
ওমা দেখিয়া সংসার, দেখে কর্ম্ম ভার,
মন যে আমার হয় বিষণ্ণ॥
ওমা মনের আশা মনে হইয়া উদয়।
আপনি তাহাতে হতেছে মা লয়॥
মাগো ক্রমে বাড়ে ভয়, মন কত সয়,
কৃপা করে দেখ নিজ শরণ্য॥
ওমা বেড়েছে কামনা বেড়েছে যাতনা।
তুমি বিনা কে আর দেখে শবাসনা॥
মাগো কেন এ তাড়না, মন যে বোঝেনা;
বুঝিলে কি এত হতাম দৈন্য॥
ওমা ডাকিতে ডাকিতে কাটালাম কাল।
ক্রমে যে নিকটে আসিতেছে কাল॥
কিবা সকাল বিকাল, নাহি কালাকাল,
নাহি দেখে পাপ, না দেখে পুণ্য॥
ওমা কর্ম্ম যে অনন্ত এ ঘোর সংসারে।
কেমনে মা শেষ্ করিব তাহারে॥
তাই ডাকি মা তোমারে, দেখ এ কাতরে,
নিজ কর্ম্মে নিজে হলাম জঘন্য॥
ওমা যত মায়া এখন থাকিতে এ কায়া।
শেষেতে কেহ কি করিবে মা দয়া॥

মাগো কোথায় রবে জায়া, আত্ম বন্ধু ভায়া,
শেষেতে হেরি মা সকলি শূন্য ॥
ওমা তব শ্রীচরণ দেখিব হৃদয়ে।
ভয়েতে অভয় পাব মা অভয়ে ॥
মাগো এত কাল সয়ে, পড়ি যদি দায়ে,
তবে কে মা তোমায় করিবে মান্য ॥
ওমা অন্তে কর্ম্মফল জীবের সঙ্গতি,
তাই দেখে হবে সকলের গতি ;
মাগো হয়ে ভ্রান্ত মতি, বুঝিনা সে গতি,
তোমা বিনা ললিত জানে না অন্য ॥ ৯০ ॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে কাঁপি আতঙ্গে।
কেন হরিলে সম্বল, করে এত ছল,
শেষে কর্ম্মফল, যাবে যে সঙ্গে ॥
ওমা সংসারেতে এত বাড়াইলে মায়া,
আপনার তাই ভাবি বন্ধু জায়া :
মাগো ভাঙ্গিলে এ কায়া, কোথা রবে মায়া,
করিবে কে দয়া, স্বপ্নের ভঙ্গে ॥
ওমা অনন্ত বাসনা অনন্ত কামনা,
তুমি বিনা কে আর দেখে শবাসনা ;
মাগো সদা যে ভাবনা, কেন এ যাতনা,
কেন মা ভাসালে মায়া তরঙ্গে ॥
ওমা অহঙ্কার সদা করিয়া সন্ধান,
হইয়া উন্মত্ত হ'রে নিল জ্ঞান ;
মাগো জ্বলে তাহে প্রাণ, কর পরিত্রাণ,
দমন কর সেই মত্ত মাতঙ্গে ॥

ওমা প্রবল এখন যত রিপুকুল,
অন্তরেতে থাকি করিছে ব্যাকুল ;
তুমি হলে অনুকূল, পাই মাগো কূল ;
আকুল ক'রে কি দেখিছ রঙ্গে ॥
ওমা লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীব ঘুরিবে যখন,
কেহ কি মা আসি হইবে আপন ;
মাগো তুমি কি তঁখন, করিয়া স্মরণ,
দেখিবে কি মাগো, তাহে অপাঙ্গে ॥
ওমা কিসে এ ললিত হবে ভবে পার,
তব কৃপা বিনা দেখি না নিস্তার ;
মা এই হৃদয় অসার, কর অধিকার,
তাহে একবার, নাচ ত্রিভঙ্গে ॥ ৯১ ॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে হও প্রসন্ন।
মাগো তব রাঙ্গা পায়, যে মা যাহা চায়,
সকলই সে পায়, হ'য়ে জঘন্য ॥
ওমা এ ঘোর সংসারে আপনার যারা,
এ দিন ফুরালে কোথা রবে তারা ;
আজ নয়নের তারা, হয়ে আছে যারা,
সেই শেষেতে যে তারাই করে বিপন্ন ॥
ওমা মনেতে দুরাশা রয়েছে প্রবল,
দিনে দিনে ক্রমে হ'রে নিল বল ;
শেষে হলে মা দুর্ব্বল, কে দেবে সে বল,
(আজ) হারায়ে সম্বল, কে হবে মান্য ॥

ওমা অহঙ্কার সদা উদিত মনেতে,
আত্ম হারা হয়ে ভ্রমি বিপথেতে ;
মাগো জ্ঞানে অজ্ঞানেতে, সমভাব এতে,
(তাই) ভাবিতে ভাবিতে, দেখি যে শূন্য।
ওমা মন যে উন্মত্ত শোনে না বারণ,
যথা তথা সে যে ধায় অকারণ ;
মাগো কে করে শাসন, তাঁহারে এখন,
(আসি) কর নিবারণ, দেখ শরণ্য ॥
ওমা দিনের কামনা দিনেতে যে ক্ষয়,
কত নব নব হতেছে উদয় ;
না দিলে অভয়, বাড়িছে সংশয়,
(তাই) সদা দেখে ভয়, মন বিষণ্ণ ॥
ওমা জ্ঞান হীন জনে দেহি মাগো জ্ঞান,
আদি অন্ত আসি কর মা সমান ;
মিছে জ্বলে প্রাণ, না জেনে সন্ধান,
(শেষে) করে অনুমান, হবে কি গণ্য ॥
এই দুর্ম্মতি ললিত জানে না ডাকিতে,
দিন গেল তার ভাবিতে ভাবিতে ;
মাগো প'ড়ে সংসারেতে, জড়িত মায়াতে,
(তাই) দেখিতে দেখিতে, হয়েছে ক্ষুণ্ণ ॥৯২॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া খেমটা।

মা, টুক্ টুকে তোর পা দুখানি শিবের বুকে ঐ।
আমার হৃদয় পদ্মে পেলে সদাই, সকল জ্বালা সই ॥
মা, একি তোর রঙ্গ, নাচিস্ হয়ে ত্রিভঙ্গ,
ঐ সঙ্গী সকল দেখে আমার বাড়ে আতঙ্ক ;
একবার অপাঙ্গেতে দেখ্‌লে মাগো হব শমন জই ॥

তোর মৃদু হাঁসি মুখ, দেখলে বাড়ে মনের সুখ,
ওমা দুঃখ গেলে আপনা হ'তে যাবে সব্ অসুখ;
একবার সুখ আর দুঃখ সমান করে দেখিয়ে দে মা কই॥
হেথা কালের শাসনে, সদা জ্বল্‌ছি মা প্রাণে,
মাগো কখন কি যে করিস্ খেলা বুঝ্‌ব কেমনে;
ওমা যখন যেমন সাজাস আমায় তেম্নি সেজে রই॥
সদা ডাক্‌ছি প্রাণ ভ'রে, একবার আয়না মা ঘরে,
তুই শ্মশান বাসী হ'লে মাগো বল্‌ব সব্ কারে;
এই ললিত যে তোর কোলের ছেলে অপর কেহ নই॥৯৩॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মনের বাসনা শ্যামা, মা বিনা বলিব কায়।
যারা ছিল অনুকূল, সবে হল প্রতিকূল,
ভাবিলে মা হই আকুল, ডুবী এখন পায় পায়॥
কর্ম্মেতে ছিল আসক্তি, হরিত মা এ দুর্গতি,
বিকৃত আজি প্রকৃতি, কি হবে তার উপায়॥
সংসারে হ'য়ে মোহিত, ভাবিনা মা হিতাহিত।
করিতে গেলে বিহিত, যাতনা বাড়ে যে তায়॥
সম্পদ বিপদ সঙ্গে, আসে যায় মা কত রঙ্গে,
দেখিলে মরি আতঙ্কে, কি হবে শেষেতে হায়॥
বেঁধেছে ভব বন্ধনে, মুক্তি নাই মা এ জীবনে,
কাতর হয়েছি প্রাণে, ক্রমেতে যে দিন যায়॥
বারেক করুণা ক'রে, হর মাগো অহংকারে।
শেষে যেন নির্ব্বিকারে, ললিত ওঠে মা নায়॥ ৯৪॥

বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মনের বাসনা মাগো, মনে মনে আছে যত।
দিনে দিনে দিন গেল, তোমাকে মা বলি কত॥
আশাতে হইয়া মুগ্ধ, সর্ব্ব দিকে হলাম বদ্ধ,
স্বকর্ম্ম হল অসাধ্য, ভাবি তাই মা অবিরত॥
প'ড়ে ভীষণ অন্ধকারে, ঘুরি ফিরি বারে বারে,
সকল কথা বলি কারে, হ'য়ে তোমার অনুগত॥
ধুলাতে পড়িলে কায়া, পালাবে সংসার মায়া,
কোথা রবে পুত্র জায়া, যাহাতে মোহিত চিত॥
এই যে ভব পারাবার, কিসে মাগো হব পার,
উপায় নাহি যে তার, আসিয়া কর বিহিত॥
জ্ঞান যাবে শেষের দিনে, ভ্রান্ত হব মনে মনে,
তখন কি মা নিজ গুণে, করিবে ও পদাশ্রিত॥
তুমি মা করিলে তত্ত্ব, মন কি হ'ত উন্মত্ত,
আপনি যে ললিত নিত্য, মনের মত সকল পেত॥ ৯৫॥

ঝিঝিট—খেমটা।

জাগ ওমা কুণ্ডলিনি; ওঠ একবার।
আমার হৃদয় মন্দিরে এসে, কর আমায় নির্ব্বিকার॥
তুমি যে দীন জননী, পাতকী জন উদ্ধারিণী,
আমি বারে বারে ডাকি তোমায়, ভুলে কি থাকে মা আর॥
হরিতে দুর্গতি জীবে, দুর্গা দুর্গা বলে সবে,
তবু মায়াতে মোহিত ক'রে মা, সংসার করেছ সার॥
অভয়া অভয় করে, ধ'রে মাগো কোলে ক'রে,
রাখ চির দিনের তরে, ক'রে মা সুখ আধার॥

অনন্ত সংসারে ফেলে, কেন মা রয়েছ ভুলে,
আসা যাওয়া কালে কালে মা, কত করি বারে বার ॥
এস মা দুর্গতি হরা, বারেক এসে দেখ তারা,
ললিত তোমার পথ হারা মা, করিবে কবে উদ্ধার ॥ ৯৬ ॥

কেদারা—আড়া।

আনন্দ কাননে গিয়ে, সদানন্দে সদা রব।
শ্রীপদ পঙ্কজ হেরে, মা মা বলে প্রাণ জুড়াব ॥
মায়ের স্নেহেতে সেথা, দূরে যাবে মনের ব্যথা,
মাকে ব'লে সকল কথা, সতত যে সুখী হব ॥
একান্তে ক'রে সাধনা, পূরাব চির বাসনা।
(ক'রে) ধুণ্ডিরাজের আরাধনা, দেখিব ভবানী ভব ॥
দেখিলে কালভৈরবে, কালে আশা পূর্ণ হবে,
ভেসে গঙ্গাজলে তবে, মায়েরে সকলি দিব ॥
কেন মন এ সংসারে, বৃথা কেন বেড়াও ঘুরে,
মায়া ক'রে পরে পরে, হতেছে বিফল সব ॥
হ'লে মন তীর্থ বাসী, দেখ্‌বে শিব বারাণসী,
ললিত বলে ঘরে বসি, একেতে সকলে পাব ॥৯৭॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

থেকে সর্ব্ব ঘটে, ওগো মা কুপটে, কেন এ সঙ্কটে, দেখ না।
ওমা ভাঙ্গিলে এ কায়া, কোথা রবে মায়া, ব'লে কি বুঝায়ে দেবে না ॥
মাগো পড়ে এ আঁধারে, দেখি ঘুরে ফিরে, সংসার সাগরে, কিসে যাব ত'রে;
(আজ) চক্ষু নিলে হ'রে, দেখিব কাহারে, বলিলে তোমারে, শোন না ॥
হেথা তুমি মা যেমন, জগত তেমন, কর এ শাসন, দেখে কি এমন;
(মাগো) কে কার আপন, বুঝিব কখন, জনম মরণ, গেল না ॥

হেথা অনন্ত বাসনা, অনন্ত কামনা, অনন্ত যাতনা, দেখি শবাসনা;
(মাগো) কেন এ তাড়না, ব'লে কি দেবে না, বুঝালে কেন মা বোঝনা॥
মন সদা হয়ে ভ্রান্ত, করে প্রাণান্ত, সবে হল ক্লান্ত, কে করে মা শান্ত ;
(হলে) এ দিনের অন্ত, হবে যে জ্ঞানান্ত, তাকে এসে ক্ষান্ত, কর না॥
মা গো পেয়ে বন্ধুভায়া, পুত্র কন্যা জায়া, বেড়েছে যে মায়া, জ্বলে তাহে কায়া ;
(হেথা) থাকিলে কি ছায়া, করিবে না দয়া, মন কেন সেটা ভাবে না॥
মা গো সকলি যে শূন্য, এ ঋণের জন্য, পাপ আর পুণ্য, কে বা করে মান্য ;
(আজি) এ ললিত দৈন্য, চাহে না সে অন্য, কর মা গো গণ্য, সাধনা॥
মনের সংসারে আসক্তি, কর্ম্মেতে বিরক্তি, জানেনা কি ভক্তি, সে কি শুনে যুক্তি;
(শেষে) হারালে সে শক্তি, কিসে পাব মুক্তি, কি যে শিবের উক্তি, জানে না॥৯৮॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কালী কালী বল মন রে আমার।
ও মন কালী নামটী কর রে সার॥
কালী নাম সুধাসিন্ধু, বিন্দু মাত্র পিয় রে তার,
মন ঐ শমন দমন নামের গুণে, ভয় যে কিছু থাকবে না আর॥
মায়াতে যে বাঁধা জগৎ, মোহ সবে দেখায় আঁধার,
ও মন কাজের দায়ে আস্‌ছে সবাই, নইলে কেবা হবে আপনার॥
ভয় দেখে আজ ভক্তি কর, জগতের এই হল বিকার,
যখন ভাঙ্গবে বাসা ছাড়বে আশা, তখন সবাই হবে অসার॥
ললিত জানে মনে মনে, সংসার কেবল খাট্‌তে বেগার,
ও মন কর্ম্ম সূত্রে সবাই গাঁথা, লীলার ক্ষেত্র এ সংসার॥ ৯৯॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আর কেন মন, দেখছ স্বপন, কে কার আপন, ভাব রে।
যত বাড়্‌ছে মায়া, জ্বলছে কায়া, কেউ কি দয়া, করবে রে

যে দিন তোমার আসিবে শমন, কোথা রবে এই সব পরিজন;
হেথা এত ধন জন, হবে অকারণ, কিছু কি তখন, থাকবে রে ॥
নয়ন মুদিলে দেখ অন্ধকার, সময়েতে তার কর প্রতিকার;
মন নতুবা তোমার, বাড়িলে বিকার, কার এ সংসার, হবে রে ॥
মায়ার বশেতে হয়ে উন্মত্ত, ভুলে আছ তুমি পরম তত্ত্ব;
আজ দেখে অনিত্য, ভাবিছ সত্য, আপনি মত্ত, হলে রে ॥
কোথা রবে শেষে আত্ম বন্ধু ভায়া, কোথায় রবে তোমার পুত্র কন্যা জায়া;
যবে ভাঙ্গিবে এ কায়া, করিবে কে মায়া, সকলি যে ছায়া, যাবে রে ॥
অন্ধ হয়ে আছ নিজ ভাগ্য দোষে, আর কি পারিবে থাকিতে স্ববশে;
তুমি প'ড়ে কর্ম্মবশে, কোথা যাবে শেষে, ভাব কেন ব'সে, কাতরে ॥
অনন্ত জলধি সম্মুখে তোমার, কেমনে লজ্ঘিত হবে তাহে পার,
মন হও নির্ব্বিকার, যাবে এ আঁধার, দুর্গানাম সার, কর রে ॥ ১০০ ॥

বেহাগ—একতালা।

মা গো হ'য়ে বিপন্ন।
সদা ডাকি মা তোমায়, রাখ রাঙ্গা পায়, হলে তার উপায়, হব যে গণ্য ॥
এই অসার জগতে দেখে অন্ধকার, আপনি কি তাহে হব শেষে পার;
তুমি করিলে নিস্তার, হবে উপায় তার, কর নির্ব্বিকার, চাহিনা অন্য ॥
ওমা ব্রহ্মাণ্ড সকলি রয়েছে তোমাতে, পৃথক করি মা কেবল ভ্রমেতে;
মা গো কি হবে পরেতে, পারিনা বুঝিতে, তাই ভাবিতে ভাবিতে, হই জঘন্য ॥
সম্পদ বাড়িলে বাড়িছে দুর্গতি, মন যে অমনি ভোলে নিজ গতি;
মা গো বিকৃত প্রকৃতি, হয়েছে দুর্ম্মতি, হারায়ে সঙ্গতি, হয় বিষণ্ন ॥
জগত মোহিত করেছ মায়াতে, কোথা কে যাবে মা ভ্রমিতে ভ্রমিতে;
মা গো আপনি শেষেতে, মিলিব একেতে, তবু কেন এতে, দেখি মা শূন্য ॥
ওমা সংসারেতে এসে সকলে ভ্রান্ত, ভাবেনা শিয়রে আছে কৃতান্ত;
মা গো কাল দুরন্ত, বড় অশান্ত, দে'খে না সে অন্ত, পাপ ও পুণ্য ॥

আপনি ললিত নিজ কর্ম্মফলে, সংসার বন্ধনে রয়েছে মা ভুলে ;
তার এ দিন ফুরালে, তুলে নিও কোলে, রেখো মা গো কালে, নিজ শরণ্য ॥১০১॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

শিবে শঙ্করি ঈশানি।
ওমা কাল ভয় বারিণি ॥
মাগো কালের বশেতে পড়ে গেল এই কাল,
কাল পূর্ণ হতে কারও নাহি কালাকাল ;
তাই ভাবি চিরকাল, কিবা সকাল বিকাল,
ওমা কাল দেখে ভ্রান্ত হয়ে আছি জননি ॥
মাগো আশাতে বেড়েছে আশা দিতে যাতনা,
আমি আশা হীন হব কবে তাই জানি না ;
আশায় বাড়ে কামনা, মিছে কর তাড়না,
ওমা ভরসা কেবল তুমি দীন তারিণী ॥
মা গো জ্ঞান মুক্তি পথ যত তব শ্রীপদে,
জেনে ভ্রান্ত হয়ে প'ড়ে আছি নয়ন মুদে,
মাগো ফেলে বিপদে, শেষে দেখ শুভদে,
যেন সম্পদে বিপদে হৃদে পাই শিবানী ॥
মাগো কাজ দেখে কাজ এসে রয়েছে ঘেরে,
হেথা অকাজেতে কাজ বাড়ে মায়ার ঘোরে ;
সদা প'ড়ে আঁধারে, তোমায় ডাকি কাতরে,
ওমা কাজে কি হবে না ক্ষান্ত ভব ভামিনি ॥
মাগো মায়াতে পড়ে যে হল এই দুর্গতি,
এত দিন গেল তবু কৈ হল সঙ্গতি,
ললিত অতি দুর্ম্মতি, কবে দেবে সুমতি,
শেষ্ এই দীন হীনে দিও যেন পদ তরণী ॥ ১০২ ॥

বেহাগ—একতালা।

কেন কর বিপন্ন।
শিবে অসার সংসার, তাহে কর্ম্ম ভার, না দেখে নিস্তার, মন বিষণ্ন ॥
সংসারেতে বদ্ধ করেছে যে মায়া, কোথা রবে সেটা ভাঙ্গিলে এ কায়া ;
ওমা যত বন্ধু ভায়া, পুত্র কন্যা জায়া, শেষেতে কি তারা করিবে মান্য ॥
চারি দিকে সদা হেরে অন্ধকার, বেড়েছে মা তাতে মনের বিকার ;
তাই মন ভাবে সার, সকলই আমার, আমার আমার ক'রে হল জঘন্য ॥
আশা মরীচিকা সংসার প্রান্তরে, যত যাই কাছে তত ধায় দূরে ;
তাই মরি সদা ঘুরে, বলিব কাহারে, মা বিনা কাতরে, দেখে কে অন্য ॥
দুরাশা প্রবল দেখিতে দেখিতে, মায়া বাড়ে যে মা ভাবিতে ভাবিতে ;
আর মনকে ইহাতে, পারিনা বোঝাতে, ভাগ্যের দোষেতে, হতেছি দৈন্য ॥
আদি অন্ত দেখি চলেছে সমান, কর্ম্মফল মাগো হ'রে নিল জ্ঞান ;
ওমা না জেনে সন্ধান, হয়েছি অজ্ঞান, (হবে) শেষে যে সমান, পাপ আর পুণ্য
এমনি স্বভাব হয়েছে বিকৃত, বোঝে না যে মন নিজ হিতাহিত ;
শেষ্ হব কি পতিত, কর মা বিহিত, তুমি বিনা যত, সকলই শূন্য ॥
দুর্ম্মতি ললিত কি জানে সাধনা, মনে মনে বাড়ে মনের কামনা ;
আর কেন এ তাড়না, দিতেছ যাতনা, দেখ ত্রিনয়না, নিজ শরণ্য ॥১০৩॥

কালাংড়া—একতালা।

এস এস দেখ ওমা ঈশানি।
আমায় ভ্রান্ত কেন কর জননি।
ওমা দেখ একবার, সকলই তোমার, ভয়েতে অভয় দাও শিবানি॥
মা মা বলে ডাক্‌ব যত, ভয়ে কাতর কর্‌বে তত ;
এই কি তোমার মনের মত, বল দেখি শিবে ভয়হারিণি ;
ঘুরে বেড়াই পথে পথে, সাধে বিষাদ যাতে তাতে,
সমান চলেছে দিনে রাতে, আমায় দেখেনা যে কেউ দীন তারিণি ॥

যাদের জন্য বেড়াই ঘুরে, তারা কোথায় থাকবে পড়ে ;
দিন গেলে মা পালায় দূরে, তখন ধরব কারে ভব ভামিনি ॥
বাঁধা প'ড়ে কর্ম্মফলে, কাজ দেখে সব যাই যে ভুলে ;
চিরদিন কি মরব জ্বলে, আর সময় কোথা কাল বারিণি ॥
পড়ে সদাই অন্ধকারে, মিলন হচ্ছে পরে পরে ;
ললিতকে যে সবাই ধরে, তাতে মন্ দুখী হয় মনমোহিনি ॥ ১০৪ ॥

বরপাশি—একতালা।

বদন ভরে সবাই মিলে বল হরি বোল।
দুই বাহু তুলে নৃত্য ক'রে বল হরি বোল ॥
নাম বল বদনে, বসাও মানস আসনে,
মতি গতি রাখ্‌বে সদাই হরির চরণে।
আশা পূর্ণ ক'রবে যদি বল হরি বোল ॥
সর্ব্ব ভাবের মিলন, যথা শ্রীহরি স্মরণ,
কর্ম্ম মিছে, নাম সুধারস পতিত পাবন ;
এই ভবের মায়া কাটবে যদি বল হরি বোল ॥
ছাড় আত্ম অভিমান, কর হরি গুণ গান,
মোহ অন্ধকারে প'ড়ে হারাও কেন প্রাণ ;
সদা লক্ষ্য রাখ হরির পদে বল হরি বোল ॥
ছাড় ধন অহঙ্কার, সে যে মনের বিকার,
দিন ফুরালে সবাই যাবে থাকবে কিছে কার ;
আজ অহং তত্ত্ব ছেড়ে কেবল ব'ল হরি বোল ॥
সদা দীনের কামনা, হরির করবে সাধনা,
যে কর্ম্ম ডুরি গলায় বাঁধা, কাটতে বাসনা ;
এই মোহন যেন শেষের দিনে বলে হরি বোল ॥ ১০৫ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

মা কাল ভয় হারিণি।
কোথা শিব মন মোহিনি॥
ওমা ক্রমে ক্রমে নিকটে যে আসিতেছে কাল,
মাগো এ দিন ফুরালে আবার ঘটাবে জঞ্জাল;
তার নাহি কালাকাল, কিবা সকাল বিকাল,
ওমা অকালে সব হরে সে যে দীন তারিণি॥
অনিত্য হবে মা নিত্য তব পরশে,
তবে মিছে কেন থাকি সদা আশার আশে;
কৃপা কর মা দাসে, কাল সকল নাশে,
ওমা বারেক এসে দেখ সকল ত্রাণ কারিণি॥
কর্ম্মফল যদি মাগো চলিবে সঙ্গে,
হেথা তবে কেন ভাসালে এই মায়া তরঙ্গে;
রাখ ভব আতঙ্গে, দে'খ স্বপ্নের ভঙ্গে,
আর রঙ্গ করে ভুলাও না রণ রঙ্গিণি॥
মন মত আরাধিব তব শ্রীচরণ,
হৃদয়েতে দেখিব মা পরম কারণ;
সব হবে অকারণ, শেষে না হলে স্মরণ,
যদি হরণ কর মা জ্ঞান জ্ঞান দায়িনি॥
এই মনের বাসনা মন বলিবে কত,
ওমা চির দিন যে হয়ে আছি ও পদেনত;
কর্ম্মে হলে পতিত, জ্ঞান ক'রোনা হত,
দেখো অন্তে যেন ভুলনা মা ভব ভামিনি॥
ওমা হৃদয় আসন আছে তোমার তরে,
একবার এস মাগো শবাসনা, স্নেহের ভরে;
ললিত প'ড়ে আঁধারে, সদা ডাকে কাতরে,
তার দুর্গানামে মতি যেন থাকে জননি॥ ১০৬।

পূরবী—একতালা।

বাঁশরী বাজে, ঐ মধুর গহন বিজনে।
হরিল সকল মন প্রাণ, কাতর করিছে জীবনে॥
বামেতে রাধিকা দাঁড়ায়ে সঙ্গে, সখীগণ মিলে গাইছে রঙ্গে,
তালে তালে কভু নাচে ত্রিভঙ্গে, ঘেরেছে রাধিকামোহনে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে রয়েছে শ্যাম, অধরে মুরলী কিবা সুঠাম,
গাইছে হরিষে শ্রীরাধা নাম, ডাকিছে সকলে নয়নে॥
গলেতে বনের কুসুম মালা, শিখি পাখা চূড়া বামেতে হেলা,
দেখিতে দেখিতে যাবে যে বেলা, হরি হরি বল বদনে॥
গহন মাতিল বাঁশরী তানে, গগন ভরিল পাখীর গানে,
ময়ূর নাচিছে ময়ূরী সনে, ললিত ধরিছে চরণে॥ ১০৭॥

বেহাগ—একতালা।

মাগো ভিক্ষা সামান্য।
দেখি তোমার কৃপায়, যে মা যাহা চায়,
সকলই সে পায়, হ'য়ে জঘন্য॥
মা এই সংসার বিজনে স্নেহ সমীরণ,
অতি মুগ্ধকর হয়েছে এখন,
ওমা ভাবিলে যখন, হতেছে স্মরণ,
মন যে তখন হয় বিষণ্ণ॥
অবিদ্যা ক্রমে যে হতেছে প্রবল,
হিংসা দ্বেষ মাগো হয়েছে সম্বল,
ওমা মন যে দুর্ব্বল, হারাইল বল,
ছল করে কেন ভুলাও শরণ্য॥

মাগো তোমাকে ডাকিলে মায়া কাছে আসে,
অহঙ্কারে সদা রেখেছ অবশে,
ওমা এই ভাগ্য দোষে, মায়ার পরশে,
মহামায়া হয়ে কর বিপন্ন॥
ওমা সুকৃতি দুর্ল্লভ এ ভব সংসারে,
অজ্ঞানেতে সবে রয়েছে আঁধারে,
মাগো মনের বিকারে, মায়ার আধারে,
ঘুরালে মা শেষে হবে কি মান্য॥
মাগো অনন্তের এই অনন্ত যে গতি,
তাহাতে পড়িয়া এ ঘোর দুর্গতি,
ওমা দেখ গো সম্প্রতি, আপন সন্ততি,
স্বকর্ম্ম ফলেতে ললিত দৈন্য॥১০৮॥

আলেয়া—একতালা।

শ্যামা কি মা হয়েছ ভ্রান্ত, অসুর দলিতে হও মা ক্ষান্ত,
কটাক্ষ করিলে হবে সব অন্ত, তবে কেন ওরূপ ধরেছ ঈশানি।
হরের হৃদয়ে রেখেছ চরণ, কটিতে পরেছ নৃকর বসন,
রুধির হয়েছে অঙ্গের ভূষণ, ওরূপে কি সাজে তোমাকে তারিণি॥
নরমুণ্ড হার পরেছ গলে, দশনে নয়নে বিজলী খেলে,
শিশু শশী সদা শোভিছে ভালে, তালে তালে নেচে হলে উন্মাদিনী
চতুর্ভুজা হয়ে ভ্রমিছ সমরে, মৃদু হাসি সদা রয়েছে অধরে,
অসি মুণ্ড তুমি ধরে দুই করে, বরাভয় জীবে দিতেছ শিবানি॥
মুক্ত কেশ পাশ একি মা রঙ্গ, ওরূপ হেরিলে বাড়ে আতঙ্ক,
করুণা করে মা কর অপাঙ্গ, ত্রিভঙ্গিম ঠাম ছাড় মা আপনি॥
নবীন নীরদ হয়েছে কান্তি, হেরিলে পালায় সকল ভ্রান্তি,
স্থির হয়ে দূর কর মা শ্রান্তি, কাল ভয় নাশ কাল নিবারিণি॥

সংসার তরিতে তুমি মা সহায়, সকলি রয়েছে তোমার ঐ পায়,
ভব পারাবারে যখন যে যায়, তখনি সে পায় ও পদ তরণী ॥
মায়ার বন্ধন করিতে ছিন্ন, কে আছে জগতে তুমি মা ভিন্ন,
কর্ম্মবশে জীবে করে না মান্য, তবু তুমি মাগো ত্রিকাল বর্ত্তিনি ॥
আশা কুহকেতে ভুলিলে সকলে, পতিত হবে মা নিজ কর্ম্মফলে,
তথাপি তোমাকে বারেক ডাকিলে, ও পদ আশ্রিত হবে যে তখনি
রাখিয়া তোমাকে মানস আসনে, জবা বিল্বদল দিব ঐ চরণে।
বসিয়া দেখিব মানস নয়নে, কর আশা পূর্ণ ললিত জননি ॥ ১০৯ ॥

খাম্বাজ—কাহারবা।

রাম রহিম এক দেখো মনমে, জুদা কেঁও সব করনা জী।
ভাই মন মন ডাকো মন মন ভাবো, মন মন উনকো দেখনা জী ॥
এক হয় সচ্চা আওর সব ঝুঁটা, ইস্‌মে ফরক্ কুছ হয় ক্যা জী।
ঐ এক মিলাকর দেখো তুম্‌নে, ভেদ ছুটেগা মনকে জী ॥
দুনিয়াকি খেল দেখ্‌নে আয়ো, পাঁচকি বোলি শুন্‌লে জী।
আওর সবমে হাঁজী মুহ্‌মে বোলো, বৈঠে মন্‌মে বিচারো জী ॥
মনকি দুস্‌মন ঘরমে হয় ভাই, দূরমে উয় সব রখনা জী।
দেখো পাঁচও মিলকে ঘর বনায়া, কব টুটে কো জানে জী ॥
ঘর ছোড়কর সব কাঁহাকো যায়গা, ইস্‌কা খবর কুছ লেনা জী।
এই দুনিয়াসে সব একই রাহা, একমে যাকর মিলতেঁ জী ॥
কামসে হরদম্ সচ্চা রহনা, ঝুঠা যো কুছ ছোড়না জী।
ভাই, 'একহি রাম, একহি রহিম, হর কালী অওর কিষণ্ জী ॥
ললিত বোলে সব দুনিয়া দেখো, পাঁচকো মনসে ছোড়ো জী।
অওর আপান আপন ঘরকে বাঁধো, দুখ্ সুখ্ উস্‌মে হয় সব জী ॥১১০॥

মুলতান—একতালা।

কালী হয়েছি আকুল, দেখাও মাগো কূল, অকূল এই পারাবার।
বসে ভব সিন্ধু তীরে, ডাকি মা কাতরে, বল কি হবে আমার ॥
ওমা জন্ম হতে এসে, পড়ে কর্ম্ম বশে, ভেসে ভেসে বেড়াই অনিবার।
পেয়ে এ ঘোর যাতনা, কর্ম্মের তাড়না, হয়েছে এ মন অসার ॥
ওমা মায়া বদ্ধ কর্ম্ম, এই হল ধর্ম্ম, মর্ম্ম কেবা বোঝে তার।
হলে কর্ম্মেতে পতিত, ভুলে হিতাহিত, বাড়িছে কত বিকার॥
ওমা দেখে পাপ ও পুণ্য, হয়েছি জঘন্য, গণ্য কিসে আমি হব আর।
হ'য়ে সঙ্গতি বিহীন, করি সদা ঋণ, দীন ভাবে বহি এ সংসার ॥
ওমা দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান, সকলের প্রধান, দানে হয় মন নির্ব্বিকার।
যবে যাবে মা আসক্তি, বাড়িবে বিরক্তি, ভক্তি হবে তবে সর্ব্বাধার ॥
মাগো আমি অতি দীন, নয়ন বিহীন, বুঝিব কি মর্ম্ম তোমার।
হেরি আছ মা সবেতে, সকলি তোমাতে, মায়াতে ভোলাতে কর বিহার॥
মাগো সংসারের দুঃখে, ধারা বহে চক্ষে, রক্ষা করে কর পার।
তুমি করিলে করুণা, ওমা শবাসনা, ললিতের হবে নিস্তার ॥ ১১১ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

(ঘোর) তমোহরা তারা ঐ ভয়ঙ্করা কেন রে।
হর উরে নাচে বামা নিরুপমা শোভিছে॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে খেলিছে।
ধরাতল টল মল, রসাতল যেতেছে ॥
দানা হাঁকে লাখে লাখে, যাকে তাকে ধরিছে।
শিবাদল পেয়ে বল, কোলাহল করিছে ॥
দিতি সুত হয়ে ভীত, অনুগত হতেছে ;
মরামর চরাচর, থর থর কাঁপিছে ॥
বাল শশী দিবানিশি, ভালে আসি জ্বলিছে।
মরি কি বা হল শোভা, শিব শিবা মিলেছে ॥

হেরে ছটা রিপু কটা, দ্বার নটা ছেড়েছে।
ঐ পদ আশে ললিত ভাসে, আত্ম দোষে ভুলেছে ॥১১২॥

খাম্বাজ—একতালা।

কোথা মা অসিতে, নগেন্দ্র দুহিতে
কোথায় আছ ওমা শিবানি।
ওমা হেরিলে কটাক্ষে, সবে হবে রক্ষে,
কৃপা কর দীন জননি ॥
মা মহাশক্তি রূপে, ত্রিলোক পালিকে,
অভয় দিতে সুরে হলে মা কালিকে ;
তুমি ত্রিদিব গোলকে, সাগর ভূলোকে,
কাতরে অভয় দায়িনী ॥
ওমা ক্রমে যে মা হ'ল অবিদ্যা প্রবল,
তুমি সদা সর্ব্ব জীবের সম্বল ;
মাগো কর্ম্ম হ'রে বল, করিছে দুর্ব্বল,
রাখ মা শ্রীপদে ঈশানি ॥
ওমা সদা বাধ্য হয়ে বাড়িছে বিকার,
কিসে মাগো সবে হবে নির্ব্বিকার ;
ওমা কর প্রতিকার, হর অহঙ্কার,
অনন্তে তুমি যে কলুষ নাশিনী ॥
ওমা সদা লক্ষ্য তব চরণ যুগলে,
তথাপি পতিত নিজ কর্ম্মফলে ;
মাগো আশা কুতূহলে, ডুবালে সকলে,
এস মা অজ্ঞান হারিণি ॥
ওমা হইয়া অশান্ত ললিত দুর্ম্মতি,
সংসার বিপিনে ভ্রমিছে সম্প্রতি ;
মাগো স্বভাব বিকৃতি, হয়েছে প্রকৃতি,
দেখ আসি দীন তারিণি ॥ ১১৩ ॥

বাউল।

তোমার ভাঙ্গল বাসা সাধের আশা কিছুই রবে না।
সেই শেষের দশা ভাব্‌লে এখন পাবে যে ভাই যাতনা॥
আজ আপনার ভেবে, কোলে টান্‌তেছে সবে,
দিন ফুরালে সঙ্গী ব'লে কাকে ভাই পাবে।
ও ভাই মন মত ধন রইল কোথা, খুঁজে বারেক দেখনা॥
ভাই থাকতে চৈতন্য, আজ সবাই জঘন্য,
পারের ঘাটে গেলে হবে কর্ম্ম যে মান্য।
তাই একাধারে দেখে সকল আশার সুসার করনা॥
হ'য়ে মায়াতে মুগ্ধ, আছি সংসারে বদ্ধ,
ক্রমেতে আজ হল যে ভাই পথগুলি রুদ্ধ।
আমি আপন ভেবে বল্‌ব কারে কেউ যে চেয়ে দেখে না॥
ঐ কালী হরিনাম, ভাই বল অবিরাম,
আপন ঘরে দেখ্‌লে মিলন পাবে যে আরাম।
যাগ্‌ কাটা মুণ্ড গড়াগড়ি পা ধরে ভাই টান না॥
ভাই ছাড় কুরীতি, রাখ শ্রীপদে মতি,
তর্ক ছেড়ে মিলিয়ে দেখ পাবে যে প্রীতি।
এই খেপামোহন বল্‌বে কি ভাই আপনি কিছুই বোঝে না॥১১৪॥

বাউল।

আত্ম তত্ত্ব বুঝ্‌বি কবে ওরে ভোলা মন।
মিছে পরের মায়ায় মোহিত কেন হলি রে এখন॥
এই অসার জগতে, কেউ কি আছে তোর এতে,
দেখ্‌তে গেলে সবাই আপনি পালায় দূরেতে;
একবার খুঁজে এখন দেখনারে মন কি আছে আপন

ও তোর জনম হতে, বাঁধা পড়লি মায়াতে,
সেই মায়া তোর থাকবে কোথা, বল্‌না শেষেতে ;
ওরে হেলায় সকল ছাড়বি যখন আস্‌বে তোর শমন ॥
এই ভবের যাতনা, কেবল বিষয় বাসনা,
ক্রমে এ দিন যাচ্ছে যত, হচ্ছে তাড়না ;
ও মন ভ্রান্ত হলে শ্রান্ত হয়ে হারাবি রতন ॥
এই পাঁচের খেলা সব, এখন বোঝা অসম্ভব,
সেই শেষে সকল বুঝবি যে দিন ছাড়বি এ বৈভব ;
ওরে ভব পারে যাবি কিসে কি আছে সাধন ॥
তখন না পেয়ে যে কুল, মন হবিরে ব্যাকুল,
কর্ম্ম দোষে সবাই যে তোর হবে প্রতিকূল ;
একবার আকুল হয়ে কর্‌নারে সেই শ্রীহরি স্মরণ ॥
কে তোর আছে স্বপক্ষ, মিছে কর্ম্মেতে লক্ষ্য,
আজ পক্ষাপক্ষ খুঁজে এত পেতেছিস দুঃখ ;
ও মন আশা ছেড়ে দেখনা চেয়ে পরম কারণ ॥
মন মিছে কর্ম্মফল, কেবল পাঁচের এত ছল,
দিনে দিনে ললিত যে তোর হতেছে দুর্ব্বল ;
একবার আঁধার ঘরে চাঁদের আলো করনা দরশন ॥ ১১৫ ॥

বাউল।

দিন গেলে মন ভাঙ্গবে স্বপন তাও কি জান না।
আজ মায়ায় বাঁধা লাগছে ধাঁধা পাচ্ছ যাতনা ॥
ধীরে আসছে বিষম কাল, তার নাই যে কালাকাল ;
সকাল সকাল ধর্‌লে পরে ঘটাবে জঞ্জাল ;
তখন ডাকাডাকি হবে ফাঁকি বুঝে দেখ না ॥

ভুলে আপনার দশা, মন বেড়েছে আশা ;
ঐ কর্ম্মনাশা আশা তোমার ভাঙ্গবে এ বাসা ;
হেথা এলে যেমন যাবে তেমন তার কি বল না ॥
আজ দেখ্‌ছ ঘর আর বার, তোমার চারদিক আঁধার,
শেষে আবার হবে কিসে ভবনদী পার ;
সেই খেয়াঘাটে গেলে ছুটে, নায়ে নেবে না ॥
দেখ্‌বে কি আছে সম্বল, নইলে সব হবে বিফল ;
তখন বলাবলের মধ্যে কেবল হবে কর্ম্মফল ;
সকল বলতে গেলে যাবে ভুলে বাড়্‌বে তাড়না ॥
দিন কাটালে হেঁসে, তোমার হবে কি শেষে,
দিশে হারা হয়ে পথে থাকবে যে ব'সে ;
আজ যারা আপন তারা তখন ডাক্‌লে শোনে না ॥
মন ছাড় কুসঙ্গ, যাবে সকল আতঙ্গ,
এখন রঙ্গ ছেড়ে দেখনা কি বইছে তরঙ্গ,
ওমন দেখ্‌বে যেমন পাবে তেমন মিছে ভেবনা ॥
ললিত ভাব কি এখন, হেলায় হারালে রতন,
সদাই আপন ভেবে হরি নামের করনা সাধন ;
ঐ নামের গুণে এমন দিনে ভয় যে রবে না ॥ ১১৬ ॥

প্রসাদি সুর।

ভাবিস্‌ না মন, মাকে কালো।
ওরে যেখানেতে আস্‌বে মা তোর, সেইখানে সব্‌ হবে আলো।
সৃষ্টির আগে আঁধার ছিল, তখন সেথা সব যে কালো।
ও মন তবু যে তোর মায়ের জ্যোতি, সে আঁধারেও কর্‌ত আলো
আঁধার নষ্ট কর্‌তে মায়ের, জগচ্চক্ষু রূপ যে হল।
ওরে সেই আলোতে আপনা হতে, মনের সকল ভ্রম যে গেল ॥

দৃষ্টি হীনের দৃষ্টি কোথা, দেখ্‌লে কিছু গোল কি ছিল।
ওরে যত গোল যে তোর কাছে মন, সময় বুঝে আপনি এল॥
সাধ্য সাধক দেখ্‌তে গেলে, অসাধ্য যে সকল হ'ল.
ওরে কর্ম্ম দেখে মর্ম্ম ব্যথা, তাই এত তোর গোল বাধিল॥
রূপ দেখে মার বুঝবি কি মন, কর্ম্মকুপে ডুব্‌লি ভাল।
আজ কাল ধন সমান হলে, আর কি রে মন হবি ভুলো॥
মনে জ্ঞানে ঐক্য হয়ে, থাক্‌না ব'সে চিরকাল।
ওরে আদ্যারূপা মা তোর কাল, তাতেই ললিত পাবি আলো॥ ১১৭॥

প্রসাদি সুর।

অজ্ঞানির যে জ্ঞানের উদয়।
ওরে বন্ধ্যা নারীর পুত্র যেমন, তেমনি ধারা আর কিছু নয়॥
জ্ঞান হলে আজ সংসারেতে, মর্ম্মব্যথা কেউ কি সয়।
ওরে কর্ম্মগুণে হেলাতে সে, করবে সকল রিপুকে জয়॥
জগৎ মাঝে মায়া এখন, সকল পথের প্রধান ভয়,
ওরে যাদের জন্য মায়া বেশী, শেষের সঙ্গী তারা ত নয়॥
কামনাতে কর্ম্ম নষ্ট, সহজে কে বোঝে তায়।
ওরে পরকে সুখে রাখতে গিয়ে, অনেক আশা করতে চায়॥
মায়ায় মোহিত হবে যে জন, বিপথে তার সকল ধায়।
ওরে চিরদিন সে থাকবে বেঁকে, সোজা হতে আর কি পায়॥
কর্ম্ম দোষে ললিতের আজ, উল্টো দিকে সকল ব্যয়।
সে তার মায়ের কাছে নিত্য দোষী, তাই সদা তার বাড়ছে ভয়॥ ১১৮

প্রসাদি সুর।

কপাল সঙ্গে ঘুরছে সদাই।
ওরে কপালে যা আছে এখন, বসে কেবল সেইটী পাই॥

দেখ্‌তে গেলে কপাল বিনা, সংসারে আর কিছু নাই।
ওরে যেমন লিখ্‌লে সেই খানে মা, তেম্নি ভোগ যে করি সবাই॥
কাজের কাজি কাজ্‌ ক'রে মন, স্থির ভাবে আজ চলে যাই।
ওরে কার যে কর্ম্ম কেন করি, বুঝ্‌তে কেন এখন চাই॥
কর্ম্ম বুঝ্‌লে বুঝ্‌ব সকল, এত দুঃখ কেন পাই।
ওরে সুখের আশায় সব্‌ গেল মন, দুঃখের কথা কারে কই॥
হেথা এসে কেবল খেটে, পরের মায়ায় মোহিত হই।
আজ সকল যদি সোজা হ'তো, তা হলে কি ভুলে রই॥
কর্ম্ম থেকে কপাল আসে, বল্‌ছে যে মন আজ সবাই।
ললিত বলে সকল মিছে, মায়ের খেলার সংখ্যা নাই॥ ১১৯॥

মন হনারে মনের মতন।
ওরে আত্ম সুখে মুগ্ধ কেন, কবনা দুর্গা নামের সাধন॥
মায়ায় বদ্ধ আছিস বটে, মায়া করিস কিসের কারণ।
ওরে চরমেতে সবাই গিয়ে, এক স্থানেতে হবে মিলন॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌না ভোলা, পাবি শেষে মায়ের চরণ।
ওরে চরণেতে স্থান পেলে শেষ, আর কি ধরতে পারবে শমন॥
ভব সাগর সম্মুখে তোর, কর্‌তে হবে পারে গমন।
ও মন শেষে বিষম দায় আছে তোর, ভুলে কি তুই রইলি এখন॥
দুর্গা নাম আর চরণ ভেলা, প্রাণ খুলে আজ কর না স্মরণ।
ওরে সকল ভয়ে অভয় পাবি, কূল পাবি তুই ভাস্‌বি যখন॥
গুরুর কৃপায় ললিত জানে, দুর্গা নাম যে সর্ব্ব তারণ।
এই অকূলেতে কাণ্ডারি মা, জগৎ মাঝে কার্য্য কারণ॥ ১২০॥

প্রসাদি সুর।

ভুলিস্ না মন মায়ের চরণ।
ওরে যার গুণেতে এই জগতে, কষ্ট হবে সব নিবারণ॥
ছিলি ভুলে তাই এ গোলে, আপনা হতে পড়লি এখন।
ওরে শেষের দিনে তাঁর বিহনে, অনেক যে তোর হবে শাসন॥
সেজে কালা পাস্ এ জ্বালা, বুঝ্‌তে কি মন পারবি আপন।
ওরে কিসের জোরে বেড়াস ঘুরে, আপনি দেখে করনা স্মরণ।
মায়ার বশে প'ড়ে শেষে, হারালি তুই পেয়ে রতন।
আজ ছেড়ে খেলা, দেখনা ভোলা, কে এই ভবের সর্ব্ব কারণ॥
ঠকলি কত তবু এত, সুখের আশায় করিস ভ্রমণ।
ওরে মঞ্জলি শেষে দেখনা ব'সে, কি পেলি তোর মনের মতন॥
ছাড়বে মায়া গেলে কায়া, দয়া কি কেউ করবে তখন।
তাই হল ললিত সব বিপরীত, গুরুর আজ্ঞা করনা পালন॥ ১২১

প্রসাদি সুর।

সূর্য্যের আবার তেজ্ কি আছে।
ওরে মায়ের রূপে সব জ্বলে আজ, সূর্য্যেতেও তাই তেজ হয়েছে॥
দর্পণ রূপ ঐ সূর্য্যের মাঝে, প্রতিবিম্ব মার পড়েছে।
ওরে সেই আলোতে আলো হ'য়ে, জগৎ আলো আজ করেছে॥
কেবল সূর্য্য অসার যেমন, সর্ব্ব সার ঐ মা রয়েছে।
ওরে মনের ভ্রমে ভাব্‌ছি সবাই, সূর্য্য চক্ষু রূপ ধরেছে॥
মা হতে এই জগৎ হল, মায়েতে শেষ্ সব যেতেছে।
তাই মায়ের রূপে চন্দ্র সূর্য্য, সকল আঁধার দূর করেছে॥
সকল কর্ম্মের অতীত মা, তাকে দেখ্‌তে কে পেতেছে।
ওরে মায়ের জ্যোতিঃ দেখ্‌লে চেয়ে, সদাই লক্ষ্য তাঁর হতেছে॥
সূর্য্যের মাঝে দেখ্‌তে মাকে, শাস্ত্রে সদা তাই বলেছে।
ওরে ললিত বুঝ্‌লে ভাবনা কি তার, দেখ্‌ত জগৎ সকল মিছে॥ ১২২॥

প্রসাদি সুর।

মা হয়ে তুই সব যে নিলি।
আজ তাতে তুই মা কি সুখ পেলি॥
দুঃখ পাবার কপাল বলে, আমায় কি মা দুঃখ দিলি।
ও মা মনের একটু শান্তি ছিল, সেটাও কেড়ে নিয়ে গেলি॥
চিরদিনই কষ্ট পেয়ে, মুখে কেবল মাখ্‌ছি কালী।
ও মা সব যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, মনের দুঃখ কারে বলি॥
তোকে বিশ্বাস কর্‌ব কি মা, বিশ্বাসের কাজ এই দেখালি।
আজ সাহস যা সব মনে ছিল, তাও যে মা তুই ফুরিয়ে দিলি॥
দুর্গা দুর্গা বলে মাগো, সংসারেতে সদাই চলি।
ও মা তবু কেন ললিতকে তোর, সকল দিকে এখন মেলি॥ ১২৩।

প্রসাদি সুর।

ভয় কি তার মা আছে হেথা।
যার মা এই সর্ব্ব জগন্মাতা॥
পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, সেইটী কেবল শুন্‌তে ব্যথা।
আজ মাকে ধরে থাক্‌লে পরে, আর কি কষ্ট হয় রে বৃথা॥
কর্ম্ম হতে আশা আসে, আশা হল মিছে কথা।
আজ লোভের উদয় তার হলে শেষ, আপনি থাবে আপন মাথা॥
যে ধন নিয়ে টানাটানি, সঙ্গেতে কার যাবে সেথা।
সেই যাত্রাকালে ছাড়্‌বে সকল, লাভের মধ্যে থাক্‌বে কথা॥
আসা যাওয়া সমান ভেবে, যে জন এদিন কাটায় হেথা।
ওরে সেই যে মাকে পাবে শেষে, হৃদয়ে তার থাক্‌বে গাঁথা॥
ললিত বলে সব ছেড়ে মন, ভাব্‌না ভোলা পরম পিতা।
ওরে বাপ্‌ মা যদি সমান হল, তখন ভাব্‌না রবে কোথা॥ ১২৪॥

প্রসাদি সুর।

ছেড়ে দেনা এলোকেশি।
আমায় বিষম দায়ে ফেল্‌লি টেনে, দুঃখ পাই যে রাশি রাশি॥
আশার ক্রমে ধ্বংস হবে, এই আশা যে ছিল বেশী।
হেথা এম্নি এখন বাঁধলি বেড়া, কাট্‌তে গেলে হই মা দোষী॥
নির্লিপ্ত মা হব কিসে, লিপ্ত সবে কর্‌লি আসি।
আমি কোন্‌ পথে মা যাব এখন, সব হয়েছে মেশামিশী॥
বোঝা বওয়া মুটে আমি, মোট যে বই মা দিবা নিশি।
হেথা তাই কি বোঝা বাড়িয়ে এখন, মনে তুই মা হলি খুসি॥
ঘুরে ঘুরে মলাম যে মা, সময় পাইনা বারেক বসি।
আজ কপালের এই কষ্ট দেখে, আপনি এখন পায় মা হাঁসি॥
বৃথা কাজে কাজ হারালে, ললিত যে তোর হবে দোষী।
তার শেষ কালে কি থাক্‌বে উপায়, দেখ্‌না বুঝে সর্ব্বনাশি॥ ১২৫॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌ মা মনের সঙ্গা কারা।
হেথা ছটা রিপু জুট্‌ল এসে, আমায় যে মা কর্‌লে সারা॥
কাম থেকে মা লোভের উদয়, এইটি হল পাঁচের ধারা।
ওমা লোভটা যদি বিফল হল, অম্নি রাগ যে দিচ্ছে তাড়া॥
চিরদিনই মোহ আঁধার, ঘেরে মাগো রইল ধরা।
ওমা অহঙ্কারে কেউ বা আবার, ধরাটিকে দেখ্‌ছে সরা॥
গর্ব্ব এলে সকল নষ্ট, যমে ধর্‌বে থাড়া থাড়া।
ওমা তখন কেঁদে মলে আবার, কেউ কি এসে দেবে সাড়া॥
এই বেলা তুই দেখিস্‌ যদি, ভয়ে কি আর হই মা সারা।
ওমা স্থির হলে যে সব পালাবে, এখন সঙ্গে আছে যারা॥
যাদের পেয়ে মন মেতেছে, সকল দিকে সুখী তারা।
এই ললিত কেবল চিরকালটা, বইছে মাগো পাপের ভরা॥ ১২৬

প্রসাদি সুর।

ঘুমে কাতর জ্ঞান হ'ল না।
এই মন বুঝেছে তার যাতনা॥
অমানিশার নিত্য উদয়, অন্ধকারের হয় যোজনা।
যে অনিত্য সব নিয়ে ব্যস্ত, নিত্য কি তার হয় গণনা॥
আশার আশা বিফল এখন, সময় হলে কেউ রবে না।
আজ ঘুমিয়ে দিন যে গেল কেটে, আপনি সে ঘুম আর ভাঙ্গে না॥
চক্ষু আছে দেখ্ছি বটে, লক্ষ্য কিন্তু তার থাকে না।
তাই খুঁজতে গেলে সকল আঁধার, মায়া কাট্তে কেউ পারে না॥
মনের কথা মনই জানে, কার দোষে হয় এই তাড়না।
আজ অন্ধকারে সঙ্গী পেয়ে, বাড়্ছে কেবল তার কামনা॥
ললিত এসে ভাবছে বসে, এমন দিন সে আর পাবে না।
ও মন ক্রমে মায়া কাট্লে এখন, মিছে ভয়ের ভয় থাকে না॥ ১২৭॥

প্রসাদি সুর।

একটি নূতন পেলাম হাটে।
ওমা গেলে সময় সব সোজা হয়, বুঝ্তে কিন্তু বিপদ ঘটে॥
প্রথম কালে সবাই ভোলে, দিন গেলে সব ধর্ছে এঁটে।
ওমা কাজের দোষে আপনি শেষে, সকল যে মা যায় গো ছুটে॥
মন যে একা সাজবে বোকা, এখন রুকে বেড়ায় বটে।
আজ কে কার মাথায় ফেল্তে মা চায়, আপন জ্বালায় আপনি ছোটে॥
কাজের বোঝা দেখ্তে মজা, সুখ পেলে কে মরবে খেটে।
ওমা তাতেও রাজি সাজতে কাজী, ফাঁক পেলে সব মজা লোটে॥
কেউ বুঝেছে কেউ ঠেকেছে, কেউ বা সাজতে চায় মা জুটে।
ওমা জানে এখন সব অকারণ, তবু সবাই ভবের মুটে॥
মোটের জ্বালা তোর এই খেলা, কর্ম্ম দোষে টানিস্ কোটে।
ওমা দিন ফুরালে ধর্বে কালে, ললিত প'ড়ে কাঁদবে ঘাটে॥ ১২৮॥

প্রসাদি সুর।

বিপদ হ'লে কর্ম্ম ছাড়ে।
অম্নি কত রকম ভূত এসে মা, তখন আবার চাপ্‌ছে ঘাড়ে॥
সুখের আশা করতে গিয়ে, সবাই এখন জড়িয়ে পড়ে।
তাই সময় বুঝে পাপের আগুন, দ্বিগুণ জ্বলে উঠছে ঝড়ে॥
জ্বলে মলেও কেউ দেখে না, দুঃখের কথা বলব কারে।
এই সংসারেতে পড়ে কেবল, ঐ ক'রে সব মরছে পুড়ে॥
আসা যাওয়া সমান ভেবে, যে জন মায়া আপনি ছাড়ে।
ওমা কাজের জ্বালায় আর কি মাগো, কষ্ট দিতে পারিস তারে॥
পাঁচের দায়ে সংসারে মা, বেড়াই কেবল ন'ড়ে চ'ড়ে।
মাগো মনে সাহস কর্‌ব কিসে, কর্ম্ম যদিন থাকবে ঘাড়ে॥
আশার অভাব হবে যখন, তখন কি কেউ ভয়ে মরে।
এই সুখে দুঃখে ললিত যে তোর, নেবে সকল সমান করে॥ ১২৯॥

প্রসাদি সুর।

শমনকে আর ভয় কি করি।
হেথা প্রাণের ভরে ডেকে আমি, দুর্গা নামকে করব দ্বারী॥
দুর্গা দুর্গা বলে যখন, নামের গাথা হৃদে ধরি।
তখন হেলায় আমি এই জগতে, রিপুকে জয় করতে পারি॥
বেদ আগমে কাজ কি আমার, কর্ম্মের আমি কি ধার ধারি।
হেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল মিছে, নাম গেয়ে মন সকল সারি॥
জন্ম মরণ সব অকারণ, আজ্ঞা পালন সদাই করি।
সব কর্ম্ম নিয়ে থাকুক শমন, নামের গুণে যাব তরি॥
ফলের আশা কর্‌তে গেলে, চারি দিকে দায় যে ভারি।
ঐ দুর্গা নামে ভ্রম হবে যার, তার কাছে মন সদাই হারি॥
যাঁর জোরেতে ললিত এখন, আপনার ঘরে বেড়ায় ঘুরি।
আজ তাঁকে কি আর বুঝ্‌বে জগৎ, বোঝেন ভোলা ত্রিপুরারি॥ ১৩০॥

প্রসাদি সুর।

মন আকাশে উড়ছে ঘুড়ী।
ওটা ঘুড়ী নয় সে আশা বেড়ি॥
কর্ম্ম বাতাস নিচ্ছে তুলে, বাঁধা আছে মায়া দড়ি।
তার কিছুর অভাব হ'লে আবার, গোপ্তা খাচ্ছে ঘড়ি ঘড়ি॥
কখন বা উঠ্ছে সমান, তিলেক প্রমাণ লক্ষ্য করি।
সে যে কভু আবার পড়ছে নেমে, সামলাতে তায় কৈ মা পারি॥
কর্ম্ম নিয়ে চলছে হেলে, যেন সে দিক হল ভারি।
আবার পেঁচে পড়লে স্থির হবে মা, বিষম দায়ে আমি পড়ি॥
চারি ধারে দেখ্ছি চেয়ে, অনেক ঘুড়ীর ছড়াছড়ি।
হেথা যার আশা আজ উঠল তেজে, সেই যে মাগো দিচ্ছে তুড়ি॥
বাতাস থামলে থামবে ললিত, এই আশা মা সদাই করি।
আর না হয় দড়ি কাটুগ্ আমার, নইলে নাই মা ছাড়াছাড়ি॥ ১৩১॥

প্রসাদি সুর।

কাজ নিয়ে মা বেশ ডুবেছি।
ওমা তাইতে এমন সুখ পেতেছি॥
কামনাতে মত্ত হয়ে, কাজের কথা সব ভুলেছি।
ওমা ভরসা কেবল শিবের বাক্য, সেইটী ধরে আজ রয়েছি॥
কর্ম্ম দোষে বদ্ধ সবাই, অনেক আশা তাই করেছি।
ওমা মনের মত রতন পেয়ে, হারিয়ে আমি সব ফেলেছি॥
ফলের আশা করতে গিয়ে, আপনি এখন বেশ ঠকেছি।
ওমা সুখী হয়ে রইল যারা, তাদের দেখ্তে কই পেয়েছি॥
কিসের ফল মা কে ভোগে আজ, সেইটী বুঝে কৈ দেখেছি।
ওমা মায়াতে যে রাখ্ছে টেনে, কাণা আমি তাই হয়েছি॥
আপনি মাগো দোষী হয়ে, যাদের সুখে আজ রেখেছি।
ওমা শেষের দিনে ছাড়িবে তারা, ললিত বলে এই বুঝেছি॥ ১৩২॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্ দেখি কি হবে শেষে।
ও মন হয়ে আপন বল্লে এখন, কেবল যে তুই বেড়াস হেঁসে॥
সময় হলে থাক্‌বি ভুলে, পড়্‌লি এমনি মায়ার বশে।
ওরে জ্ঞানের উদয় আর কিসে হয়, ঠকলি কেবল কর্ম্ম দোষে॥
আপন ঘরে দেখ্‌লে পরে, রতন যে মন পেতিস হেঁসে।
ওরে বাহিরে ফাঁকা চোখের দেখা, তাতে আশা মিটবে কিসে॥
কর্ম্ম নিয়ে বেড়াস সয়ে, কাজের কি তোর হচ্ছে নিসে।
সেটা দেখ্‌বি যে দিন বুঝবি সেদিন, নইলে কেবল থাক্‌বি ব'সে॥
শেষেরবেলা সবাই কালা, জটে ধ'রে টানবে ক'সে।
ওরে এসে যখন ধরবে শমন, তখন যে তুই যাবি ভেসে॥
ডাকের কথা আছে হেথা, দুর্গা নামে দুঃখ নাশে।
সেটা জেনেও ললিত হয় বিপরীত, কেবল তুচ্ছ ধনের আশে॥ ১৩৩॥

প্রসাদি সুর।

বেশ খেলা মন খেল্‌লি ব'সে।
ওরে ভাব দেখি কি হবে শেষে॥
রঙ্গ তামাসায় রইলি ম'জে, সকলেতেই গেলি মিশে।
ওরে আপনার ব'লে সব টেনে তুই, দিন কাটালি হেঁসে হেঁসে॥
কার ধনেতে করিস দাবি, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দিসে।
ওরে চিরকাল যা থাকবে নিজের, আয়নারে তাই খুঁজে নিসে॥
কাজের জন্য মনরে এখন, পাগল হলি হেথায় এসে।
ওরে কার হুকুমে খাটিস এত, ভুল্‌লি সেটা কর্ম্ম দোষে॥
খেলা ভাঙ্গলে দেখ্‌তে পাবি, সব গেছে তোর বানে ভেসে।
ওরে ভয় দেখে যে ভাব্‌বি তখন, সাম্‌লে নিতে পারবি কিসে॥
ললিত বল্‌লে শুনবি না তুই, দায়ে ঠেকলে লাগবে দিশে।
ওরে সোজা পথ যে সাম্‌নে এখন, দেখনা চেয়ে সর্ব্বনেশে॥ ১৩৪॥

প্রসাদি সুর।

মন যে ভোলা কাজ জানেনা।
এই আঁধার ঘরে রইল কেবল, খুঁজলে পেত রত্ন সোনা॥
গুরু যে পথ ধরিয়ে দিলেন, সে পথ ধরে মন চলেনা।
সে আজ আপনি কি তার এখন বুঝে, কর্‌ছে পাঁচের উপাসনা॥
বেলা গেলে সন্ধা হবে, সেটা যে এই মন বোঝে না।
এই অন্ধকারে ভাব্‌বে একা, তখন সঙ্গী কেউ হবেনা॥
মনের বাসা ভাঙ্গলে ক্রমে, সহায় হতে কেউ চাবেনা।
তখন কূলে বসে কাঁদবে কেবল, পারের কড়ি কেউ দেবেনা॥
মিছে ধনে সদাই দাবি, হাতে কিন্তু ছাই মেলেনা।
তার বাঁধন আঁটা আল্‌গা গিরে, বোকা মন যে তাও দেখে না॥
মিছে জীবন মিছে সাধন, নাম গেয়ে দিন কর্ গণনা।
ওরে তাতেই ললিত সকল পাবি, পূর্ণ হবে তোর সাধনা॥ ১৩৫॥

প্রসাদি সুর।

মন চল জাহ্নবী কূলে।
সদা পতিত পাবনী হয়ে সে জননী, অভয় দায়িনী পতিত দলে॥
সদ্য পাপ হরা মায়ের ঐ ধারা, কাতরে রাখিতে এসেছেন ছলে।
তিনি বিষ্ণু-পদ হ'তে নামিতে জগতে, হিমাচল হ'তে পড়েন ঢ'লে॥
জ্ঞানের উদয় সদ্য স্নানে হয়, কাল হবে জয় থেকনা ভুলে।
সদা গতি মে শৈলজা গতি মে বিরজা, মন কর পূজা বসিয়া কোলে॥
এসেছ জগতে কর্ম্মফল পেতে, ভাব প্রথমেতে তুমি কি ছিলে।
হেথা মিছে বন্ধু জায়া মিছে সবে মায়া, মিছে এই ছায়া রবে কি কালে
নাই কোন বল কপাল কেবল, তোমার সম্বল এখন পেলে।
সদা করিলে যতন মনমত ধন, পাবে কি কখন বুঝে তা নিলে॥

ভেবে নিজ হিত কর না বিহিত, থেক না ললিত এ সব গোলে।
হেথা দিন গেল হেসে তবু দেখ এসে, অনন্তেতে কিসে থাকিবে ম'লে ॥১৩৬॥

প্রসাদি সুর।

এত কেন ভাবিস্ এসে।
ওরে সর্ব্বময়ী মা আছে তোর, সদানন্দে থাক্ না ব'সে ॥
মায়ের রূপ যে সর্ব্ব দিকে, দেখে একবার নে রে এসে।
ওরে অভেদ ভাবে দেখলে পরে, ভুগ্‌বি কি আর কর্ম্মদোষে ॥
খুঁজে দেখলে পাবি এখন, অবিদ্যা যে সকল নাশে।
ওরে আপন ঘরে আপনি কে তুই, দেখ্‌গে যে তোর কাট্‌বে দিশে ॥
একে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ঘুরছে দেখ্‌বি বারমাসে।
ওরে মহাশক্তি রূপে মা তোর, চালায় জগৎ ব'সে ব'সে ॥
আকার ভেদে ভেদ হবে মন, একেতে সব মিলিয়ে নিসে।
ওরে অহং জ্ঞানের অভাব হ'লে, ঘরেতে সুখ পাবি কিসে ॥
ভ্রম বুঝে তুই ললিতকে আজ, ডুবিয়ে দিলি বিষয় বিসে।
ওরে মায়াতে যে মাত্‌ল জগৎ ঘুরছে কেবল আশার আশে ॥ ১৩৭ ॥

প্রসাদি সুর।

বুঝ্‌ব কি মা মনের খেলা।
সে সকল দিকে দিচ্ছে জ্বালা ॥
অভাব যে মা রইল অনেক, তবু ভাবের লাগ্‌ল মেলা।
ওমা স্বভাব দোষে ঘুরতে গিয়ে, কাটিয়ে দিলে এমন বেলা
সঙ্গী পেয়ে মন মেতেছে, আমার কথায় হল কালা।
ওমা আশা ক্রমে উঠল বেড়ে, কেবল সদাই দিচ্ছে ঠেলা ॥

সকল দিকে দেখি চেয়ে, সহায় কেবল কর্ম্ম ভেলা।
ওমা সবাই আমায় ছাড়বে যে দিন, সে দিন বাঁধা থাকবে গলা॥
নিয়ম বুঝে আমার এখন, বাড়ল এত মনের মলা।
ওমা অন্ধকারে রইল প'ড়ে, ছুটে পালায় কাজের বেলা॥
চিরদিন কি মরব খেটে, কখন গাছ না হবে ফলা।
ওমা ললিতকে তোর দেখনা চেয়ে, ছাড়না এ সব মিছে ছলা॥ ১৩৮॥

প্রসাদি সুর।

মায়া যে তোর মায়ের খেলা।
ওরে শেষে পাগল বুঝবি সকল, যখন তোর এই যাবে বেলা॥
কর্ম্ম দোষে বেড়াস্ হেঁসে, আপনা হতে সাজলি ভোলা।
তাই ঠ'কে এখন জ্বলছে জীবন, কাজের কথায় হলি কালা॥
কে কার হবে দেখবি কবে, বুঝবি কি সব সন্ধ্যা বেলা।
ওরে বুঝে মর্ম্ম ছাড়না কর্ম্ম, সং সেজে আর খাস্‌না ঠেলা॥
ধরতে গেলে ঘুরিয়ে ফেলে, সময় বুঝে বাড়ছে জ্বালা।
ওরে আপনার এখন পেলি কি ধন, মোট বয়ে ত মলি মেলা॥
ডাকের উক্তি ভয়ে ভক্তি, বাড়্‌ছে তাইতে মনের জালা।
আজ পাঁচের দায়ে গেলি ব'য়ে, আসল কর্ম্ম রইল তোলা॥
মায়ায় বাঁধা লাগছে ধাঁধা, নাম গেয়ে সব কাটনা ছলা।
ওরে যদিন কায়া তদিন মায়া, নইলে ললিত হয় কি কালা॥ ১৩৯

প্রসাদি সুর।

সব হারালাম আমি এসে।
শেষে মলাম নিজের কর্ম্ম দোষে॥
সংসারে এ দিন মা যত, খেলা ধূলায় কাটল হেঁসে।
আমার লাভের মধ্যে এই হল মা, পথের ধারে রইনু ব'সে

কর্ম্ম যে মা সকল ফাঁকি, কেউ কি দেখতে চায় মা এসে।
হেথা মনের কথা রইল মনে, কেবল তুচ্ছ ধনের আশে ॥
আসা যাওয়া সার হ'ল মা, বাকির কে আর করবে নিসে।
তাতে ফাঁকির উপর বাড়ল ফাঁকি, মজুৎ ভেঙ্গে খেলাম বসে ॥
ক্রমে আমার যাচ্চে বেলা, আর মজুরী কর্‌ব কিসে।
হেথা কাল পেয়ে মা কাল যে আবার, চুলের মুটি ধরবে ক'সে ॥
ললিতের যে আশা ছিল, দুর্গা নামে তর্‌ব শেষে।
ওমা আর কিসে জোর কর্‌বে এখন, মন হল তার সর্ব্বনেশে ॥ ১৪০ ॥

প্রসাদি সুর।

মন হল মা সর্ব্বনেশে।
ওমা ঘুরছে কেবল দেশ বিদেশে ॥
মনের ঝোঁকে বাড়ছে ফাঁকী, কাজ দেখে তার সবাই হাঁসে।
ওমা দায়ের দায়ী কেউ হল না, আপনি শেষে যাবে ভেসে ॥
কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে এখন, কাল্ কাটালে রঙ্গ রসে।
হেথা অবোধের কি বোধ হবে মা, সদাই ধাক্কা খাবে ব'সে ॥
সকল কাজেই ভুল হল মা, কেবল যে এক মনের দোষে।
সে যে একবারে সব বুঝবে যে দিন, পাঁচেতে পাঁচ যাবে মিশে ॥
অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে মা, এক কোণে সব রাখ্‌লি ঠেসে।
ওমা খুঁজে সকল দেখ্‌তে গিয়ে, চক্ষেতে যে লাগল দিশে ॥
পাঁচকে নিয়ে ললিত যে তোর, মজেছে এই বিষয় বিষে।
ওমা আপনি ঠকে ঘুরছে সদাই, মনকে সোজা করবে কিসে ॥ ১৪১ ॥

প্রসাদি সুর।

অনিত্য ধন সব অকারণ।
ওরে ভাবনা মায়ের যুগল চরণ ॥

দুর্গা দুর্গা ব'লে সদা, নামের এখন কর্না সাধন।
ওরে মনে প্রাণে এক হলে তোর, মায়ে পোয়ে হবে মিলন॥
মিছে যে এই ভবের খেলা, বুঝে দেখ্‌তে কর না যতন।
ওরে জ্ঞানের উদয় হবে যে দিন, সেই দিনে তুই পাবি রতন॥
প াচের মায়া ছাড়নারে আর, তারা কি শেষ্ হবে গণন।
ওরে বিষয় মদে মত্ত হলে, অভাব কি তোর হবে পূরণ॥
অসার নিয়ে ঘুরিস্ সদা, কর্ম্ম করতে হয় কি মনন।
ওরে আপনি ভাল বাসিস্ কারে, সেইটি কি তুই করবি স্মরণ॥
ললিত বলে দেখনা চেয়ে, মা যে তোর এই সর্ব্বকারণ।
আজ স্থির হয়ে তুই বসে ও মন, ছাড়না সকল পাঁচের ধরণ॥ ১৪২॥

প্রসাদি সুর।

ছেড়ে দে মন জারি জুরি।
ওরে তোর আমি আজ কি ধার ধারি॥
সংসারেতে এসে এখন, খেলা যে তুই খেল্‌লি ভারি।
আজ কি বুঝে মন কি কাজ করিস, সেইটি বল্‌লে বুঝ্‌তে পারি॥
অহঙ্কারে থাকিস যদি, তবে আমি এখন হারি।
ওরে শেষের দিনে ঠেকলে দায়ে, ভাঙ্গবে তোর এই সকল জারি॥
কি নিয়ে তুই আছিস হেথা, দেখনা একবার বিচার করি।
ওরে বাছতে গেলে কেউ রবে না, থাকবে কেবল বাহাদুরি॥
যে রাজ্যেতে আছিস এখন, তার রাজা সেই শুভঙ্করী;
এখন খুঁজে কি মন দেখবি তাঁকে, ত্রিজগৎ যাঁর আজ্ঞাকারী॥
ললিত বল্‌লে শুন্‌বি কেন, করবি কেবল ঘোরাঘুরি।
ওরে দেখলে কিন্তু পেতিস সদাই, বুকের মাঝে ক্ষেমঙ্করী॥ ১৪৩॥

প্রসাদি সুর।

আর এ মায়া কিসে কাটি।
আজ বুঝেছি তোর নাই যে দয়া, তুই মা সেই পাষাণের বেটী॥
কর্ম্ম ফলের মাঝে পড়ে, কর্‌ছি কেবল ছুটোছুটি।
তাই সকল দিকে রইল অভাব, ভোগাভোগের নাই যে ত্রুটি॥
ভেবে ছিলাম সংসারে সব, বেড়ায় বুঝি মজা লুটি।
আমার কপাল যে মা সঙ্গী সদা, তাই এত হয় আঁটাআঁটি॥
যত খেলা খেলছি এসে, তার মা এখন বুঝব কটি।
হেথা সন্ধ্যা হলে সার হবে মা, কেবল যে এই খাটাখাটি॥
মায়া কাটতে প্রাণ জ্বলে যায়, অম্নি সামলে নিই মা সেটি।
ওমা তবু শেষে সব যে ফাঁকী, সেটাও ভেবে হলাম মাটি॥
সকলেতে আছিস মা তুই, হয়ে যে সব কলের কাটি।
ওমা ললিত কি তোর অম্‌নি যাবে, দিবি না তোর চরণ দুটি॥ ১৪৪

প্রসাদি সুর।

তোর কাছে মা আর যাব না।
তুই কেবল দিতে চাস্‌ যাতনা॥
ভাল মন্দ সকল সমান, কিছুতে যে কাণ দিবি না।
আমি মা মা বলে কাঁদলে পরে, তোর কি সহ্য তাও হল না॥
মায়ের ব্যাভার এম্নি ধারা, জগৎ মাঝে কেউ দেখে না।
হেথা দিন কারও মা কাটলে সুখে, অম্নি করতে চাস ছলনা॥
সুখে দুঃখে কাটছিল দিন, কর্‌তাম বসে দিন গণনা।
এখন যে দায়ে মা ফেল্‌লি আমায়, তার কি উপায় আর পাব না॥
বাপের সাহস থাকলে ললিত, সইত কি মা তোর তাড়না।
সদা মায়ের কাছে জোর বেশী তাই, আজও পোড়া মন বোঝে না॥ ১৪৫॥

প্রসাদি সুর।

মা যে হৃদে সদাই জাগে।
ও মন ডাকনা তাঁকে সর্ব্ব আগে॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌বি সদা, কাজ কি রে তোর কর্ম্মভোগে।
ওরে কর্ম্ম ক'রে ফল কি পাবি, খেটে মর্‌বি যুগে যুগে॥
বুঝে এখন দেখনা ব'সে, কাজ হবে কি যোগে যাগে।
ওরে পাঁচের দায়ে কেবল এখন, ঘুরে বেড়াস্ আপন রোগে॥
সংসারেতে খেটে মরিস্, সদাই পরের অনুরাগে।
হেথা মায়াতে যে ঠেকলে ললিত, সবাই থাক্‌বে বাগেবাগে॥ ১৪৬॥

প্রসাদি সুর।

ছল দেখে তোর কতই হাঁসি।
আজ মনের গোলে গোল বেধেছে, লাগছে কেবল গলায় ফাঁসি॥
তোর খেলাতে মাতল জগৎ, মোহিত সকল ব্রজবাসী।
কেবল নামের ভেদটি করে মা তুই, বনে বনে বাজাস বাঁশী॥
দিগম্বরী হ'য়ে কভু, নাচিস করে লয়ে অসি।
আবার গোষ্ঠ লীলায় করেছিলি, সকল রূপের মেশামিশি॥
জগৎ সকল প্রসব কালে, ধাত্রীরূপা তুই রূপসী।
ওমা আধার হয়ে আধার পদ্মে, নিদ্রিতা তুই দিবানিশি॥
খুঁজে তোকে দেখছে সবাই, সকল ঘটে আছিস বসি।
ওমা আপনি সকল প্রসব ক'রে, শেষে হস্ যে সর্ব্বনাশি॥
অনন্ত এই সংসারে মা, লক্ষ বিনা সবাই ভাসি।
কেবল ভক্তি পেলে ললিত বাঁচে, তাকেও ক'রে রাখ্‌লি দাসী॥১৪৭॥

প্রসাদি সুর।

ভার পেয়ে মা ভয় হয়েছে।
আজ মন যে আমার তায় ঠকেছে ॥
আমারই মা কর্ম্ম দোষে, ক্রমে সকল দিক যেতেছে।
আবার শেষে যে মা শূন্য সকল, কৈ তা বুঝতে মন পেরেছে ॥
খেলার ঘরে খেলা করি, খেলার শেষ্ মা কৈ হতেছে।
ওমা মায়ায় পড়ে সব ভুলে আজ্, ফাঁকা কাজে মন মেতেছে ॥
লক্ষ থাক্‌লে দুঃখ কি মা, সমান ভাবে দিন চলেছে।
ওমা এম্নি ক'রে গিয়ে শেষে, অনন্তে যে সব মিলেছে ॥
কর্ম্ম নিয়ে মন যে পাগল, কর্ম্ম ফল কি কে বুঝেছে।
ওমা চিরদিন এই বোঝা রবে, এইটি কেবল মন ভেবেছে ॥
আর কত দিন বইব এ সব, ললিত বোঝা ঢের বয়েছে।
আমার মাথার বোঝা মাথায় আছে, নাবিয়ে নিলে প্রাণ যে বাঁচে ॥ ১৪৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কেউ যে নাই মা এ সংসারে।
আমি আপন বলে ডাক্‌ব কারে ॥
চারি দিকে দেখি যে মা, স্বার্থ নিয়ে সবাই ঘোরে।
ওমা আপনার নিয়ে সবাই ব্যস্ত, পরকে কেউ কি দেখতে পারে
পরের ভাবনা ভাবতে গেলে, স্বার্থে বাধা পড়ছে ঘুরে।
ওমা শেষ্ কালেতে ঠক্‌লে পরে, তখন কে আর থাক্‌বে দূরে ॥
আপনার কোলে টানতে গিয়ে, আপনি মাথা খাচ্ছে ধরে।
তখন পরের দিকে দেখ্‌বে কি মা, সবাই থাকবে অন্ধকারে ॥
মুখে আদর দেখিয়ে বেশী, মায়াতে সব রাখছে ঘেরে।
ওমা স্বার্থে বাধা পড়লে আবার, সব কেটে দেয় আপন জোরে ॥

তবু মা এই সংসারেতে, কাতর সবাই পরের তরে।
ওমা ললিত কেবল দেখছে ব'সে, কাল যে সকল সমান করে॥ ১৪৯॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে মা নিজের আশা।
ওমা কাজের কথায় কেবল কসা॥
সোজা পথে চলবে না মা, বুঝিয়ে দেবে ভাসা ভাসা।
ওমা কর্ম্মদোষে এখন যে তার, সঙ্গে আছে কর্ম্মনাশা॥
খেলাতে মন মাতলে সদা, বুঝবে কি সে আপন দশা।
ওমা কত রকম ভ্রম বুঝে আজ, আমায় সাজিয়ে দিলে চাষা॥
কি দোষ এখন হল আমার, পূর্ণ হয় না কোন আশা।
ওমা কাজের মধ্যে হচ্ছে কেবল, কামান পেতে মারছি মশা॥
কাজের দায়ে ললিতের এই, ক্রমে যখন ভাঙ্গবে বাসা।
তখন লোভে আশায় যোগ হবে তার, আর কি ঘুচ্‌বে যাওয়া আসা॥১৫০॥

প্রসাদি সুর।

শ্যাম শ্যামার সেই হবে মিলন।
ও মন দেখবি তখন যুগল চরণ॥
আদর করে শ্যামার কোলে, শ্যাম গিয়ে শেষ্ উঠবে যখন।
ওরে শ্যামা শ্যামে মিল্‌বে দুয়ে, দেখবে ব'সে যুগল নয়ন॥
হৃদয় পদ্মে কর্ণিকাতে, যুগলেতে করবি গ্রহণ।
ওরে মনের মত সাজিয়ে নিয়ে, ব'সে ব'সে দেখনা তখন॥
আদ্যাশক্তি শ্যামা মা তোর, শ্যাম হল সব কাল নিবারণ।
ওরে ভেদে অভাব সব দিকে তোর, সব হবে শেষ্ গেলে জীবন॥
মনের সাধে দেখ্‌বি ব'সে, আয় না ললিত আয় না এখন।
ওরে অভেদ ভাবে সকল দেখে, চলনা মায়ের ছবি আপন॥ ১৫১॥

প্রসাদি সুর।

ক্রমে আমার দিন যে গেল।
একবার সপ্তমেতে সুর বেঁধে দে, সব দিকে মা বাজবে ভাল ॥
জুড়ি দুটো গর মিল আছে, তাই এত মা গোল যে হল ।
তাদের কাণে ধরে এত টানি, তবু সোজায় কৈ মা এল ॥
পঞ্চমেতে আছে যেটা, পাঁচে তার যে মাথা খেল।
ওমা এখন দেখি টান পেয়ে শেষ্, ছিড়ে হল সব বিফল ॥
সুরে খাদে মিল কিছু নাই, দেখ্‌ছি বসে চিরকাল।
ওমা নিখাদ রেখাব আবার তাতে, পর্‌দা ছেড়ে বোল বলিল ॥
সুর মেলাতে যখন বসি, তখনই পাই প্রতিফল।
তাই বেসুরেতে থেকে সবাই, ললিতকে যে ডুবিয়ে দিল ॥ ১৫২।

প্রসাদি সুর।

কি নিয়ে শেষ্ তুই মা রবি।
হেথা তোর যে মাগো এত ছেলে, সবাই কার যে মাথা খাবি ॥
বামা দক্ষিণা দুটি আচার, সকলকে কি বুঝিয়ে দিবি।
ওমা মদ মাস আর মাগি নিয়ে, সবাই অতল জলে ডুবি ॥
মন্ত্র তন্ত্র না বুঝে মা, ব'সে ব'সে কেবল ভাবি।
আবার আচার নষ্ট ক'রে শেষে, ভাবছি এইটি সুখের ছবি ॥
সবাই এখন বীর হল মা, অগবি যে হল গবি।
যার বুকের পাটা আছে আঁটা, সে কি কিছু করবে দাবি ॥
চক্ষে এখন ঢাকা দিয়ে, কোথা মা তুই পালিয়ে যাবি।
ওমা যে দিকে তুই দেখবি চেয়ে, সেই দিকে তোর কর্ম্ম পাবি ॥
কামনাতে ডুব্‌ল ললিত, তাও দেখে কি তুই মা সবি।
তোর ছেলে মলে সংসারেতে, কারে নিয়ে দিন কাটাবি ॥ ১৫৩ ॥

প্রসাদি সুর।

ভক্ত নই অভক্ত বটি।
এখন প্রাণ বাচে মা পেলে ছুটি॥
ভক্তাভক্ত সব যে সমান, মন যদি আজ থাকে খাঁটি।
ওমা কর্ম্ম নিয়ে দিন গেলে সব, ফল হবে তার পরিপাটি॥
কর্ম্মফলে সবাই বাঁধা, বাড়ছে কেবল আঁটাআঁটি।
ওমা আশার আশায় চারি দিকে, করতে হয় যে ছুটোছুটি॥
জ্ঞান হারিয়ে আপনা হতে, সংসারে সব হলাম মাটি।
ওমা মনের স্বভাব হল মায়া, কাঁচিয়ে দিচ্ছে পাকা ঘুঁটি॥
সকল দিকে অভাব এখন, ভাবের কিছু নাই যে ত্রুটি।
ওমা ঘুরে ফিরে পরকে কেবল, খাইয়ে বেড়াই ক্ষীরের বাটী॥
মা তোর ব্যাভার রইল সমান, পাষাণ বাপের পাষাণী বেটী।
তাই ললিত কেবল ভাবছে ব'সে, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥ ১৫৪॥

প্রসাদি সুর।

শিব শিব বল অশিব যাবে।
মন মনের মতন রতন পাবে॥
শাস্ত্রে প্রমাণ সব যে সমান, অজ্ঞানের জ্ঞান আপনি দেবে।
হেথা ভাস্‌ছে দুকুল হয়ে প্রতিকূল, শেষে অনুকূল সকলে হবে॥
ধরে এই কায়া মিছে কর মায়া, আর কেন ছায়া ছাড়না সবে।
আজ বসে এক মনে শিব শিবা সনে, নিজ পদ্মাসনে দেখনা ভেবে॥
কর্ম্ম সব ফেলে শিব শিব বলে, শিবাণীর কোলে বসিবে যবে।
আর কালের শাসন হবে কি তখন, যুগল চরণ হৃদয়ে পাবে॥

ছাড়না অসার লক্ষ কর সার, ভব পারাবার তরিতে হবে।
ও মন গেলে এই বেলা সবে হবে কালা, বিনা সেই ভোলা আর কে রবে ॥
কৈ ভাবে হিত এ দীন ললিত, সব বিপরীত চলেছে ভবে।
হেথা পাঁচের মিলন হতেছে যখন, আপনি তখন সকল পাবে ॥১৫৫॥

প্রসাদি সুর।

ডুব দিলে কি রতন মেলে।
ও মন তুফানে আজ ভাস্‌ছে দুকুল, কূল পাবে কি কোন কালে।
কর্ম্ম সঙ্গী হলে কিসে, সোজায় এখন যাব চলে।
আমার সমর বুঝে উঠবে বাতাস, গোল হবে সব কাজের কলে ॥
একটানা যে স্রোত চলেছে, টেনে টুনে সকল নিলে।
[illegible] ভবের দা[illegible] ভাসছি সবাই, যাই কোথা ঠাঁই নাই যে মলে ॥
[illegible] ঘুরে ঘুর লেগেছে, জ্ঞানকে যে নষ্ট করে দিলে।
[illegible] আশা কেবল বাড়ছে মিছে, ভ্রম বেড়েছে পাঁচের ছলে ॥
শাস্ত্র দেখে চলতে গিয়ে, সবাই আপনার মাথা খেলে।
মন তত্ত্ব কথায় মত্ত বটে, সত্য ছেড়ে পড়ছে গোলে ॥
ললিত কেন ভাবছে এত, উঠ্‌তে তার সেই মায়ের কোলে।
ওরে সকল কথা ফাঁকা ভেবে, কাল কাটানা দুর্গা বলে ॥ ১৫৬ ॥

প্রসাদি সুর।

শেষ যাবি কি যমের বাড়ী
আজও কাটল না তোর পায়ের বেড়ী ॥
সোজা পথে চলবি কিসে, করে এত তাড়াতাড়ি।
ও মন সংসারেতে জড়িয়ে থেকে, করিস কেন বাড়াবাড়ি

মায়ের সখী ছুটোয় মিলে, করছে তোকে কাড়াকাড়ি।
সুমতি যেই চুপ করে মন, কুমতি তোয় দিচ্ছে তুড়ি॥
কাছে ঘেঁসে আসবে যে তোর, সেই যে গলায় দেবে দড়ি।
ওরে অগ্নি বশে আনবে তোকে, আর কি থাকবে ছাড়াছাড়ি॥
তারা তারা বলে ললিত, চলে চ আজ গুড়ি গুড়ি।
ওরে কর্ম্ম নিয়ে করিস কেন, মায়ে পোয়ে আড়াআড়ি॥ ১৫৭॥

প্রসাদি সুর।

এলাম মা তোর বাপের ঘরে।
আজ নাতিদের সব পেয়ে মাগো, বুড়ো দাদা ঠাট্টা করে॥
হিমালয়ের হিম বেড়েছে, শীতে কাঁপছে চারি ধারে।
ওমা সূর্য্যকে যে রাখলে ঢেকে, মেঘে সদাই আছে ঘেরে॥
নীচেতে যে চিরদিন মা, ছিলাম মনের অন্ধকারে।
সেথা মনের আশা ছিল বেশী, হেথা সে সব গেল দূরে॥
দাদার শোভা দেখবো চ'কে, থাকব সদাই আমোদ ভরে।
ওমা তাতে দাদা দিলে বাধা, মনের দুঃখ বলি কারে॥
দিদির দেখা পেতাম যদি, বলে দিতাম সকল তারে।
ওমা নাতিদের সব সাহস দিয়ে, দাদার শাসন করত জোরে॥
দিদির খোঁজ কি করবে ললিত, কাঁপছে বসে আপন ঘরে।
ওমা দাদার খেলায় ভাব্‌ছে সবাই, কাপড় খুলতে ভয়ে মরে॥ ১৫৮॥

প্রসাদি সুর।

এই কি মা তোর বাপের বাড়ী।
ওমা যে দিকেতে চেয়ে দেখি, সেই দিকে সব পাথর নুড়ি।

হিমের জ্বালায় কাঁপছি বসে, শীত হল মা বাড়াবাড়ি।
ওমা দাদা দিদি রইল কোথা, খুজতে কি মা আমরা পারি॥
দূরে দেখি সকল আঁধার, পাহাড়ের যে ছড়াছড়ি।
আমার দাদা কোথা দেখিয়ে দে মা, হেঁসে বারেক কোলে চড়ি॥
রাজার মেয়ে রাণী আবার, তোর খেলা কি বুঝতে পারি।
ওমা কেবল দেখি সকল দিকে, বাঁধিস দিয়ে মায়া বেড়ী॥
গিরি রাজার মেয়ে সেজে, হলি সকল কানার নড়ি।
ওমা যাকে এখন বলবি বাবা, সেই যে সাজবে তাড়াতাড়ি॥
ললিত বলে ছল কেন আর, কে কার মা বাপ্ কিসের বাড়ী।
ওমা আদ্যারূপে সব করেছিস, জগৎ যে তোর আজ্ঞাকারি॥ ১৫৯

প্রসাদি সুর।

স্বভাব দোষে অভাব বেশী।
আমি কর্ম্ম নিয়ে হলাম দোষী॥
সারাদিন এ সংসার নিয়ে, কর্ম্ম করি রাশি রাশি।
ওমা সব ছেড়ে যে আমায় এখন, বাঁধলি দিয়ে মায়া ফাঁসী॥
কি ক'রে যে ঘুরে বেড়াই, আপনার দেখে আপনি হাঁসি।
ওমা আপনি কেবল খেটে খেটে, পরকে করে বেড়াই খুসী॥
কর্ম্মফল আর দিনগুলো সব, চলেছে মা পাশাপাশি।
তাই কাণার মত ঘুরে ফিরে, আপন কর্ম্ম আপনি নাশি॥
কাজের জ্বালায় আমি এখন, সময় পাই না বারেক বসি।
ওমা চক্ষের দেখা দেখে কেবল, বাড়ছে মনের দ্বেষাদ্বেষী॥
মা মা বলে কাঁদব কত, মা কি আমায় দেখবি আসি।
তোর ললিত বলে এত কষ্টের, মূল হলি তুই সর্ব্বনাশী॥ ১৬০॥

প্রসাদি সুর

দেহের মধ্যে সূর্য্য গ্রহণ।
সেটা সদাই মাগো দেখছে নয়ন॥
মণিপুরে থেকে যে মা, তাপ দিতেছে সদাই তপন।
ওমা কর্ম্ম রাহু তাকে আবার, নিত্য ব'সে করছে গ্রহণ॥
চকের দেখা দেখ্‌ছি বটে, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য এখন।
আমার আপন ঘরে দেখে মাগো, কর্ম্মের কি কেউ করে শাসন॥
কর্ম্ম ফলে জীবন নষ্ট, দিন কমে যায় আপনি তখন।
ওমা রিপুগুলো ব'সে ব'সে, করে কেবল পুরশ্চরণ॥
সর্ব্ব গ্রাস মা হয়ে গেলে, অন্ধকারে কর্‌ব ভ্রমণ।
তখন আপনি মাগো অকাতরে, কালের আশা হবে পূরণ॥
ধীরে ধীরে গ্রাস হতেছে, সমান হল জন্ম মরণ।
ওমা ললিতের এই ভিক্ষা কেবল, মুক্ত করে দে শ্রীচরণ॥ ১৬১॥

প্রসাদি সুর।

কার কাছে মা কাঁদি গিয়ে।
আমি যাকে দেখি সেই যে মাগো, ব্যস্ত আপন কর্ম্ম নিয়ে॥
তুই মা কেবল ব'সে আছিস্, সকল কর্ম্ম ছাড়া হয়ে।
ওমা যাকে যে ভার দিলি এখন, সে যে তেম্নি খাটছে ভয়ে॥
অভাব দেখে ক্রমে ক্রমে, সবাই যে মা গেল ব'য়ে।
আমার দিনে দিনে বাড়ছে কষ্ট, প্রাণ গেল মা সয়ে সয়ে॥
বিধি বিষ্ণু হর আদি সব, ঘোরে তোর মা হুকুম পেয়ে।
ওমা কর্ম্ম ফলে বাঁধা সবাই, পড়ে আছে বিষম দায়ে॥
যে দিকেতে লক্ষ করি, অনিত্য সব দেখি চেয়ে।
তাতে তুই যে কেবল একা মাগো, আছিস্ ভবে নিত্য হয়ে।

জগন্মাতা হয়ে কেন, এত খেলা মায়ে পোয়ে।
ওমা দেখিস্ যেন ললিত শেষে, হেঁসে উঠতে পায় গো নায়ে॥ ১৬২

প্রসাদি সুর।

দেখ্ মা ক্রমে যাচ্ছে বেলা।
হেথা আর কত মা ব'সে ব'সে, খাব আমি কাজের ঠেলা॥
কোন কাজের শেষ হল না, তবু সেজে রইনি কালা।
ওমা কাল যে হেথা আসছে কাছে, মনের কেবল বাড়ছে জ্বালা॥
অনন্ত তুই বলে কি মা, অনন্ত তোর হ'ল ছলা।
ওমা বিষম ফাঁকে ফেল্‌বি কি শেষ্, যে দিন আমার ভাঙ্গবে খেলা॥
কালের হাতে পড়লে পরে, আপনি বাঁধা পড়বে গলা।
ওমা তখন কে কার দায় পোয়াবে, টানাটানি করবে মেলা॥
তোর সাহসে সাহস করে, মন যে আমার হ'লো ভোলা।
আমি যেনে শুনে শেষ কালেতে, ভুলব কি মা পারের ভেলা॥
নামের গুণ তোর থাকে যদি, অফলন্ত হবে ফলা।
ওমা ফুল ফোটেতো ফল হবে তার, ললিত তখন ছাড়বে খেলা॥১৬৩॥

প্রসাদি সুর।

আর কি আমার মায়া কাটে।
হেথা সবাই এখন করে যতন, বাঁধলে আমায় আটে কাটে॥
সংসারেতে আপনা হতে, মিলন হচ্ছে শঠে শঠে।
তাই চক্ষে দেখে সবাই ঠকে, কর্ম্ম এসে আপনি যোটে॥
ভবের ছায়া এ ছার মায়া, এসে কেবল ধর্‌ছে এঁটে।
তাতে মন যে ভোলা গেলে বেলা, প্রাণের জ্বালায় বেড়ায় ছুটে॥

মায়ায় ঘেরা এখন যারা, যাদের নিয়ে বেড়াই খেটে।
আবার তারাই শেষে ছাড়বে হেঁসে, যে দিন যাব ভবের ঘাটে॥
আপন ব'লে টানছি কোলে, যাদের জন্য মরছি হেঁটে।
শেষে বাজার ক'রে ফিরলে ঘরে, তারাই হিসাব নেবে ঘেঁটে॥
ললিত ভাবে গোল কি হবে, সবাই ভবের নগদা মুটে।
এখন যত মায়া থাক্‌তে কায়া, শেষ্ কালে সব উঠবে লাটে॥ ১৬৪॥

প্রসাদি স্থর।

সব ঘেরেছে ছাড়বি কিসে।
আজ ফাঁকী দিলে সবাই মিলে, আবার তোকে ধরবে হেঁসে॥
ভবের খেলা কর্‌লি মেলা, অনেক ঠক্‌লি হেথায় এসে।
ওরে গেলে জীবন সব অকারণ, ডুবলি কেবল মনের দোষে॥
পেয়ে এত মনের মত, হারালি তুই সর্ব্বনেশে।
ওরে দেখ্‌না চেয়ে তোকে নিয়ে, ঘেরে কেমন আছে ব'সে॥
মলি ভেবে তোর কি হবে, কিসে ত'রে যাবি শেষে।
ওরে কর্ম্ম ফলে সব যে চলে, অজ্ঞানে তাই চল্‌লি ভেসে॥
ছেড়ে সহায় মিছে আশায়, ভুল্‌লি সকল কার সাহসে।
ওরে চারি ধারে দেখনা ঘুরে, কেউ যে নাই তোর আসে পাশে॥
কর্ম্ম দোষে ললিত ব'সে, ঠক্‌ছে কেবল আশার আশে।
তাই ভাবছে মনে জেনে শুনে, আপন পথ যে সবাই নাশে॥ ১৬৫॥

প্রসাদি স্থর।

আর ডুবিস না বিষয়বিষে।
মন আপন দোষে পড়লি ফাঁকে, সব হারালি অবশেষে॥
বিষের ক্রিমি বিষে থেকে, পুষ্ট হচ্ছে তারই রসে।
ওরে যে দিন আগুন জ্বলবে দ্বিগুণ, সে দিন তারা বাঁচবে কিসে॥

আমোদ ক'রে দিন গেল তোর, রইলি কেবল আশার আশে।
ওরে মনের মত কৈ পেলি মন, কাল কাটালি ব'সে ব'সে॥
রংচঙ্গে আজ ঘরবাড়ী তোর, দেখতে পেলি কতই এসে।
ওরে চ'খের দেখা হ'ল কেবল, ভোগের বেলা গেলি ভেসে॥
আপন ব'লে টানবি কত, কত এখন ঘুরবি হেঁসে।
ওরে ভাল ক'রে দেখনা চেয়ে, কি ধন সঙ্গে যাবে শেষে॥
ললিত বলে শেষের দিনে, কর্ম্মফলে থাক্‌বি মিশে।
ওরে এখন যেমন তখন তেমন, এই হবে তোর কর্ম্মদোষে॥১৬৬॥

প্রসাদি সুর।

আর কিসে মা হব জ্ঞানী।
ওমা তোরই কর্ম্ম তোকেই সাজে, আমরা সেটা কখন মানি॥
কর্ম্ম নিয়ে ঘুরি বটে, ফলের বেলায় কেউ কি শুনি।
তাই না বুঝে মা করি কেবল, কপাল ধ'রে টানাটানি॥
আপনি কপাল হয় না কারও, সেটাও মাগো বুঝতে জানি।
ওমা নিজের মাথা নিজে খেয়ে, ব'সে কেবল গুণ বাখানি॥
কোলের কাছে সকল টেনে, সাজতে এখন চাই মা দানী।
নইলে কার ধনে মা ক'রে দাবী, আপনি হয়ে বসি ধনী॥
কোন কাজে মা কি ফল হবে, দেখিয়ে দিলে তবে চিনি।
আর কর্ম্ম কাণ্ড নিয়ে মাগো, ব'সে কত এ দিন গণি॥
দেখতে পেলে বুঝ্‌ত ললিত, তোর কাছে মা সবাই ঋণী।
সেই কালের হাতে সকল রেখে, সাজিস্‌ নিজে কালবারিণী॥১৬৭॥

প্রসাদি সুর।

হাট বাজারে লাগ্‌ল মেলা।
ওমা তোর যে তেমনি বাড়ছে খেলা॥

রঙ্গ রসের ছড়াছড়ি, কাড়াকাড়ির হ'ল পালা।
ওমা করছি যেমন পাব তেমন, শেষের জন্য রইল তোলা ॥
নিজে নিজে কত এখন, বেচা কেনা হচ্ছে মেলা।
ওমা মোট ব'য়ে যে ঘুরছে কত, দেখতে গেলে বাড়বে জ্বালা ॥
কোথাও দরের টানাটানি, পাঁচের কথায় হয়ে কালা।
আবার এক ডাকেতে কেউ বেচে মা, পরকে হেঁসে দেখায় কলা ॥
দিন মজুরি কর্‌তে গিয়ে, কেউ বা আবার খাচ্ছে ঠেলা।
ওমা নিজে কি তার বুঝবে শেষে, মন যে এখন সদাই ভোলা ॥
দেখ্‌ছে ললিত আপনা হ'তে, ভাঙ্গবে এ হাট গেলে বেলা।
ওমা তখন যেন পারের ঘাটে, পায় সে দুর্গানামের ভেলা ॥১৬৮॥

প্রসাদি সুর।

অজ্ঞানে মা সব হারাব।
আজ সময় বুঝে কাজ হ'লে মা, তবে আমরা সকল পাব ॥
কর্ম্ম দোষে ভুগছি যত, কারে মাগো বলতে যাব।
আমি আপনি না মা দেখলে পরে, কেমন ক'রে সোজা হব ॥
চক্ষে দেখে জ্ঞান হলে মা, আপনা হতে সকল সব।
ওমা নইলে কেবল কাণার মত, তোমাকে সব দোষ যে দিব ॥
আপনার দোষে আপনি দোষী, ফল যত তার আপনি লব।
ওমা ভাল মন্দ বিচার ক'রে, দেখতে কি আর সময় পাব ॥
সময় পেলে ভাবনা কি মা, পথ ভুলে আর কেন যাব।
ওমা মনের মত ক'রে নি'য়ে, মনকে আমি সব বোঝাব ॥
মনের কথা শুন্‌লে পরে, কাকে মাগো ভয় আর খাব।
তাই ললিত বলে মায়ের কোলে, বসব গিয়ে যখন চাব ॥ ১৬৯॥

প্রসাদি সুর।

গোল যত মা হচ্ছে জেনে।
আমার ভোলা মন যে আপনি ভোলে, কৈমা সকল থাকে মনে
কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত সদা, আমার কথা কখন শোনে।
ওমা ভাগের ভাগী সবাই হল, ধর্ম্ম ভেবে করবে কেনে॥
কার এ কর্ম্ম কে যে করে, কেউ কি মাগো ভাব্‌তে জানে।
এই কাজ হারালে দেখি যে মা, কপাল ব'লে সবাই মানে॥
চ'লে যেতে ধাক্কা খাবে, ভুলছে কেবল মনের গুণে।
তাই সদাই দেখি ভাব্‌ছে ব'সে, কি হবে সেই শেষের দিনে॥
সংসারেতে প'ড়ে এখন, বাধ্য সবাই কর্ম্ম ঋণে।
আজ তাই মা হেথা কাণার মত, খাটছে ব'সে প্রাণপণে॥
মায়ার বশে প'ড়ে এখন, ভুগছি কেবল জেনে শুনে।
তাই ললিত বলে আর কেন মা, বিদায় দেনা মানে মানে॥ ১৭০।

প্রসাদি সুর।

আশার আশায় দিন যে গেল।
আমার কর্ম্ম দোষে সব ফুরাল॥
সংসারেতে মায়া এসে, আমায় এখন ডুবিয়ে দিল।
ওমা শেষের দিনে তার ফলেতে, পাব অনেক প্রতিফল॥
সুখের ভাগী মন হবে মা, তাতে কি আর হবে বল।
আমি নিত্য নূতন পাই কোথা মা, যাচ্ছে ক্রমে যা সব ছিল॥
বিফল কত আশা এখন, মনেতে মা আপনি এল।
ওমা খুঁজতে গেলে কেউ থাকে না, অজ্ঞানের এই ফল ফলিল॥
কর্ম্ম বশে থাক্‌ব কদিন, মন যে আমার সদাই ভুলো।
মাগো তোমার তেম্নি বাড়্‌ছে খেলা, আমার ভাগ্যে এই কি হল॥

আশা ছাড়তে না পেরে মা, ললিত ক্রমে আপনি ম'ল।
ওমা নিজের কর্ম্মফলে এখন, সকল পথ যে ঘেরে নিল ॥ ১৭১ ॥

প্রসাদি সুর।

কিসে আর মা ভরসা করি।
হেথা তোরই কর্ম্ম সব দিকে মা, দেখ্‌ছি চেয়ে শুভঙ্করি ॥
চারিদিকে এত খেলা, আমি দেখে ভয়ে মরি।
আমার শেষের দিনে কি যে হবে, তাই মা ভেবে সদাই ঘুরি ॥
ভাবনার শেষ্ যে নাই কিছু মা, আর কত কাল ভাব্‌তে পারি।
ওমা তাতে আবার মায়া আশা, ঘেরে বিবাদ করছে ভারি ॥
আশার আশায় ডুব্‌ছি ভবে, কাকে ছেড়ে কাকে ধরি।
আজ সায়ে মায়া সুখের বটে, শেষে কিন্তু ভয়ঙ্করী ॥
কর্ম্ম ক'রে বেড়াই বটে, বুঝে সে সব কৈ মা করি।
ওমা লক্ষ্য কেবল সুখের দিকে, গোল ক'রে যে সকল সারি ॥
তুই না দেখলে কেমন ক'রে, ললিত এসব যাবে তরি।
ওমা মন যে এখন সদাই ভোলা, তাই এত তোর বাহাদুরি ॥ ১৭২ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের সাহস হবে কিসে।
আমায় ডুবিয়ে দিলি মাথা খেলি, কেবল ফেলে আশার আশে ॥
মায়ার খেলা হচ্ছে মেলা, জ্বালা তাই মা বাড়ছে এসে।
ওমা ভাবলে মনে শেষের দিনে, থাক্‌বে না কেউ আমার পাশে ॥
দেখে এত মনের মত, পেলাম কৈ মা কর্ম্ম দোষে।
ওমা থাক্‌তে কায়া বাড়বে মায়া, চক্ষে কেবল লাগ্‌বে দিশে ॥
কর্ম্মফলে রাখলি ফেলে, তাতেই যে মা সকল নাশে।
ওমা কালের শাসন হবে যখন, তখন কি তুই দেখবি ব'সে ॥

কর্ম্ম নাশা সকল আশা, তাই নিয়ে মা বেড়াই ভেসে।
আমার হ'লে সময় যাবে আশয়, বিদায় পাব দণ্ডিবেশে॥
ললিত ভাবে এছার ভবে, ছাড়ব কবে বিষয়বিষে।
শেষে দুর্গা ব'লে ডাকলে ছেলে, মায়ে পোয়ে থাকব মিশে॥ ১৭৩

প্রসাদি সুর।

ভাবনারে মন ভবদারা।
তিনি নন্‌রে ভবে নিরাকারা॥
কালের ভয়ে কেন এখন, ভেবে ভেবে হসরে সারা।
তুই সকল ভয়ে অভয় পাবি, বদন ভ'রে বলনা তারা॥
পাপে তাপে ভাস্‌ছে জগৎ, রক্ষা হ'তে পারবে কারা।
ওরে ভাবিস না মন বসে এখন, মা যে আমার ত্রিতাপ হরা॥
সাকার রূপে মা যে হেথা, সদাই পালন করেন ধরা।
তুই দেখ্‌না চেয়ে চারি ধারে, মা ঐ আমার সর্ব্বাকারা॥
ভ্রম বুঝে আজ মাকে হেথা, আকার হীনা ভাবছে যারা।
ওরে চির দিন যে এ সংসারে, অন্ধকারে থাক্‌বে তারা॥
আর কত এই ললিত এসে, বইবে হেথা পাপের ভরা।
একবার ব'সে ব'সে বলনারে মন, দুর্গা উমা শ্যামা তারা॥ ১৭৪॥

প্রসাদি সুর।

মন আমার তুই বুঝবি কবে।
ও তোর অহংজ্ঞানের অভাব হবে॥
তত্ত্ব কথায় মত্ত হ'য়ে, অনিত্য সব ছাড়বি যবে।
ওরে মায়ে পোয়ে মিল্‌ হবে তোর, সমান হ'তে পারবি তবে

অজ্ঞানে তুই ঘুরিস বটে, জ্ঞান হ'লে তোর সকল সবে।
ওরে আপনি সোজা হবি যে দিন, সেই দিনে তোর দুঃখ যাবে॥
খেলা ধূলা রঙ্গ রসে, এমন দিন তোর কাটল ভবে।
ওরে সময় হ'লে বুঝবি সকল, মরবি তখন ভেবে ভেবে॥
আপনি কে তুই দেখ না বুঝে, তোকে কে আর বুঝিয়ে দেবে।
ওরে পাঁচের কর্ম্ম করিস্ হেঁসে, ফল গুলি শেষ তার কে নেবে॥
খাটলি এত দেখলি কত, সুখের ভাগী হলি কবে।
তাই ললিত বলে কর্ম্ম যেমন, তেম্নি যে ফল সবাই পাবে॥ ১৭৫॥

প্রসাদি সুর।

কাজ দেখে তোর মরি হেঁসে।
আজ বিষয়রসে উঠলি মেতে, ছাড়বি কিসে অনায়াসে॥
কাজের জন্য এসে কেবল, কাটল যে দিন রঙ্গরসে।
ওরে আপন ব'লে টান্‌তে গিয়ে, সব হারালি অবশেষে॥
নিজের ঘরে দেখ্‌লে চেয়ে, কত সুখ তুই পেতিস ব'সে।
ওরে আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলে, চক্ষু হারিয়ে লাগল দিশে॥
কর্ম্ম নিয়ে তাড়াতাড়ি, সংসারেতে রইলি মিশে॥
ওরে দায় কাটতে সময় গেল, ভুল্‌লি কেবল আশার আশে॥
পেটের চিন্তা ভাব্‌লি বড়, অপর ভাবনা গেল ভেসে।
ওরে সুখের ভাগী আছে যারা, তারাই ধাক্কা দিচ্ছে এসে॥
ললিত ভেবে এ ছার ভবে, ডুব্‌ল কেবল তোর ঐ দোষে।
ওরে ভবের খেলা ছেড়ে এখন, দেখনা চেয়ে সর্ব্বনেশে॥ ১৭৬।

প্রসাদি সুর।

নয়ন ভ'রে দেখ না মাকে।
মন বেড়াস্ কেন ফাঁকে ফাঁকে।

কত খেলা খেল্‌ছে মা তোর, তোর ঐ দেহের মাঝে থেকে।
ওরে কর্ম্ম দোষে মজিস্ কেন, খুঁজে এখন নেনা তাঁকে ॥
মায়ের জন্য আসন আছে, চেয়ে একবার দেখনা বুকে।
ওমন সময় পেলে সকল ছেড়ে, লক্ষ রাখিস মায়ের দিকে ॥
মিছে কাজে ঘুরিস কেন, মরিস কেন ব'কে ব'কে।
ওরে দুর্গা দুর্গা বল্‌না সদাই, ভয় করিস না কালের পাকে ॥
সংসারেতে প'ড়ে কেবল, কাল গেল তোর পাঁচের সঙ্গে।
ওমন যাদের জন্য মরিস খেটে, তারা শেষে কৈ রে থাকে ॥
সকল কথা ছেড়ে ললিত, দিন কাটানা মাকে ডেকে।
ওরে মায়ের চরণ তারণ কারণ, সদাই রাখিস চ'কে চ'কে ॥ ১৭৭

প্রসাদি সুর।

মন কেন আর পাও যাতনা।
কর পরমা বিদ্যার আরাধনা ॥
অনিত্যতে পূর্ণ জগৎ, খুঁজলে নিত্য কৈ মেলে না।
ও মন আশা কুহক্ দিচ্ছে আশা, বাসা ভাঙ্গলে আর রবে না ॥
লোভে প'ড়ে লাভের জন্য, কর কেবল তার কামনা।
ও মন লাভে অলাভ সদাই তোমার, শেষে কি তার হয় গণনা ॥
ধন মদে মত্ত নিজে, পরের ভাবনা কৈ ভাব না।
ও মন স্বভাব ছেড়ে অভাব দেখে, ভাব্‌তে কি আর তাও জান না
দেখ্‌ছে ললিত সব বিপরীত, হিতাহিত তার জ্ঞান হ'ল না।
ও মন দুর্গা দুর্গা ব'লে কেবল, কর ব'সে নাম সাধনা ॥ ১৭৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে আর ডেকো না।
ও মন মায়ের কাছে আর যেও না ॥

মায়ের খেলা দেখ্‌লে মেলা, বেলা গেলে সেও শোনে না।
ও মন দুর্গা ব'লে সকল কালে, কর তুমি নাম সাধনা॥
মায়ের কাছে যে জন গেছে, সে যে কেবল পায় যাতনা।
ও মন বাড়িয়ে ছলা কর্‌বে খেলা, শেষ কালে তার ফল তাড়না॥
আপন ঘরে দেখ ঘুরে, পরের আশা আর ক'রনা।
ও মন খুঁজবে যাঁকে পাবে তাঁকে, সদাই ব'কে আর ম'র না॥
মিছে মায়া থাকৃতে কায়া, মায়ের দয়া আর হবে না।
এই ললিত ভেবে দেখ্‌বে কবে, এমন দিন সে আর পাবে না॥ ১৭৯॥

প্রসাদি সুর।

ছাড়্‌ দেখি মন সকল আশা।
কর্‌ ব্রহ্মময়ীর পদ ভরসা॥
সংসারে যা চক্ষে দেখিস্, সে সব যে তোর কর্ম্ম নাশা।
ওরে মায়া মোহ বাড়্‌ছে কেবল, ঘুচল না তাই যাওয়া আসা॥
সর্ব্ব জীবে কর্‌বি দয়া, দেখ্‌বি বুঝে আপন দশা।
ওরে জ্ঞানের চেয়ে দান যে ভাল, তাতেই যেন হয় রে নেশা॥
কর্ম্মদোষে কবে আবার, ভেঙ্গে যাবে তোর এই বাসা।
ওরে আশার আশায় পড়লি দেখে, তাই এ ললিত সাজল চাষা॥ ১৮০

প্রসাদি সুর।

মন পড়িস্‌ না মায়ার বশে।
ওরে দুর্গা দুর্গা বলনা ব'সে॥
সংসারেতে মায়া হ'তে, আপনি যে মন মোহ আসে।
সেই মোহ আঁধার ঘেরে আবার, কর্ম্মফলকে সকল নাশে।

ভুল্‌লি ধর্ম্ম নিজের কর্ম্ম, ঠকলি এখন আপন দোষে।
ওরে মিছে কাজে বেড়াস সেজে, রইলি ব'সে আশার আশে॥
তোর দোষেতে এই জগতে, ললিত এখন গেল ভেসে।
তাই শোন্‌রে ভোলা যাচ্ছে বেলা, কাল কাটাস্‌ না রঙ্গরসে॥ ১৮১

প্রসাদি সুর।

দূষী কি মা করবি শেষে।
ওমা যেমন ধারা চলবে ধারা, তেম্নি সবাই যাবো ভেসে॥
ভাল কথা খুঁজলে হেথা, মনের মত পাবি কিসে।
ওমা বলবি যেমন করব তেমন, মন রয়েছে তোরই বশে॥
ভাবের উদয় আপনি যে হয়, কখন কি যে জুটবে এসে।
ওমা মা মা ব'লে ডাক্‌বে ছেলে, গোল কি হয় মা কথার দোষে॥
বলবে মাকে দেখবে বুকে, মুখের কথায় কি আর আসে।
ওমা মায়ের ব্যথা ছেলের কথা, মা ছাড়া কে বুঝবে ব'সে॥
সবাই গণ্য নামের জন্য, তাও কি মাগো থাকবে শেষে।
ওমা গেলে সময় আর কি তা রয়, পাঁচেতে পাঁচ যাবে মিশে॥
লক্ষ্য এখন তোর ঐ চরণ, মন আছে মা সেই এক আশে।
মা কে বুঝবে তত্ত্ব সব অনিত্য, থেকে কি এই রঙ্গরসে॥
কর্ম্মফলে সকল কালে, সবাই যে মা চলছে শেষে।
ওমা যেমন জানে আপন মনে, ললিত মাকে ডাক্‌বে ব'সে॥ ১৮২

প্রসাদি সুর।

মনরে কেন আছিস ভুলে।
ওরে খুঁজলি এত সময় মত, কখন কি কিছুই মেলে॥
ঘুরে ফিরে চারি ধারে, সময় যাচ্ছে কতই ছলে।
ওরে ক'রে যতন সবাই এখন, ঘুরছে কেবল কর্ম্মফলে॥

রিপু ছটা বড়ই ঠেঁটা, ধ'রে তোকে রইল বলে।
ওরে ক'রে সারা ছাড়বে তারা, যে দিন এসে ধরবে কালে ॥
বাড়িয়ে আশা কর্ম্মনাশা, তোকে এখন রাখলে ফেলে।
ওরে কাজের বেলা সাজবে কালা, ছেড়ে তখন যাবে চ'লে ॥
করবি যেমন পাবি তেমন, তোরই জন্য রাখছে তুলে।
ওরে যদি বেশী হস্‌রে দুখী, আপনি তখন ভাসবি জলে ॥
আপনি ঠ'কে ধরবি কাকে, বুঝবি কি সব ললিত ম'লে।
এখন ছেড়ে খেলা মনরে ভোলা, ডাক্‌না সদাই দুর্গা ব'লে ॥ ১৮৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মন রে তোকে বলিহারি।
ও মন সকল দিকে ধাক্কা খেয়ে, এত কেন করিস্ জারি ॥
নিত্য নূতন পাই কোথা মন, কেন ঝোঁকে বেড়াস ঘুরি।
ওরে অনন্ত আজ তুই যে হলি, তোর সীমা কি করতে পারি ॥
কিসের ঝোঁকে ধরিস্ কাকে, দেখিস্ না কৈ বিচার করি।
ও তোর এক ভাবেতে কাটল এ দিন, এই যে দেখি বাহাদুরি ॥
চক্ষু থাকতে কাণা হলি, আমি কেবল ব'কে মরি।
ও মন তোর দোষেতে আপনা হ'তে, বাড়লো আশা ভয়ঙ্করী ॥
সকল সময় দেখি যে মন, ছল ক'রে তুই ঠকাস্ ভারি।
ওরে মিছে কাজে মাতলি এখন, খুঁজলি না সেই ভবের তরি ॥
ললিত তোকে বলবে কত, করিস্ যদি জারি জুরি।
তুই দেখবি কি মন হৃদয় মাঝে, মা আছে তোর শুভঙ্করী ॥ ১৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

দিন যে আমার যাচ্ছে চ'লে।
মন ঘুরবি কত আপন ভুলে ॥

পাঁচের কর্ম্ম পাঁচে বোঝে, আমরা ঘুরি কর্ম্ম ফলে।
ওরে রাত পোয়ালে সকাল হবে, বুঝব যে তাই সন্ধ্যা হ'লে ॥
প্রধান হ'ল জঠর জ্বালা, তাতেই যে মন সবাই ভোলে।
ওরে চ'কের দেখা দেখছে সকল, ভ্রম বাড়ে মন থাকলে গোলে ॥
অনন্ত যে সব দিকে তোর, খুঁজলে কি তোর অন্ত মেলে।
ওরে আশা ভরসা ছেড়ে দে মন, কর্ম্ম করবি কিসের বলে ॥
পাঁচ জনা তোর সঙ্গী এখন, ঘর বেন্ধেছে সবাই মিলে।
ওরে শেষের দিনে দেখবি মজা, ভাঙ্গবে সে ঘর ছলে বলে ॥
চির দিন যে রইলি বাঁকা, বুঝবি সকল সময় এলে।
ওরে সোজা পথ যে দেখিয়ে দেবে, ললিতকে তুই সঙ্গে নিলে ॥ ১৮৫

প্রসাদি সুর।

বেড়াস্ কি মন গুমর ক'রে।
ওরে আপনা হ'তে বুঝ্‌বি সে দিন, যে দিন যমে ধরবে তোরে ॥
কিসের সাহস করিস্ এখন, দুঃখ পেলে বলবি কারে।
ওরে আপন বল্‌তে কেউ হেথা নাই, কাকে নিয়ে থাকবি জোরে ॥
জমার বেলা নাই কিছু তোর, খরচেতে ফাজিল যে রে।
ওরে হিসাব নিকাশ মিটবে কিসে, দায় রয়েছে পরে পরে ॥
দায়ের দায়ী কেউ হবে না, তোকেই শেষে রাখবে ধ'রে।
ও মন শেষের দিনে তোর ঘাড়েতে, চাপ্‌বে বোঝা ঘুরে ফিরে ॥
রোজগারী তুই একা এখন, আনিস্ যা তুই উপায় ক'রে।
ওরে ছজন মিলে লুটছে সকল, দেখছে ললিত তোর এই ঘরে ॥ ১৮৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন এত হলি ভোলা।
ও মন কথার বেলা হস্‌রে কালা ॥

মা মা ব'লে ডাক্‌বি সদা, ভিক্ষা করবি পরের বেলা।
ও মন মায়ে পোয়ে ব্যাভার কেমন, দেখা যাবে কাজের বেলা ॥
মায়ের কথা মা যে জানে, সকল সময় করছে ছলা।
ওরে অজ্ঞানে তুই আছিস্ ব'লে, কর্ম্ম বেড়ে গেল মেলা ॥
ভবের ভয়ে ভয় গেল মন, দিনে দিনে বাড়বে জ্বালা।
ও মন দুর্গা নামে অভয় পাবি, আপনি কাটবে সকল খেলা ॥
কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে, আপনি বাঁধলি আপন গলা।
ওরে ললিত কেবল ভাবছে ব'সে, কর্ম্ম ফল যে থাকবে তোলা ॥ ১৮৭ ॥

প্রসাদি সুর।

অজ্ঞানেতে সব হারালি।
ও মন সাধ করে কি তোকে বলি ॥
কর্ম্ম নিয়ে আছি বটে, তোর দোষেতে সকল ভুলি।
ওরে দেখিস্ যেন শেষের দিনে, দিস না মুখে চুণ আর কালি ॥
কাজের বশে প'ড়ে এখন, সব দিকে তুই আপনি গেলি।
ওরে তারই সঙ্গে ভাল ক'রে, আমার যে শেষ্ মাথা খেলি ॥
ভেবে একবার দেখবি কি মন, প্রথমে তুই কোথায় ছিলি।
ওরে সংসারে তোয় আনলে কে বল্, কেন ভাব্ না হেথায় এলি ॥
ললিতকে তুই ডুবিয়ে দিয়ে, বলনা রে মন কি সুখ পেলি।
ওরে কর্ম্মফলকে নষ্ট ক'রে, ভাঙ্গনা যমের মাথার খুলি ॥ ১৮৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আপনি কেন হ'স্ আসামী।
তোর সকল কাজের জামিন আমি ॥
ভরসার মধ্যে আছে যে মন, কেবল চৌদ্দপোয়া জমী।
ওরে ফল দেখে তোর পারের দিনে, আপ্‌না হ'তে পাবি কমি ॥

যত দিন তোর সময় আছে, তত দিন কেউ নাই যে হামি।
ওরে মনের সুখে খেরাজ ক'রে, চুটিয়ে আবাদ করনা ভূমি॥
লাভের আশা ছেড়ে ললিত, দেখিস্ যেন হ'স না কামী।
ওরে কিসেতে সব বিফল হবে, জানেন কেবল অন্তর্য্যামী॥ ১৮৯॥

প্রসাদি সুর।

মন রে কেন ভুলে গেলি।
ওরে বুঝে মর্ম্ম করবি কর্ম্ম, তাতেও এত গোল বাধালি॥
চ'কের দেখা সাজলি বোকা, একভাবে তুই দিন কাটালি।
ওরে দেখ্‌না রে মন খুঁজে কি ধন, এখন হেথা কি ধন পেলি॥
কিসের তরে বেড়াস্ ঘুরে, তুই কি ভবে আপনি এলি।
ওরে হেথা তোকে আনলে বা কে, কার হাতেতে প্রথম ছিলি॥
জ্ঞান হারিয়ে গেলি বয়ে, সুখের জন্য সব খোয়ালি।
ওরে গেলে জীবন বুঝবি তখন, এখন কিন্তু মাথা খেলি॥
বেড়িয়ে সুখে আপন ঝোঁকে, আমায় দায়ী ক'রে দিলি।
ওরে যাক্ না বেলা করগে খেলা, বল না কেন আমায় মেলি॥
ললিত বলে কর্ম্মফলে, এত বোঝা মাথায় নিলি।
ওরে বুঝবি শেষে ঘাটে ব'সে, কি থেকে তুই কি যে হলি॥ ১৯০॥

প্রসাদি সুর।

খেলা ভেঙ্গে গুড়ি গুড়ি।
ওমা যাব চ'লে আপন বাড়ী॥
সংসারেতে মায়া কেবল, হ'য়ে আছে পায়ের বেড়ী।
ওমা এখন বাঁধা আছি বটে, শেষে সবাই আপনি ছাড়ি॥
সময় থাকতে বুঝ্‌লে এখন, আর কি হয় মা তাড়াতাড়ি।

ওমা কর্ম্মফলে ঘুরবে সবাই, তাই এত যে বাড়া বাড়ি ॥
সংসার মাথায় ক'রে মা গো, আছি যেন চড়িয়ে হাঁড়ী।
ওমা যে দিন যাকে তলব হবে, সেই দিনে সে দেবে পাড়ি ॥
কর্ম্মফলে রাখলি সকল, কৈ আছে তার ছাড়াছাড়ি।
ওমা এক ভাবে যে কাটল এদিন, ক'রে কেবল জড়া জড়ি ॥
সংসারেতে সবাই কাণা, কাণার যে মা ছড়াছড়ি।
এই ললিত বলে দিন গেলে মা, তুই হবি সেই কাণার নড়ী ॥ ১৯১ ॥

প্রসাদি স্থর।

ভোলা মনের কতই আশা।
ওমা পূর্‌বে না তার সব দুরাশা ॥
এম্নি ক'রে কোন্ দিনে মা, ভেঙ্গে যাবে তার এই বাসা।
ওমা ভাল ক'রে বুঝবে তখন, বৃথা এবার হ'ল আসা ॥
সুখ খুঁজে মা বেড়ায় বটে, বোঝে না তার আপন দশা।
ওমা কর্ম্ম দেখে কাজ হবে তার, আসল কাজে রইল কশা ॥
দিনে দিনে বাড়ছে আশা, সব গুলি তার আছে পোষা।
ওমা লক্ষ্য ছেড়ে ধরছে তেড়ে, সেইটি হ'ল কর্ম্ম নাশা ॥
মনকে দেখে করব কি মা, জ্ঞান হারিয়ে হলাম চাষা।
ওমা তোর ঐ দুটি রাঙ্গা চরণ, ললিতের যে তাই ভরসা ॥ ১৯২ ॥

প্রসাদি স্থর।

আশা ভরসা তোর চরণে।
ওমা জানিস্ না কি আপন মনে ॥
কর্ম্মফলে আমি যখন, ভুগব মা গো শেষের দিনে।
সেই তখন যে মা আমার সহায়, নাই কিছু তোর চরণ বিনে ॥

ধর্ম্ম ভেবে সংসারে মা, কর্ম্ম করি মনে জ্ঞানে।
এই দিন গেলে মা ফল পাব সব, রাখবে কে এই অধম জনে॥
মা ছাড়া কেউ আমার দুঃখ, আপনি এসে দেখবে কেনে।
ওমা তুই যেন আর নিদয় হয়ে, থাকিস্ না মা জেনে শুনে॥
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, বুঝে কে আর দেখ্‌তে জানে।
ওমা সমান ভাবে চলছে সকল, কর্ম্ম ফলকে কে আর মানে॥
ভ্রম বেড়ে মা ডুবছে ললিত, বুঝবে কি সেই পরম ধনে।
মা গো স্নেহের বশে শেষে তাকে, দেখিস্ যেন নিস্ মা টেনে॥ ১৯৩॥

প্রসাদি সুর।

খাল কেটে মা জল এনেছি।
ওমা আপন কর্ম্মদোষে এখন, ডুবে মর্‌তে তায় ব'সেছি॥
বানেতে ঘর ভাস্‌ছে আমার, সাম্‌লে নিতে কৈ পেরেছি।
ওমা মাঝে মাঝে দিচ্ছে যে ঢেউ, তাইতে প'ড়ে বেস বুঝেছি॥
এখন জোরে চল্‌ছে যে স্রোত, নিজেও ভেসে তায় চলেছি।
ওমা মনের ঝোঁকে কর্ম্ম ক'রে, ফলের পূর্ণ ভাগ পেয়েছি॥
এক টানা যে বইছে বাতাস, কালের দোষে তায় ঠকেছি।
ওমা সাধ ক'রে যে কাজল প'রে, কাণা হয়ে শেষ্ পড়েছে॥
ডাক্‌লে তোকে শুন্‌বি কেন, শোন্‌বার কি মা পথ রেখেছি।
তাই ললিত বলে আপন কাজের, আপনি এখন ফল পেতেছি॥ ১৯৪॥

প্রসাদি সুর।

তোর সাহসে সব যে করি।
ওমা নইলে কি আর কর্‌তে পারি॥
ক্রমে যে দিন ফুরিয়ে এল, আর কত মা খেটে মরি।
আমি মনের মত দেখ্‌ব তোকে, এই যে আশা শুভঙ্করী॥

ভাল মন্দ দেখ্‌তে গেলে, কর্ম্ম দেখে আপনি ডরি।
হেথা ক্রমে যে মা আপনা হ'তে, বাড়্‌ল মায়া ভয়ঙ্করী ॥
মন যে সকল চালায় মা গো, তারই হাতে সবাই ঘুরি।
ওমা কর্ম্ম ফলে ভুগ্‌ছি সবাই, মিছে করি ধরাধরি ॥
কাজের সময় ভুল হবে মা, কর্‌বো কিসে জোরাজুরি।
আমি অতল জলে ডুব্‌ব শেষে, থাক্‌বে কেবল বাহাদুরি ॥
চারি দিকে বিপদ যে মা, কেমন ক'রে এতে তরি।
এই ললিত কেবল ভাবছে ব'সে, মা হারে কি আমি হারি ॥ ১৯৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের সাধে কর্‌ছি খেলা।
খালি গোল বাধে মা কাজের বেলা ॥
কেমন ক'রে শেষের দিনে, পাব মা তোর চরণ ভেলা।
হেথা কিসের কি যে ফল হবে মা, কখন তোর এই কাটবে ছলা ॥
যে দিকে মা চেয়ে দেখি, সেই দিকে যে দুঃখ মেলা।
ওমা মনের সুখে বেড়াই বটে, মাথায় বোঝা আছে তোলা ॥
দিনে দিনে বাড়ছে কর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝ্‌তে বাড়ে জ্বালা।
ওমা ফলের ভাগী হ'য়ে কেবল, দুঃখ পাব গেলে বেলা ॥
আমাদের সব কর্ম্ম দোষে, তুই যে মাগো সাজলি কালা।
এই ললিত কি আর করবে এখন, পোড়া মন যে সদাই ভোলা ॥ ১৯৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ছাড়রে সব কামনা।
কর পরমা বিদ্যার আরাধনা ॥
বেদ পুরাণ আর কাব্য যত, বেদান্তের কি হয় গণনা।
ওমন পাতঞ্জল আর সাংখ্য দেখে, মনের মত ধন মেলেনা।

ব্যাকরণে সন্ধি অনেক, দর্শন স্মৃতি ন্যায় রবে না।
ও মন তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র আসন, সময় হ'লে কেউ মানে না॥
ছটা রিপু দেহের মাঝে, আপন বশে তায় আননা।
ও মন মহাবিদ্যার হলে উদয়, অবিদ্যা যে স্থান পাবে না॥
প্রতিকুল যে আছে সকল, ক্রমে অনুকূল সব করনা।
সেই শেষের বিষম দায় যে আছে, আজও কি মন তাও জাননা॥
ত্রি জগতের আদ্যা যিনি, কর ব'সে তাঁর সাধনা।
ও মন ভজন পূজন মিথ্যা সকল, সেটাও ললিত কৈ বোঝে না॥ ১৯৭

প্রসাদি সুর।

বাড়ছে নিত্য বাকীর ঘরে।
ওমা হিসাব সকল মিলিয়ে দিতে, শেষকালে কি ম'রব ঘুরে॥
সাজিয়েছিস্ যে কর্ম্ম বিপাক, তাতেই এখন রাখছে ধ'রে।
সেই গোলমালে সব আছে মা, লক্ষ করি কেমন ক'রে॥
সংসারেতে প'ড়ে কেবল, পরের বোঝা বৈছে পরে।
ওমা কর্ম্ম দেখে দিস্ যে ব্যথা, ফলের ভাগী করিস্ জোরে॥
আপনি বাঁধা পড়ছে সবাই, ছাড়িয়ে যেতে আর কে পারে।
ওমা দিন ফুরালে সব যে ফাঁকী, কারও ধার আর কেউ কি ধারে॥
চিরকালের টানা বাকী, কিসে ললিত শুধবে তারে।
সেই নিকাশ দিতে গিয়ে শেষে, বল দেখি মা ধরবে কারে॥ ১৯৮॥

প্রসাদি সুর।

কেন মিছে ভাবছি ব'সে।
এই ললাটে যা লেখা আছে, তাই হবে মা অবশেষে॥
দৈব বলে কখন কেউ, বারণ ক'রতে পারে এসে।
হেথা ভাবতে গেলে দুঃখ হয় মা, কখন বা মরি হেঁসে॥

নূতন আবার নাই কিছু তার, চলছে সকল কর্ম্মবশে।
আমি এত দুঃখ ভোগ করি মা, কেবল আপন কপাল দোষে॥
ভরসা কিসে করি মাগো, কর্ম্মফল যে সকল নাশে।
সদা মনের ভিতর মিছে কত, দুরাশা মা রাখি পুষে॥
কর্ম্ম নিয়ে তোর এই ললিত, আপনা হ'তে গেল ভেসে।
সেই শেষের দিনে কিন্তু মাগো, বিদায় পাবে দণ্ডিবেশে॥ ১৯৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মা কেন তোর এতই ছলা।
ওমা দেখে কেবল বুঝ্‌বে সকল, যখন ফুরিয়ে যাবে বেলা॥
পাঁচ ভূতেতে এই দেহেতে, সময় পেয়ে লুট্‌ছে মেলা।
ওমা কাজের ফলে মরব জলে, পাবনা সেই পারের ভেলা॥
কর্ম্ম নিয়ে গেলাম ব'য়ে, নিত্য কত সই মা ঠেলা।
ওমা আপন ব'লে খুঁজ্‌তে গেলে, কেউ থাকেনা এইত জ্বালা॥
সংসারেতে যাতে তাতে, কত আশা আছে তোলা।
ওমা মায়ার বশে প'ড়ে শেষে, দিন কাটিয়ে মন যে ভোলা॥
কার এ কর্ম্ম কি যে ধর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝ্‌তে বাড়ে জ্বালা।
তাই ললিত ভুলে পড়ছে গোলে, আর কেন মা ছাড়্‌না খেলা॥ ২০০॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন এ বাড়াবাড়ি।
এই বিষয়বিষে রঙ্গ রসে, মাতলি গিয়ে তাড়াতাড়ি॥
জ্ঞানের চ'কে দেখ্‌না বুকে, দেখতে পাবি কাণার নড়ী।
ওরে পাঁচের সঙ্গে নানা রঙ্গে, দিন কাটালি চড়িয়ে হাঁড়ী॥
চারিধারে দেখ্‌না ঘুরে, কার এ ধন্ জন্ কার এ বাড়ী।
সেই শেষের দিনে জেনে শুনে, আপনা হ'তে সবাই ছাড়ি॥

আপনি ভুলে নিজের ব'লে, করিস্ এখন কাড়াকাড়ি।
ওরে বুঝে মর্ম্ম করবি কর্ম্ম, কাট্‌না আপন পায়ের বেড়ী॥
পারের দিনে পড়্‌লে টানে, ভাঙ্গবে এ সব জোরাজুরি॥
তখন ললিত ধ'রে থাক্‌বে কারে, দুর্গা ব'লে দেবে পাড়ি॥ ২০১॥

প্রসাদি সুর।

কি বুঝে মা করিস্ খেলা।
মা তুই অন্তরের যে গুপ্ত নিধি, কেন এত সাজলি কালা॥
তলে তলে বইছে যে স্রোত, আপনি এসে জম্‌ছে মলা।
ওমা সংসারেতে প'ড়ে কেবল, মন যে আমার হ'ল ভোলা॥
মায়া ডোরে বাঁধ্‌বি সকল, কর্ম্ম যে তাই রইল তোলা।
সেই কাজের দায়ে সব গেল মা, দেখ্‌বি কি তুই গেলে বেলা॥
জমা খরচ দেখ্‌বি যখন, দায় হবে মা হিসাব মেলা।
ওমা জমার দিকে নাই যে কিছু, খরচ বাড়ল এইত জ্বালা॥
মনের মত মন হ'লনা, ললিত কি তোর দেখ্‌বে ছলা।
ওমা শেষের দিনে খুঁজতে গেলে, মিলবে না সেই পারের ভেলা॥২০২॥

প্রসাদি সুর।

চ'ক থেকে মা সদাই কাণা।
ওমা মন যে আমার আপনা হ'তে, সকল কাজে করছে মানা॥
কর্ম্মে বাধ্য বুদ্ধি হেথা, ডাকের কথা আছে শোনা।
তাই কর্ম্ম বশে থাকে যারা, তারাই করে আনাগোনা॥
সংসারেতে পাঁচের কাজ মা, পাঁচে করে এইত জানা।
ওমা ফাঁক পেলে সব লক্ষ্য হারা, মনের কাছে হ'লাম কেনা॥
আপন কাজে সবাই সুখী, বলতে গেলে কেউ শোনেনা।
ওমা ভাল মন্দ বিচার ক'রে, আপনি আবার শেষ দেখেনা॥

চ'কের দেখা দেখ্‌লে এখন, মনের গোল যে আর থাকে না।
ওমা ললিত কি তোর বুঝবে খেলা, কার কাছেতে এই ছলনা॥ ২০৩॥

প্রসাদি স্থর।

মিছে মরি ভেবে ভেবে।
ওমা বেলা গেলে সন্ধ্যা হলে, ঘর ভেঙ্গে যে উঠিয়ে দেবে॥
কাটিয়ে বাধা চ'কের ধাঁধা, সুখের ভাগী কেউ কি হবে।
ওমা এ কাচ কেচে মিশলে পাঁচে, কার ধন আবার কেবা নেবে॥
সবাই জেনে ভাবছে মনে, দিন বুঝি সব সমান যাবে।
ওমা ছুটলে বাঁধন ধরবে শমন, তখন কোথায় কেবা রবে॥
এখন খেলা বাড়বে মেলা, শেষের সঙ্গী কাকে পাবে।
ওমা করছি যে কাজ তার মত সাজ, শেষ্‌কালে সব ধরতে হবে॥
আনলি হেথা দিতে ব্যথা, এমন ধর্ম্ম শিখ্‌লি কবে।
ওমা আজও ললিত কৈ বোঝে হিত, যেমন করবি তেমনি সবে॥ ২০

প্রসাদি স্থর।

কেন মা তোর কাপড় পরা।
ওমা আবার একি নূতন ধারা॥
তোর ছলেতে আমরা এতে, ক্রমে এখন হ'লাম সারা।
ওমা দিয়ে বাধা চ'কে ধাঁধা, ঘের্‌লি দিয়ে মায়ার ঘেরা॥
নূতন এত দেখছি যত, করছি তাতেই ঘোরা ফেরা।
ওমা ছল বাড়ালে পড়ছে গোলে, মনের বশে আছে যারা॥
হেথায় এসে আপন দোষে, চ'ক থেকে সব চক্ষু হারা।
ওমা সবাই জুটে খেটে খেটে, হব শেষে জীর্ণ জরা॥
তোর এ কর্ম্ম তার কি ধর্ম্ম, আপনি বুঝতে পারবে কারা।
ওমা ললিত ভেবে ধরবে কবে, তোর যে রূপ এই ভুবন ভরা॥ ২০৫

প্রসাদি সুর।

দেখনা রে মন মায়ের জ্যোতিঃ।
সে যে তরুণ অরুণ ভাতি ॥
সুমতি কুমতি দুটী, মায়ের দাসী সঙ্গের সাথী।
ওরে সেই সুমতির ছেলে যে জ্ঞান, সে হ'ল ঐ মায়ের নাতি ॥
কুমতির বেটা অজ্ঞান হেথা, দিচ্ছে সে ফল হাতাহাতি।
ওরে তাকে সঙ্গী পেয়ে এখন, কি ক'রে তুই ফোলাস্ ছাতি॥
চির অন্ধকারে প'ড়ে, করিস্ কেন মাতামাতি।
ওরে স্থির হ'য়ে মন ব'সে এখন, ডাকনা মাকে নিতি নিতি ॥
দিন গেলে সব বুঝবি শেষে, থাক্‌বে কোথা দুধি ভাতি।
ওরে খুঁজলে মাকে দেখবি ললিত, অন্ধকারে জ্বলছে বাতি ॥ ২০৬ ॥

প্রসাদি সুর।

খেলার সময় ভাবিস্ মিছে ।
ওমন খেল্‌না এখন বেছে বেছে ॥
খুঁজে দেখে ধরনা গিয়ে, মনের মত কতই আছে।
ওমন চক্ষেতে আজ দেখ্‌বি কি আর, লাগ্‌ছে ধাঁধা আগে পিছে ॥
সময় যদিন আপন তদিন, সকলকে তুই পাবি কাছে।
সেই সময় গেলে ছাড়বে সবাই, তখন তোকে আর কে পোছে ॥
আপন বশে আছিস্ বটে, শেষকালে তোর সকল মিছে।
ওরে ঝোঁকে প'ড়ে ভুল হ'ল তোর, অনেক দিন যে তাতেই গেছে
দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত, কাটিয়েছে দিন নেচে নেচে।
সেই মনের মত রূপটি মায়ের, গড়না ব'সে মনের ছাঁচে ॥ ২০৭ ॥

প্রসাদি সুর।

জ্ঞান হারালে সব হারাবে।
তখন মনমত ধন কোথায় পাবে ॥

যুগে যুগে নূতন খেলা, তাই নিয়ে সব দিন কাটাবে।
ওমা আসা যাওয়া করবে কেবল, সুফল কখন ফল্‌বে তবে ॥
সংসার যে সব মায়ার গোড়া, সুখে অসুখ তাতেই হবে।
ওমা মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকী, মায়া তখন কোথায় রবে ॥
শূন্যেতে সব লক্ষ্য রেখে, চ'ক বুজে মা সবাই ভাবে।
ওমা একগুণে সব্‌ বাঁধলে জগৎ, সগুণাধার দেখ্‌ব কবে ॥
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম ক'রে, আমার কি মা এ দিন যাবে।
ওমা আপনি বিচার কর্‌বে যে দিন, সে দিন ললিত সকল সবে ॥ ২০৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মন আমার মা বুঝ্‌বে কত।
ওমা কর্ম্ম ফলে হচ্ছে যত ॥
জগৎ মাঝে সবাই ব্যস্ত, কর্ম্ম যে তার শত শত।
ওমা সময় গেলে আপনি এসে, ধর্‌বে তাকে রবি সুত ॥
দিন গেলে সব থাকবে কোথা, দেখ্‌লে কি এই দুঃখ পেত।
ওমা অবুঝ্‌ আমার মন যে হ'ল, মায়াতে ভ্রম বাড়ছে এত ॥
মায়া মোহ্‌ ছাড়লে কি মা, পরের বোঝা মাথায় নিত।
ওমা আপনি এ সব ছেড়ে এখন, সোজা পথে চলে যেত ॥
মিছে কেবল ভাব্‌ছি ব'সে, মন হ'লনা মনের মত।
তাই ভাব্‌ছে ললিত কর্ম্ম ছেড়ে, দুর্গা নামে হবে রত ॥ ২০৯।

প্রসাদি সুর।

এ কি নয় সে ক্ষেপীর খেলা।
ও তুই চ'ক্ষ দেখে বুঝ্‌বি কি মন, তার যে কত আছে ছলা ॥
কর্ম্ম ফলে বাধ্য জগৎ, ডাকের কথা শোন রে ভোলা।
ওমন কর্ম্ম যে কার দেখ্‌না রে তাই, বুঝলে কি তোর থাক্‌বে জ্বালা

আশার আশায় প'ড়ে কেবল, সংসারে সব খাসরে ঠেলা।
ওমন ভবের সাগর পার হতে তাই, খুঁজে পাসনা পারের ভেলা॥
অভাব হ'লে ভুলিস ব'লে, সেটাও আজ যে বাড়ছে মেলা।
ওমন পরের জন্য খাটিস্ এখন, নিজের হ'ল দুঃখের পালা॥
করবি যেমন পাবি তেমন, তোর জন্য সব থাকবে তোলা।
ওরে ক্ষেপা ক্ষেপী খেল্‌ছে কত, ললিত বুঝবে সন্ধ্যা বেলা॥ ২১০॥

প্রসাদি স্থর।

সংসার আমার সার হয়েছে।
ওমা তাতেই এখন মন মেতেছে॥
সংসার মাথায় ক'রে যে মা, সকল কাজ এই মন ভুলেছে।
ওমা আপন বশে থাক্‌বে কিসে, আশার আশায় তাই প'ড়েছে॥
পরের বশে ঘুর্‌ছে হেথা, আপন কাজে গোল বে'ধেছে।
ওমা ফাঁকে ফাঁকে বেড়িয়ে কেবল, ভালর বেলায় চ'ক বুঝেছে॥
চ'কের দেখা মাথার লেখা, সমান ভাবে সব চলেছে।
ওমা মিছে মায়া করে এখন, আপন ব'লে সব ভেবেছে॥
কার এ সকল টান্‌ছে কাকে, বুঝে মাগো কৈ দেখেছে।
ওমা ললিত এখন ভাব্‌ছে ব'সে, দেখবার সময় কৈ পেয়েছে॥ ২১১

প্রসাদি স্থর।

ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি।
ওমা আর কত কাল কথা বেচি॥
মন্দ কাজে আমোদ ভারি, ভালর বেলা পড়ছে হাঁচি।
ওমা চারি দিকে ভুত জুটে আজ, করছে কেবল নাচানাচি॥
দেখে শুনে বুঝব কি মা, খেটে মরছি মিছামিছি।
ওমা আপন কোটে টানতে গিয়ে, সোজা পথ যে সব ভুলেছি

সংসারেতে এনে কেবল, বাঁধলি দিয়ে মায়ার কাছী।
ওমা যেমন ক'রে রাখলি আমায়, তেমনি আমি প'ড়ে আছি॥
ক্রমে আমার সব গেল মা, পারের দিন যে কাছাকাছি।
আর দেখ্‌না তোর এই ললিতকে মা, করিস কেন বাছাবাছি॥ ২১২॥

প্রসাদি সুর।

জয় জগন্নাথ জগৎপতি।
তুমি অগতির যে সদাই গতি॥
সুখের দিনে এক বিহনে, থাকে কি ও পদে মতি।
আজ ভবের খেলা পেয়ে মেলা, সংসারে সব বাড়্‌ছে প্রীতি॥
মায়ার বশেতে প'ড়ে শেষে, মন যে মত্ত হ'ল অতি।
তোমার নাম মাহাত্ম্য জানলে সত্য, দুঃখ যাবে হাতাহাতি॥
রবিসুত ভয়েতে কাতর, ডাকি তোমায় নিতি নিতি।
ওহে জগজ্জীবন সর্ব্ব কারণ, স্থির কিসে এ হবে মতি॥
এ দীনহীনের বাড়্‌ল যে ঋণ, কর্ম্ম হ'ল আমার সাথী।
ঐ শ্রীপদযুগলে রেখ অন্তকালে, ললিতের এই শেষ্‌ মিনতি॥ ২১৩॥

প্রসাদি সুর।

অভয় দেমা ভব জননি।
ওমা শত দল দলে বসিয়া যুগলে, তরুণ অরুণ রূপধারিণী॥
সংসারের ত্রাস কর মাগো নাশ, সর্ব্ব তাপ হরা কাল বারিণী।
ওমা তুমি যে জগতে রয়েছ সবেতে, সকলের তুমি ভয় হারিণী॥
করি কৃপা দান কর মাগো ত্রাণ, প্রাণ গেল ভয়ে হর মোহিনি।
ওমা করুণা কটাক্ষে দেখিলে স্বচক্ষে, রক্ষা হবে সব এই মা জানি॥
কেন মা কৃপণ আছ সর্ব্বক্ষণ, ধন জন আর শেষ্‌ কি মানি।
ওমা নাহি কোন লক্ষ্য তাই কাঁপে বক্ষঃ, মোক্ষ পদ কে চায় ভবানি

ললিত কাতরে ডাকে মা তোমারে, ভিক্ষা করে ঐ পদ তরণী।
ওমা যুগল রূপেতে সদা হৃদয়েতে, পায় যেন তোমায় জ্ঞানদায়িনি ॥২১৪॥

প্রসাদি সুর।

মা বিরাজেন সর্ব্ব ঘটে।
ও মন বেড়াস্ কেন ছুটে ছুটে ॥
নিত্য নূতন দেখতে গেলে, আপনি ভ্রম যে এসে জোটে।
ওরে ভ্রম হ'লে তোর সব দিকে গোল, পথে চলতে কাঁটা ফোটে ॥
পঞ্চরূপেতে সকল কারণ, পাঁচ ছাড়া কি পাবে হাটে।
ওরে চ'ক্ বুজে আজ কাল কাটালে, ফল পাবে তার পারের ঘাটে ॥
মিছে খেলা ছেড়ে এখন, কর্ম্ম ডুরী দাওনা কেটে।
সদা করিলে যতন মন মত ধন, পাবে ব'সে আপন কোটে ॥
সগুণাধার মা যে তোমার, ভয় কি ভবের এ সঙ্কটে।
আজ দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত এই কালে, দিন কাটাওনা জুটে পেটে ॥২১৫॥

প্রসাদি সুর।

মন ডুবেছে অতল জলে।
সব ভুলিস আপন কর্ম্মফলে ॥
পথ ছেড়ে তুই ঘুরিস মিছে, তাতে এখন ফল কি মেলে।
ওরে কর্ম্ম ছেড়ে একবারে তুই, চল না মণি দ্বীপের কুলে ॥
নানা জাতি গাছ আছে তায়, পূর্ণ দেখবি ফলে ফুলে।
ওরে তার মাঝেতে কল্পমূলে, রত্ন বেদী সদাই জ্বলে ॥
বেদীর উপর সিংহাসনে, মা আছে তোর সর্ব্বকালে।
ওরে প্রাণ ভ'রে মন দেখবি চেয়ে, আর কেন তুই থাকিস্ ভুলে ॥
মহামায়ার মায়াতে আজ, ললিত এত পড়লি গোলে।
ওরে দুর্গা নামে হেলায় পাবি, চতুর্ব্বর্গ করতলে ॥ ২১৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কি খেলা মা খেল্‌ব সবে।
ওমা ব'লে আবার দিবি কবে॥
খেলা ঘরের পুতুল খেলা, এই ক'রে আজ বেড়াই ভবে।
ওমা রং দেখান সাজ সেজে সব, আমাদের কি এদিন যাবে॥
শেষের দিনে শ্মশান ঘাটে, আর কি মাগো এ সাজ রবে।
ওমা আপন ব'লে ভাবছি যাদের, তারাই সকল কেড়ে লবে॥
মাটির দেহ মাটির পুতুল, মাটির ঘরে কাজ কি হবে।
ওমা মাটিতে সব মিশ্‌বে যে দিন, সে দিন খুঁজে আর কি পাবে॥
কাড়াকাড়ি টানাটানি, দেখে ললিত মরছে ভেবে।
ওমা দেখ্‌তে এখন ফাঁকা কিন্তু, কর্ম্মফলে শেষ্‌ ফলাবে॥ ২১৭॥

প্রসাদি সুর।

তোমার যে মা নাই মমতা।
আমার কপাল দোষে তুমি আবার, ভুলে যাও সব জগন্মাতা॥
অন্ধকারে প'ড়ে আমি, মা মা ব'লে বেড়াই বৃথা।
তুমি এসে একবার দেখ্‌লে না মা, বুঝ্‌বে কিসে আমার ব্যথা॥
আগম নিগম খুঁজতে গেলে, সব হ'ল মা একের কথা।
তবু কাণার মত ঘুরে এখন, করি কেবল হেথা সেথা॥
মনের দুঃখ বলতে গেলে, কর্ম্ম এসে হয় মা সতা।
ওমা লাভের মধ্যে ধ'রে আমায়, মায়ার কূপে ডোবাও হেথা॥
তোমার হাতে সবাই আছে, আর কেন মা এ ফাঁদ পাতা।
এই ললিত কিসে বুঝ্‌বে তোমায়, মা বলে কি বলবে পিতা॥ ২১৮

প্রসাদি স্থর।

দেখ্‌বি কি মা আপন ঘরে।
সব লুটে নিলে পরে পরে ॥
যে জনা তোর ভাণ্ডারি মা, সে যে শ্মশান ঘাটে ঘোরে।
ওমা পাগল সেজে ভুত নাচায়ে, দিন কাটাচ্ছে আমোদ ভরে॥
কি দোষেতে আমরা দুখী, সময় হ'লে ধরব কারে।
ওমা পারের দিনে অকুল সাগর, কেমন ক'রে যাব ত'রে॥
খেলা ধূলায় দিন গেল মা, বেড়াই বোঝা মাথায় ক'রে।
এ যে শক্ত বোঝা দেখ্‌তে সোজা, আমায় কিন্তু রাখলে ধ'রে॥
তোর ঘর এখন তুই দেখে মা, ললিতকে আর দে না ছেড়ে।
আর ভবের ঘোরে ঘুরবে কদিন. কবে দয়া করবি তারে॥ ২১৯॥

প্রসাদি স্থর।

প্রাণ ভ'রে মন দুর্গা বল।
নইলে সব যে তোমার হয় বিফল ॥
আর কি এখন দেখ্‌ছরে মন, ক্রমে ক্রমে দিন যে গেল।
ওমন পথের কর্ম্ম পথে রেখে. পথ বয়ে আজ একাই চল॥
চ'কের দেখা দেখছ এখন, সাম্‌নে কিন্তু সব হারাল।
ওমন তার ফলেতে ঘরে পরে, পাবে তুমি প্রতিফল॥
কর্ম্মফলের আশায় প'ড়ে, ছটা রিপু প্রবল হ'ল।
ওমন মিছে কাজের তরে নেসা, তাই দেখে পাঁচ ঠকিয়ে দিল॥
কাজের দায়ী কে হবে আজ, প্রথম কার কি কর্ম্ম ছিল।
ওমন আপনার দোষে দুখী হয়ে, না বুঝে আজ ললিত ম'ল॥ ২২০

প্রসাদি সুর।

কাজ নিয়ে মা গেলাম ব’য়ে।
ওমা আর কত কাল থাক্‌ব সয়ে॥
কাজ হারালে আপনারা সব, থাকি কেবল বোকা হ’য়ে।
ওমা তারই জন্য এখন সবাই, বেড়াই সদাই ভয়ে ভয়ে॥
কার কাজেতে কে যে দুষী, সেইটি কে মা দেখবে চেয়ে।
ওমা সুখের ভাগী সুখ খোজে মন, ভাবতে বসে দুঃখ পেয়ে॥
কাজের বেলায় ঠকায় সবাই, আপনি বাঁধা পড়ছে গিয়ে।
ওমা ভব ঘুরে মন যে আমার, রইল এখন সকল নিয়ে॥
লাভের বেলায় কেউ কারও নয়, ঘুরছে সবাই পায়ে পায়ে।
ওমা দোষের ভাগী কেবল ললিত, জেনে শুনে পড়ছে দায়ে॥ ২২১

প্রসাদি সুর।

অজ্ঞানের মা এতই খেলা।
ওমা কাজের জন্য মারামারি, সাধ ক’রে তাই লাগল মেলা॥
কাজে অকাজ চিরদিন মা, তাতেই আমার গেল বেলা।
ওমা লাভের ভাগী যে মন আমার, সেই যে খাচ্ছে ভবের ঠেলা॥
সমান আবার জ্বলছে বাতি, বোঝা রইল মাথায় তোলা।
ওমা লোভ বাড়ালে সবাই মিলে, ভাল ক’রে বাঁধলে গলা॥
পাঁচে মিলে ঘর করেছে, বাস করে তায় কতকগুলা।
ওমা তারাই আবার চালাচ্ছে কল, কাজের বেলা হচ্ছে ভোলা॥
মাঝে মাঝে বইছে বাতাস, করছে আমায় তোলা ফেলা।
ওমা ললিত কেবল প’ড়ে প’ড়ে, সইছে এখন পাঁচের জ্বালা॥ ২২২॥

প্রসাদি সুর।

কি আছে মা ভবের হাটে।
ওমা সস্তাদরে সব বিকাল, ক্রমে সকল উঠল লাটে॥
বেচা কেনা কর্‌তে গিয়ে, ঠক্‌ছে ভাল সবাই জুটে।
ওমা কর্ম্ম নিয়ে জেনে শুনে, বাঁধা পড়ছে আটে কাঠে॥
বোঝা মাথায় ক'রে এখন, প্রাণ গেল মা খেটেখুটে।
ওমা জ্বালার উপর বাড়ছে জ্বালা, যেতে আস্‌তে কাঁটা ফোটে॥
লাভের আশায় মোট বয়ে মা, আপনি সবাই সাজল মুটে।
ওমা মিছে কথায় ভুলে আবার, বেড়ায় সবাই মজা লুটে॥
বোঝা ফেলে শেষের দিনে, ললিত গেলে পারের ঘাটে।
ওমা তখন খুঁজে দেখ্‌তে গিয়ে, কি পাবে তার ঘেঁটে ঘুঁটে॥ ২২৩

প্রসাদি সুর।

মন হয়েছে ক্ষেপা ভোলা।
সে আর শুচি কিসে হবে এসে, কথায় যদি সাজবে কালা॥
আপনি চ'কে অভাব দেখে, হেঁসে এখন কাটায় বেলা।
সে এই সকল জেনে ঠক্‌বে কেনে, সব দিকে তার বাড়ল জ্বালা॥
রিপু ছটা বড়ই ঠেঁটা, সবাই মিলে দিচ্ছে ঠেলা।
তারা আঁধার ঘরে ঘোরে ফেরে, ধর্‌তে গেলে করে ছলা॥
আপনার হয়ে মাথা খেয়ে, ছাড়বে হেঁসে শেষের বেলা।
তাদের কর্ম্মফলে মরব জ্বলে, যমে এসে ধর্‌লে গলা॥
দেখছে ললিত শেষ্‌ বিপরীত, ফল পাবে সব লাগলে মেলা।
এখন মিছে কাজে ম'লাম ব'কে, এম্নি মায়ের মায়ার খেলা॥ ২২৪॥

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল রসনারে।
সেই ভবের ভামিনী জগত জননী, করাল বদনী ঐ বিহরে॥

ঐ মায়ের চরণ তারণ কারণ, কত আছে ধন দুই অক্ষরে।
ওমন কাজেতে মগন থাক্‌বে যে জন, সে কিরে কখন বুঝিতে পারে॥
যা ছিল আদিতে তাই যে শেষেতে, পায় যে দেখিতে আপন ঘরে।
ওমন তার কি একল হবে রে বিকল, সমান সকল পাবে সে ঘুরে॥
মন হ'য়ে মত্ত হারালি সে তত্ত্ব, দেখ্‌না অনিত্য সকলাধারে।
ওরে নাম ক'রে গান কর সুধা পান, জুড়াবে এ প্রাণ আপনি যে রে॥
ললিত অতি দীন জ্ঞান কর্ম্মহীন, ওরে অর্ব্বাচীন দূষিবি কারে।
সে যে ভ্রমেতে পাগল সব দিকে গোল, কিছু যে সম্বল দিলিনা ক'রে॥২২৫॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন মা এমন হ'ল।
ওমা কেন সদাই অমন ধারা, আপনা হ'তে হয় সে ভুল॥
তার দায়েতে কি করি মা, এই ক'রে যে সকল গেল।
ওমা ক্রমে ক্রমে সংসারেতে, আমার দিন যে ফুরিয়ে এল॥
লোভ বেশী মা হয়েছে যার, তার কি এখন হয় মা ভাল।
ওমা কাজের পাগল খেটে মরে, তাতেও বাধা এই পড়িল॥
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, পোড়া মন সব কৈ বুঝিল।
ওমা মনের আশা মনের কাছে, আমার আশা সব ডুবিল॥
মা মা ব'লে বৃথা কি মা, ললিত এত ডেকে মল।
ওমা কোথা হ'তে তার কপালে, অজ্ঞান এসে তায় জুটিল॥ ২২৬॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা মায়ের মনে।
কেউ এখন কি তা বুঝ্‌তে জানে॥
মায়াময় এ জগৎ মাঝে, সৎ আর অসৎ কেউ কি মানে।
এখন চ'কের দেখা দেখে কেবল, লোভ বেড়েছে তুচ্ছ ধনে।

রূপের ভেদ্ সব ক'রে এখন. পড়ছে গোলে নিশি দিনে।
এই পাঁচেতে পাঁচ পৃথক্ ক'রে, আপনা হ'তে বেড়াও কেনে ॥
সমান ক'রে সকল দেখ, এক ক'রে নাও আপন জ্ঞানে।
এখন তাতে অনেক সুখ যে পাবে, খুঁজে দেখ প্রাণপণে ॥
মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
আর একেতে সব দেখে ললিত, দুর্গা দুর্গা বল বদনে ॥ ২২৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন এ গণ্ডগোলে।
ও মন ভ্রম হ'ল কি পাঁচের বোলে ॥
সমান পথে সবাই আছে, স্থির হয়ে আজ যাওনা চ'লে।
ও মন আদি অন্ত সমান দেখ, গোল ক'র না কথার ছলে ॥
অনন্ত যে সকল দিকে, সেটাও কি মন রইলে ভুলে।
ও মন কথায় কথায় বাড়াবাড়ি, তাতে কি আর সুফল ফলে ॥
ঘরের ভিতর সবাই আছে, খুঁজলে রতন অনেক মিলে।
ও মন মাতৃরূপা মহাশক্তি, গোল হবে কি পুরুষ হ'লে ॥
পাঁচ আছে মন পাঁচের ঘরে, মিলিয়ে নিলে সকল মেলে।
ও মন চ'ক থেকে আজ কাণা হয়ে, ভাসবে কি শেষ্ কারণ জলে ॥
কাচ কেচে আর বেড়াও কত, দিন কাটাও না দুর্গা ব'লে।
ও মন ললিত কি আর বলবে তোমায়, কৈ তাকে সব বুঝতে দিলে ॥২২৮॥

প্রসাদি সুর।

এই হ'ল কি শেষ্ কামনা।
আজ ধ'রে স্বভাব বাড়াও অভাব, স্বভাব দোষে পাও যাতনা ॥
নাই কি দয়া ধ'রে কায়া, মায়া এখন সব ছাড়না।
কেন রইলে ভুলে পরের ছলে, কাল এলে আর দিন পাবে না ॥

রিপু এখন করবে শাসন, তাদের দমন আর ক'রনা।
ওমন শেষের জন্য কর্ম্ম ভিন্ন, মান্য যে আর কেউ হবে না॥
কাটল বেলা ক'রে খেলা, জ্বালা বুঝ্‌তে আজ পারনা।
ওমন সাগর ছেঁচে ম'লে মিছে, রাংকে বেছে ভাবছ সোণা॥
সুখের আশা কর্ম্ম নাশা, সোজা কথায় এই বোঝনা।
আর কেন ললিত ছেড়ে কুরীত, কর দুর্গা নাম সাধনা॥ ২২৯।

প্রসাদি সুর।

বেদ বেদান্ত সকল মিছে।
এক মনের ভিতর সকল আছে॥
বেদ পুরাণ আর শাস্ত্র দেখে, জগতে সব গোল হতেছে।
ওরে কর্ম্ম নিয়ে ভুগ্‌ছে সবাই, কর্ম্মেতে ফল কে পেতেছে॥
দিন মজুরি আজ্ঞা পালন, সংসারে সব এই রয়েছে।
ওরে কিসের জন্য কে যে খাটে, বুঝে কি আর কেউ দেখেছে॥
শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম আছে, মর্ম্ম দেখ্‌লে এক হয়েছে।
ওরে আপনি যে জন মিলিয়ে দেখে, তার কি কোথাও গোল বেধেছে॥
যে সব কর্ম্ম হ'তে এখন, শেষের দিনে ফল দিতেছে।
ওরে বেদ বেদান্ত তন্ত্রসারে, তার কথা যে সব লিখেছে॥
নিষ্কামেতে থাকলে ললিত, গোল বাধাতে কে পেরেছে।
নইলে আশা কুহক ভাশা দিলে, শাস্ত্র নিয়ে সব ডুবেছে॥ ২৩০॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেল মা মিছে কাজে।
ওমা ম'লাম কেবল খুঁজে খুঁজে॥
যেমন সাজে সাজাস্ আমায়, তেম্‌নি যে মা বেড়াই সেজে।
ওমা ফাঁকীর উপর ফাঁকী দিলে, বাকী দেখে এ মন মজে॥

তোকে খুঁজে বেড়াই বটে, না পেলে আজ বুকে বাজে।
ওমা তোর ছলেতে ভুলে সবাই, পাঁচকে নিয়ে পাঁচে ভজে॥
কালের শাসন মাথার কাছে, কোন সাহসে বেড়াই তেজে।
ওমা আসা যাওয়া ক'রে এখন, ঘুরি ফিরি সংটী সেজে॥
হৃদয় মাঝে রেখে তোকে, কেন ললিত বেড়ায় খুঁজে।
ওমা সর্ব্বময়ী হ'য়ে কি তুই, আজ লুকালি আমার লাজে॥ ২৩১॥

প্রসাদি সুর।

ক্ষেপার কথা ধ'রবে কেনে।
ও ভাই ক্ষেপ্‌লে পাগল সব করে গোল, তার কথা আর কেউ কি মানে॥
খাট্‌তে এসে ভুগ্‌ছি ব'সে, মিলবে হিসাব শেষের দিনে।
ও ভাই কাজের বেলা করবে খেলা, সব কথা আর হয় কি মনে॥
সময় মত আস্‌ছে যত, পিছন দিকে রাখ্‌ছে টেনে।
ও ভাই ভ্রম বেড়েছে গোল হয়েছে, কেবল যে সেই একের বিনে॥
যাওয়া আসা শেষের দশা, ভাবলে ভয় যে আস্‌ছে প্রাণে।
ও ভাই গেলে জীবন সাধের চরণ, দেখ্‌তে পাব কিসের গুণে॥
আপনা হ'তে টান্‌ছে স্রোতে, কথা বল্‌লে আর কি শোনে।
ও ভাই দুর্গা ব'লে সকল কালে, ছাড়বে পাগল তুচ্ছ ধনে॥
রইল চাপা মোহন ক্ষেপা, বাঁচবে কিসে শেষের দিনে।
ও ভাই হৃদে যখন হবে মিলন, ছাড়বে শমন এই সে জানে॥ ২৩২॥

প্রসাদি সুর।

কোথায় ওগো জগন্মাতা।
তুমি মা আমার কি পরম পিতা॥
আপন ভেবে মা মা ব'লে, খুঁজে বেড়াই যথা তথা।
ওমা বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র, কেউ বলে না মনের কথা

জন্ম কালে আদ্যারূপে, সকলের যে হও গো মাতা।
ওমা অন্ত যে দিন হবে আমার, সে দিন তুমি সাজবে পিতা॥
তোমার কর্ম্মে বাধ্য জগৎ, খেটে এখন মরি বৃথা।
ওমা জন্ম দিয়ে করবে হরণ, পাও না কি তায় মনে ব্যথা॥
মা মা ব'লে ডাক্‌ছে ললিত, আপন যে কেউ নাই মা হেথা।
ওমা তুমিই মাতা তুমিই পিতা, তুমিই সর্ব্ব জগৎধাতা॥ ২৩৩॥

প্রসাদি সুর।

কার কাছে আসামি হব।
ওমা সকল কাজ যে করাও তুমি, হিসাব কেবল তোমায় দিব॥
কর্ম্ম দেখে মর্ম্ম বুঝে, আমি কি আর ফল ফলাব।
ওমা তোমার আশা পেয়ে আমি, জগৎ মাঝে দিন কাটাব॥
কর্ম্ম ভোগ এই মনের হাতে, তাকে নিয়ে সকল সব।
ওমা পরের বশে থাকলে এখন, আপন মাথা আপনি খাব॥
অভাব দেখে বাড়ছে বিকার, মনকে কতই বুঝিয়ে কব।
ওমা যার দোষেতে আপনি ডুবি, সামলাতে তায় কোথায় যাব॥
মায়াতে যে ভাস্‌ছে জগৎ, কেমন ক'রে তায় কাটাব।
তাই ভাবছে ললিত ব'সে ব'সে, শেষে কি আর তোমায় পাব॥ ২৩৪

প্রসাদি সুর।

ও যে নয় রে সৌদামিনী।
ওরে নয়ন ভ'রে আমোদ ক'রে, দেখ্‌না মায়ের রূপের খনি॥
অপরূপ শ্যামা রূপে অনুপমা, ঐ দেখ নব কাদম্বিনী।
ঐ যেন রণ মাঝে উলাঙ্গিনী সাজে, বেড়ান হয়ে উন্মাদিনী॥
চকিত নয়নে আপনার জেনে, দেখেন জগৎ সদা জননী।
আবার সকল উজলি খেলিছে বিজলী, হয়েছেন যেন মৃদু হাসিনী।

ঝলসে নয়ন রূপের কারণ, হৃদয়ের মাঝে ভয়দায়িনী।
হেথা বুঝিবে কি তত্ত্ব সব অনিত্য, নিত্য যে সেই ভবতারিণী॥
আপনার ঘরে চির অন্ধকারে, বদ্ধ ললিত দিন যামিনী।
কবে হৃদয় আকাশে জ্যোতির বিকাশে, দেখবে মায়ের পদ দুখানি॥ ২৩৫॥

প্রসাদি সুর।

বদন ভ'রে বল্ না কালী।
ওমন দেখনা হৃদে মুণ্ডমালী॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, আপনা হ'তে সব হারালি।
ওরে যেমন কর্ম্ম করিস্ এখন, তেমনি ফল যে আপনি পেলি॥
মায়ার ছল যে মায়ের খেলা, তাই নিয়ে মন সব মাতালি।
ওরে আপন বশে থাক্‌বি কদিন, আশার আশায় সব ডুবালি॥
পাঁচের ধরণ ছাড়বি কখন, জেনেও পাঁচে পাঁচ মেশালি।
ওরে লোক দেখান কাজের দায়ে, আপন মাথা আপনি খেলি॥
সবাই বাঁধলে কাট্‌বি কিসে, ললিত কি তুই ভুলে গেলি।
আজ আপন বশে থেকেরে মন, বলবি কি তুই কালী কালী॥ ২৩৬।

প্রসাদি সুর।

আজ গেলে মা কাল কি হবে।
ওমা বুঝ্‌তে কি কেউ এখন দেবে॥
কর্ম্ম নিয়ে ঘুর্‌ছে জগৎ, শেষে যে তার ফল সে পাবে।
ওমা মায়ার বশে থেকে কেবল, সবাই এখন সকল সবে॥
সংসারেতে প'ড়ে মাগো, কার দায়েতে কে যে ভাবে।
ওমা তার সীমা আজ হ'তো যদি, তাহলে কি দুঃখ রবে॥
মন রয়েছে পরের কাছে, পরে যে সব ঠকিয়ে নেবে।
ওমা এখন এত কাঁদ্‌ছি ব'সে, শেষে এ সব কান্না যাবে॥

সকল দিকে গোল যে বেশী, ললিত আর মা বুঝ্‌বে কবে।
ওমা সোজা পথ্‌টি ছেড়ে কেবল, আপন মাথা সবাই খাবে॥ ২৩৭॥

প্রসাদি সুর।

মিছে মায়ায় সব ভুলালে।
ওমা বাধা কেবল কর্ম্ম ফলে॥
পরের জন্য ভেবে ভেবে, সবাই এখন পড়্‌ছি গোলে।
ওমা দিন মজুরি কর্‌তে গেলে, মোট বাড়ে মা কতই ছলে॥
মায়াতে যে অন্ধ জগৎ, চোক্‌ ফোটে কি কোন কালে।
ওমা পাঁচের ছলায় বাড়্‌ছে খেলা, দিন গেল যে গোলেমালে॥
আপন বলতে যারা আছে, তারাই যে মা সকল নিলে।
ওমা কত সাজে সেজে এখন, সব দিকে সব ঠকিয়ে দিলে॥
এই ক'রে আজ ভুলে ললিত, পথ ব'য়ে সে যাচ্ছে চ'লে।
ওমা থাম্‌বে কোথা তাই জানে না, ভাসবে শেষে কারণ জলে॥ ২৩৮।

প্রসাদি সুর।

দোল দেখে মা হয় গো মনে।
ওমা হ'য়ে উলাঙ্গিনী করাল বদনী, দোল ক'রে ছিলে তুমি মা রণে।
রুধির হ'ল আবীর তাতে, মাখ্‌লে গায়ে সখীর সনে।
ওমা নর কর প'রে অসি মুণ্ড ধ'রে, বরাভয় দিলে জগৎ জনে॥
শিব শিব ভেবে শব হয়ে ছলে, প'ড়েছেন আসি তোর চরণে।
ওমা সকাম রিপুর আশা হ'ল দূর, অপরূপ হেরে প্রমাদ গণে॥
অসুর দলিতে সাজিলে শ্যামা, পূর্ণরূপা তায় হলে ত্রিগুণে।
ওমা হত শুম্ভাসুর নমে সুরাসুর, শ্রীপদ যুগলে তেমন দিনে॥

রণ মাঝে তুমি হলে মা শ্যামা, শ্যাম হলে গিয়ে বৃন্দাবনে।
ওমা ললিত দুর্ম্মতি ভেবে পায় প্রীতি অভেদ যদি হয় মা জ্ঞানে॥ ২৩৯॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের কর্ম্ম এই ত বটে।
ওমা আপনি সকল কর্ম্ম ক'রে, দূষী করিস্ সটে পটে॥
গর্ব্বে যোগী সেজেছিলাম, মায়া কি আর ছিল ঘটে।
ওমা জন্মে কি যে মাটি খেলাম, আপনি সকল এসে জোটে॥
মাথায় এমন বোঝা দিলি, প্রাণ গেল মা খেটে খেটে।
ওমা বাঁধা প'ড়ে ভাব্‌ছি ব'সে, পায়ের বেড়ী কিসে কাটে॥
এলাম যেমন যাব তেমন, দিন কাটাই তাই ছুটে ছুটে।
ওমা সমান হ'ল সকল দিকে, ভাব্‌নাতে এই বুক যে ফাটে॥
জেনে শুনে ললিতকে মা, সাজিয়ে দিলি নগ্দা মুটে।
ওমা তোর দয়া কি এম্‌নি ধারা, যেতে আসতে কাঁটা ফোটে॥ ২৪০

প্রসাদি সুর।

কাজ কি এ সামান্য ধনে।
কিছু চাইনা মা তোর চরণ বিনে॥
যে ধন এখন দিয়েছিস্ মা, ফেলে যাব ঘরের কোণে।
ওমা দিস্ সেই সাধের চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
তুচ্ছ ধনে মন মেতেছে, অপর আশা কর্‌বে কেনে।
ওমা অন্তরেতে গুপ্ত নিধি, দেখ্‌তে এখন চাই কি জ্ঞানে॥
আশা বাড়িয়ে আশা দিয়ে, দুঃখ এত দিস্ মা প্রাণে।
আমার আশার আশা সব ফুরাল, সময় মত হয় কি মনে॥

ললিতকে যে ঠকিয়ে দিতে, কথা হচ্ছে কাণে কাণে।
ওমা সময় হ'লে বাড়বে ফাঁকী, কাল যে এসে নেবে টেনে ॥ ২৪১ ॥

প্রসাদি সুর।

কার দোষে মা এ দোষ ঘটে।
ওমা বুঝ্‌তে গেলে বুক্ যে ফাটে ॥
আমি এত দূষী কিসে, সবাই যে মা টান্‌ছে কোটে।
আমি আপনি বাঁধা পড়ব কেনে, মন যে বাঁধছে আটে কাটে ॥
পরে পরে মিলন হেথা, সবাই আমার পর যে বটে।
ওমা তোর খেলাতে বাড়ছে মায়া, আপন হয়ে আপনি জোটে ॥
মায়াতে মা দিশে হারা, বেড়াই কেবল খেটে খুটে।
ওমা লাভের বেলা আপনি ফাঁকে, পরকে সকল দিচ্ছি বেঁটে ॥
সকল দিকে বাঁধা ললিত, কি ক'রে মা বলব ফুটে।
ওমা আর মজুরি করবে কত, সূর্য্য ক্রমে বস্‌ছে পাটে ॥ ২৪২ ॥

প্রসাদি সুর।

সংসারে যে সুখ হ'লনা।
ওমা আপন হ'তে কেউ এলনা ॥
কর্ম্ম ডুরী গলায় বাঁধা, ছাড়িয়ে যেতে কেউ পারেনা।
ওমা মায়া বাড়ছে দিনে দিনে, তাই নিয়ে যে পাই যাতনা ॥
অভাব দেখে বাড়ছে বিকার, সোজা পথ যে কেউ ধরে না।
ওমা কষ্ট পেয়ে নষ্ট সবাই, প্রাণ গেলেও এ মন বোঝেনা ॥
পরম তত্ত্ব বুঝ্‌ব কি মা, তার যে এখন নাই ভাবনা।
ওমা পরের জন্য খাট্‌ছি কেবল, আশার সুসার নাই কামনা।

মনকে এখন মত্ত দেখে, সবাই কর্‌তে চায় ছলনা।
ওমা মায়ের স্নেহ থাক্‌লে পরে, ললিত কর্‌বে কার সাধনা॥ ২৪৩॥

প্রসাদি সুর।

আশ্‌ মেটাতে পার্‌বি কবে।
ওরে মন মন রে আমার এই ক'রে কি এদিন যাবে॥
আসা যাওয়া কর্‌বি কেবল, চক্ষে দেখে সুখ কি হবে।
ওরে জন্ম হ'তে লিখ্‌ছে সকল, শেষ্‌ কালে তার হিসাব নেবে॥
পারের দিনে কুল পাবিনা, কর্ম্ম ডুরী কোথায় রবে।
ওরে কাজ দেখে তোর পথ দেখাবে, তাই ধ'রে শেষ্‌ চল্‌তে হবে॥
ধর্ম্ম ভেবে সব ভুলেছিস্‌, মর্ম্ম বুঝ্‌তে কেউ কি দেবে।
ওমন বসিয়ে ভাগ্‌ সব দিস্‌ যাকে তুই, সেই যে রে শেষ্‌ মাথা খাবে॥
পাঁচের কথায় ঠকৃলি দেখে, ললিত কেবল মর্‌ছে ভেবে।
ওরে আপন দোষে দিন হারালে, তখন তোকে কেউ কি ছোঁবে॥ ২৪৪॥

প্রসাদি সুর।

রাখ্‌না ভোলা জপের মালা।
ওমন কর্ম্ম থাকুক্‌ শিকেয় তোলা॥
খেটে খেটে মরিস্‌ কেবল, দেখ্‌না ক্রমে যাচ্ছে বেলা।
ওমন অন্তরে তোর যে ধন আছে, দেখ্‌তে বল্‌লে হস্‌রে কালা॥
ঘরের ভিতর ব'সে ব'সে, কেন এত সাজলি ভোলা।
ওমন কাজের বেলা গোল বাধে তোর, আপনি যে তাই বাড়্‌ছে জ্বালা।
না বুঝে সব কর্ম্ম ক'রে, কষ্ট যে তুই পাসরে মেলা।
ওমন ঘরে বাহিরে দুর্গা ব'লে, কাট্‌না মায়ার সকল ছলা॥

জাগা ঘরে রইল ললিত, বুঝ্‌বে কি সেই শেষের খেলা।
ওমন ছাড়্‌না কর্ম্ম ছাড়্‌না ধর্ম্ম, ধর্‌না মায়ের চরণ ভেলা ॥ ২৪৫ ॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রান্ত মন যে ভ্রমের তরে।
সে তাই ভাব্‌ছে এত কালের ভরে ॥
কর্ম্ম কাণ্ড সার জেনেছে, অভাব দেখে মর্‌ছে ঘুরে।
এখন দুর্গা নামে থাক্‌লে মায়া, পেত যে সব আপন করে ॥
কি নিয়ে সে কাল কাটাবে, কাকে এখন থাক্‌বে ধ'রে।
সে যে স্বভাব দোষে দূষী সদাই, সহজে কি বুঝ্‌তে পারে ॥
অনিত্য ধন পেয়ে কেবল, আশা বাড়ছে পরে পরে।
তার শেষের দিনে সবাই মিলে, হিসাব নেবে আপন জোরে ॥
ভয়ে ভক্তি কর্‌তে গেলে, মুখ্য ধন যে থাক্‌বে দূরে।
মন ভ্রমেতে আজ অন্ধ হ'লে, ললিত ব'কে মর্‌বে কারে ॥ ২৪৬ ॥

প্রসাদি সুর।

অমঙ্গলে মঙ্গল হবে।
আমার হৃদয়মাঝে ব্রহ্মময়ী, আপনি এসে বস্‌বে যবে ॥
সুখ আর দুঃখ মন বুঝেছে, আমায় কি আর বুঝ্‌তে দেবে।
সে সব সুখের ভাগী হবে যখন, তখন দুঃখ স্থান কি পাবে ॥
অন্তরেতে ছটী পদ্ম, ছটী রূপ যে তায় দেখাবে।
সেই মহাশক্তি আস্‌ছে দেখে, অবিদ্যা যে সব পালাবে ॥
মায়াতে ভুল হচ্ছে যত, কাকে ছেড়ে কাকে লবে।
ওমন শেষকালে সব ছাড়বে যখন, তখন তার কে সঙ্গী রবে ॥
এই বেলা মন সময় আছে, বল্‌ছে ললিত আপন ভেবে।
ওমন দুর্গা নামে মাতলে পরে, মনের সকল কষ্ট যাবে ॥ ২৪৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন মজেছে সঙ্গ দোষে।
সে তাই কাল কাটাচ্ছে হেঁসে হেঁসে ॥
রিপু গুলো প্রবল এখন, তারাই দেখি সুখে ভাসে।
তাই এত অসুখ নাই কিছু সুখ, সব হারালাম কর্ম্ম বশে ॥
মায়া কাছে থেকে এখন, আশার আশা সকল নাশে।
তাই ভ্রম বেড়ে আজ মন যে আমার, বেড়ায় তুচ্ছ ধনের আশে॥
মায়ার বশে প'ড়েছে মন, পরকে সে যে সদাই তোষে।
আর দিন মজুরি কর্‌ব কত, দিন গেল সব রঙ্গ রসে ॥
ব'সে ব'সে ভাব্‌ছে ললিত, কি হবে এই দশার শেষে।
এই ভবের খেলা মায়ের হাতে, ভুলিয়েছে মা কৃত্তিবাসে॥ ২৪৮ ॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেল মা চেয়ে চেয়ে।
ওমা কর্ম্ম দেখে বিচার হ'লে, শেষকালে কে নেবে নায়ে ॥
দিন মজুরি নিত্য করি, খাট্‌ছি কেবল নিরুপায়ে।
ওমা হিসাব কালে জমায় শূন্য, মিলিয়ে দিতে পড়্‌ব দায়ে ॥
পরে পরে জের চলেছে, শোধ হবে কি গায়ে গায়ে।
ওমা নিকাশ দেখে বুক ফেটে যায়, ভাব্‌ছি টানা সুদের দায়ে ॥
চ'কের দেখা দেখব কত, দেখ্‌তে গেলে যাই যে ব'য়ে।
ওমা লাভের আশায় কাজ করে সব, গোল বেধেছে মায়ে পোয়ে ॥
স্বভাব ছেড়ে অভাব দেখে, যদি মাগো রাখিস্ পায়ে।
ওমা খাট্‌তে কি ভয় পাবে ললিত, সকল দুঃখ থাক্‌বে সয়ে ॥ ২৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

গোল হলো মা কর্ম্ম ফলে।
ওমা জগৎ যে আজ বাধ্য তাতে, আপনি এ দিন যাচ্ছে চ'লে॥

পরকে এখন দূষী ক'রে, বেড়াই মিছে মনের ভুলে।
ওমা কর্ম্মেতে এই মর্ম্ম ব্যথা, বুঝ্‌ব কি আর পাঁচের ছলে ॥
আপনি সকল জেনে এখন, ডুব্‌ছি যে শেষ্ স্বখাদ জলে।
ওমা স্নেহের বশে কবে এসে, বালক ব'লে কর্‌বি কোলে ॥
মনের মত খুঁজে কেবল, বেড়াই আমরা সকল কালে।
ওমা কর্ম্মে বাধ্য থাক্‌বে যে জন, তার জীবন যে সদাই জ্বলে ॥
এক ঘরেতে ছজন প্রবল, তারা কি আর থাক্‌বে মিলে।
ওমা যাদের দোষে ললিত দূষী, তাদের কি মা ধর্‌বি ম'লে ॥ ২৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন এ পাঁচের গোলে।
ডাক্ দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে ॥
মায়াময় এই সংসারেতে, সকল যে শেষ্ যাব ফেলে।
আজ অনিত্যকে নিত্য ভেবে, আর কেন মন রইলি ভুলে ॥
যাওয়া আসা মিলিয়ে নে না, সমান চলছে সর্ব্বকালে।
ওমন পরের মায়া বাড়িয়ে কেন, ঠক্‌লি ব'সে কথার ছলে ॥
পরম তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে, হাত্‌ড়ে কেন বেড়াস জলে।
ওমন অন্ধ হয়ে দেখিস্ আঁধার, ভুগিস্ কেবল কর্ম্ম ফলে ॥
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম ছেড়ে, ধর্ম্ম এখন রাখ্‌না তুলে।
ওমন আপন ভেবে করনা যতন, শুন্‌বি কি এই ললিত মলে ॥ ২৫১

প্রসাদি সুর।

ভ্রমেতে মন ধর্‌বি কারে।
ওমন দুর্গা দুর্গা বল্‌না সদা, সকল দুঃখ যাবে দূরে ॥
জ্ঞান হ'লে যে জ্ঞানের উদয়, আছিস্ এখন অন্ধকারে।
ওরে কার মায়াতে বাড়্‌লো মায়া, তাই দেখে মন ধর্‌না তাঁরে ॥

জাগা ঘরে লোভ ঢুকেছে, তাতেই এত মরিস্ ঘুরে।
ওমন কাজের বেলা বেড়াস্ ফাঁকে, ভাবিস্ পাছে তোকেই ধরে
অবিদ্যা তোর আগে পিছে, বেড়ায় তারা আপন জোরে।
ওমন এখন হাঁসি হাঁসবি যত, ততই শেষে পড়্বি ফেরে॥
ললিত বুঝে বল্‌বে কত, আছিস্ দেখ্‌না কে কার ঘরে।
ওরে সব যে একে হবে মিলন, গেলে ব্রহ্মময়ীর দ্বারে॥ ২৫২ ॥

প্রসাদি সুর।

সব ধরেছে পাঁচের ধরণ।
ওমন দেখ্‌বি কিসে মায়ের চরণ॥
পাঁচের কাজে খেটে খুটে, খুঁজে যত মর্‌বি এখন।
ওমন ততই যে তোর বাড়্‌বে ফাঁকী, সকল হবে দুঃখের কারণ॥
তোর এই ঘরে আঁধার সকল, কার আশা কে কর্‌বে পূরণ।
ওমন চ'ক বুঝে কাল কাটিয়ে দিলি, সমান হলো জন্ম মরণ॥
মায়া বেড়ে সব হারালি, আর কি শেষে হবি গণন।
ওমন সময় হ'লে ছাড়্‌বে সবাই, ভোগ হবে তোর কর্ম্ম যেমন॥
কার আশাতে ঘুরিস্ সদা, পাবি কি শেষ্ মনের মতন।
ওমন আপন খেলা বুঝ্‌বি যে দিন, সে দিন ললিত পাবে রতন॥ ২৫৩ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌বি যদি চরণ দুটি।
ওরে মন মনরে আমার, সব ক'রে নে পরিপাটি॥
জন্মালে শেষ্ মরণ আছে, করিস্ মিছে খাটা খাটি।
ওরে মায়ার বেড়ী পায়ে বাঁধা, তাই এত তোর আঁটা আঁটি॥
দেখে শুনে ভাবিস ব'সে, বুঝিস্ কেবল মোটা মুটি।
ওরে সোণা ভেবে রাং নিয়ে আজ, পোড়্ দিয়ে কি কর্‌বি খাঁটি॥

ঘরের ভিতর একলা ব'সে, ভাবিস কতই মজা লুটি।
ওরে ছজন এখন জাল পেতেছে, তায় রেখেছে আটা কাটি ॥
সমান যে তোর বইছে বাতাস, থাম্‌লে তোকে করবে মাটি।
ওরে দুর্গা ব'লে দেখ্‌না চেয়ে, ছাড়না ললিত মায়ার কুটি ॥ ২৫৪ ॥

*প্রসাদি সুর।

তুমি যে মা হর মন্ মোহিনী ॥
ওমা রয়েছ কেন গো একাকিনী ॥
ওমা জগৎ আরাধ্য, তুমি যে মা সাধ্য, সাধকের বাধ্য জ্ঞান দায়িনি।
ওমা আশা অনুরূপ, হয়েছে ওরূপ, তবে মা বিরূপ কেন জননি ॥
ওমা তুমি সর্ব্বাকারা, ভব ভয় হরা, হয়ে নিরাকারা ত্রাস দায়িনি।
ওমা অসার জগতে, দেখিতে দেখিতে, কত যে ভ্রমেতে পড়ি ঈশানি ॥
এই চির অন্ধকারে, রেখেছ যে ধরে, ধরি মা গো কারে ভব ভামিনি।
আমি স্বজ্ঞানে অজ্ঞান, নাহি কোন জ্ঞান, সকলে প্রধান হলো শিবানি ॥
ওমা নিজ কর্ম্ম ভয়ে, ডাকি যে সভয়ে, হইও গো অভয়ে লক্ষ্য দায়িনি।
তুমি অনন্তে অনন্ত, মন সদা ভ্রান্ত, করোনা প্রাণান্ত কাল বারিণি ॥
সদা ললিতের আশয়, পেতে মা অভয়, কর রিপু জয় ওগো তারিণি।
আর ভুলাইও না ছলে, ঐ শ্রীপদ কমলে, রেখো গো বিমলে ত্রাণ কারিণি ॥২৫৫॥

প্রসাদি সুর।

কালী তারা বল্ রসনা।
তোর পূর্ণ হবে সব কামনা ॥
আশার আশায় ঘুরিস কেন, ছাড়না মনের সব বাসনা।
ওরে মাকে আমার ডাক্‌না ব'সে, করনা সদাই নাম সাধনা ॥
মায়ের নাম যে সুধার সিন্ধু, পান ক'রে তোর আশ্ মেটানা
ওরে ভবের ছায়া অসার মায়া, তাতেই পড়ে পাস যাতনা ॥

---

* সুর—বেহাগ, তাল—একতালাতেও গীত হইতে পারে।

মনোময় আজ আসন দিয়ে, কর্‌না মায়ের ধ্যান ধারণা।
ওরে প্রাণ ভ'রে সেই মাকে ডেকে, ছাড়্‌না ভবের সব ভাবনা॥
বিষয় বিষে মত্ত দেখে, বাড়ছে কেবল এই ছলনা।
ওরে পরের জন্য ভেবে ললিত, আর কতকাল খায় তাড়না॥ ২৫৬॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচের কথায় ভাবিস ব'সে।
ওমন ভ্রম হয়েছে আপন দোষে॥
খেটে খেটে দিন গেল সব, সোজা কথায় কেউ কি আসে।
ওরে যার ধন তাকে দিয়ে সকল, কাল কাটাস না হেঁসে হেঁসে॥
যারা আছে পাঁচের ঘরে, তারাই যে তোর সকল নাশে।
ওরে আপন ভেবে টানিস্ কোলে, ঠকলি কেবল পরের ভাষে॥
সংসারেতে এসে কেন, মজ্‌লি তুই এ রঙ্গ রসে।
ওরে জেনে অসুখ বাড়াস যদি, সুখের ভাগী হবি কিসে॥
তোর দোষেতে আপনি ললিত, ডুবছে ব'সে বিষয় বিষে।
ওরে কর্ম্ম বুঝে ফল পাবি মন, শেষ কালে সব যাবে ভেসে॥ ২৫৭॥

প্রসাদি সুর।

ভুল যে নয় এ মনের খেলা।
ওরে আগম নিগম দেখবি যত, গোল যে তত বাড়বে মেলা॥
গুরু যে ধন দিলেন কাণে, তাই নিয়ে তুই থাকনা ভোলা।
ওরে কর্ম্ম ডুরী গলায় বেঁধে, ঠকবি কি শেষ্ কাজের বেলা॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, বাঁধনারে তুই নামের ভেলা।
ওরে শেষের দিনে ডঙ্কা মেরে, যমকে দেখিয়ে যাবি কলা॥

কর্ম্ম নিয়ে কাজ কি ললিত, থাক্‌না এখন সে সব তোলা।
ওরে ঘরের ভিতর এনে মাকে, কাটনা মায়ের সকল ছলা ॥ ২৫৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কর্‌ব কত দিন গণনা।
আমার মনের অভাব চির স্বভাব, ভুলব কিসে তাই জানিনা ॥
জাগা ঘরে বেড়ায় ঘুরে, কালের ধার যে কেউ শোধে না।
ওমা মনের মতন পেয়ে রতন, ছাড়্‌তে কে আর চায় কামনা ॥
কার যে এ ধন নেবে কখন, বুঝ্‌তে ভোলা মন পারে না।
ওমা মিট্‌ল না সাধ বাড়লে বিষাদ, বাধা দিতে কেউ ছাড়েনা ॥
যেমন একাল তেম্‌নি কপাল, সকাল বিকাল খাই তাড়না।
ওমা সমান এখন জন্ম মরণ, কারণ খুঁজে মন দেখেনা ॥
ছটা সুহৃদ একলা ললিত, কম্‌বে কিসে তার যাতনা।
ওমা শেষের দিনে করিস মনে, কেটে দিস্ এই সব ছলনা ॥ ২৫৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন মা গো এই ছলনা।
ওমা সব দিয়ে ভার আশার সুসার, পরম তত্ত্ব মন বোঝেনা ॥
মায়ার ভ্রমে মত্ত হয়ে, ব'সে ক'রবে দিন গণনা।
ওমা সবাই শ্রান্ত পায় না অন্ত, ক্ষান্ত হয়ে সয় যাতনা ॥
কার ভয়ে কে ভাব্‌ছে ব'সে, বুঝে এখন কেউ দেখেনা।
ওমা সর্ব্ব দমন তোমার চরণ, এখন দেখ্‌তে কেউ চাবেনা ॥
আশার আশায় রাখ্‌লে ফেলে, সইব কত আর তাড়না।
ওমা আজও যেমন কালও তেমন, কথার কেবল বেচা কেনা ॥

দেখে এখন ভাব্‌ছে ললিত, কর্ম্ম নিয়ে এই সাধনা।
ওমা আপনি শেষে ঘাটে ব'সে, সবাই ছাড়ব সব কামনা॥ ২৬০

প্রসাদি সুর।

মনের ভাবনা ছাড়ব কিসে।
ওমা সব দিকে গোল আপনি পাগল, তাই দেখে যে বেড়াই হেঁসে॥
দেখ্‌লে ধর্ম্ম পরের কর্ম্ম, দিন গেল মা পাঁচের বশে।
ওমা আশা পেয়ে আপনি গিয়ে, ডুব্‌ছে যে এই রঙ্গ রসে॥
দুঃখের সময় কেউ কারো নয়, আজ দেখি সব ধরছে এসে।
ওমা লাভের বেলা সেজে কালা, ভাগের জন্য সবাই রোষে॥
শুধ্‌ব কি ধার খাট ছি বেগার, পরের তরে গেলাম ভেসে।
ওমা ভুগব যত বুঝ্‌ব তত, কাজ হারাই যে কাজের দোষে॥
আপন ভেবে ধরবে কবে, ললিত কেবল ভাব্‌ছে ব'সে।
ওমা সাধের চরণ পাবে যখন, তখন যে তার ছুট্‌বে দিশে॥ ২৬১॥

প্রসাদি সুর।

মন বোঝে কি তোমার লীলা।
ওমা কর্ম্মে পাগল হয়ে কেবল, সে যে এখন কাটায় বেলা॥
যে ভাবেতে রাখ্‌লে যাকে, সেই ভাবে সে সদাই ভোলা।
ওমা মিছে এত টানা টানি, মায়ায় মিছে বাঁধ্‌লে গলা॥
দয়ার যে মা হয়না সীমা, তোমার কাছেই রইল তোলা।
ওমা আমাদের সব কর্ম্ম দোষে, আপনি এসে বাড়্‌ছে জ্বালা॥
মন যে সুখী হ'তে গেলে, আমার হয় যে দুঃখের পালা।
ওমা পরের জন্য সদাই দুখী, ভ্রম যে বেড়ে যায়গো মেলা॥

দুর্গা ব'লে ললিত ব'সে, দেখ্‌ছে তোমার সকল খেলা।
তুমি আধারেতে কুণ্ডলিনী, হৃদে হওমা পারের ভেলা॥ ২৬২॥

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে ঐ রূপেতে।
ওমা কাতর তাই সে তোমায় পেতে॥
চক্ষে কি আর দেখব তোমায়, সদাই জাগ অন্তরেতে।
ওমা তোমার তত্ত্ব বুঝ্‌তে গিয়ে, গোল বাধে যে সেই মনেতে॥
আশার আশায় ফেলে কেবল, জগৎ ভোলাও এক মায়াতে।
ওমা জেনে সকল সাজাও পাগল, সবাই এখন চায় ঠকাতে॥
আপন ঘরে ধন পেলে কেউ, আর কি মা গো যায় ক্ষেপাতে।
ওমা কর্ম্ম দোষে দুখী সবাই, তাই এত যে হয় ঘুরিতে॥
দুর্গা ব'লে সকল কালে, যাই যে মাগো সব জানাতে।
তবু সকল জেনে শেষের দিনে, ধর্‌বে তুমি এই ললিতে॥ ২৬৩॥

প্রসাদি সুর।

ভাগ পেলে যে ভাগের ভাগী।
নইলে কর্ম্ম ক'রে সবাই যোগী॥
প্রবঞ্চনা বেচে কিনে, সবাই হয়ে যায় যে দাগী।
শেষে লাভের গণ্ডা কম দেখে মা, আপন দোষে আপনি রাগী॥
কর্ম্ম নিয়ে খেটে খেটে, দিনে রাতের জাগা জাগি।
সেই দায়ের দায়ী হ'তে গিয়ে, কেউ হয়ে যায় সর্ব্ব ত্যাগী॥
সংসারে সব টানা টানি, কেবল পাঁচের ভাগা ভাগী।
কেউ ঠকিয়ে দিয়ে লোক দেখান, ভস্ম কর্‌ছে কাকী বকী॥

ললিত ব'সে দেখ্‌না চেয়ে, কর্ম্ম ভোগে সবাই ভুগী।
তাই সকল দিকে গোল বাধালে, কেবল ছুটো মিন্‌সে মাগী॥ ২৬৪॥

প্রসাদি সুর।

মনের কথা কেউ জানে না।
ওমা কর্ম্ম নিয়ে থেকে কেবল, পায় সদা মন এই যাতনা॥
পাঁচের কথায় মন ভোলে যার, আর কোথা তার দিন গণনা।
ওমা শমন এসে ধর্‌বে যখন, কার হবে সেই যম তাড়না॥
মন যে তখন যাবে ছেড়ে, প'ড়ে থাক্‌বে সব কামনা।
ওমা খেলা দেখে কর্‌বে খেলা, সময় দিতে আর চাবে না॥
মায়ার বশে প'ড়ে এখন, সোজায় কিছু কাজ হ'ল না।
ওমা জেনেও দূষী কর্‌ব কাকে, আমার যে আজ এই ভাবনা॥
ঠকিয়ে দিলে ঠক্‌ছি বটে, দেখছি মাগো সব ছলনা।
এই লাথি খেকো ললিত তবু, মা মা বল্‌তে আর ভোলেনা॥ ২৬৫॥

প্রসাদি সুর।

মায়াতে মা সব ঠকালি।
ওমা অসুর ব'ধে নাচ্‌লি রণে, সাজ্‌লি গো মুণ্ডমালী॥
অপরূপ ঐ চরণ ছুটা, কমল ভ্রমে বস্‌ছে অলি।
ওমা নবীন নীরদ বরণী হয়ে, ত্রিভুবন যে সব মাতালি॥
আসব আবেশে ভুলে যে সকল, মত্ত হয়ে জ্ঞান হারালি।
ওমা পায়ে গঙ্গাধর কটিতে নৃকর, হাঁসি মুখে তুই সব ভুলালি॥
খড়্গ ল'য়ে করে বেড়াস সমরে, অমরে যে মাগো অভয় দিলি।
মাগো দেখিছে কাতরে নমে সুরাসুরে, বদনেতে বলে জয় জয় কালী॥

ললিতের মন ধর্‌বে চরণ, কেন মাগো তাকে নিদয় হলি।
ওমা প'ড়ে কর্ম্ম বশে দুখী হব শেষে, তাই কি মাগো তুই দেখালি ॥২৬৬॥

প্রসাদি সুর।

মান করিস মা কিসের তরে।
ওমা অন্তরেতে ব্যথা দিয়ে, খুঁজলে এখন পাবি কারে॥
ভাল ভেবে দেখিস্ যদি, থাক্‌ব মা তোর চরণ ধ'রে।
ওমা দুঃখ দিলে দুঃখ পাবি, সবাই যে তোর থাক্‌বে দূরে ॥
মায়ে পোয়ে থাক্‌লে মায়া, দেখা হয় যে ঘরে ঘরে।
তুই দয়া কর্‌লে সব পাবি মা, জোরেতে কাজ কেউ কি করে ॥
আশা দিয়ে ঠকিয়ে দিলে, আমার মন যে সদাই হারে।
ওমা সাহস থাক্‌লে ডাক্‌ব কেন, ধ'রে নিতাম আপন জোরে ॥
মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে এত, ললিত কি আর বল্‌বে তোরে।
ওমা তোর দোষেতে আপনা হ'তে, দুঃখ পাই যে বারে বারে ॥ ২৬৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কার খেলা এ ভাব্‌ছি মনে।
ওমা তুই খেলিস্ কি নিশি দিনে ॥
কর্ম্ম নিয়ে ঘুরবে যে জন, সে আর বুঝতে পার্‌বে কেনে।
ওমা পরের জন্য এসে হেথা, পরের ব'লে সকল মানে ॥
কাজ হারিয়ে ভাব্‌লে ব'সে, দুঃখ পায় যে মনে জ্ঞানে।
ওমা সময় পেলে লাভের কথা, মন যে আপনি আনছে টেনে ॥
অনন্ত সব দেখে এখন, অন্ত খোঁজে ঘরের কোণে।
ওমা আশা পূর্ণ না হ'লে তার, ভাব্‌ছে কেবল প্রাণপণে॥

কেমন ক'রে বুঝ্‌বে ললিত, মন কবে তার কথা শোনে।
ওমা দুর্গা নামে ভ্রম আছে যার, তার কি স্থান হয় ঐ চরণে॥ ২৬৮॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচ কাজে মা খেটে মরি।
ওমা সময় কৈ যে তোমায় ধরি॥
পরের ভাবনা ভাব্‌ছি ব'সে, তাই নিয়ে যে সদাই ঘুরি।
ওমা লাভের আশায় বেড়ায় যে জন, মন করে তার জারি জুরি॥
সহায় এখন কেউ হ'ল না, সবাই চাইছে লাভের কড়ি।
ওমা মায়াতে যে ভ্রম হ'ল সব, সাম্‌লে নিতে কৈ সে পারি॥
ভয়ে ভক্তি কর্‌তে গিয়ে, লোক দেখানর বাড়াবাড়ি।
ওমা সমানে আজ দিন যদি যায়, তাতে কি ভয় কাকেও করি॥
ঠকিয়ে তুমি দাও যে ব'সে, তাই এত গোল মহেশ্বরি।
তবু চিরকাল্‌টা ললিত তোমার, হয়ে আছে আজ্ঞাকারী॥ ২৬৯॥

প্রসাদি সুর।

কালের হাতে বিচার হবে।
ওমা তখন এ জোর কোথায় রবে॥
সময়েতে হয় যে সকল, অসময়ে কোথায় পাবে।
ওমা কর্ম্ম এখন ঘোরায় বটে, তাও কি আমার সঙ্গে যাবে॥
সংসারের এই কর্ম্ম যত, দেখতে যে সব তখন চাবে।
ওমা শেষের দিনে দেখে শুনে, কাজ নিয়ে তার ফল ফলাবে॥
যার জন্য আজ ঘুরছি এসে, তারাই আমার সব দেখাবে।
ওমা ছটা রিপু বাড়ল এখন, তখন কিন্তু সব পালাবে॥

ব'সে কেবল ভাব্‌ছে ললিত, কি ক'রে সব মিলিয়ে দেবে।
ওমা শমন এসে ধরবে যখন, দুর্গা ব'লে সকল সবে ॥ ২৭০ ॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌না কিরে বল্‌না কালী।
ওমন ভুল ক'রে যে সব হারালি ॥
সংসারেতে এসে এখন, কি ধন খুঁজে কি ধন পেলি।
ওমন মায়ায় প'ড়ে ভ্রম বেড়েছে, তাই এত সব গোল বাধালি ॥
গোলের প্রধান কর্ম্ম যে তোর, আপনি তাতেই মেতে গেলি।
ওমন মিছে আশায় থেকে কি আর, পরম তত্ত্ব খুঁজতে দিলি ॥
ভয়েতে এই ভক্তি ক'রে, আপনার মাথা আপনি খেলি।
ওমন পাঁচের ধরণ ছেড়ে এখন, সোজা পথে আয়না চলি ॥
যে দিন ধর্‌তে আসবে শমন, বল্‌না সেদিন কি তায় বলি।
ঐ কালী নামের জোরে ললিত, ভাঙ্গবে তার যে মাথার খুলি ॥ ২৭১।

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে রইলি ভুলে।
ও তোর কর্ম্ম যে তোয় রাখ্‌ছে ঠেলে ॥
গর্ভে যখন জন্মে ছিলি, তুই হলি যে পাঁচের মিলে।
ওমন দিন গেলে তোয় ছাড়বে সবাই, যে যার স্থানে যাবে চ'লে।
পাঁচকে নিয়ে টানা টানি, কেউ রবে কি সময় হ'লে।
ওমন অভাব দেখে খাটিস এত, তাও যে বাড়বে জীবন গেলে ॥
বেদের মতে আকাশ যে সব, মহাকাশে সবাই মেলে।
ওমন কাজেতে সব জগৎ মান্য, গণ্য কি আর হয়রে ম'লে ॥

একাধারে মিলন সকল, দেখ্‌তে পাবি দিন ফুরালে।
ওমন যাতে উদয় তাতেই যে লয়, গোল হয়ে যায় কাজের ফলে॥
কাজ ফুরালে সবাই আবার, ভাস্‌বে যখন কারণ জলে।
ওমন ডেকে হেঁকে ললিত বলে, উঠবি তখন মায়ের কোলে॥ ২৭২॥

প্রসাদি সুর।

ডাক দেখি মন মা মা ব'লে।
তুই দাঁড়িয়ে ভব সিন্ধু কুলে॥
আগম নিগম বুঝবি কি মন, গোল বাধে সব দেখ্‌তে গেলে।
তুই দুর্গা ব'লে কাটিয়ে দে কাল্, দেখনা ঘরের কপাট খুলে॥
সাগর ছেঁচে মাণিক নিয়ে, রাখ্‌না আপন ঘরে তুলে।
ওমন কার কায়া এই কিসের মায়া, থাকিস্ না আর গণ্ড গোলে॥
সাধের আশায় কাল কাটালি, বুঝ্‌বি কি দিন ফুরিয়ে এলে।
ওমন ক'রলে যতন হবি আপন, ভুলিস্ না এই পাঁচের ছলে॥
কর্ম্মেতে কার কেটেছে ঋণ, দিন গেলে সব থাক্‌বি ভুলে।
ওমন ললিতকে তোর সঙ্গে নিয়ে, বস্'গে মায়ের চরণ তলে॥ ২৭৩॥

প্রসাদি সুর।

সব গেল যে কর্ম্ম ফলে।
ওমা দেখবি নাকি তনয় ব'লে॥
এত দিন যে অন্ধকারে, কাল কাটালাম মনের ভুলে।
তাই করপুটে দাড়িয়ে আছি, অপার ভব সিন্ধু কুলে॥
তোর ঐ চরণ পারের ভেলা, মন বোঝে মা ঐটী পেলে।
ওমা কার সাহসে সাহস ক'রে, ঝাঁপ দেব সেই অতল জলে॥

রত্ন খুঁজে বেড়াই যত, ততই যে আজ পড়ছি গোলে।
ওমা ঘরে আছে গুপ্ত নিধি, দুষী হ'লে তাও কি মেলে॥
বেদ আগমে কাজের কথা, তাতেই ভ্রম যে বাড়িয়ে দিলে।
এই ললিত কি তোর আসবে যাবে, থাক্‌বে ব'সে কালে কালে॥ ২৭৪॥

প্রসাদি সুর।

ঘর ভেঙ্গে দেয় ভাঙ্গড় এসে।
সদা ভূত নিয়ে কাল কাটায় হেঁসে॥
ভূতের মিলন হচ্ছে যখন, তখন যে সব দেখছে ব'সে।
আবার ভূতে ভূতে ছাড়া ছাড়ি, তাও দেখে সেই সর্ব্বনেশে॥
মায়ের হাতে মায়া আছে, ডুবিয়ে দিচ্ছে বিষয় বিষে।
তাই বিষের বাতি জ্বলছে দ্বিগুণ, গোল হয়ে যায় আপন দোষে॥
বাপের খেলা বাপ জানে সব, মন রে এখন বুঝবি কিসে।
ও তোর আগম নিগম বাপের হাতে, বাপ বিনে কে থাকবে শেষে॥
পাঁচের খেলা বুঝলে এখন, বুঝ্‌তে পারিস্ কৃত্তিবাসে।
মিছে সাধের কাজল পর্‌তে গিয়ে, কাণা হলি অবশেষে॥
পাঁচ নিয়ে এই ললিত ভোলা, দিন বয়ে যায় কর্ম্ম বশে।
তার ঘর ভেঙ্গে শেষ্ উঠিয়ে দিলে, ধর্‌তে যাবে কোন্ সাহসে॥ ২৭৫

প্রসাদি সুর।

ভাবিস কেন দিবা নিশি।
ওমন মায়াতে আজ ভুলিস যদি, কাজ আছে তোর রাশি রাশি
আপন কর্ম্ম আপনি দেখে, ব'সে ব'সে কতই হাঁসি।
ওমন পরের দায়ে কর্ম্ম ক'রে, দুঃখ সাগর মাঝে ভাসি॥

আশার এখন অন্ত কোথা, খুঁজলে গোল যে বাড়ছে বেশী।
ওমন চিরদিন যে আছে সেটার, কাজের সঙ্গে মেশা মিশি॥
পাঁচের কথায় পাঁচ ভুলেছে, কার জন্য আজ হইরে দুষী।
ওরে সুখের ভাগী হবি যদি, ছাড়না সকল দ্বেষাদ্বিষী॥
কাজ হারালে ভাবিস ব'সে, হস্‌রে কৃপার অভিলাষী।
তোর সকল গোলের প্রধান ললিত, আর আছে মা সর্ব্বনাশী॥ ২১৬॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন মা গুমর করে।
সে যে বদ্ধ আছে কর্ম্ম ডোরে॥
সংসারে সব কর্ম্ম প্রবল, তাই নিয়ে সে সদাই ঘোরে।
ওমা পরম তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে, কাকে ধর্‌তে কাকে ধরে॥
অনন্তেতে অনন্ত সব, মন যে বিকায় মাটির দরে।
ওমা শেষের দিনে থাকবে কোথা, খুঁজলে কেউ কি পাবে তারে॥
আজ যেন সে প্রধান বটে, জোর আছে তার আপন ঘরে।
ওমা দেখ্‌তে গেলে সেই যে দুষী, গোল বাধায় সে পরে পরে॥
মন যে যারে পাঁচের সঙ্গে, পরের ধার সে কৈ মা ধারে।
সেই শেষের দায়ে ললিত দায়ী, খেটে খেটে কেবল মরে॥ ২১৭॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে বাড়াবাড়ি।
ও মন কর্ম্ম ছাড়্‌না তাড়াতাড়ি॥
আপন মায়া আপনার কাছে, ঘর ভেঙ্গে চ গুড়ি গুড়ি।
ও মন সব ছেড়ে তুই দেখনা চেয়ে, দুর্গা নাম যে কাণার নড়ী॥

কাজেতে আজ দুষী হ'লে, খেতে হবে যমের ছড়ী।
ও মন কর্ম্ম এসে তবু এখন, দূরে হ'তে দিচ্ছে তুড়ি ॥
খেলা ভাঙ্গলে শেষেয় দিনে, কোথা রবে এ ঘর বাড়ী।
ওমন আর কেন তুই আপন ব'লে, করিস্ এত কাড়াকাড়ি ॥
যার ধন এ সব সেই যে নেবে, কর্‌বে সকল ছাড়াছাড়ি।
এই ললিত কেবল ব'সে ব'সে, দেখ্‌ছে ভেবে গোড়াগুড়ি ॥ ২৭৮ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখনারে মন ভূতের খেলা।
ঐ শিব সঙ্গে নানা রঙ্গে, লাগ্‌ল পঞ্চভূতের মেলা ॥
শিব শিব হ'য়ে ভূত সঙ্গে লয়ে, শ্মশানে মশানে কাটান্ বেলা।
ওমন মিলনে জীবন বিয়োগে মরণ, দেখ্‌লে তবু হস্‌রে ভোলা ॥
ক্ষিতি বহ্নি জল আকাশ সকল, বায়ু শিবরূপে পাঁচের খেলা।
ক্রমে এদিন ফুরালে ছাড়ে যে সকলে, পাঁচে পাঁচ মিলে করিবে ছলা ॥
পাঁচের শাসনে গেলে সে শ্মশানে, আপনা হতে যে বাড়বে জ্বালা।
ওমন কর্ম্ম ফলাফল অনিত্য সকল, ভোগাভোগে এই যেতেছে বেলা ॥
পাগলের মন ললিত এখন, কর্ম্ম নিয়ে ভাল সেজেছে কালা।
ওরে কামনা অনিত্য বোঝে কি সে তত্ত্ব, মত্ত হ'য়ে আজ ভাবেতে ভোলা ॥২৭৯॥

প্রসাদি সুর

আর কি সে মা কথায় ভোলে।
যে জন ডাক্‌তে পারে দুর্গা ব'লে ॥
অপার সিন্ধু সামে যে তার, দেখ্‌ছে ব'সে কর্ম্ম ফলে।
ওমা আপন জোরে শেষের দিনে, হেঁসে উঠ্‌বে পারের কূলে

কথার ছলে কথা বাড়ে, ধর্‌তে গিয়ে পড়ছে গোলে।
ওমা যার ঘরে সব চোরের বাসা, তার যে সকল তারাই নিলে॥
মায়া এসে সব ঠকালে, দেখতে দেয় কি পঁাচের ছলে।
মা সে কর্ম্ম ভোগে ভুগ্‌তে কি আর, থাক্‌বে এসব গণ্ডগোলে॥
আপন ঘরে ললিত ব'সে, ডাক্‌বে সদাই মা মা ব'লে।
ওমা দুর্গা ব'লে দিন কাটালে, ধর্‌তে কি শেষ্ পারবে কালে॥ ২৮০

প্রসাদি সুর।

মা তোমার এই বিচার বটে।
তুমি দেখ্‌লে না আর এ সঙ্কটে॥
কর্ম্ম নিয়ে টানাটানি, বুদ্ধি কিসে থাক্‌বে ঘটে।
ওমা দিন মজুরি কর্ত্তে গিয়ে, আপনি সকল এসে যোটে॥
আপনার জ্বালায় আপনি পাগল, সদাই এখন বেড়াই ছুটে।
ওমা চারদিকে এই কাঁটার বেড়া, চল্‌তে গেলে কঁাটা ফোটে॥
মায়া কাকে কর্‌ব আমি, সবাই হ'ল পঁাচের মুটে।
ওমা লোভে প'ড়ে সব যে গেল, স্থান হলনা কাজের চোটে॥
নিয়ম যেমন তোমার হেথা, তেম্‌নি ললিত বেড়ায় খেটে।
ওমা এমনি ক'রে দিন যাবে তার, শেষে গিয়ে বসবে ঘাটে॥ ২৮১॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা বেশ শিখেছি।
আমার কর্ম্ম যেমন তেম্‌নি এখন, মনের মত ফল পেয়েছি॥
মা মা ব'লে বেড়িয়ে যত, ডেকে ডেকে তোয় খুঁজেছি।
ওমা তেম্‌নি মায়া আজ দেখালি, মা যে কেমন তাও বুঝেছি

ভাল ভেবে বলব সকল, এই আশাতে তোয় ধরেছি।
হেথা ভালয় কে আর পায় তোকে মা, মায়ায় প'ড়ে তাও দেখেছি॥
কর্ম্ম ক'রে কর্ম্মী সবাই, কর্ম্ম যে কি তাও জেনেছি।
ওমা সাধের খেলা ছাড়ব কিসে, খাটতে যখন আজ এসেছি॥
ললিত গেলে সবাই বাঁচে, এতদিনে এই বুঝেছি।
আর মা মা ব'লে ডাক্‌ব না মা, তোর ছলে যে বেশ ঠকেছি॥ ২৮২॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেল মা ভ্রম গেলনা।
ওমা সোজা হ'য়ে চলবো কিসে, আশার যে সব এই ছলনা॥
মন কি এখন দেখছে বুঝে, কর্‌ছে ব'সে কার সাধনা।
ওমা ভ্রমে প'ড়ে দিন গেলে আর, আপনি কর্ম্ম কেউ ছাড়ে না॥
কর্ম্মে বাধ্য থাকলে শেষে, আশার ধ্বংস আর হবে না।
ওমা দিনে দিনে বাড়বে মায়া, দিন গেলে সেই যম যাতনা॥
মা তোর মায়া রইল কোথা, জেনে করিস এই তাড়না।
ওমা নড়ী হারিয়ে অন্ধ এখন, খুঁজলে সেটা আর পাবে না॥
অন্তরেতে দেখনা চেয়ে, ললিতের কি শেষ্ কামনা।
ওমা আপনি যদি দেখিস এসে, দেখিয়ে দিতে আর চাব না॥ ২৮৩

প্রসাদি সুর।

কার তরে সব দিন গণনা।
ওমা কর্ম্ম ক'রে এই তাড়না॥
কাজেতে মা ব্যস্ত হ'লে, মনের মত ধন মেলে না।
ওমা যার ঘরেতে হচ্ছে চুরি, তার যে ভাগ্যে এই ছলনা

তোমার মায়া তোমার কাছে, কেমন যে সে তাও জানি না।
ওমা সাধ ক'রে কি ভুগ্ছি এত, পাঁচের গোলে পাই যাতনা॥
চক্ষে দেখে বুঝিয়ে দিব, এই আশাতে সব সাধনা।
ওমা তাতে এত গোল বাধালে, আমার যে আর হাত থাকেনা।
ক্রমে ক্রমে দিন ফুরাল, গণে দেখলে মন মানে না।
ওমা খেলা ছেড়ে বারেক এস, ললিতের শেষ্ এই কামনা॥ ২৮৪॥

প্রসাদি সুর।

মনরে তোর আজ এই সাধনা।
ও মন ছাড়না মিছে আরাধনা॥
কাজে কাজে কাজ হারালি, কাজ ক'রে তোর ফল হবে না।
ওমন খাটবি যত ভুগ্বি তত, খেটে হিসাব শেষ্ মিলেনা॥
অন্তরে সব লুকিয়ে রেখে, বাইরে খুঁজে কেউ পাবে না।
ওমন আপন ঘরে নাইরে যে ধন, অপরেতে তাও থাকেনা॥
মিছে পূজা ধর্ম্ম কর্ম্ম, এক ধ'রে তুই দিন কাটানা।
ও মন একেতে যে সকল পাবি, এক বিনা কেউ দুই দেখে না॥
ললিত কেন ভাবিস মিছে, ছাড়না এখন সব কামনা।
ওরে স্থির হ'য়ে তুই ঘরে ব'সে, দুর্গা ব'লে দিন কাটানা॥ ২৮৫

প্রসাদি সুর।

ভাবনা হৃদে এলোকেশী।
যদি চাসরে মায়ের কৃপা রাশি॥
কর্ম্ম সূত্রে জগৎ ক্ষেত্রে, কাজের মত হসরে দূষী।
ওরে এক স্থানেতে সব দেখাতে, সৎ অসতে মেশা মিশি॥

হ'য়ে উলাঙ্গিনী মৃদু হাসিনী, শিবে সদা শিব হৃদয় বাসী।
কভু বাল অরুণ জিনেছে বরণ, সেই শ্রীচরণ দেখ্‌না বসি॥
করিলে লক্ষ উজ্জ্বলে বক্ষঃ, সবে স্বপক্ষ হবে যে আসি।
গেলে বিফলেতে দিন হব অতি হীন, দুঃখ পাব যে শেষেতে বসি॥
যত কর্ম্ম ফল করেছি সম্বল, দেখিলে সে সব পায় যে হাঁসি।
এই ললিত উন্মত্ত কি ভাবে নিত্য, এক যে সত্য হর মহিষী॥ ২৮৬॥

প্রসাদি সুর।

সংসারে মা সুখ যে কত।
ওমা দেখতে গেলে সবাই ভোলে, ঠক্‌ছে এসে শত শত॥
মা তোর খেলায় যাচ্ছে বেলা, কর্ম্ম বাড়ছে অবিরত।
ওমা সাজিয়ে কাণা আনা গোনা, এই বুঝি তোর মনের মত॥
কাজের দায়ে সবাই গিয়ে, লোভের হয় যে অনুগত।
ওমা কিসের কর্ম্ম বুঝলে মর্ম্ম, সব হবে শেষ্‌ ভূতগত॥
মাথায় বোঝা পেতে সাজা, স্রোত চলে তার বিপরীত।
তবু মর্‌ছে খেটে ছুটে ছুটে, মায়াতে গোল হচ্ছে যত॥
এ সংসারে থাক্‌লে প'ড়ে, বুঝবে কে আর হিতাহিত।
সেই মায়ের কোলে বস্‌লে ছেলে, বুঝবে ললিত সে আশ্রিত॥ ২৮৭

প্রসাদি সুর।

মা তোমায় কি বুঝবে শঠে।
তবু সব আছে এই ঘটে পটে॥
তোমার কর্ম্ম তুমিই জান, আমরা কেবল বেড়াই ছুটে।
ওমা অন্ধ যে জন সুখী এখন, প্রাণ খুলে সেই মজা লোটে॥

চক্ষের দেখা দেখে কেবল, পড়ছে সবাই এ সঙ্কটে।
ওমা কাজের কাজী করে এখন, বেঁধেছ সব আটে কাটে॥
দিনে দিনে দিন গেল মা, সংসারে আজ খেটে খেটে।
ওমা সময় পাইনা দেখব কখন, দুঃখে কেবল বুক যে ফাটে॥
তোমার খেলায় ললিত এসে, সেজে আছে ভবের মুটে।
ওমা কর্ম্ম কিসে ছাড়বে এখন, সবাই এসে ধরছে জুটে॥ ২৮৮

*প্রসাদি সুর।

কেরে রণ রঙ্গিনী।
ঐ নব নীরদ নিন্দিত, নৃশোণিত রঞ্জিত, কান্তি ছটা,
কেরে মহেশ উরসি, নাচিছে রূপসী, আসবে ষোড়শী, উন্মাদিনী॥
পূর্ণ হিমকর, শোভিত নখর, পদ যুগ্ম ফুল্ল কমলিনী।
ঐ মুক্ত কেশ পাশ, ঘেরেছে আকাশ, যেনরে প্রকাশ, ভুজঙ্গিনী॥
ঐ হাঁসিছে পুলকে, দশন ঝলকে, নয়ন আলোকে, সৌদামিনী।
মৃদুমন্দগামিনী, হ'য়ে উলাঙ্গিনী, দানব দলনী, একাকিনী॥
ঐ ভ্রুকুটি ভঙ্গে, হয় কুরঙ্গে, নাশিছে রঙ্গে, ঘোর নাদিনী।
ত্রাসে নমে মরামর, হেরিয়া কাতর, প্রসারিয়া কর, বর দায়িনী॥
কটি তট ঘেরে, রেখেছে নৃকরে, প্রতি পদ ভরে, বাজে কিঙ্কিণী।
ঐ মুণ্ডমালা গলে, ত্রিনয়ন ভালে, লোলজিহ্বা ছলে, করালিনী॥
হয়ে পরমা প্রকৃতি, পরম মুরতি, হের সর্ব্ব গতি, ঐ জননী।
দীনে করিতে করুণা, শিবে শবাসনা, ললিতের কামনা, পদ তরণী॥২৮৯॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন রে থাকিস্ ভুলে।
ওরে সংসারেতে কর্ম্ম যে তোর, শেষ হবে কি কোন কালে॥

---

* সুর—বেহাগ, তাল—একতালাতেও গীত হইতে পারে।

দিনের কর্ম্মে দিন ফুরাবে, ফল শেষে যে রাখ্‌ছে তুলে।
ওমন মাথায় বোঝা থাকবে যদ্দিন, ততদিন যে পড়বি গোলে॥
কার মায়াতে আপনায় হবি, ডাক্‌বি কাকে আপন ব'লে।
ওমন দিন গেলে সব দেখ্‌বি ব'সে, সবাই ছেড়ে যাবে চ'লে॥
যার কাজে তুই ভুলিস এখন, সেই যে রে তোর সকল নিলে।
ওমন এখন মিছে ভ্রম বেড়েছে, বুঝবি শেষে সময় হ'লে॥
মা মা ব'লে ডাকবি কত, বসগে মায়ের চরণ তলে।
ওমন প্রাণে প্রাণে প্রাণ বাঁচে তোর, দুর্গা নামের সাহস পেলে॥
কাজের কাজী কাজ হারাবি, কাজ নিয়ে সব ঠকিয়ে দিলে।
সেই কর্ম্ম ফল ঐ কর্ম্মে বাড়ে, তাও যে দেখ্‌বি ললিত ম'লে॥ ২৯০॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচ কাজেতে মন যে দুষী।
মন তোর কর্ম্ম আছে রাশি রাশি॥
পাঁচের বোঝা মাথায় এখন, দিনে দিনে হচ্ছে বেশী।
মা তোর যেমন সাজিয়ে দেবে তোদের, তেম্নি সেজে সবাই আসি॥
মনের কর্ম্ম মন করে সব, ধর্ম্মের সঙ্গে মেশা মিশি।
আজ ধর্ম্মা ধর্ম্ম দেখ্‌তে গেলে, দুঃখ পাই যে দিবা নিশি॥
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম হ'লে, মিছে আশায় কৈ আর ভাসি।
আজ লোভে প'ড়ে লাভের আশায়, সবাই কেবল কর্‌ছে কৃষি॥
লোভে লাভে সমান হ'ল, বাড়ল মিছে দ্বেষা দ্বিষী।
তাই মনের আশা রইল মনে, ললিত মিছে ভাবছে বসি॥ ২৯১॥

প্রসাদি সুর।

পার কর মা ভব দারা।
এই অকুল সিন্ধু কুলে ব'সে, প্রাণ কাঁপে যে সদাই তারা॥

একুল ওকুল দুকুল ভাসে, হয়েছি কাণ্ডারী হারা ।
ওমা পারের কড়ি দিতে গিয়ে, শেষের দিনে হব সারা ॥
কর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ জগৎ, তার নিয়ম কি এম্নি ধারা,
ওমা সব দেখি যে চলছে সমান, তবু তুমি নিরাকারা ॥
অপার সাগর সাম্‌নে দেখে, ভাবছি কোথা বিপদ হরা ।
ওমা কপাল দোষে জীর্ণ তরি, পাঁচের বোঝা রইল পোরা ॥
নয়ন থেকে অন্ধ ললিত, তুমি যে তার নয়ন তারা ।
ওমা অভয় দিতে তোমার যে ঐ, দুর্গা নামটি ভুবন ভরা ॥ ২৯২ ॥

প্রসাদি সুর ।

মন ভ্রমরা করছে বাজী ।
আজ যাতে যেতে বলবে তাকে, তাতেই যেতে আছে রাজি ॥
আকাশেতে উঠে কভু, হচ্ছে সেথা কাজের কাজী ।
আবার পাঁচের খেলায় মেতে গিয়ে, কাজ হারিয়ে হয় সে পাজী
আশা এখন অনেক যে তার, তাই হয়েছে একাই তেজী ।
আর সে কি ব'সে দেখছে এখন, কত দিন তার আছে পুঁজি ॥
মধুর আশায় ঘুরছে কভু, উড়ছে তবু মাঝা মাঝি ।
আজ পথ দেখালে কৈ সে শোনে, তাই যে আপনি সবাই মজি ॥
নিজের কাছে থাকতে কমল, বাইরে কেন খোঁজা খুঁজি ।
ঐ মনকে সঙ্গে নিয়ে ললিত, চল্‌নারে তুই সোজা সুজি ॥ ২৯৩ ॥

প্রসাদি সুর ।

দিন যাবে সব সঙ্গে ক'রে ।
আর কেউ কি থাকবে এছার ঘরে ॥
মর্ম্ম বুঝে দেখতে গেলে, কর্ম্ম বিকার পরে পরে ।
ওমা পরের ভাবনা পরে বোঝে, ধর্ম্ম বুঝতে কেউ কি পারে ॥

দায় পোয়াতে সবাই এখন, যোগে যাগে সকল সারে।
ওমা শেষের সে ঋণ শোধের বেলা, তাও কি চলবে ধারে ধোরে॥
সোজা পথ কি কেউ দেখেনা, সাম্নে যেটা সেইটে ধরে।
ওমা বাধা পেলে লাগছে ধাঁধা, আপনি কেবল রেগে মরে॥
ডাকের কথা শোন্‌রে ললিত, সব যে করিস্ মায়ার জোরে।
সেই শক্তি বিনা তুই যে অসার, শেষ্‌কালেতে যাবি স'রে॥ ২৯৪॥

প্রসাদি সুর।

মন কি এখন রঙ্গ পেলি।
ওমন ভুল্‌লি আপন সাধের বুলি॥
সময় বুঝে সাজবি ভোলা, মাখবি মুখে চূণ আর কালি।
ওমন আজও যে তোর সময় আছে, বল্‌না ব'সে কালী কালী॥
কার ধনেতে সেজে এখন, আপনার মাথা আপনি খেলি।
ওমন যাবার দিনে দিবি কাকে, তাও কি ভাবতে ভুলে গেলি॥
আমোদ ক'রে ব'সে এখন, দেখিস কেবল টাকার থলী।
ওমন বাতাস উঠলে সব যাবে তোর, ভাঙ্গা ঘর তাও থাকবে খালি॥
ফাঁকে পেয়ে তুইরে এসে, ললিত কে আজ এই ঠকালি।
ওমন সাধ ক'রে তুই আপনা হ'তে, কেন এখন এমন হলি॥ ২৯৫॥

প্রসাদি সুর।

লাভ পেলে মা সবাই ছোটে।
ওমা ধরছে গিয়ে সটে পটে॥
লোভ যত দিন থাকবে আমার, ততদিন যে মরব খেটে।
ওমা আশা দিয়ে ভুলিয়ে দিলে, বুদ্ধি হ'রে যায় যে ঘটে॥

দিনের কথা ভাবতে গেলে, কর্ম্ম এসে ধরছে জটে।
ওমা সমান ভাবে অম্‌নি আবার, ঘুরে বেড়াই ভবের হাটে ॥
কর্ম্ম যোগে ভ্রম যে বিষম, ঠক্‌তে হয় সে পারের ঘাটে।
ওমা সব বিকালে পরের তরে, নিজের দায়ে উঠব লাটে ॥
কর্ম্ম সূত্রে ললিতকে শেষ্, বাঁধলি এমন আটে কাটে।
ওমা তোর ঐ দুর্গা নামটি যেন, ভুলিয়ে দিস না এ সঙ্কটে ॥ ২৯৬

প্রসাদি সুর।

সংসারে এক স্রোত চ'লেছে।
ওমা তাতেই জগৎ সব ভেসেছে ॥
স্রোতে তৃণ ভাসে যেমন, তেম্‌নি ভেসে সব যেতেছে।
ওমা উল্টো বাতাস দিলে কখন, এক স্থানেতে সব মিলেছে ॥
টানা স্রোতে পড়লে ধরা, সাগর মাঝে শেষ্ পড়েছে।
ওমা তখন যে সেই সেথায় গিয়ে, মায়ে পোয়ে এক হতেছে ॥
এই যে বিষম স্রোতের মাঝে, কত রকম ঢেউ দিতেছে।
সেই ঢেউ এসে শেষ্ ধরবে যাকে, প্রথম তুলে তায় নিতেছে ॥
নাবিয়ে দিয়ে অতল জলে, ডুবিয়ে তাকে শেষ্ ধ'রেছে।
ওমা এই নিয়মে চল্‌ছে সকল, ললিত বুঝতে কৈ পেরেছে ॥ ২৯৭ ॥

প্রসাদি সুর।

অন্ত নাই তার দেখবি কিসে।
এখন ভাবনা বোকা মনরে ব'সে ॥
অনন্ত এই স্রোতের মাঝে, সবাই এখন যাচ্ছে ভেসে।
ওরে অভাব দেখে খুঁজতে গিয়ে, কাল কাটায় যে রঙ্গ রসে।

কোথায় এখন স্রোত চলেছে, উঠ্‌বি গিয়ে কাদের দেশে।
ওমন বুঝে এখন দেখবি কি তুই, আপনি কেবল মরিস হেঁসে॥
চক্ষে দেখলে পেতিস সকল, দেখবি কিন্তু কোন সাহসে।
ওরে আগা গোড়া খুঁজতে গিয়ে, সব দিকে তোর লাগল দিশে॥
ভূতের ঘরে ভূত ঢুকেছে, ললিত কি আর পাবি এসে।
ওরে ঘরের কোণে দেখনা চেয়ে, আছে আশা সর্ব্বনেশে॥ ২৯৮॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাকছে ছেলে।
একবার আয়না মাগো কর্ না কোলে॥
কোলের ছেলে থাকবে কোলে, ডাকলে কেন থাকিস ভুলে।
আজ দূষী যদি হই মা আমি, চ'ক রাঙ্গিয়ে নেনা তুলে॥
মা হয়ে সব জেনে শুনে, ছেলে রাখবি ধূলায় ফেলে।
ওমা কাজের দোষে কপাল দূষী, ঠক্‌ছি এসে পাঁচের ছলে॥
ছেলের মায়া বিষম মায়া, তাও কি মা তোর গেছে চ'লে।
ওমা তবে কেন জগৎ মাঝে, মহামায়া তোকেই বলে॥
মায়ের মত মা হবি তুই, কাঁদ্‌বি যে দিন কাঁদবে ছেলে।
ওমা ললিতের এই দুঃখ যাবে, কোলে ক'রে তুই ভুলালে॥ ২৯৯॥

প্রসাদি সুর।

পা থেকে কি ফেলে দিবি।
আজ কর্ম্ম দোষে আমায় কি মা, সকল দিকে তুই ডুবাবি॥
জেনে শুনে দূষী বটে, তার কত শোধ তুই মা নিবি।
ওমা সময় থাকলে সইত সবাই, এখন কি আর সে দিন পাবি॥

আমাদের কি কপাল দোষে, মায়া সকল ভুলে যাবি।
ওমা অবোধ ছেলে বুঝবে কি সে, তাই দেখে কি মাথা খাবি ॥
ললিত বলে চ'ক রাঙ্গিয়ে, কোলের ছেলে কোলে নিবি।
ওমা দোষের কথা ভুলে গিয়ে, স্নেহের বশে সকল সবি ॥ ৩০০ ॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা কার এ খেলা।
ওমা দিনে আঁধার নিশায় বেলা ॥
পাঁচ মিলেছে একটা ঘরে, গোল যে বাড়িয়ে দিচ্ছে মেলা।
ওমা সময় গেলে অন্ধকারে, মন যে খাচ্ছে পাঁচের ঠেলা ॥
আপনার ঘরে আপনি পাগল, কথা বল্লে সবাই কালা।
ওমা সময় বুঝে পরে এসে, কত বাড়িয়ে দিচ্ছে জ্বালা ॥
কর্ম্ম নিয়ে তাড়া তাড়ি, শেষ হবে কি থাকতে বেলা।
ওমা যে দিকেতে দেখছি চেয়ে, সেই দিকেতেই করিস্ ছলা ॥
মা মা ব'লে ডাকছি যত, ততই বাঁধ্‌লি আমার গলা।
ওমা তবু ললিত অন্ধকারে, খুঁজে বেড়ায় পারের ভেলা ॥ ৩০১

প্রসাদি সুর।

কই জানিস মা ছেলের ব্যথা।
আমি ব'কে কেবল ম'লাম বৃথা ॥
সবাইকে তুই প্রসব ক'রে, ধাত্রী নামে জগন্মাতা।
ওমা চেয়ে কিন্তু দেখ্‌লিনা শেষ্, সেই ছেলে সব রইল কোথা ॥
মায়ে মারে আদর ক'রে, তাতে কি আর হয় মা ব্যথা।
ওমা পরের হাতে ছেলের শাসন, সমান চল্‌ছে হেথা সেথা ॥

কান্না শুনে আসবি ছুটে, শুন্‌বি সকল মনের কথা।
হেঁ মা কি দোষ পেয়ে কঠিন হলি, খেতে চাস যে ছেলের মাথা ॥
দিন ফুরালে মরণ কালে, আসবে যখন পরম পিতা।
ওমা ললিতের কি তেমন দিনে, যাওয়া আসাই হবে বৃথা ॥ ৩০২ ॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে কাঁদ্‌লে ছেলে।
ওমা পেয়ে ব্যথা আসবি হেথা, তুলে নিবি আপন কোলে ॥
কান্না শুনে কাঁদ্‌লে মনে, মায়ের মত মা যে বলে।
আমার তুই মা যেমন কেউ কি কখন, দেখেছে মা কোন কালে ॥
কঠিন হ'য়ে ভাসিয়ে দিয়ে, ছেলের মায়া আছিস ভুলে।
ওমা না পেয়ে কুল হ'লাম ব্যাকুল, জল থেকে তুই নেনা তুলে ॥
আপনি এসে কাছে ব'সে, দাব্‌ড়ি দিবি দূষী হ'লে।
ওমা পরের হাতে যাতে তাতে, কেন এখন রাখলি ফেলে ॥
পাঁচের ধারা কল্লে সারা, দিচ্ছে কত আগুন জ্বেলে।
ওমা ললিত কিসে কাঁদবে শেষে, মায়ে পোয়ে থাকলে মিলে ॥ ৩০৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজ হারালাম কাজের ভুলে।
ওমা ভাসছি ভব সিন্ধু জলে ॥
কাজের জন্য টানা টানি, সময় বুঝে সবাই চলে।
ওমা মোহ আপনি বাড়ায় মোহ, কর্ম্ম বিপাক একেই বলে ॥
কার মায়াতে বাড়ছে মায়া, গোল বাধে মা দেখতে গেলে।
তবু চক্ষে দেখে আপনি সবাই, ঠকছে ব'সে কে কার ছলে ॥

যার মায়াতে পড়ছে বাঁধা, সেই যে আবার ফেলছে গোলে।
ওমা আসা যাওয়া সব যে বৃথা, সমান চল্‌ছে কর্ম্ম ফলে ॥
কর্ম্ম বিপাক মাঝে ফেলে, ললিতকে কি রাখ্‌বি ঠেলে।
ওমা তোর খেলাতে সবাই পাগল, ভুল্‌ব কি তা জীবন গেলে ॥৩০৪॥

প্রসাদি সুর।

দিন গণনা দিনে রাতে।
ওমা সব আছে যে তোর করেতে ॥
কিসের কর্ম্মে কে কার দায়ী, সবাই ঘোরে সেই একেতে।
ওমা মায়াতে যে বদ্ধ কায়া, ঠক্‌ছি আপনি যাতে তাতে ॥
দিন এলে সে দিন ফুরাবে, আর কে পারে ফিরিয়ে পেতে।
ওমা জীবন গেলে শেষের দিনে, ঠেক্‌ব দায়ে হিসাব দিতে ॥
কার জোরেতে দিন যাবে মা, দূষী এখন সব কাজেতে।
ওমা দোষের ভাগী কর্‌বি বটে, পারিস না কি পথ দেখাতে ॥
অনন্ত স্রোত চল্‌ছে যেমন, সবাই ভেসে যাচ্ছি তাতে।
ওমা জানিস সে সব মনের খেলা, ধর্‌বি তবু এই ললিতে ॥৩০৫॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের মায়া বল মা কেমন।
ওমা তুই না আমায় বুঝিয়ে দিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব এখন ॥
মায়ের কাজ যে মায়ে জানে, ছেলে কি তার কর্‌বে স্মরণ।
ওমা কাজের কাজী হ'য়ে কেবল, খেটে খেটে গেল জীবন ॥
মা মা ব'লে ডাক্‌তে জানি, ডাক্‌ব সদাই ক'রে যতন।
ওমা এক ডাকেতে আসবি যে দিন, সে দিন পাব মনের মতন

মায়ের কোলে থাক্‌লে ছেলে, দূর হয়ে যায় মনের বেদন।
ওমা সকল কথা মন জানেনা, বুঝ্‌লে কি আর হবে গণন ॥
ললিতের এই আশা এখন, ধর্‌বে তোর ঐ যুগল চরণ।
ওমা ছেলে ব'লে কবে তাকে, কোলের কাছে কর্‌বি গ্রহণ ॥ ৩০৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মনরে কার এ করিস পূজা।
এ তোর পূজা নয় রে পাস্‌ যে শাজা ॥
অন্তরেতে দেখ্‌না চেয়ে, কত রকম হচ্ছে মজা।
ওরে পাঁচের ধরণ পাঁচের কাছে, ঘুরে ঘুরে সবাই তাজা ॥
খুঁজে এখন দেখ্‌নারে মন, কে আছে তোর ঘরের রাজা।
ওমন মিল্‌লে একে সকল পাবি, সমান হবে রাজা প্রজা ॥
লোক দেখান পূজা ক'রে, বাড়ছে কেবল মাথার বোঝা।
ওমন নাবিয়ে দিলে ছাড়্‌বে কে তোয়, পাঁচ মিলে সব দেখবে মজা ॥
পূজা দেখে ভুলে গেলি, তাই এত সব ভাবিস সোজা।
ওরে ললিত এখন ভাব্‌ছে ব'সে, দেখে কত দেবে গোঁজা ॥ ৩০৭

* প্রসাদি সুর।

জাগ কুল কুণ্ডলিনি।
ওমা আধার কমলে, চতুর্দ্দল দলে, কেন মা রয়েছ একাকিনী ॥
স্বয়ম্ভু ঘেরিয়া, রয়েছে অভয়া, হয়ে আছ দেখি ভুজঙ্গিনী।
ওমা সার্দ্ধত্রি বলয়ে, শয়ন করিয়ে, রূপেতে জিনেছ সৌদামিনী ॥
এই হৃদি পদ্মাসন, কর মা গ্রহণ, দেখি শ্রীচরণ, ওমা ঈশানি।
আমার নাই যে সাধনা, ওগো ত্রিনয়না, পূর্ণ কি বাসনা, হবে জননি

* সুর বেহাগ তান একতালায় গীত হইতে পারে।

কর্ম্ম হরে বল, কামনা প্রবল, দুর্ব্বলের বল, তুমি শিবানি।
ওমা লক্ষ্য এক স্থানে, দেখিলে নয়নে, তবে বুঝি মনে, ভব ভামিনি॥
করিতে বিহিত, দুর্ম্মতি ললিত, ভোলে নিজ হিত, কাল বারিণি।
ওমা দিন হ'লে শেষ্, আসিবে ভবেশ্, ছাড় নিদ্রা বেশ. দীন তারিনি॥৩০৮॥

প্রসাদি সুর।

মন তুই ভোলা এইত লেটা।
ওরে ঘরের ভিতর অন্ধকারে, বিষম শত্রু দেখনা ছটা॥
পায়ে বাঁধা মায়ার বেড়ী, আপনি এখন খুল্‌বি কটা।
ওরে চ'ক্ চেয়ে না চলিস্ যদি, পায়ে পায়ে ফুটবে কাঁটা॥
যারা এখন সঙ্গীরে তোর, দেখ্‌তে গেলে সবাই ঠ্যাঁটা।
ওরে নটা দ্বার যে ঘরের খোলা, তবু সকল রইল আঁটা॥
বুঝ্‌তে গেলে বুঝ্‌বি কিসে, ব'সে আপনি ভাবিস মোটা।
ওমন কপালে হাত দেখ্‌না দিয়ে, তাও যে রে তোর বিষম ফাটা
ললিত ব'সে দেখ্‌ছে হেঁসে, কেউ যে শেষে রয়না গোটা।
ওমন তুই দুষী কি কর্ম্ম দুষী, ক্ষেপা ক্ষেপী বুঝ্‌বে সেটা॥ ৩০৯।

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌নারে মন দুর্গা ব'লে।
যদি উঠ্‌বি গিয়ে মায়ের কোলে॥
ঘরে যে তোর ছজন ঠেঁটা, ঘুরছে তারা আপন বলে।
ওরে কাজের বেলা গোল বাধাতে, আসছে তারা কতই ছলে॥
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে, সকল যে তুই যাস্‌রে ভুলে।
ওরে ভাব ছেড়ে তুই অভাব দেখে, লক্ষ্য রাখিস কর্ম্ম ফলে॥

আপন ব'লে ভাবিস যারে, মায়া কি তার থাকবে কালে।
ওমন আশার আশা কর্ম্মনাশা, তাও যে বুঝ্‌বি সময় হলে ॥
দিনে দিনে দিন ফুরাল, ক্রমে পড়্‌লি বিষম গোলে।
ওরে শেষের দিনে তারাই দুষী, ভাস্‌বে ললিত অতল জলে ॥ ৩১।

প্রসাদি সুর।

মনের মতন খুঁজে দেনা।
ওরে সেই যে আপন পরম রতন, যার কাছে সব নেনাদেনা ॥
খুঁজে এখন দেখ্‌বি কি তুই, কর্‌বি কেবল আনাগোনা।
ওরে কষ্ট পেয়ে চির দিনটা, দুঃখ কি ধন রইল জানা ॥
কাজের দায়ে খাটিস্‌ বটে, খাট্‌তে কি তোর করি মানা।
ওমন সময় পেলে সময় বুঝে, মায়ার বেড়ী কেটে নেনা ॥
চিরকালটা ঘুরে মরিস, পথে চলিস্‌ হয়ে কাণা।
ও মন আস্তে যেতে সব গেল তোর, লাভের মধ্যে কেউ থাকেনা।
আপন ঘর তুই বুঝ্‌বি যে দিন, সেদিন কষ্টের ভয় রবেনা।
ওমন তুইও বোকা ললিত বোকা, বুঝে কর্‌না দিন গণনা ॥ ৩১১

প্রসাদি সুর।

মন মজরে দক্ষিণেতে।
ওরে সকল ভুলে আপন ভেবে, লক্ষ্য ছাড়্‌না দক্ষিণেতে ॥
শেষের দিনে মহা ঘোরে, যেতে হবে দক্ষিণেতে।
ওরে সে দিন দেখ্‌বি আঁধার সকল, লক্ষ্য নাই বাম দক্ষিণেতে
বাম করে মার খড়্গ মুণ্ড, বর অভয় যে দক্ষিণেতে।
তাই বামা আচার ছেড়ে এখন, সদা অভয় দক্ষিণেতে ॥

তোর যেন শেষ্ কাজের ফলে, বাতাস উঠে দক্ষিণেতে।
ওরে সোজায় ভেসে যাবি তখন, ভয় কিরে তোর দক্ষিণেতে ॥
ভবের মায়া দেখ্‌নারে তোর, বামে পিছে দক্ষিণেতে।
ওরে সাম্‌নে ললিত সকল ফাঁকা, সব অসুখ এক দক্ষিণেতে ॥ ৩১২ ॥

প্রসাদি সুর।

সাজ ক'রে মা সাধব কত।
ওমা ক্রমে দিন যে হচ্ছে গত ॥
মনের আশা রইল মনে, কেউ হ'লনা মনের মত।
ওমা মনে ভাবি ধর্‌ব এঁটে, ফাঁক পেয়ে যে পালায় যত ॥
সাধের জন্য সেধে সেধে, প্রাণে আমি হ'লাম হত।
ওমা অভাব দেখে মন যে আমার, বিষয় বিষে সদাই রত ॥
কাজের বেলা কাজ হারিয়ে, কর্‌লাম সকল ভূতগত।
ওমা ভূতে ভূতে হ'লে মিলন, দুঃখ পাই যে অবিরত ॥
ভেবে কিছুই ঠিক হ'লনা, কার ভয়ে এই ললিত ভীত।
আজ তুই আমার মা ব্রহ্মময়ী, জগৎ যে তোর পদাশ্রিত ॥ ৩১৩

প্রসাদি সুর।

বাহ্য পূজা কিসের তরে।
একে যে এই জগৎ আছে, তাও রয়েছে ঘরে ঘরে ॥
পূজা কর্‌লে যে ভাব আসে, ভক্তি এখন বলছে তারে।
ওমন একলা ব'সে ভাব্ দেখি তুই, বেড়াস্ ভবে কিসের জোরে ॥
কাট আগুনে যাবি চ'লে, ধ'রে থাক্‌তে পাবি কারে।
ওমন সেদিন যে তোর তারণ কারণ, সেই আছে যে সব আধারে

অন্তরেতে লক্ষ্য রেখে, সকল কর্ম্ম নেনা সেরে।
ওমন বাইরে মেলা ছেলে খেলা, তাতে কেন মরিস্ ঘুরে॥
পাঁচের ভেল্‌কি দেখে ললিত, ভাব লেগেছে মায়ার ঘোরে।
ওরে মনকে নিয়ে দেখ্‌না এসে, ঘরে বাইরে সমান ক'রে॥ ৩১৪॥

প্রসাদি সুর।

কার মা এ দোষ বল্‌ব বল।
ওমা শিব গড়তে বানর হল॥
কপাল নিয়ে টানা টানি, ভাবি তাতে এতই ছিল।
ওমা নিজের খেলা নিজের কাছে, দেখ্‌তে গেলেই সব যে গেল॥
কার দায়ে মা হ'লাম দায়ী, কেউ কি আমায় দেখ্‌তে দিল।
ওমা আপনার বেলা পরকে দুষী, পরের বেলাই গোল বাধিল॥
কোথা থেকে মায়ার ছলে, ভাগের ভাগী আপনি এল।
ওমা চ'কের সাম্‌নে ঠকিয়ে দিয়ে, সকল ভাগ যে তারাই নিল॥
দুষী এখন কর্‌ব কাকে, কে কোথা মা আপন ছিল।
ওমা কাজে কাজেই বোকা হ'য়ে, ললিতের এই ফল ফলিল॥ ৩১৫॥

প্রসাদি সুর।

কার দোষে মা ভোগাস কাকে।
ওমা সবাইকে তুই ঠকিয়ে কেন, বেড়াস এত ফাঁকে ফাঁকে॥
ছল ক'রে তুই ভোলাস্ যাকে, কত রঙ্গ দেখাস্ তাকে।
ওমা তোর খেলাতে ভয় করি না, ভয় যে কেবল কালের পাকে॥
মন বোঝেনা বলব কারে, লোভ বেড়েছে চক্ষে দেখে।
ওমা অবুঝ হয়ে আপনি বোঝে, তুই এসে শেষ্ বোঝাস যাকে॥

সোজা পথে চল্‌তে গেলেও, কাছের শত্রু সবাই রোকে।
ওমা কাজের বেলা লক্ষ্য ছেড়ে, বেড়ায় সবাই আপন ঝোঁকে॥
কর্ম্মফলে বাধ্য জগৎ, তাও যে দেখি চ'কে চ'কে।
ওমা খাটিয়ে নিয়ে গোল বাধাবি, ললিত কেবল মর্‌বে ব'কে॥ ৩১৬॥

প্রসাদি সুর।

শুন্‌বি কি মা মর্‌ব ব'কে।
ওমা কাজের বেলা ভুলে সকল, ধর্‌তে যাই যে যাকে তাকে॥
মনের কথা রইল মনে, ঘুরে বেড়াই বলবার পাকে।
ওমা বল্‌ব কাকে তাই জানিনা, চিরদিন যে ম'লাম ঠ'কে॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তারাই এখন রইল সুখে।
আমার যেমন কপাল তেম্‌নি হ'ল, দিন গেল সব ফাঁকে ফাঁকে॥
কেবল হেথা ভাবছি ব'সে, দুর্গা নামটি বল্‌ছি মুখে।
ওমা মনে জ্ঞানে মিলবে যে দিন, সে দিন সমান দেখব চ'কে॥
কত দুঃখে যায় যে এদিন, আপন ভেবে শোনাই কাকে।
ওমা ক্রমে কাল যে আসছে কাছে, ললিত ভাবছে সেটার পাকে॥৩১৭॥

প্রসাদি সুর।

আপনার মায়া আপন মনে।
ওমা পরকে মায়া থাক্‌বে কেনে॥
পরে পরে মিলন হ'লে, আপনি বাঁধন ধর্‌ছে টেনে।
ওমা ঘরের ভিতর যে ঘর আছে, সেটা কি আর খুঁজবে জ্ঞানে॥
বুঝিয়ে সকল বল্‌তে গেলে, স্থির হ'য়ে আজ কে আর শোনে।
ওমা আস্‌ব যাব খাট্‌ব ব'সে, এই কথা যে সবাই জানে॥

ঘরে ব'সে কাজ বাড়ালে, ভুগ্‌তে হবে শেষের দিনে।
ওমা দেখে শুনে ধর্‌লে পরে, সব পাওয়া যায় কাণে কাণে ॥
আগম নিগম দেখে কি কাজ, ভুল হবে সব পূজা দানে।
তাই ললিতের এই ভিক্ষা কেবল, বিদায় দে মা মানে মানে ॥ ৩১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মায়া কি মা হয় যতনে।
যদি ভুলিস সদাই আপন মনে ॥
মনের কথা মন জানে সব, শুনিয়ে দিলে শুনবি কেনে।
ওমা ভুগ্‌তে এসে ভুগ্‌ব ব'সে, ভুলিয়ে দিবি তুচ্ছ ধনে ॥
কার যে এ ধন কেন দিলি, বুঝ্‌ব কেবল শেষের দিনে।
ওমা ফাঁকীর উপর বাড়িয়ে ফাঁকী, বলিস কত কাণে কাণে ॥
মানের জন্য টানা টানি, মন কি আমার কথা শোনে।
ওমা মন ভোলাতে তাই এত সব, আপনি যে তুই দিলি এনে ॥
বোকা ললিত ভুলবে কত, দিন কাটাবে নাম স্মরণে।
ওমা জগতে সব দেখ্‌বে ব'সে, গোল করিস কি নিস্‌ চরণে ॥ ৩১৯

প্রসাদি সুর।

মন রে ভোলা হয় কি স্মরণ।
ওরে সমান যে তোর জন্ম মরণ ॥
পাঁচের খেলা নিয়ে যে তুই, খেলিস ব'সে থাক্‌তে জীবন।
ওমন শেষেও যে তোর পাঁচের মেলা, সমান হবে এখন তখন ॥
জন্মকালে পাঁচটা ভূতে, এক আধারে হচ্ছে মিলন।
তোর জীবন গেলে, তেম্‌নি আবার, একেতে পাঁচ দেখবে নয়ন ॥

সংসারেতে এসে কেবল, পাঁচা পাঁচি পাঁচের ধরণ।
ওমন সমান বুঝে দেখ্‌না ব'সে, সব হবে তোর মনের মতন॥
ভয়েতে আজ ভুলিস্‌ কেবল, কার আশা কে করে পূরণ।
ওমন দুর্গা ব'লে ছাড়না মায়া, ললিত হাতে পাবে রতন॥৩২০

প্রসাদি সুর।

কাজ হ'ল মা কাজের কারণ।
ওমা জগৎ আঁধার শুধ্‌বে কে ধার, দিন ফুরালে ধর্‌বে শমন॥
বাড়িয়ে খেলা দেখ্‌ছি মেলা, ক্রমে বেলা যায় যে এখন।
হ'য়ে আশায় পাগল সব হ'ল গোল, ছাড়ব কিসে পাঁচের ধরণ॥
ভাবনা এনে ধ'রছে কাণে, নিচ্ছে টেনে কর্‌ছে শাসন।
ওমা সাজিয়ে কাণা আনা গোনা, আর হ'ল না কর্ম্ম সাধন॥
ভাব্‌লে ব'সে শত্রু হাঁসে, কার দোষে কার হচ্ছে তাড়ন।
শেষে ভাঙ্গলে বাসা ছাড়বে আশা, আপন দশা দেখ্‌ব কখন॥
কাজের কাজী হতে রাজি, কতই বাজী দেখছে নয়ন।
তবু আপনি সেজে ললিত মজে, আর কি খোঁজে মনের মতন॥ ৩২১॥

প্রসাদি সুর।

অভয় দেমা কাণে কাণে।
নইলে দেখ্‌তে চাইলে পাব কেনে॥
নিরাকার তুই চিরদিন মা, সাকার ছবি কোন সাধনে।
ওমা সব অনিত্য চারদিকেতে, পরমতত্ত্ব থাকুক মনে॥
আশার সুসার চাইনা আমি, বসব কেবল তোর চরণে।
শেষ একাধারে সকল মিলন, দেখ্‌ব হৃদি পদ্মাসনে॥

লাভের মধ্যে এই ভোগা ভোগ, দেখিয়ে দেব পারের দিনে।
ওমা নিত্য ধনে তখন দাবী, এখন কি আর কর্‌ব জেনে ॥
কর্ম্ম দোষে মর্ম্ম ব্যথা, ভুগছে ললিত সময় গুণে।
ওমা শেষের দিনে কাঁদলে ছেলে, লাগবে ব্যথা মায়ের প্রাণে ॥ ৩২২ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি জানে তোর সাধনা।
ওমা ভবের ঘোরে মর্‌বে ঘুরে, বুঝিয়ে দিলে সেও বোঝেনা ॥
রিপুদের যে বাড়া বাড়ি, সময় নৈলে কেউ ছাড়েনা।
ওমা কতই আশা কর্ম্ম নাশা, শেষের দশা আর ভাবেনা ॥
অনিত্য ধন সাম্‌নে দিয়ে, দিস্ যে ভবে এই যাতনা।
ওমা আপন ব'লে টান্‌তে গেলে, চার দিকেতে কেউ রবেনা ॥
দোষের ভাগী হ'য়ে এখন, করি কেবল দিন গণনা।
আজ পরের দায়ে বেড়াই সয়ে, আপন দায় কি মন জানে না ॥
মায়ে পোয়ে সমান হ'লে, কেউ যে কারও খোঁজ করেনা।
ওমা ডাক্‌লে ললিত করিস্ বিহিত, হয় না যেন যম তাড়না ॥ ৩২৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মন যে মা গো সর্ব্বনেশে।
ওমা কাজের পাগল সব ক'রে গোল, আমায় কেবল ঠকায় শেষে ॥
পরের খেলা দেখবে মেলা, নিজের বেলা বেড়ায় হেঁসে।
ওমা উড়িয়ে ধ্বজা দেখ্‌ছে মজা, পাঁচের শাজা ভুগ্‌বে ব'সে ॥
দেখ্‌তে জানে বল্‌লে শোনে, তাও যে কেনে ভুলছে এসে।
ওমা বুঝ্‌ব যত খাটব তত, মনের মত পাব কিসে ॥

বাড়্‌লে মায়া করবি দয়া, পাঁচের কান্না যাগ্‌না ভেসে।
ওমা আপনি ঠ'কে মরব ব'কে, ধরব যাকে সেও যে রোষে॥
কাজের দোষে যাই যে ভেসে, চক্ষে এসে লাগছে দিশে।
ক্রমে দিন যে গেল সব ফুরাল, ললিত রইল আশার আশে॥ ৩২৪

প্রসাদি সুর।

ভুল হবে মা সময় গুণে।
ওমা ভাবতে গেলে পাব কেনে॥
কাজেতে সব মত্ত হ'লে, আপন দায় কি থাকে মনে।
ওমা কার ঘরে কে জোর করে আজ, বুঝবে সবাই শেষের দিনে॥
ছাড়িয়ে যেতে পারবে কেমা, মায়াতে যে রাখ্‌ছে টেনে।
ওমা চার দিকে তাই বদ্ধ হ'য়ে, প'ড়ে আছি ঘরের কোণে॥
লক্ষ্য আছে কর্ম্ম ফলে, তাও যে নষ্ট একের বিনে।
ওমা কাঁদলে শেষে গোল বেধে যায়, কেউ কি কারও কথা শোনে
লাভের মধ্যে আসা যাওয়া, সবাই বুঝ্‌ছে মনে মনে।
ওমা তবু ললিত বলছে তোকে, দুঃখ এত দিস্ না এনে॥ ৩২৫॥

প্রসাদি সুর।

আর মা এসে দিস্‌না আশা।
ও তোর আশা নয় সে কর্ম্ম নাশা॥
যে খেলা তুই খেলতে দিলি, সেই খেলাতে ভাঙ্গবে বাসা।
আবার আপনি আমায় দুখী ক'রে, শেষের দিনে হবি কসা॥
মায়া থাকলে বাড়ত মায়া, দেখ্‌তে পেতিস্ আমার দশা।
ওমা পরের দায়ে সব গেল যার, তার কোথা শেষ্ থাকবে নেশা॥

পাঁচকে দিয়ে পাঁচ মাতালি, জ্ঞান হারিয়ে সবাই চাষা।
ওমা তোর কথাতে ঠকে কেবল, সার হ'ল এই যাওয়া আসা ॥
আপন দোষে ললিত ভুলে, দেখ্‌ছে কতই ভাসা ভাসা।
ওমা খেটে খুটে দিন কাটাবে, মনের আশা থাকবে পোষা ॥ ৩২৬ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌তে এসে দেখ্‌বি কত।
হেথা সেজে পাগল সব করে গোল, খেলা ঘরের খেলার মত ॥
নূতন কিছু নাই মা হেথা, কাঁদছে সবাই অবিরত।
মাগো একবার এসে দেখলে ব'সে, মনের মতন সকল হ'ত ॥
সাধ ক'রে মন বেড়ায় ঘুরে, তার দোষে এই দুঃখ এত।
ওমা পাঁচের ধরণ ছাড়লে এখন, কে আর হেথা দুঃখ পেত ॥
ধ্যান ধারণা পূজা ক'রে, সবাই মা তোর পদাশ্রিত।
কেবল লোভে প'ড়ে এ সংসারে, অন্তরে গোল বাড়ছে যত ॥
সন্ধ্যা হ'লে খেলা ভেঙ্গে, চলবে পথে শত শত।
ওমা সেই দিনে এই ললিত পাগল, দেখবে কে কার অনুগত ॥ ৩২৭

প্রসাদি সুর।

সাজ ক'রে কি সাধ মেটেনা।
ওমন খুঁজতে রতন কর যতন, আর কেন এ পাও যাতনা ॥
তারা নাম আজ বলছ মুখে, শেষে বলতে তাও পাবে না।
ওমন এ দিন গেলে পড়বে গোলে, বারেক কি আজ তাও ভাবনা ॥
অভাব দেখে ঘুরছ বটে, খেটে কিন্তু ফল মেলে না।
ওমন আপন ঘরে দেখ্‌লে ঘুরে, পূর্ণ হবে সব কামনা ॥

আশার আশা ভাল বাসা, ভরসা শেষে কেউ দেবে না।
ওমন সাজবে যত ভুগবে তত, পথের সঙ্গী কেউ রবেনা ॥
কাজ ক'রে আজ বাড়্‌ছে মায়া, ললিতের কি এই সাধনা।
কিন্তু কোনটি আপন মনের মতন, দেখিয়ে আজও কেউ দিলে না ॥৩২৮॥

প্রসাদি সুর।

মনরে ভোলা বেড়াস্ হেঁসে।
ওরে কাটল না তোর চ'কের দিশে ॥
সংসারে তোর সুখ যে কত, দেখ্‌লি সে সব ব'সে ব'সে।
ওরে আপন জেনে ডাক্‌তে গেলে, কেউ কি হেথা কাছে আসে ॥
কার ধন এখন দিলে কাকে, বুঝলি না তাও আপন দোষে।
তাই খেলার ঘরে দিন কাটালি, এক বানে শেষ্ যাবি ভেসে ॥
ভেবে ভেবে সময় গেলে, মনের মত পাবি কিসে।
ওরে ঘরে বাইরে সমান হ'লে, তাতেই গিয়ে সকল মেশে ॥
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম বড়, সে সব এখন ছাড়্‌বি কিসে।
তাই দেখে শুনে কল ফলেছে, ললিত রইল আশার আশে ॥ ৩২৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কে কার আছে এই জগতে।
ওমা সবাই আছে এক ভ্রমেতে ॥
নিত্য নুতন দেখ্‌ছে হেথা, তাতেই গোল যে হয় মনেতে।
ওমা চ'ক চেয়ে আর দেখবে কি কেউ, সব আছে যে সেই একেতে ॥
আপন ব'লে ভাব্‌ছে সকল, বাঁধা আছে এক মায়াতে।
ওমা বুঝে দেখ্‌লে বুঝত সবাই, চেষ্টা হ'ত তাও কাটাতে ॥
পরের সঙ্গে পরের খেলা, পর নিয়ে বাস এক ঘরেতে।
ওমা সময় হ'লে সবাই যাবে, কেউ কি আস্‌বে আর কাছেতে ॥

আজ ঘেরে সব আছে যারা, তারাই দুষ্‌বে সেই শেষেতে।
আবার তারাই পরকে আপন ক'রে, ভুলবে কেবল এই ললিতে ॥৩৩০॥

প্রসাদি সুর।

মনরে মায়া করবি কত।
ও তোর দিন যে ক্রমে হচ্ছে গত ॥
ঘরের ভিতর দেখলে চেয়ে, মিলবে কত সুতাসুত।
ওরে ঘর ভেঙ্গে তোর যাবে যে দিন, সে দিন কোথা থাক্‌বে তত॥
ঘরে বাইরে দেখ্‌না চেয়ে, মিলন হচ্ছে শত শত।
ওরে চ'ক থেকে তুই কাণা হলি, তাই এ দুঃখ অবিরত ॥
কার মায়াতে বাঁধলি কাকে, কার হলি তুই অনুগত।
ওরে চ'কের ধাঁধা কাট্‌লে পরে, পাঁচের খেলা বুঝবি যত ॥
অন্ধকারে হাতড়ে কেবল, ললিত খুঁজছে মনের মত।
আজ অন্ধ জনা হারিয়ে দণ্ড, হয় কিসে মা পদাশ্রিত ॥ ৩৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা সুখ যে কিসে।
ওমা সবাই ঘুরছে কর্ম্ম দোষে ॥
সংসারে মন এসে কেবল, কর্ম্ম কর্‌বে ব'সে ব'সে।
ওমা কাজের বেলা গোল করে সে, দিন কাটাবে রঙ্গ রসে॥
দায়ের দায়ী হ'লে পরে, মন যে কেবল বেড়ায় হেঁসে।
ওমা সময় গেলে কে কার দায়ী, বুঝতে সেটা পার্‌বে শেষে ॥
প'াচের জন্য ঘুর্‌ছে জগৎ, নিদান কালে যাচ্ছে ভেসে।
ওমা যাওয়া আসা সমান হ'লে, ঠক্‌বে কেবল সর্ব্বনেশে॥

কাট্‌তে গেলে কৈ কাটা যায়, রাখ্‌লে এম্নি মায়ার বসে।
ওমা সুখের ভাগী নয় এ ললিত, চির দুঃখী হেথায় এসে॥ ৩৩২॥

*প্রসাদি সুর।

কে রে বামা রণ সাগরে।
ঐ দাঁড়ায়ে শিব শব উপরে॥
বামা হ'য়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, মৃদু মৃদু হাসি, ধরে অধরে।
কভু ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে, নাচিছে রঙ্গে, সবে আতঙ্গে, নমে কাতরে॥
বামার চরণের প্রভা, বাড়ায়েছে শোভা, যেন রক্ত জবা, ভাসে সাগরে।
নব নীরদ বরণী, নৃমুণ্ড মালিনী, সদা একাকিনী, ঐ ভ্রমেরে॥
ঐ যে ত্রিনয়না, বিলোল রসনা, নৃকর ললনা, রয়েছে প'রে।
আবার কটিতে কিঙ্কিণী, করিতেছে ধ্বনি, তালে তালে ধনী, নাচে আদরে॥
চতুর্ভুজা বামা, রূপে নিরুপমা, কি দিয়ে উপমা, দেখাব তাঁরে।
কেহ নাহি পেয়ে কুল, অসুরের কুল, হয়েছে ব্যাকুল, এই সমরে॥
কভু করিছে অপাঙ্গ, কখন ভ্রুভঙ্গ, সাজায়েছে অঙ্গ, নর রুধিরে।
ওমা শিবেশবাসনে, হৃদি পদ্মাসনে, ললিত জীবনে, রাখিবে ধ'রে॥ ৩৩৩॥

প্রসাদি সুর।

পেলেও মনের আশ মেটেনা।
ওমা মন যে আজও তাও বোঝেনা॥
শত পেলে সহস্র চায়, তাতেও শেষে মন উঠেনা।
ওমা সহস্রের পর লক্ষে দাবী, লক্ষে লক্ষ্য আর ছাড়েনা॥
লক্ষ পেলে কোটির আশায়, করে কেবল দিন গণনা।
ওমা কোটি পেলে রাজ্য চাবে, আর যে চাইতে ভয় খাবে না।

* সুর বেহাগ—তাল একতালায় গীত হইতে পারে।

ইন্দ্র চায় মা ব্রহ্মা হ'তে, গোলক বাসে যার বাসনা।
ওমা আশা হ'লেই বাড়ছে আশা, করে কেবল তার সাধনা ॥
ধনের মধ্যে তোর ঐ চরণ, একেই পূর্ণ সব কামনা।
ওমা ললিত বলে ও ধন পেলে, মন যে কিছু আর চাবে না ॥ ৩৩৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মনরে তোকে ভয় কি খাব।
মায়ের নাম গেয়ে যে দিন কাটাব ॥
তোর খেলাতে জগৎ পাগল, তোকে কি আর খেল্‌তে দিব।
ওরে হৃদয় মাঝে গুপ্ত নিধি, যখন ইচ্ছা দেখ্‌তে যাব ॥
কর্ম্মদোষে যমের শাসন, সে সব আমি আর কি সব।
ওরে যমরাজাকে দেখিয়ে কলা, মায়ের কোলে লুকিয়ে রব ॥
মায়াতে যে রইলি ভুলে, তাতে কি আর পথ হারাব।
ওরে নামের গুণে দেখ্‌বি শেষে, যেমন চাব তেম্‌নি পাব ॥
মায়ের বেটা মাকে ডেকে, সকল ভয় যে দূর করিব।
ওরে ললিত বলে সব ফুরালে, যেমন ছিলাম তেম্নি হব ॥ ৩৩৫ ॥

প্রসাদি সুর।

সমান করনা দিনে রাতে।
ওমন আপন ব'লে খুঁজিস্ যাঁকে, দেখনা তাঁকে যাতে তাতে
চ'কের ধাঁধা কাটবে যে দিন, সে দিন পাবি সব একেতে।
তখন মনের মতন পেয়ে রতন, যতন বাড়বে তোর ঘরেতে ॥
সব দিকে তুই দেখিস্ বটে, ভুল্‌লে তবু হয় দেখাতে।
ওরে যাঁকে ধরবি সেই যে এসে, পারবে এখন মন ভোলাতে ॥

লক্ষ্য ছেড়ে বলনা কেন, ডুব্‌লি এসে পাঁচ মায়াতে।
ওরে পাঁচের বোঝা বইবে পাঁচে, এল কেন তোর মাথাতে॥
হাতের নড়ী হারিয়ে কেবল, ডুবিয়ে দিলি এই ললিতে।
ওরে ছাড়না ভোলা ভবের খেলা, লক্ষ্য রাখনা মার পায়েতে॥ ৩৩৬

প্রসাদি সুর।

আমার দোষ মা দেখবি কত।
এই সংসারেতে আপন ভেবে, কেউ হ'ল না অনুগত॥
পরের জন্য দিন কাটালাম, তবু দুখী হলাম এত।
ওমা আমার দুঃখ শুনবে কে আজ, লাভের ভাগী শত শত॥
বিপদ কালে আপনি আবার, আপদ এসে জুটছে যত।
ওমা সবাই ভাগের ভাগী হ'য়ে, ভাগ নেবে শেষ্ মনের মত॥
এই বিপাকের মাঝে প'ড়ে, সব হ'ল মা ভূতগত।
ওমা ভাবনাতে যে বুক ফেটে যায়, ভাব্‌ব কত অবিরত॥
বিদায় দিয়ে এখন মাগো, রক্ষা কর না আপন সুত।
নইলে শেষের দিনে ডুববে ললিত, হ'য়ে মা তোর পদাশ্রিত॥ ৩৩৭॥

প্রসাদি সুর।

আমার দুঃখ রইল মনে।
ওমা যাবে সে সব শেষের দিনে॥
মনে মনে বুঝেও সকল, তবু এখন মন কি মানে।
ওমা কেউ কারও নয় তাও বুঝেছি, তবে কেন জ্বলছি প্রাণে॥
আশায় যত বিপদ আছে, দেখ্‌ছি ভেবে আপন জ্ঞানে।
ওমা মিছে আশায় প'ড়ে তবু, বাঁধা আছি একের বিনে॥

তোমার পায়ে লক্ষ্য রেখে, দিন কাটাছি গুণে গুণে।
ওমা ভ্রমে কেবল অন্ধ হয়ে, কে যে কাকে নিচ্ছে টেনে ॥
মনের কথা রইল মনে, ফুটে বল্‌তে পারব কেনে।
ওমা বল্‌লে সবাই উঠছে রেগে ললিতের কে কথা শোনে ॥ ৩৩৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কাঁদলে দুঃখ বাড়ছে কেনে
মাগো দেখলি না তুই নয়ন কোণে ॥
পরের বোঝা মাথায় ক'রে, প'ড়ে আছি একটি কোণে।
মা গো যেমন সাজিয়ে দিলি আমায়, তেম্‌নি সেজে আছি জেনে ॥
ভাল ভেবে বল্‌লে পরে, মন্দ ভাব যে হচ্ছে জ্ঞানে।
মা গো কার দায়ে কে হচ্ছে দায়ী, সেইটি বুঝ্‌ব শেষের দিনে ॥
ভয়ে ভক্তি সবাই করে, ডাক্‌লে কে আর কথা শোনে।
মা গো মায়ার বেড়ী প'রে হেথা, গোল বেধে যায় সদাই মনে ॥
আমায় ঘেরে আছে যারা, তারাই দুঃখ দিচ্ছে প্রাণে।
মা গো ললিতের যে বুক ফেটে যায়, সব ভুলে যাস্‌ হেথায় এনে ॥ ৩৩৯॥

প্রসাদি সুর।

কেউ ভাবেনা আমার তরে।
ওমা দুঃখ দিতে সবাই আসে, আপন এখন ভাবি যারে॥
মায়ায় কেবল বদ্ধ হ'য়ে, মরছি সদাই ঘুরে ফিরে।
ওমা দুখের জ্বালায় বুক ফেটে যায়, তবু বল্‌তে পাইনা কারে ॥
ছাড়িয়ে যেতে চাইলে পরে, মায়া দেখিয়ে রাখ্‌ছে ধ'রে।
ওমা পরের কাজে দিন কেটে আজ, ধরা পড়ছি পরে পরে ॥

বুঝিয়ে বল্‌লে কেউ শোনে না, সবাই আছে আপন জোরে।
ওমা দায়ে ঠেক্‌লে পাগল সেজে, গোল বাধায় সব ঘরে ঘরে॥
কাকে বলব কে বোঝে মা, রাখ্‌ব কারে আপন ক'রে।
ওমা শেষে কেবল এই হবে যে, আশার আশায় ললিত মরে॥ ৩৪০॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌লে মাগো শুনবি কিসে।
আমার মন মেতেছে রঙ্গ রসে॥
চার দিকে যে দুঃখের জ্বালা, চক্ষের জলে লাগল দিশে।
ওমা আপনি ম'জে পরকে মজাই, এই হবে কি অবশেষে॥
আশার আশায় ধর্‌ব যাকে, সে যে দেখি আমায় দোষে।
ওমা ক্ষেপা মন যে তাতেই আবার, ক্ষেপে উঠ্‌ছে কর্ম্ম বশে॥
পরের জ্বালা সইব কত, কাজ দেখে যে সবাই রোষে।
ওমা আপনা হ'তে তাইতে এখন, মেতেছে মন বিষয় বিষে॥
আনা গোনা সার হ'ল মা, ললিত কেবল দেখ্‌ছে এসে।
ওমা মায়ার বশে মন প'ড়ে আজ, ডুবিয়ে দিলে সর্ব্বনেশে॥ ৩৪১॥

প্রসাদি সুর।

কি ধন দিব মা কি ধন আছে।
আমার কাজের দায়ে সব গিয়েছে॥
মিছে এত খাটছি বটে, খেটেই আমার দিন যেতেছে।
ওমা পাঁচের ঘরে পাঁচের দায়ে, পরকে নিয়ে পর মজেছে॥
ছটা রিপু ঘরের ঢেঁটা, সময় পেয়ে সব লুঠেছে।
মন ঘরের খবর্‌ পরকে দিয়ে, শেষের ভাবনা সব ভুলেছে॥

ভাগের ভাগী হবে ব'লে, ভাগ নিতে সেই মন ছুটেছে।
ওমা পরম ধনে লক্ষ্য ছেড়ে, মিছে আশায় ভ্রম বেড়েছে॥
ললিত বলে কাজের পাগল, কাজ নিয়ে সে সব ঠকেছে।
ওমা কাণা আবার হারিয়ে নড়ী, যে কাণা সে তাই হয়েছে॥ ৩৪২॥

প্রসাদি সুর।

মনকে দূষী কর্‌ব কিসে।
ওমা চারি ধারে তোর খেলা সব, দেখ্‌ছি কেবল ব'সে ব'সে॥
কে জানে মা কোথা হ'তে, কার কপালে কি যে আসে।
ওমা তাই দেখে সব ভাব্‌তে গেলে, আপনা হ'তে মরি হেঁসে॥
সোজায় এখন সব হ'লে মা, কেউ কি হেথা ভুগ্‌ত এসে।
ওমা কাজের বেলা ভুলিয়ে দিয়ে, দুঃখ দিবি কর্ম্ম দোষে॥
তোর ছলেতে সবাই পাগল, সমান যে সব যাচ্ছে ভেসে।
ওমা কুল কিনারা কেউ পেলে না, কি হবে এই দশার শেষে॥
কত খেলা দেখ্‌ব মা তোর, খেলায় খেলা রইল মিশে।
ওমা ললিত সকল সইতে পারে, তুই বুকেতে থাক্‌লে ব'সে॥ ৩৪৩॥

মন কেনে মা পরের হাতে।
মা গো রাখবি নাকি পাতে পাতে॥
পাঁচের বোঝা মাথায় ক'রে, ঘুরে বেড়াই সংসারেতে।
মা গো আপন কর্ম্মে হ'লে দূষী, আসা যাওয়া কেবল এতে॥
শান্তি পাবার আশায় মিছে, লক্ষ্য হচ্ছে যাতে তাতে।
মাগো সমান যে দিন যাচ্ছে চ'লে, সবাই আসছে ভুলিয়ে দিতে।

মিছে মায়ায় ভুলে সদাই, মন যে আমার উঠছে মেতে।
ওমা কাকে আবার বলব আপন, সব যে যাবে সেই শেষেতে॥
কার এ সকল তাই বুঝি না, সকল দেখিয়ে নিচ্ছে ভূতে।
তাই চিরকালটা ললিত যে তোর, ভুগছে কেবল আসতে যেতে॥ ৩৪৪॥

প্রসাদি সুর।

বাঁধলি ভাল মায়ার ফাঁশে।
এসব থাকবে কোথা দশার শেষে॥
সোজা পথ আজ দেখতে গিয়ে, ঘুরে বেড়াই আশে পাশে।
মন আজ আপনি বাঁধা প'ড়ে দেখি, পরকে বাঁধলি কাজের দোষে॥
যে ভার এখন মাথায় আছে, সে ভার শেষে নাব্‌বে কিসে।
সেটা নাবিয়ে দিতে কেউ আসেনা, সবাই দেখে কেবল হাঁসে॥
ঘুরে ফিরে বেড়াস যত, ততই চক্ষে লাগছে দিশে।
ও মন এলি যেমন যাবি তেমন, সাগরে শেষ্ মরবি ভেসে॥
তোর হাতে এই ললিত প'ড়ে, ভুগছে কেবল ব'সে ব'সে।
ওরে যে পথ গুরু দেখিয়ে দিলেন, তাতেই চ মন সর্ব্বনেশে॥ ৩৪৫॥

প্রসাদি সুর।

চাঁদ নিবি কে আয়না চ'লে।
দেখ সে ব্রহ্মময়ীর চরণ তলে॥
চাঁদের মেলা চাঁদের খেলা, চাঁদেতে চাঁদ যাচ্ছে মিলে।
ঐ আকাশেতে চাঁদ উঠিছে, তাই দেখে কি থাকবি ভুলে॥
এক চাঁদে তোর মন মেতেছে, তাই নিয়ে সব মরিস্ জ্ব'লে।
ওরে কত পূর্ণ চাঁদের উদয়, দেখনা এসে জলে স্থলে॥
একে পক্ষাপক্ষ আছে, এসব চাঁদ যে সদাই জ্বলে।
ওরে আঁধার ছেড়ে আয়না আলোয়, ফল পাবি তুই ফলে ফুলে॥

দাঁড়িয়ে কেন কাল কাটাবি, পথ হারাবি সময় হ'লে।
ওরে চক্ষের দোষে ললিত এসে, ভুগছে মিছে ভবের ছলে॥ ৩৪৬ ॥

প্রসাদি সুর।

চাঁদের শোভার মধ্যে তারা।
ওরে তারা নয় সে নয়ন তারা॥
কেমন ক'রে চাঁদ সেজেছে, দেখবি যদি আয়না ত্বরা।
ওরে রূপেতে যে হাঁসছে জগৎ, দেখনা সে রূপ ভুবন ভরা॥
চ'কের দেখা দেখে কেবল, সবাই ভেবে হই রে সারা।
ওরে ভাবে ভাবে মিলন হ'লে, সব হ'য়ে যায় নিরাকারা॥
চাঁদের শোভা দেখলে পরে, আশা হয় যে পড়বে ধরা।
ওরে এক চাঁদে যে ভাসায় জগৎ, দুই চাঁদ আছে লক্ষ্য করা॥
লক্ষ্য ছেড়ে দিন কাটালে, আর সে দেখতে পাবে কারা।
ওরে শক্তি তখন থাকবে কোথা, ললিত হবে জীর্ণ জরা॥ ৩৪৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তবু থাকিস না তুই কর্ম্ম ছাড়া॥
অজ্ঞানেতে থেকে কেবল, ছটা রিপুর খাসরে তাড়া।
ওরে শেষের দিনে সময় হ'লে, কেউ কি কাকেও দিচ্ছে সাড়া॥
তখন আবার যমরাজা তোয়, ধরবে এসে থাড়া খাড়া।
তোর কপাল তখন থাকবে কোথা, এখন ভাবিস্ কপাল পোড়া॥
মায়ার বশে প'ড়ে এখন, বয়ে বেড়াস্ পাপের ভরা।
ওরে সাধ ক'রে যে ফাঁদ পেতেছিস, তাতেই থাকবি আগা গোড়া॥
ললিত বলে ছাড়না এসব, ছাড়না আপন চূড়া ধড়া।
নইলে কালের জ্বালায় ছাড়বি সকল, যেদিন শেষে সাজবি মড়া॥ ৩৪৮

প্রসাদি সুর।

চাঁদের ভিতর মা ঐ আছে।
মন দেখবি যদি আয়না কাছে ॥
চাঁদের আলো শীতল করে, সে রূপ কোথা সে পেতেছে।
ওরে মায়ের চরণ দ্বিগুণ জ্বলে, তাতেই আলো সব ক'রেছে।
মায়ের জ্যোতিঃ মায়ের কাছে, চাঁদেতে চাঁদ এক হয়েছে।
এমন ভুবন ভরা রূপের ছটা, কেউ কি কোথাও আর দেখেছে।
পূর্ণ চাঁদের পূর্ণ আলো, পূর্ণ ক'রে সব রেখেছে।
ওরে যে আলোতে জগৎ হাঁসে, সেই আলো ঐ আজ উঠেছে॥
সুধার আশায় ঘুরিস্ কেন, সুধায় সুধা ঐ মিশেছে॥
ওরে আয়না ললিত দেখবি কত, চক্ষে দেখেই সব ভুলেছে॥ ৩৪৯॥

প্রসাদি সুর।

চাঁদ যে নিবি বলনা মাকে।
আমার মা যে সকল লুকিয়ে রাখে॥
অন্ধকারে ঘুরে কেবল, পথ হারালি আলোর পাকে।
ওরে কোটি চাঁদ যে মায়ের কাছে, তাই ধ'রে তুই রাখনা বুকে॥
আকাশেতে চাঁদ রয়েছে, মন ভুলেছে সেইটি দেখে।
ওরে ভোলা মন আজ দেখ্‌বি কত, কত চাঁদ তুই পাবি একে॥
ছটা রিপুর হাতে প'ড়ে, আপনি কেবল বেড়াস্ ঠ'কে।
আজ আঁধার ঘরে লুকোচুরি, আপন ব'লে ধরবি কাকে॥
ভুলবি যত ঠকবি তত, মর্‌বি ললিত ব'কে ব'কে।
ওরে মায়ে পোয়ে সমান হ'লে, আর কি মায়া লুকিয়ে থাকে॥ ৩৫০॥

প্রসাদি সুর।

মাটির দেহ হবে মাটি।
ওমন সময় হ'লে আর কি তখন, থাকবে এ সব আঁটা আঁটি

অভাব দেখে মরিস ঘুরে, করিস কেবল ছুট ছুটি।
ওরে লাভের আশায় দিন কাটিয়ে, ফল পেলি তার পরিপাটি॥
দিন মজুরি করতে গিয়ে, দেখলি কেবল মোটা মুটি।
ওমন যে সব মায়ায় বদ্ধ হলি, বল্‌না কোনটা প্রথম কাটি॥
আপন গণ্ডা দেখবি ব'সে, করিস্ মিছে খাটা খাটি।
ওমন শেষের দিনে কর্ম্ম দেখে, ধরবে যম যে চুলের মুটি॥
ললিত বলে থাক্‌বেনা কেউ, সবাই শেষে পাবে ছুটি।
আজ মিছে কেবল ধ'রে এনে, খেল্‌ছে ভাল পাগ্‌লী বেটী॥ ৩৫১॥

প্রসাদি সুর।

শেষকালে সব সমান হবে।
ওমন এখন সে সব বুঝবি কবে॥
ধীরে ধীরে দিন চ'লে যায়, তোর কি বল্‌না এদিন রবে।
ওরে খুঁজে দেখ্‌তে সময় কোথা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকল যাবে॥
মায়াতে যে রইলি বাঁধা, আর কি তোকে ছাড়তে দেবে।
ওরে কাটিয়ে যেতে চাস্ যদি তুই, সেই মায়া তোর মাথা খাবে॥
পাঁচ মিলে আজ খেলছে সবাই, এখন কি ঘর ভাঙ্গতে দেবে।
ওরে দিন ফুরালে দেবে ছেড়ে, কেউ কি সঙ্গী হ'তে চাবে॥
ক্রমে দিন যে যাচ্ছে চ'লে, দেখে ললিত মরছে ভেবে।
ওরে মর্ম্মের ভিতর মর্ম্ম ব্যথা, কত দিন আর সে সব সবে॥ ৩৫২॥

প্রসাদি সুর।

আর কি খেলা খেলবে এসে।
কেবল ব'ড়ে টিপ্‌ছ ব'সে ব'সে॥
আড়াই চালে চল্‌ছে ঘোড়া, বেড়ায় সে যে দেশ বিদেশে।
ক্রমে পথ হারিয়ে বেচাল্ হ'য়ে, চুপ ক'রে শেষ্ রইল ব'সে॥

ছুট গজ যে কোণের ভিতর, কোণাকুণি চলবে কিসে।
ওমন ব'ড়েতে সব পথ ঘেরেছে, মন্ত্রী ছুটছে আশে পাশে॥
নৌকা কিসে চলবে বেয়ে, হাওয়ার গোলে লাগছে দিশে।
তাই দিশে হারা হয়ে সবাই, রাজার কাছে যাচ্ছে ঘেঁশে॥
দেখে শুনে ভাব্‌ছে ললিত, সব চেপেছে খেলার দোষে।
এবার একটা কিস্তি দিলে অম্নি, মাত হবে যে অবশেষে॥ ৩৫৩॥

প্রসাদি সুর।

সময় পাব কেমন ক'রে।
ওমা পাঁচের ঘরে চোর ঢুকেছে, বাস হয়েছে পরে পরে॥
যার খেলা সে আপনি বোঝে, আমি কেবল বেড়াই ঘুরে।
ওমা সমান ভাবে চলছে জগৎ, দিন কাটাই যে ধারে ধোরে॥
পরকে লক্ষ্য আপনি আসে, নিজের বেলায় সবাই সরে।
ওমা দিন গেলে যে ভাবতে বসি, দূষী তখন কর্‌বো কারে॥
কার দায়ে কে ভুগ্‌ছে এসে, সেইটি বুঝলে সবাই তরে।
কিন্তু মন যে নিজে সদাই ভোলা, রইল কেবল আপন জোরে॥
আসা যাওয়া সার হলো মা, লক্ষ্য রইল ঘরে ঘরে।
ওমা সকল বুঝেও ললিত তবু, দিন কাটাচ্ছে মায়ার ঘোরে॥ ৩৫৪॥

প্রসাদি সুর।

ভাব এলে মা জ্ঞান আসে না।
ওমা শেষেতে জ্ঞান আস্‌বে যখন, সে ভাব খুঁজে আর মেলে না॥
জগতের এই নিয়ম হ'ল, পরের সময় কেউ বোঝে না।
তবু আশায় কেবল চল্‌ছে জগৎ, আশার আশা কেউ ছাড়ে না॥

চক্ষে দেখে সবাই ভোলে, যা দেখে মন তাও ভাবে না।
ওমা ভাবনা এলে ভাব্‌বে কত, মায়া যে তার যম তাড়না॥
সময় বুঝে সবাই এসে, কত এখন দেয় যাতনা।
ওমা অজ্ঞানেতে প'ড়ে সবাই, করে কেবল ফল কামনা॥
ভেসে যখন চল্‌ব শেষে, সঙ্গী তখন কেউ হবে না।
ওমা কার কাজে এই ললিত দায়ী, বুঝতে আজও তাও পারে না॥ ৩৫৫॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন বাড়ালি আশা।
ওরে তোর আশা নয় সে কর্ম্ম নাশা॥
ঘরের ভিতর দেখলি কি রে, বুঝলি কি তোর আপন দশা।
ওরে পরের দায়ে মোট বয়ে আজ, ভাঙ্গছে পাঁচটা কাটির বাসা॥
একেতে যে পাঁচ হয়েছে, মিলিয়ে নিতে হস্‌ রে কসা।
ওরে দ্বেষা দ্বিষী ক'রে কেবল, হারাবি কি শেষ্‌ ভরসা॥
এত দিন যে কাটিয়ে দিলি, কাটল কৈ তোর কাজের নেশা।
ওরে রতন ছেড়ে যতন ক'রে, শিখ্‌লি পাঁচের তুচ্ছ ভাষা॥
ললিত বুঝে আপনি কবে, ছাড়বে হেথা পরের আশা।
ওরে সূর্য্য পাবে চাঁদের কিরণ, আঁধার কেটে দেখবে উষা॥ ৩৫৬।

প্রসাদি সুর।

আজ হ'ল না কাল যে হবে।
ওমন এই ক'রে তোর এদিন যাবে॥
আজকে যেটার টানা টানি, কালকে সেটা আপনি পাবে।
ওরে পরের কাছে খুঁজিস্‌ যদি, পরেই যে তোয় ফাঁকী দেবে॥

পাঁচের কাছে পাঁচ মিলেছে, তারাই তোর যে সকল নেবে।
ওরে জাগা ঘরে চোর ঢুকেছে, লাভের গণ্ডা সকল খাবে॥
কার কাজেতে ঘুরিস এখন, সেইটা একবার দেখনা ভেবে।
ওরে আপন ব'লে ডাকবি যাকে, সেই যে আপন হ'তে চাবে॥
দিনের দায়ী তুই যে এখন, নিজের সেটা দেখ্‌বি কবে।
ওরে ললিত বলে নইলে যে তোর, কর্ম্মে কর্ম্ম সব ডোবাবে॥ ৩৫৭॥

প্রসাদি সুর।

ভাবিস্ কেন দেখ্‌না চেয়ে।
ওরে কখন কেউ দেখেছে কি, মায়ের মতন অমন মেয়ে॥
আশা কেবল কালে কালে, বেড়ায় চাঁদ যে হাতে দিয়ে।
ওরে এক আশাতে সব যাবে তোর, ভাসিয়ে দেবে ব'লে ক'য়ে॥
কার জন্ম তুই দায়ী এখন, বেড়াস কাজের কাজী হ'য়ে।
ওরে দেখনা চেয়ে সকল মিছে, ভুগিস্ কেন পাঁচের দায়ে॥
মায়ের মায়া মা বোঝে সব, এক ভাবে আজ যাচ্ছি সয়ে।
ওরে চ'কের দোষে কাণা হলি, তোর যে এদিন গেল বয়ে॥
ললিত বলে চিরকালটা, ভাবের অভাব মায়ে পোয়ে।
ওরে ভিতরে তোর দেখবি যে দিন, সে দিন অভয় পাবি ভয়ে॥ ৩৫৮॥

প্রসাদি সুর।

চ'কের দেখা দেখিস্ ব'সে।
তাই মন মজেছে রঙ্গ রসে॥
বিষের বাটী সামনে আছে, মন না থাকলে বুঝবি কিসে।
ওরে হেলায় রতন হারিয়ে এখন, দিন কাটাস্ যে আশার আশে॥

মোট ব'য়ে তুই সাজলি মুটে, নগদা খাটিস আপন দোষে।
ওরে বোঝা নিয়ে পথ হারিয়ে, খুজিস্ মিছে আশে পাশে ॥
চির দিন কি সমান যাবে, আসবি যাবি থাক্‌বি ব'সে।
ওরে এলি যেমন পেলি তেমন, বল্‌না কেন বেড়াস হেঁসে ॥
এক দোষে যে দূষী সবাই, মন মাতে যার বিষয়বিষে।
ওরে মা মা ব'লে ললিত কবে, সে পাদপদ্মে থাকবে মিশে ॥ ৩৫৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি কারও সমান চলে।
তবু কেন মাগো ফেলিস গোলে ॥
বুঝে সকল দেখিস যদি, তবে কি মা কুফল ফলে।
ওমা দেখতে ভাল শুনতে ভাল, ভালয় ভাল মিলন হ'লে ॥
লুকিয়ে কত রাখবি মায়া, ঠকিয়ে দিতে পাঁচের ছলে।
ওমা তুইও আবার আপ্‌না হ'তে, গোল বাধাস যে ছলে বলে
সময় মত বলব কিসে, কাজ ফুরালে সবাই ভোলে।
ওমা দিন গুণে যার দিন মজুরি তাকে কি আর বোঝাই ব'লে ॥
ললিতের এই দিন গেলে মা, ভাসবে কি সেই অগাধ জলে।
ওমা আপনা হ'তে এসে তখন, পার ক'রে কি নিবি কোলে ॥ ৩৬০ ॥

প্রসাদি সুর।

মায়ার খেলা বুঝব কত।
ওমা দিনে দিনে দিন চ'লে যায়, ঘুরে বেড়াই অবিরত ॥
কর্ম্ম ছেড়ে থাকতে আশা, আসছে সেটা অনাহুত।
ওমা পাঁচের খেলা পাঁচ বোঝে যার, সে কি দেখতে চায় আর এত ॥

আসা যাওয়া করতে গিয়ে, ভুগছে হেথায় শত শত।
ওমা দেখলে নূতন সবাই বিগুণ, খুঁজব কত মনের মত॥
মনের কথা রইল মনে, শুনতে কেবল অনুগত।
ওমা ঘুরিয়ে অকাজ করাস কেন, দেখবি নাকি পদাশ্রিত॥
আপন দোষে ভাস্‌লে শেষে, বুঝবে কি কেউ হিতাহিত।
ওমা মায়ে পোয়ে দোষের ভাগী, তাই এ ললিত ভুগছে এত॥ ৩৬১

প্রসাদি সুর।

যা চাবি তাই পাবি চাঁদে।
ওমন পড়িস না শেষ বিষম ফাঁদে॥
ঘুরবি যত ভুগ্‌বি তত, দিন যাবে তোর কেঁদে কেঁদে।
ওরে খাটতে গেলে আপনা হ'তে, বাড়ছে অভাব বিষয় মদে॥
দিন যত তোর যাচ্ছে এখন, ততই যে তোর বাড়্‌ছে ক্ষিদে।
ওরে কাজের দায়ে সব হারালি, কিসে তুই আর হবি সিদ্ধে॥
বোঝা নিয়ে দেখবি কত, কাজেই যে কাজ আপনি বাদে।
ওরে লক্ষ্য ছেড়ে থাকিস যদি, পড়বি গিয়ে শেষ্‌ বিপদে॥
চাঁদের খেলা দেখবি কত, চাঁদ মিলেছে চাঁদে চাঁদে।
ওরে ললিতের এই কথা শুনে, বস্‌না বারেক চক্ষু মুদে॥ ৩৬২॥

প্রসাদি সুর।

চাঁদ দেখে কে চাঁদ পেয়েছে।
ওরে চক্ষে কেবল দেখে এখন, আপন ব'লে সব ভেবেছে॥
ভবের খেলা ভবের মাঝে, ভাব পেয়ে মা-সব মেতেছে।
ওমা সমান হলো আনা গোনা, সেইটি ভাব্‌তে ভুল ক'রেছে॥

জাগা ঘরে জাগছে সবাই, তবু দিনে রাত হয়েছে।
ওমা রাত্রি কালে চাঁদের আলোয়, চাঁদে গিয়ে চাঁদ মিশেছে॥
কেমন ক'রে দেখবে সে মন, মায়া সদা তায় ঘেরেছে।
ওমা আদি অন্ত খুঁজতে গিয়ে, ঘেরার ভিতর শেষ্ প'ড়েছে॥
ললিত মায়া বুঝবে কিসে, কাজ দেখে সে কাজ ভুলেছে।
ওমা পাঁচকে নিয়ে পাঁচ মরে আজ, তবু পাঁচ কি কেউ দেখেছে॥ ৩৬৩।

প্রসাদি সুর।

ভয়ের ভক্তি ভাব বোঝেনা।
ওমা পরকে ছেড়ে আপন নিয়ে, সন্ধান ক'রে কেউ দেখেনা।
আশার আশা অসার সদাই, সার কোথা যে তাও খোঁজেনা।
ওমা পথের ছায়া পথের ধারে, সে পথ বেয়ে কেউ চলে না॥
জেনে যখন ভাসবে জলে, অকূলে সে কুল পাবে না।
ওমা একুল ওকুল দুকুল সমান, বুঝিয়ে দিলে তাও শোনে না॥
মনের সুখে দিন গেলে কেউ, আপনা হ'তে দিন গণেনা।
ওমা যাত্রা কালে বুঝবে সবাই, আর যে তখন ফল হবেনা॥
কার মায়াতে কে যে ভোলে, সেইটি দেখলে ভয় থাকে না।
ওমা সাধ ক'রে এই বাধা দিয়ে, ললিত করছে আনা গোনা॥ ৩৬৪॥

প্রসাদি সুর।

মান অপমান যে জন মানি।
ওমা সমান বুঝলে সবাই জ্ঞানী॥
খুঁটিয়ে সকল দেখ্‌তে গেলে, করবে কেবল টানা টানি।
ওমা ভাবতে ব'সে ভাব আসে না, কার এখন এ গুণ বাখানি॥

নিজের ঘরে ঘুরছে সবাই, খুঁজে দেখ্‌তে কৈ আর জানি।
ওমা সাজ ক'রে আজ সবাই যোগী, ঠক্‌লে তবে আপনি শুনি
ঘরে ঘরে ধন বিতরণ, তবু যে সব বল্‌ছে দানী।
ওমা সংসারেতে বদ্ধ হ'লে, কইছে কত মধুর বাণী॥
লক্ষ্য ক'রে ঘুরব যত, ততই দুঃখ আপনি আনি।
ওমা ললিত বলে আস্‌ব যাব, তবু কেন এ দিন গণি॥ ৩৬৫॥

প্রসাদি সুর।

মাগো আমার কপাল দূষী।
ওমা আপনা হ'তে সময় বুঝে, মন যে আমার হয় উদাসী॥
কর্ম্ম ভয়ে পালাই যত, ততই খাটতে হয় যে বেশী।
ওমা সুদিন গেলে কুদিন আসে, কর্ম্ম আনে রাশি রাশি॥
লক্ষ্য ছেড়ে সূক্ষ্ম ভেবে, দুঃখসাগর মাঝে ভাসি।
ওমা আপন দশা চক্ষে দেখে, আপনি আবার কতই হাঁসি॥
আধার বুঝে হচ্ছে বিচার, লাভের ব্যাপার দিবা নিশি।
মা তোর শ্রীপাদপদ্ম ছেড়ে এখন, ছুটছে মন যে গয়া কাশী॥
ভার ব'য়ে যে দেখছে ললিত, ক্রমে সে ভার বাড়ছে আসি।
এখন মায়ের মায়া ভুলে কেবল, হলি মা তুই সর্ব্বনাশী॥ ৩৬৬

প্রসাদি সুর।

কর দিব মা কার দায়েতে।
ওমা সবাই আছে এক ঘরেতে॥
জন্ম হ'তে খাটছে সবাই, শেষ হবে সব সেই একেতে।
ওমা নিষ্করকে আজ সকর ক'রে, পাঁচ আসে যে মন ভোলাতে॥

ঘরে রাজা বাইরে প্রজা, মজা হচ্ছে সব শেষেতে।
ওমা পরের কথায় মন ভোলে যার, সে যে শাজা পায় মনেতে ॥
জেনে শুনে করলে দাবী, কেউ কি পারে তায় বোঝাতে।
ওমা সাধ ক'রে না বইলে বোঝা, তুলবি এ ভার কার মাথাতে ॥
মায়ে পোয়ে ভুগছি সমান, চাস্ মা তবু ভয় দেখাতে।
ওমা ভয় খেলে এই ললিত গিয়ে, বসবে শেষে তোর পায়েতে ॥৩৬৭॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা এই ছলনা।
ওমা ভাল কাজ কি কেউ জান না ॥
যাকে ডাকব সেই ঠকাবে, বুঝিয়ে বল্‌লে খাই তাড়না।
ওমা বেলা গেলে সন্ধ্যা হ'লে, সাঁজের আলো তাও রবে না ॥
ধর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম নিয়ে, বাড়ছে জীবের যম যাতনা।
ওমা পাঁচের খেলা পাঁচে দেখুক, তোমার কিসে তার ভাবনা ॥
তোমার কাজ যে তুমিই জান, জীবে বুঝতে কেউ পারে না।
যার আদি অন্ত রইল সমান, তার কি হয় মা ধ্যান ধারণা ॥
কাজ দেখে মার ভাবছে ললিত, মিছে কেবল দিন গণনা।
ওমা হেঁসে খেলে দিন কাটিয়ে, করুক সবাই নাম সাধনা ॥
সে আর ফাঁকে পড়বে কিসে, তার যে ফাঁকে কেউ রবে না।
ওমা যেতে আসতে কাটবে সমান, লাভের মধ্যে এই ছলনা ॥ ৩৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মা গো তুই যে কুয়ের গোড়া।
ওমা কাজ শিখেছিস সৃষ্টি ছাড়া।

খেটে খুটে দিন কাটাব, ঠকাস্ তবু আগা গোড়া।
ওমা সময় পেয়ে ভুলিয়ে দিয়ে, দিতে চাস যে কাজের নাড়া॥
সংসারেতে এনে এখন, বাঁধলি দিয়ে মায়ার বেড়া।
ওমা পরের দায়ে বদ্ধ হ'লে, তুই এসে দিস নাড়া চাড়া॥
আপনার পাপে আপনি ডুবি, পা থেকে শেষ হ'লাম খোঁড়া।
ওমা চ'ক থেকে আজ কাণা সবাই, দেখে ফাঁকী চাকির তোড়া॥
কার সুখে এই সাজ সাজি মা, ললিতের যে কপাল পোড়া।
ওমা শেষকালে যে দণ্ডী হ'য়ে, সবাই ছাড়ব চূড়া ধড়া॥ ৩৬৯॥

প্রসাদি সুর।

আগম নিগম সমান হ'লে।
ওমা মনের মতন রতন মেলে॥
দ্বেষা দ্বিষী রইল মনে, এক হ'য়ে আর কেউ কি চলে।
ওমা বুঝলে মর্ম্ম দিনের কর্ম্ম, আর কে বেড়ায় জলে জলে॥
লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে, ফল মেলেনা কাজের ফলে।
ওমা চ'কের সাম্‌নে সবাই এখন, ঠকছে কেবল পাঁচের ছলে॥
পরের বেলা সাজবে কাণা, জানা কর্ম্ম যাচ্ছে ভুলে।
ওমা কি দোষে সব দূষী এখন, বুঝবে কেবল এ দিন গেলে॥
মায়া চক্রে ঘুরছে ললিত, কি ক'রে তোর উঠবে কোলে।
ওমা অভাব দেখে তাড়াতাড়ি, বাড়লে সবাই পড়্ছে গোলে॥ ৩৭০॥

প্রসাদি সুর।

সার হলো এই দিন মজুরি।
ওমা কাজের কেবল বাড়াবাড়ি॥

বুঝে মর্ম্ম করবে কর্ম্ম, ভাঙ্গবে যমের জারি জুরি।
ওমা চ'ক থেকে যে অন্ধ হলাম, এই হলো শেষ বাহাদুরি॥
আজ যে ভোলা কাল সে কালা, পরশু তার যে গলায় দড়ী।
ওমা তার কিসে দিন কাটছে হেঁসে, সেইটা বুঝতে সবাই হারি॥
সঙ্গী জুটে ধরছে এঁটে, সম্বল নাই যে কাণা কড়ি।
ওমা মাথার বোঝা রইল মাথায়, দিনে দিনে হচ্ছে ভারি॥
বিচার ক'রে দেখলে পরে, ভয় কি পায়ে থাকলে বেড়ী।
ওমা দশার শেষে ললিত জানে, তুই আছিস যে শুভঙ্করী॥ ৩৭১॥

প্রসাদি সুর।

ছাড়্‌না ভোলা পাঁচের ধারা।
ওরে মন মনরে আমার, বল্‌না দুর্গা কালী তারা॥
পাঁচের খেলা পাঁচ বোঝে মন, আপনি কেন হসরে সারা।
ওরে সময় হ'লে বুঝবি সকল, তখন চক্ষে পড়বে ধারা॥
আপনা হ'তে দেখবি কবে, লাভের কর্ম্ম পাপে পোরা।
ওরে কর্ম্ম ভোগে ভুগে কেবল, শেষ হবি তুই জীর্ণজরা॥
আপন দশা বুঝবি কিসে, থাকবে য দিন মায়ায় ঘেরা।
ওরে মোহ আঁধার কাটলে পরে, চ'কের মাঝে সাজবে তারা॥
দেখে শুনে বলছে ললিত, নামের মর্ম্ম বুঝবে কারা।
ওরে আপন কোটে আপনি এসে, আপন ঘর্‌কে বুঝবে যারা॥ ৩৭২॥

প্রসাদি সুর।

লোভ দেখাস মা সময় গুণে।
ওমা দুঃখ দিস তাই জেনে শুনে।

কর্ম্মে ভ্রান্ত ভাব্‌ছে অন্ত, ঘুরছে এসে বিষম টানে।
ওমা দিন গেলে সব ঋণ বাড়ে যার, সেকি আবার কাকেও মানে॥
ঠকিয়ে বেশী কর্‌বি দূষী, কষ্ট দিতে আসবি জেনে।
ওমা কাজ ভুলে যে সবাই পাগল, গোল বেধেছে কেবল মনে॥
দেখতে এসে দেখবি কিসে, কেউ কি মাগো ধরতে জানে।
ওমা সন্ধ্যা হ'লে ঘেরবে আঁধার, নূতন নাই যে শেষের দিনে॥
ললিত বলে ছাড়না খেলা, বেলা গেলে শুন্‌বি কেনে।
ওমা থাকতে সময় দিয়ে অভয়, আপন কোলে নেনা টেনে॥ ৩৭৩॥

প্রসাদি স্থর।

কাজের আশায় আর থেকো না।
ওমন মিছে তত্ত্ব ক'রে নিত্য, পাও যে ভবে এই যাতনা॥
মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, মায়ের মায়া তায় কমে না।
ওমন দুর্গা নামে দুঃখ কমে, কর মায়ের নাম সাধনা॥
ভবের খেলা দেখলে মেলা, দেখেও কি আর আশ মেটে না।
ওমন কর্ম্মফলে ভাস্‌ছ জলে, আজও কিছুর শেষ হ'ল না।
খাটবে যত ভুগবে তত, মনের মত কেউ হবে না।
ওমন জন্ম হ'তে ঘুরছ যাতে, তাতে থামতে আর পার না॥
কিসের কায়া কার এ ছায়া, ললিত এখন তাও বুঝে না।
ওমন তাই সে এসে আপন দোষে, খাবে শেষে যম তাড়না॥ ৩৭৪।

প্রসাদি স্থর।

সবাই ভাবছে এ সংসারে।
ওমা সুখী এখন বলব কারে॥

অভাব দেখে দুঃখী সদাই, ভাল ক'রে দেখব যারে।
ওমা আপন ধনে চোর সেজে আজ, পরকে আবার সেই যে ধরে॥
আপন মুখে মাখিয়ে কালি, সং সেজে সব ঘোরে ফেরে।
ওমা কাজের সময় মন যে ভোলা, বুঝবে সে সব কেমন ক'রে॥
দিন গ'ণে আজ দেখ্‌তে গেলে, কালের ধার যে সবাই ধারে।
ওমা জেনে শুনে মন যে আমার, গোলে মালে সকল সারে॥
মায়াতে এই ললিত বাঁধা, আপনি কি সব বুঝতে পারে।
ওমা ভবের খেলা বুঝ্‌লে সকল, ভাব্‌তে এত হয় কি তারে॥ ৩৭৫॥

প্রসাদি সুর।

কেন মা গো ঘোরাস এত।
ওমা বল্‌না আরও ঘুর্‌ব কত॥
ঘুরে ঘুরে চ'ক হারালাম, খাট্‌ছি এসে অবিরত।
ওমা শ্রান্ত হ'লে বস্‌ব কিসে, বাধা দিচ্ছে শত শত॥
আপন দুঃখ বল্‌ব কারে, কেউ আছে কি মনের মত।
ওমা সংসারে সব এসে কেবল, মায়াতে আজ বদ্ধ যত॥
অহঙ্কারে মন মেতেছে, আর সে বুঝে দেখ্‌বে কত।
কেন পাঁচের দায়ে পড়্‌ব বাঁধা, হ'য়ে মা তোর পদাশ্রিত॥
দেখে কি আর বুঝবে ললিত, কালের ভয় মা কেন এত।
ওমা কবে আপনি দেখবি সকল, দিন যে ক্রমে হচ্ছে গত॥ ৩৭৬॥

প্রসাদি সুর।

পার ক'রে মা কেউ দেবে না।
ওমা পারের কড়ি দেখ্‌বে আগে, নইলে নায়ে শেষ্‌ নেবে না॥
বেগার খেটে ঘুরছি আজও, থামতে আমায় কেউ দিলে না।
ওমা ক্রমে এখন যায় যে বেলা, সেটাও আবার কেউ দেখে না।

লাভের আশায় ঘুরিয়েছে মা, তরবো কিসে তাই ভাবনা।
ওমা সদাই তোকে ডাক্‌ছি বটে, তবু সইছি এই যাতনা॥
খেটে খেটে খাটিয়ে নেব, ছিল মনের এই কামনা।
ওমা একলা কিন্তু ম'লাম খেটে, সঙ্গী আমার কেউ হ'ল না॥
ব'সে কেবল ভাবছে ললিত, প্রথম সঙ্গে কেউ ছিল না।
ওমা তবে কেন মায়ায় বাঁধা, করলি হেথা এই ছলনা॥ ৩৭৭।

প্রসাদি সুর।

আর কত মা ভয় দেখাবি।
আমার চির কালটা সমান গেল, নূতন আমায় কি ভোগাবি॥
যেতে দুঃখ আসতে দুঃখ, দুঃখ দিয়ে সব ভোলাবি।
ওমা জাগা ঘরে চোর ঢুকেছে, তাকে রেখে কি ফল পাবি॥
ছল ক'রে তুই ভুলিয়ে দিয়ে, ঘরে ব'সে কল চালাবি।
ওমা কাজ দেখে সব ফল ফলালে, তুই কি সুখের ভাগী হবি॥
ভার বয়ে মা বেড়াই ব'লে, বোঝা দিয়ে দিন কাটাবি।
ওমা আপনি যে জন বোঝা নাবায়, তাকে দেখে তুই পালাবি।
কেন এমন জড়িয়ে রেখে, ললিতের তুই মাথা খাবি।
ওমা সকল কথা বুঝিয়ে দিয়ে, তবে যত কাজ করাবি॥ ৩৭৮॥

প্রসাদি সুর।

বল্ মা আমি কোথায় যাব।
আমার মনের যত কথা আছে, কাকে ব'লে প্রাণ জুড়াব॥
ক্রমে যে এই দিন গেল মা, সময় মত কারে পাব।
ওমা চির কাল কি আস্‌তে যেতে, দুঃখ পেয়ে কাল কাটাব॥
মনের আশা রইল মনে, ভেবে আপনার মাথা খাব।
ওমা দিন মজুরি ক'রে আমি, আর কত দিন এসব সব।

মাথার বোঝা রইল মাথায়, কি ক'রে মা নাবিয়ে দেব।
ওমা যার কাছে যাই সেই যে হাঁসে, তাই দেখে কি পাগল হব ॥
ললিত ভাব্‌ছে কত দিনে, মায়ের ছেলে মাকে পাব।
কবে এক হয়ে এই হৃদয় মাঝে, বস্‌বে সেই ভবানী ভব ॥ ৩৭৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মা ঐ চরণ দুটী ভবের তরী।
ওমা তোর কোলেতে বস্‌তে পেলে, আর কি ভুলে কাকেও ডরি ॥
ভোলা মহেশ্বর এই রাজ্যেশ্বর, তুই মা আমার রাজ্যেশ্বরী।
ওমা হ'য়ে মহামায়া কেমনে অভয়া, বাড়ালি এ মায়া ভয়ঙ্করী ॥
কর্‌বি ছলনা বাড়ায়ে ভাবনা, এই কি খেলা গো মহেশ্বরি।
মা তোর নামেতে অভয় সকল সময়, কাল হবে জয় শুভঙ্করি ॥
শুনিলে এ কথা বাড়ে মনে ব্যথা, দিবি কি মা হেথা করুণা বারি।
ওমা যায় যত দিন বাড়ে তত ঋণ, উপায় বিহীন কাকে গো ধরি ॥
কিসের কারণে বাঁধলি ত্রিগুণে, আপনি কি মনে বুঝতে পারি।
ওমা করুণা কটাক্ষে ললিতের পক্ষে, ক'রে দেমা রক্ষা রাজকুমারি ॥ ৩৮০ ॥

প্রসাদি সুর।

মাগো আশা ভরসা তোমার পায়ে।
ওমা বিষম ধাঁধার মাঝে প'ড়ে, বাধা লাগছে পায়ে পায়ে ॥
নাম গেয়ে মা দিন কাটাব, কাঁপ্‌ব কেন যমের ভয়ে।
ওমা মিছে কাজে দিন কেটে যায়, ফল কি দুঃখের কথা ক'য়ে
কর্ম্ম দোষে মর্ম্ম ব্যথা, আছি এখন তাও যে সয়ে।
ওমা বাড়িয়ে মায়া জ্বলছে কায়া, সইছি সে সব কাজের ভয়ে।

একলা আমি ঘুরব কত, থাকব আমি এ সব নিয়ে।
ওমা মা হ'য়ে তুই অভয় দিবি, ফল পাবি কি দুঃখ দিয়ে॥
অপর আশা নাই ললিতের, থাকবি মা তুই আপন হ'য়ে।
ওমা জগৎ মাঝে ভয় খেলে সে, ও পাদপদ্মে বস্‌বে গিয়ে॥ ৩৮১॥

প্রসাদি সুর।

মনের অভাব মনের কাছে।
ওমা চ'কের অভাব দেখে কেবল, সকল দিকে গোল বেধেছে॥
আপনার ঘরে আপনি খুঁজি, পরের ঘর কি কেউ দেখেছে।
ওমা ঘরে বাইরে মিলিয়ে নিলে, সমান ভাবে সব চলেছে॥
দিনের বেলা চাঁদকে দেখে, মনের ভিতর ভ্রম বেড়েছে।
ওমা আসা যাওয়া ক'রে কেবল, কাজে এসে কাজ মিশেছে॥
মনের কথা মনকে বলি, কৈ সে এখন তাও শুনেছে।
ওমা ভার বওয়া যার কাজ হ'ল আজ, ভারেই যে তার মন রয়েছে॥
কর্ম্ম নিয়ে ললিত এখন, বিষম দায়ে সেও প'ড়েছে।
ওমা সকল যদি রইল বেঁকে, কোথায় তবে মিল হয়েছে॥ ৩৮২॥

প্রসাদি সুর।

ভার দিয়ে কি ধার শোধাবি।
ওমা কি ধন আছে কি ধন পাবি॥
গলায় এখন কর্ম্ম বেঁধে, দীনের দিন যে কাটিয়ে দিবি।
ওমা আসব যাব দেখব কেবল, শেষের দুঃখ তুই যে সবি॥
পাঁচ ভূতে আজ খেলছে কত, তাও কি এখন দেখতে চাবি।
ওমা মায়াতে এই হাত পা বেঁধে, কেমন ক'রে শেষ্ কাটাবি॥
দিন গুণে এই দিন মজুরি, লাভের গণ্ডা সব যে নিবি।
ওমা সবাই রইল এক ঘরেতে, শেষে কি তাও দেখতে পাবি॥

কে আর হাঁচলে বলবে জীব, মা হয়ে মা সব ভোলাবি।
ওমা নূতন সাজে সেজে এখন, ললিতকে তোর কি বোঝাবি॥ ৩৮৩॥

প্রসাদি সুর।

নূতন দেখে পাচ্ছে হাঁসি।
মায়ের শ্রীপাদপদ্ম দেখবে ব'লে, মন ছুটেছে বারাণসী॥
ভ্রমে অন্ধ ভ্রম বুঝেছে, দেখছে অভাব রাশি রাশি।
ওমা চ'কের সামনে থাকতে কেবল, হাতড়ে বেড়ায় দিবানিশি।
কাজের বেলা লক্ষ্য ছেড়ে, গোল যে ক্রমে বাড়ায় বেশী।
ওমা কর্ম্ম বিপাকমাঝে প'ড়ে, সদাই যে সব হচ্ছে দূষী॥
মন বুঝেছে তীর্থে যাবে, তাই ভেবে সে আপনি খুসি।
যে মা আপন ছেড়ে পরকে টানে, তারই বাড়ছে দ্বেষা দ্বিষী॥
ললিত কেন ভুলছে এত, কিসের সে আজ অভিলাষী।
এই ঘরের ভিতর চোর কুটারি, তার মাঝে মা সর্ব্বনাশী॥ ৩৮৪

প্রসাদি সুর।

কর্ম্মেতে যে সবাই দূষী।
নইলে মন কি যেতে চায় মা কাশী॥
মায়ের মায়া মা যে জানে, দেখলে কি আর বাড়বে বেশী।
এখন বুঝলে কারণ সব অকারণ, স্মরণ হয় কি দিবানিশি॥
অজ্ঞানের কি জ্ঞান হবে মা, অন্ধ যেন রইল বসি।
হেথা আসতে যেতে ভুগছে সমান, তাইতে এত দ্বেষা দ্বিষী॥
তীর্থে গেলে মোক্ষ হবে, সেটার কেউ কি অভিলাষী।
শেষে হবে স্মরণ ধর্‌ব চরণ, তাতেই গঙ্গা বারাণসী॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, যে সুখ সাগর মাঝে ভাসি।
ওমা সে সুখ কি আর পাবে ললিত, দেখে তীর্থ রাশিরাশি॥ ৩৮৫

প্রসাদি সুর।

মনরে ময়না বল্‌না বুলি।
ওরে কাজের পাগল হ'য়ে এখন, সব কিরে তুই ভুলে গেলি ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, কর্ম্ম রাখ্‌না ঘরে তুলি।
ওরে দিন ফুরালে ধরবে শমন, ভাঙ্গবে যে তোর মাথার খুলি ॥
দ্বেষা দ্বিষী করবি কত, দ্বেষ ক'রে তুই কি ফল পেলি।
ওমন বোঝা মাথায় ক'রে এখন, এতই কেন অবুঝ হলি ॥
লোকে বুঝলে মন বোঝে না, এতেই যে তুই মাথা খেলি।
ওরে কালী হরি শিব রাম, এক ক'রে তাই দেখতে বলি ॥
প্রাণের ব্যথায় সব হারিয়ে, আপনি গেলি পরকে মেলি।
ওরে ললিত বুঝে দেখছে কেবল, থাকবে না শেষ্‌ কাঁথা ঝুলি ॥ ৩৮৬

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামে মাতবি কবে।
ওরে মন মনরে আমার, দিন ফুরালে সকল যাবে ॥
কালের হাতে পড়লে কে আর, তখন ডাকতে সময় পাবে।
ওরে দিন গণে যে দিন মেলাবি, তাতেও সে দিন ভুলিয়ে দেবে ॥
হিসাব মিলিয়ে দিতে গেলে, কড়া ক্রান্তি সকল নেবে।
ওরে বাকীর ঘরে বাকী হ'লে, ফাঁকীতে তোয় যেতে হবে ॥
হয়ে সোজা বইবি বোঝা, কর্ম্ম করবি আপন ভেবে।
ওরে তাই নিয়ে তুই কাতর হ'লে, এখন সেটা কেউ কি সবে ॥
দুর্গা ব'লে কাল কাটালে, ভয় কি শমন আসবে যবে।
ওরে খেটে খেটে ললিত পাগল, কাজেতেই তার মাথা খাবে ॥ ৩৮৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মা গো তোর মা এই কি কাশী
ওমা ইচ্ছা হয় হই কাশীবাসী ॥

ব্রহ্মনাল এ মহাশ্মশান, আনন্দ কাননে আসি।
ওমা মনের সুখে দিন কাটাব, বাপ মা থাকবে হৃদয়বাসী ॥
ঘুরে ঘুরে দেখ্‌ব কেবল, তোর এই খেলা রাশি রাশি।
ওমা গণেশ দাদায় সাক্ষী ক'রে, বাপের কাছে থাকব বসি ॥
মনের মত মিলবে কত, দেখে সবাই হবে খুসি।
ওমা মনের আশা পূর্ণ হ'লে, সুখের সাগরমাঝে ভাসি ॥
বাপ খেপেছে মা ভুলেছে, তাই এ ললিত সদাই দুখী।
ওমা কিসের পাকে দোষ ধরেছিস, বুঝিয়ে দেনা সর্ব্বনাশি ॥ ৩৮৮ ॥

প্রসাদি সুর।

এই আনন্দ কাননে এসে।
ও মন সদানন্দে দিন কাটাব, আর এত তুই ভাবিস কিসে ॥
কাল ভৈরব আর দণ্ডপাণি, ধুণ্ডী গণেশ আছেন ব'সে।
ও মন মাকে ধ'রে বাপকে দেখে, কাল কাটানা হেঁসে হেঁসে ॥
সাক্ষী গণেশ সাক্ষী দেবে, ভয় কিরে আর হেথায় এসে।
ওমন ভাবতে গেলে আঁধার সকল, কাণা হলি সর্ব্বনেশে ॥
গঙ্গা নেয়ে মাধব দেখে, বস্‌গে মায়ের চরণ ঘেঁসে।
ওমন আঁধার ঘরে চাঁদের আলোয়, সদাই পাবি কৃত্তিবাসে ॥
মন জানে আর ললিত জানে, মিলন হচ্ছে কিসে কিসে।
ওরে একা এলি একা যাবি, দুর্গা ব'লে চলবি ভেসে ॥ ৩৮৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মাগো ওমা এলাম কাশী।
যেন ফুল্ল কোকনদ তোর ঐ শ্রীপদ, দেখতে বড় ভাল বাসি ॥
জাহ্নবীর কুলে জয় দুর্গা ব'লে, ডাকব মা তোয় দিবানিশি।
শেষে শমন বিকট হ'লে মা নিকট, পাই যেন তোর কৃপারাশি ॥

কর্ম্ম বশে ফেলে ভোলালি সকলে, আপনার কর্ম্মে আপনি দুষী।
ওমা বুঝেছি যখন ধরেছি চরণ, তবু ভ্রান্ত হই যে আসি॥
দেখে শত শত ভ্রমি অবিরত, জেনেও এ মন হয় উদাসী।
ওমা ভাগ্য ফল ভুগে সদা অনুরাগে, সব ছেড়ে দুঃখ পাই যে বেশী॥
ললিত অতি দীন পূর্ণ হ'লে ঋণ, মা হয়ে কি মা থাকবি বসি।
ওমা বারাণসী ধাম শিব দুর্গা নাম, থাকতে কি সে যাবে গো ভাসি॥ ৩৯০

প্রসাদি সুর।

কি দেখালি দেখব কত।
ওমা আঁধার ঘরে চাঁদ দেখে আজ, মন বুঝেছে মনের মত॥
খেলার ঘরে খেল্‌তে গেলে, ভ্রম বাড়ে যে অবিরত।
ওমা সময় মত দেখিস যদি, কাকেও ভাবতে হয় কি এত॥
আপন ব'লে ডাকলে পরে, আসছে এখন শত শত।
ওমা মায়াতে সব বাড়ায় বিষাদ, সাধ ক'রে তাই ভুগছি যত॥
আপনা হ'তে আপন ঘরে, মনের যদি লক্ষ্য হ'ত।
ওমা কার আলোতে আঁধার যাবে, আপনি মন যে বুঝতে পেত॥
চির দিন কি কাঁদবে ললিত, হ'য়ে মা তোর পদাশ্রিত।
ওমা কত দিন আর এমন ক'রে, ঠকিয়ে রাখবি আপন সুত॥ ৩৯১

প্রসাদি সুর।

মন অনিত্য সময় গুণে।
ওমা কর্ম্ম ফল সে বুঝবে কেনে॥
আসব যাব শুনব ব'সে, দেখব সকল মনে মনে।
ওমা অভাব দেখে স্বভাব দুষী, ব্যথা কেবল লাগছে প্রাণে॥
কার ঘরে কে হচ্ছে আপন, বুঝে দেখতে কেউ কি জানে।
ওমা ঘর ছেড়ে কেউ তীর্থবাসী, তবু ছুটছে মায়ার টানে॥

পরের দায়ে ঘুরব কত, বল্‌লে কথা কেউ কি শোনে।
ওমা আপন হ'য়ে পর এসে আজ, ঠকিয়ে দিচ্ছে এমন দিনে॥
সকল কথা জেনে এখন, দুঃখ কেন দিস মা প্রাণে।
ওমা ললিতকে তুই অভয় দিয়ে, ছেড়ে দেনা মানে মানে॥ ৩৯২॥

প্রসাদি সুর।

সব কথা যে রইল মনে।
ওমা বলতে সময় দিস না কেনে॥
সংসারেতে সং সেজেছি, দেখছি সকল আপন জেনে।
ওমা শেষের দিনে সব পালাবে, তখন ব্যথা সইবে প্রাণে॥
মায়ায় বাঁধা চক্ষে ধাঁধা, লাগছে দিশে সময় গুণে।
ওমা পর কবে কার আপন হবে, মন পড়েছে বিষম টানে॥
দুঃখের মাঝে সুখ কি আসে, বুঝে দেখতে কে আর জানে।
ওমা ঠেকে শিখে চ'ক্ ফোটে যার, সেই যে শেষে সকল মানে॥
ধর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম ক'রে, বাড়ছে বোঝা দিনে দিনে।
ওমা ললিত কবে অসার ভেবে, ছাড়বে এ সব তুচ্ছ ধনে॥ ৩৯৩।

প্রসাদি সুর।

আর কত মা ঠ'কব ব'সে।
ওমা ভাব লেগেছে নিজের দোষে॥
ঠকিয়ে দিতে তুই যা পারিস্, তেমন কেউ কি পারবে এসে।
ওমা দিনের বেলা রাত দেখালি, বিদায় কিন্তু দণ্ডিবেশে॥
চক্ষু থেকে হ'লাম কাণা, পথ ধ'রে শেষ চলব কিসে।
ওমা তখন সঙ্গী কেউ হবে না, সবাই দেখে মরবে হেঁসে॥
যার ভার আমার মাথায় দিলি, সে কি আর এ দেখতে আসে
ওমা কর্ম্ম দেখে তুই যে আবার, নিকাশ নিতে বসবি শেষে॥

যা সব নিয়ে কাল কাটিয়ে, ললিত ডুবল রঙ্গরসে।
ওমা সে সব শেষে থাকবে কোথায়, একবার সেটি বুঝিয়ে দিসে॥ ৩৯৪

প্রসাদি সুর।

এক থেকে পাঁচ হচ্ছে মনে।
ওমা মিলিয়ে নিতে সবাই জানে॥
দ্বেষা দ্বিষী করে কেবল, গোল বেধেছে সকল জেনে।
ওমা লক্ষ ক'রে দেখলে পরে, সব যে আসছে একের টানে॥
জন্ম হ'তে পাঁচের মিলন, ছাড়ছে সবাই শেষের দিনে।
ওমা মায়ার ঘোরে কাণা হ'য়ে, ব'সে কেবল এ দিন গণে॥
মনের কাছে সদাই অভাব, স্বভাব ছাড়লে কেউ কি মানে।
ওমা দাগ দিয়ে সব মিলিয়ে নিলে, বাজবে কেন এছার প্রাণে॥
অন্ধকারে ঘুরছে ললিত, বুঝবে কি সে সকল শুনে।
হেথা আসতে যেতে দিন ফুরাল, তাই এত ভ্রম বাড়ছে জ্ঞানে॥ ৩৯৫

প্রসাদি সুর।

জ্ঞানের উদয় আপনি হবে।
ওমা কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান আসে যায়, সবাই শেষে দেখতে পাবে॥
মনের ভিতর বৃত্তি আছে, তাতেই কর্ম্ম আনছে সবে।
ওমা তার পরে তার ফলের ভাগী, ভাগ দিতে তার সকল যাবে॥
কাজ দেখে এই সংসারেতে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝতে চাবে।
ওমা চ'কের দেখা দেখে এখন, মর্ম্ম কি তার বুঝে নেবে॥
অজ্ঞানেতে আঁধার জগৎ, চাঁদের আলোয় সব দেখাবে।
ওমা ভিতর বাইরে সমান হ'লে, ঘরে কি তার তাও বোঝাবে॥
কর্ম্ম বিপাক থাকতে সদাই, ললিত কি আর করবে ভেবে।
আজ খেটে খুটে মরবে যত, ততই সকল গোল বাধাবে॥ ৩৯৬॥

প্রসাদি সুর।

আর মা আমি সইব কত।
ওমা সদাই ইচ্ছার হয় বিপরীৎ, এই কি মা তোর মনের মত॥
কর্ম্ম কর্‌তে এসে দেখি, খাটছে হেথা শত শত।
আর কবে এ কাজ শেষ হবে মা, দিন যে ক্রমে হচ্ছে গত॥
ঠক্‌তে এসে ঠক্‌ব কেবল, তবু থাকব অনুগত।
ওমা বলতে গেলে ভোলাস্ এখন, শুনতে কি শেষ পারবি তত॥
চ'কের সাম্‌নে চল্‌ছে ভাল, পরে কি তাও থাকবে এত।
ওমা কার দায়ে কে ঘুরবে কোথা, অজ্ঞানেতে সবাই হত॥
ঘর ভেঙ্গে সব দেখ্‌না মাগো, ললিত যে তোর পদাশ্রিত।
ওমা শেষের দিনে আপনি কেন, ধর্‌বে এসে রবিসুত॥ ৩৯৭॥

প্রসাদি সুর।

মন এসেছ মায়াপুরে।
ও মন মহামায়ার দেখে মায়া, মায়া কাটাও অকাতরে॥
হয়েছ অজ্ঞান কর্ম্মে বাধ্য জ্ঞান, পাবে পরিত্রাণ তাঁহাকে ধ'রে।
ও মন হ'য়ে তীর্থবাসী গয়া গঙ্গা কাশী, সকলেতে বেশী ভেবেছ এরে॥
উষাবর্ত্ত ঘাটে নীল ধারা তটে, দুস্তর সঙ্কটে সকলে তরে।
যিনি প্রসব করি অণ্ড দেখান ব্রহ্মাণ্ড, দেখ তাঁর কাণ্ড আমোদভরে॥
কর কনখলে স্নান, দীনে কর দান, কর্ম্মের সম্মান রাখ এ পুরে।
যথা দক্ষ প্রজাপতি হ'লে মন্দমতি, মহামায়া সতী দুর্গতি ক'রে॥
কর ললিত এখন চণ্ডীর স্মরণ, শিব দরশন এ হরিদ্বারে।
হের এই কর্ম্ম ফল পথের সম্বল, পেয়েছ সকল এই একাধারে॥ ৩৯৮॥

প্রসাদি সুর।

কপাল পুড়ছে আপনা হ'তে।
ও মা আসছে কেবল সবাই নিতে

কর্ম্ম নিয়ে এলাম ভবে, তাতেই এখন ঘুরছি এতে।
ওমা পাঁচের ঘরে পাঁচের টানে, শেষকালে সব হচ্ছে যেতে ॥
আশা আছে আপন ঘরে, সবাই উঁকি মারছে তাতে।
ওমা নূতন কিছু দেখলে এখন, কেবল লক্ষ্য করছে পেতে ॥
অভাব দেখে সবাই কাতর, মন রয়েছে তাতেই মেতে।
ওমা দুঃখ দেখে দুঃখ বাড়ে, আন্‌লি কি এই দুঃখ দিতে ॥
পরের হাতে প'ড়ে ললিত, ভুগছে এখন যাতে তাতে।
ওমা দেখিস্‌ যেন শেষে ফেঁসে, দুর্গা ব'লে পায় সে যেতে ॥ ৩৯৯

প্রসাদি সুর।

মায়া যে সব রাখছে টেনে।
ওমা ভুল্‌ বোঝায় যে কাণে কাণে ॥
সকল কথা এখন ভুলে, দিনটী কেবল রাখছে গুণে।
ওমা আশার আশায় প'ড়ে কেবল, ঠক্‌ছে সবাই জেনে শুনে ॥
মায়াতে সব হচ্ছে কাতর, ভাবছি সদাই আপন মনে।
ওমা দিন মজুরি কর্‌তে গিয়ে, লক্ষ্য হয় কি পরম ধনে ॥
স্বার্থ ছেড়ে কর্ম্ম হ'লে, সুফল ফ'ল্‌ত কালের গুণে।
ওমা লাভের আশায় ছুট্‌তে গিয়ে, পর হ'য়ে যায় জনে জনে ॥
মায়া কাট্‌তে চাইলে এখন, তুই মা এত কৃপণ কেনে।
ওমা ডাকার মত ডাক্‌লে ললিত, ব'সত জোরে তোর চরণে ॥ ৪০০ ॥

প্রসাদি সুর।

আমার মাগো অভাব কিসে।
তুই যে হৃদয়পদ্মে আছিস্‌ ব'সে ॥

সংসারেতে করব কি মা, কর্ম্ম নিয়ে গেলাম ভেসে।
ওমা যার জোরে এই কর্ম্ম করি, তাতে লক্ষ্য হয় কি এসে॥
চ'কের অভাব মনের অভাব, ভাব এলে সব অভাব নাশে।
ওমা সতের অভাব হবে যখন, বস্‌ব শ্রীপাদপদ্ম ঘেঁসে॥
তুই ঠকালে অভাব বাড়ে, আমার পোড়া কপাল দোষে।
ওমা কার দোষে আজ করিস্‌ দুষী, সেটাও কি তুই বুঝবি শেষে॥
ললিত কি আর করবে মাগো, মন প'ড়েছে পরের বশে।
যার পাগল বাবা পাগলী মা তুই, সদাই যে তার লাগবে দিশে॥ ৪০১॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে তার কর্ম্ম জানে।
কেন দিন কাটায় সে মায়ার টানে॥
এখন ভুলে আপন দশা, কাজের কথা শুনবে কেনে।
ওমা ঠকিয়ে পাগল সব করে গোল, গোল বাধায় তাই শেষের দিনে॥
মায়ার কথা শুন্‌তে ভাল, বাধা দিলে কৈ সে মানে।
ওমা বিষম ব্যথা মনের কথা, রইল সে সব মনে মনে॥
খেটে খুটে দিন চ'লে যায়, মিছে কেবল এ দিন গণে।
হেথা কেউ কারও নয় বুঝলে কি হয়, জ্ঞান হ'ল না দেখে শুনে॥
ললিত কে তোর ঠকিয়ে দিতে, কথা হচ্ছে কাণে কাণে।
ওমা সময় পেলে সমান চলে, তবু সবাই জলছে প্রাণে॥ ৪০২॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে চাঁদের আলো।
যে জন দেখবে সে জন বলবে ভাল॥
মাকে এখন ভেবে ভেবে, আমার কেবল এদিন গেল।
এই দিন মজুরি করব কত, সেইটা মা কৈ বুঝিয়ে দিল

দিনে দিনে দিন গেল সব, এটাও আমায় সইতে হ'ল।
আজ যাদের জন্য মরছি ভেবে, প্রথম তারা কোথায় ছিল॥
ফলের আশায় কাজ ক'রে মন, লোভে প'ড়ে সব হারাল।
মন হ'তে চায় যে ভাগের ভাগী, পরে কিন্তু সকল নিল॥
ভয়ে ভক্তি করতে গিয়ে, এখন যে এই ললিত ম'ল।
এই মনের কথা রইল মনে, পর নিয়ে সে দিন কাটাল॥ ৪০৩

প্রসাদি সুর।

যা ক'রে হ'ক দিন কাটাব।
ওমা যেমন থাকব তেমনি পাব॥
মনের কথা থাকুক মনে, কাকে এখন বল্‌তে যাব।
ওমা সবাই যে আজ কাজের পাগল, কাজ দেখে কি মন ভোলাব॥
ভাবতে গেলে ভাবনা বাড়ে, ভাব খুঁজে কি সব হারাব।
ওমা পরের জন্য পর যে দুষী, পরে পরে সব ঠকাব॥
মায়া আছে মনের ভিতর, বার ক'রে যে তাও দেখাব।
ওমা ভাল মন্দ শুনতে দুটো, সব হবে এক তাই বোঝাব॥
ললিত বলে ভাবনা কি আর, মায়ার টানে সব টানাব।
ওমা তোর খেলা যে কেমন ধারা, জগতকে সব তাও শোনাব॥ ৪০৪

প্রসাদি সুর।

মন মজালে মায়া এসে।
ওমা প'ড়ল এখন কে কার বশে॥
জ্ঞান হারিয়ে পথ ভুলেছি, কর্ম্ম দোষে যাই যে ভেসে।
ওমা আজও যেমন কালও তেমন, সমান চলছে আশে পাশে।
দিনের কথা দিন ভোলাবি, ঋণের দায় মা কাট্‌বে কিসে।
তুই যে নিজের মায়ায় মহামায়া, ভুলিয়ে রাখলি কৃত্তিবাসে॥

আসতে গেলে সবাই দুখী, যাবার বেলা ভুগছে হেঁসে।
ওমা তোর দোষেতে এই জগতে, ডুবছে সবাই রঙ্গরসে॥
সময় বুঝে করবি খেলা, কোলের কাছে টানবি শেষে।
ওমা দিন পেয়ে এই ললিত কি তোর, দিন কাটাবে আশার আশে॥ ৪০৫

প্রসাদি সুর।

ছল্ ক'রে মা ভোলাস্ কেনে।
ওমা ভবের মায়া থাকবে ভবে, দুঃখ কেবল বাড়ছে মনে॥
কত কাল আর ভাব্‌ব ব'সে, ভাবতে গেলে মন কি শোনে।
ওমা সাধের কাজল চ'ক্ষে প'রে, চ'ক হারালাম এমন দিনে॥
পথের মাঝে কাঁটার বেড়া, তাতেই ধ'রে রাখছে টেনে।
ওমা ডাইনে বাঁয়ে লাগছে বাধা, তবু সবাই ছুটছে জেনে॥
আশায় প'ড়ে জ্ঞান হারালাম, সব যে গেল একের বিনে।
ওমা ধর্ম্ম এসে কর্ম্ম দেখায়, ভুগছি তাই এ পাঁচের ঋণে॥
কর্ম্ম ছেড়ে ললিত কবে, বিদায় পাবে মানে মানে।
কখন আপনা হ'তে মা এসে তার, আপন ছেলে নেবে চিনে॥ ৪০৬

প্রসাদি সুর।

মা গো তোর মা এই কি ধারা।
ওমা পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রে দে, নইলে জগৎ হয় যে সারা॥
পাঁচে পাঁচে সব চলেছে, লক্ষ্য ক'রে দেখবে কারা।
ওমা পাঁচের বেলা পাঁচ বোঝাবি, নিজের বেলা নিরাকারা॥
ভয়ে ভক্তি করব কত, সবাই হবে জীর্ণ জরা।
ওমা সামনে এখন বইছে বাতাস, বিষম ঝড় যে উঠবে ত্বরা॥
পাঁচ যাবে মা পাঁচের কাছে, বইবে সবাই পাপের ভরা।
ওমা কর্ম্ম গেলে আঁধার জগৎ, কোথায় থাকবে চূড়োধড়া॥

এখন কি আর বলব মাগো, পাঁচের কাজে ললিত সারা।
ওমা আপনি জীবন ক'রে হরণ, দায়ী করবি আগা গোড়া॥ ৪০৭ ॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচ ভেঙ্গে মন এক কর না।
ও মা ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, পাঁচের কেন খাও তাড়না॥
পাঁচের কাছে পাঁচের দাবী, একের বেলা হয় সাধনা।
ও মা মিলিয়ে নিলে সমান পাবে, অঘটন যে এই ঘটনা॥
ভাবতে গেলে করবে দুষী, ধরতে গেলে দেয় যাতনা।
ও মা মনের ভিতর মনের মিলন, পূর্ণ হবে সব কামনা॥
দেখতে গেলে চক্ষু যাবে, রতন খুঁজে আর পাব না।
ও মা ঘরের ভিতর পেলে সকল, দূর হবে আজ সব ভাবনা॥
পাঁচের খেলা পাঁচে দেখুক, ললিত সইতে আর পারেনা।
ও মা এমনি ক'রে দিন কাটালে, করতে হবে আনাগোনা॥ ৪০৮।

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার ভাবে ভোলা।
তবু ভাব মেলেনা কাজের বেলা॥
দিনে দিনে ভাবতে গেলে, খাচ্ছে এখন পাঁচের ঠেলা।
ওমা ভূতে ভূতে মিলন হ'লে, ভূত যে ছুটে আসছে মেলা॥
খেটে খুটে দিন কাটাব, তাতে কেন বাড়ছে জ্বালা।
ওমা আগা গোড়া জ্বলে মলাম, এটাও দেখি তোর যে খেলা॥
সকল কথা শুনছি কাণে, কেবল কাজে হচ্ছি কালা।
ওমা কাজ হারালে কর্‌বে দাবী, জোর ক'রে সব ধরছে গলা॥
ভুগলে এত বুঝব কত, কর্ম্ম যত থাক্‌না তোলা।
আজ ললিত খুঁজে দেখনা মাকে, আঁধার ঘরে চাঁদের মালা॥ ৪০৯॥

প্রসাদি স্থর।

মন চ'লেছে পরের টানে।
ওমা কাজের কথা শুনবে কেনে॥
বুঝে এখন দেখ্‌বে কত, সব যে রইল মনে মনে।
ওমা পরের ঘরে পরের সঙ্গে, ভুলিয়ে রাখলি মায়ার গুণে॥
কাজের বেলা ধর্ম্ম দেখাস্, মর্ম্ম কি তার করব জেনে।
ওমা ঘর খুঁজে মন বেড়ায় যত, ততই ঢুকলি ঘরের কোণে॥
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, কথা বল্‌লে কেউ কি শোনে।
ওমা ঘরের লেটা বিষম ছটা, সব যে ঘরে রাখছে এনে॥
জন্ম হ'তে ললিত পাগল, নিয়ে এ সব তুচ্ছ ধনে।
ওমা তোর ধন এখন তুই নিয়ে সব, বিদায় দেনা মানে মানে॥ ৪১০ ॥

প্রসাদি স্থর।

দিন গণনা কাজের তরে।
ওমা হিসাব নিকাশ ঘরে ঘরে॥
সংসারেতে ঘুর্‌ব যত, ততই মিলন পরে পরে।
ওমা পাঁচের দায়ে খাট্‌ছি বটে, শেষে কিন্তু ধর্‌ব কারে॥
মায়া হ'ল প্রধান বাধা, ঘুর্‌ছে সবাই সেটার জোরে।
ওমা কর্ম্ম দেখে শেষের দিনে, তাও এসে যে রাখ্‌বে ধ'রে॥
আশার আশায় মন ভোলে যার, সে যে হেথায় আপনি ঘোরে।
ওমা ঘুরে ফিরে কর্ম্ম ছেড়ে, যেতে চায় মা ভবের পারে॥
লক্ষ্য ছেড়ে দুঃখ বেশী, ললিত পড়ল বিষম ফেরে।
ওমা দেখ্‌তে চাইলে লক্ষ হ'ত, সকল পেত আঁধার ঘরে॥ ৪১১ ॥

প্রসাদি স্থর।

মন মানে না আশা হ'লে।
গিয়ে বস্‌বে মা তোর চরণ তলে

সংসারেতে ঘুরব যত, ততই যে মা পড়ছি গোলে।
ওমা দিনের হিসাব দিনেই নিকাশ, দিন গেলে সব যায় যে চ'লে॥
সংসারেতে এনে এখন, ভুলিয়ে রাখিস্ মায়ার ছলে।
ওমা শাস্ত্রে আছে শাস্ত্র কথা, বুঝিয়ে দিতে সবাই ভোলে॥
দেখতে গেলে ঠক্‌ছে সবাই, কর্ম্ম এসে ধর'ছে রলে।
ওমা দায়ের দায়ী দেখতে সবাই, শেষের সঙ্গী কেউ কি মেলে॥
ললিত এখন বুঝবে কি আর, লক্ষ্য যে তার কর্ম্ম ফলে।
ওমা কোলের ছেলে রইল কোথা, আপনি দেখে কর্‌না কোলে॥ ৪১২

প্রসাদি সুর।

মা আমি আর ঘুরব কত।
হেথা কর্ম্ম বিপাক অবিরত॥
মনেই কেবল মর্‌ব ভেবে, কেউ হ'ল না মনের মত।
ওমা আস্‌তে যেতে সঙ্গী যে নাই, রইল প'ড়ে শত শত॥
জ্ঞান হারিয়ে আপনি সবাই, মায়া চক্রে ঘুরছি এত।
সেই মায়া এখন কাট্‌বে কিসে, বুঝ্‌ব কিসে হিতাহিত॥
কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হয়ে, খেটে খেটে সবাই হত।
তবু ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, মর্ম্ম ব্যথা বাড়ছে যত॥
মা হয়ে কি ভুলবি সকল, দেখ্‌বি নাকি আপন সুত।
ওমা ললিতের যে মনের আশা, থাকবে চির পদাশ্রিত॥ ৪১৩॥

প্রসাদি সুর।

ভাগ্যে ভাল ভাব মিলেছে।
ওমা কর্ম্ম ফল কি মন বুঝেছে॥
কর্ম্ম নিয়ে ডুব্‌ছে সবাই, ফলের লোভে মন ম'জেছে।
ওমা ধর্ম্ম মূলে কর্ম্ম তরু, মর্ম্ম বুঝে কে দেখেছে॥

ঘুরে ঘুরে দিন কাটাবে, খাট্‌তে যেন সব এসেছে।
মন চ'লে ...াব্‌তে গেলে ভাব মেলে না, তাতেই এত গোল বেধেছে॥
ওমা কা... চাইলে দেখ্‌তে পাবে, ঘরের ভিতর সব রয়েছে।
ব... ...া ... যাব ক'রে কেবল, কালের ভয়ে কাল যেতেছে
বোঝা মাথায় ঘুরছে ললিত, কৈ মা এমন দিন পেয়েছে।
হেঁমা ঘুরে ঘুরে ঘুর লাগে যার, বস্‌বে কি সে পায়ের কাছে॥ ৪১৪

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম ডুরী গলায় ক'রে।
ওমা মনের সাধে চল্‌ব ভেসে, অপার ভবসিন্ধু পারে॥
মনে মনে মন বোঝে না, শেষের দিনে ধরব কারে।
ওমা ডাকা ডাকি সকল ফাঁকী, বাড়ছে কেবল বাকীর ঘরে॥
মনকে আমি বোঝাই কত, বেড়ায় সে যে আপন জোরে।
ওমা যাদের হাতে কল রয়েছে, বিকল হ'লে তারাও সরে॥
মায়ায় প'ড়ে হ'লাম সারা, মিলন দেখি পরে পরে।
ওমা ক্রমে সকল হ'লে বিফল, দায়ী হব তাদের তরে॥
আর ভুলে তুই থাকবি কত, দেখনা মা সব স্নেহের ভরে।
ওমা আগা গোড়া সমান হ'লে, প্রাণের জ্বালায় ললিত মরে॥ ৪১৫॥

প্রসাদি সুর।

মন কি বোঝে কাজের ফলে।
সে যে ভাবছে কেবল হয়ে পাগল, কাজ ফুরালে ধরবে কালে॥
কাজের কাজী কাজ বোঝে মা, কাজে কাজে দিন কাটালে।
এখন ভুগতে এসে সবাই ভুগী, ভোগের আগে সকল চলে॥
ফলে ফলে ফল মিশাল, বিফল হয় যে দেখতে গেলে।
ওমা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল কর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝতে গোল বাধালে॥

মনে মনে মন জানে সব, প্রকাশ ক'রে কৈ সে বলে।
মা তার ছজন যখন সঙ্গী এখন, বল্‌তে স্মরণ হয় কি ভুলে ॥
আপনি ললিত কর্‌বে বিহিত, ঘরের ভিতর সকল পেলে।
ওমা নইলে ধাঁধায় লাগছে বাধা, বাঁধন্ সকল কাটবে ম'লে ॥ ৪১৬

প্রসাদি স্থর।

মন বোঝেনা কাজের বেলা।
এই ভবসিন্ধু পার হ'তে মা, আছে কেবল কর্ম্ম ভেলা ॥
তত্ত্ব খুজ্‌তে মত্ত হবে, কাজের বেলায় সাজ্‌বে কালা।
ওমা মরবে ভয়ে প্রাণের দায়ে, তবু ঘুর্‌বে এইত জ্বালা ॥
ক'রে কাজের বাড়াবাড়ি, আপন কর্ম্মে সদাই ভোলা।
নইলে দিন মজুরি কর্‌তে গিয়ে, খাচ্ছে যত পরের ঠেলা ॥
আঁধার ঘরে দিন কাটাবে, এইত হ'ল পাঁচের খেলা।
ওমা জগৎ আঁধার যার কাছে আজ, সেকি কারও শুনবে সলা ॥
ললিতের এই মনের আশা, মনে মনেই রইল তোলা।
কবে সকল ভুলে দুর্গা ব'লে, কাট্‌বে ভবের সকল ছলা ॥ ৪১৭ ॥

প্রসাদি স্থর।

কথা বাড়ছে কথার ছলা।
ওমা কথায় কথায় যায় যে বেলা ॥
সংসারেতে ঘুরব কত, কর্ম্ম এসে জুটছে মেলা।
ওমা মায়া এখন বাড়চে যত, ততই বাঁধা পড়ছে গলা ॥
সময় মত আপনা হ'তে, মন বোঝেনা এইত জ্বালা।
ওমা আমার এখন কপাল দোষে, বইছে জোরে কর্ম্ম নালা ॥
ভার বওয়া আজ মুটে হয়ে, মাথায় বইছি পাঁচের ছালা।
ওমা পরের দায়ে ভুগছি এত, আপন কর্ম্ম রইল তোলা ॥

ললিতের এই দুঃখ এখন, মন শোনে না কাজের সলা।
ওমা কথার ফেরে কথার ছলে, জগৎ মাঝে সবাই ভোলা ॥ ৪১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

ধ্যান ধারণা প্রধান বটে।
নইলে আসিস্ কি মা হৃদয় পটে॥
সংসারে মন মুগ্ধ হয়ে, সদাই সে যে বেড়ায় ছুটে।
ওমা কর্ম্ম ভোগে ঘুরব যত, ততই কর্ম্ম আপনি জোটে ॥
অলাভ ছেড়ে লাভের ব্যাপার, সদাই খুঁজে বেড়াই হাটে।
ওমা তাই কি এখন সকল দিকে, বাঁধলি আমায় আটে কাটে।
হৃদয় মাঝে পেলে তোকে, ইচ্ছা হয় যে ধরি এঁটে।
ওমা কর্ম্ম ডুরী গলায় বাঁধা, কপাল দোষে যাচ্ছে ছুটে ॥
লোভে প'ড়ে কেবল মাগো, ললিতের এই কপাল ফাটে।
এখন আশার আশা আর কেন মা, মায়া সকল দেনা কেটে ॥ ৪১৯ ॥

প্রসাদি সুর।

সদাই দুঃখ আসুক ঘটে।
ওমা দেখিস যেন হৃদয় মাঝে, তোর ঐ নামটী নিত্য রটে ॥
সুখের সময় মন ভোলে সব, দুঃখ পেলে ভাব্‌তে ছোটে।
ওমা সুখ আর দুঃখ সমান হ'লে, ভাবনা কি আর এ সঙ্কটে ॥
ভাবের অভাব মন বোঝে না, কেবল মজা বেড়ায় লুটে।
ওমা কবে আমি আপনা হ'তে, সমান দেখব ঘটে পটে ॥
ছটা রিপু প্রবল হয়ে, ধ'রে রাখছে সবাই জুটে।
ওমা কবে আমি বুঝব সকল, দিন যে ক্রমে যাচ্ছে কেটে ॥
পাঁচের মুখে পাঁচের কথা, সুখের ভাগী ললিত বটে।
ওমা তার যে মনে সকল আঁধার, সেজে কেবল রইল মুটে ॥ ৪২০ ॥

প্রসাদি সুর।

মিছে বেগার মলাম খেটে।
ওমা মনের আশা সমান ক'রে, দেখব তোমায় ঘটে পটে॥
মাথায় বোঝা ক'রে কেবল, ঘুরছি এসে ভবের হাটে।
ওমা বড়ই বিষম নাই মহাজন, ম'লাম সকল ঘেঁটে ঘুঁটে॥
যাওয়া আসা সমান হ'ল, আশায় আশা যায় যে টুটে।
ওমা মনের কথা বলব কোথা, ইচ্ছা ফেলে পালাই ছুটে॥
একটা সহায় থাকত যদি, ভাবনা কি আর এ সঙ্কটে।
ওমা দুর্গা ব'লে পাঁচের গোলে, দিন কাটাতাম সবাই জুটে॥
বুঝিয়ে এখন বল্ মা আমায়, ললিত কি তোর নগদা মুটে।
ওমা এ ভার বয়ে দেখলে বারেক, আপনি মায়া দিতিস্ কেটে॥ ৪২১॥

প্রসাদি সুর।

মায়া বাড়ছে পাঁচের ঘরে।
ওমা পাঁচ গেলে সব পালায় দূরে॥
আশার আশা ভাঙ্গবে বাসা, শেষ দশাতে ধরব কারে।
ওমা এখন আপন সব পরিজন, তখন কিন্তু সবাই সরে॥
পাঁচে পাঁচে মিলন যেথা, সেই খানে যে সবাই ধরে।
ওমা হয়ে আপন করছে শাসন, যে যার তখন যত পারে॥
মায়াতে মন ভুলে সকল, বেড়ায় সে যে আপন জোরে।
কিন্তু কাজের বেলা সাজবে কালা, লক্ষ্য থাকবে পরে পরে॥
স্বভাব দোষে অভাব সদাই, তাই দেখে মা সবাই হারে।
ওমা চিরদিন কি হেথায় এসে, ললিত ঘুরবে অন্ধকারে॥ ৪২২

প্রসাদি সুর।

আমি নই তোর নগদা মুটে।
কেবল অভাব দেখে মরি খেটে॥

কর্ম্ম বিপাক কর্ম্মেতে ক্ষয়, তাও দেখেছি ঘেঁটে ঘুঁটে।
ওমা পাঁচের বোঝা বইছে পাঁচে, সব চ'লেছে পারের ঘাটে॥
আমায় খুঁজে ধরবে কে মা, আমি আছি আপন কোটে।
ওমা দেখতে পেলে লুকিয়ে এখন, শেষে পালিয়ে যাব ছুটে॥
নগদ বিদায় চাইছে যারা, তারাই ঘুরছে ভবের হাটে।
শেষ পাঁচের সঙ্গে সকল ভুলে, বাঁধা পড়বে আটে কাটে॥
একবার খুঁজে দেখনা মাগো, যাগ্ এ মনের মায়া কেটে।
ওমা ললিত ব'সে দেখবে তখন, ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে॥ ৪২৩॥

প্রসাদি সুর।

মনরে তুই যে ক্ষেপীর বেটা।
তোর কর্ম্ম কেবল পথের কাঁটা॥

সকল দোয়ার বন্ধ ক'রে, ঘরকে আপনি রাখবি আঁটা।
ওরে চার দিকে তোর সদাই বাদী, বিষম শত্রু রিপু ছটা॥
মায়াতে মন সব ভুলেছিস্, আপন দোষ তুই দেখবি কটা।
ওরে চ'ক চে'য়ে সব দেখতে গেলে, কর্ম্মফল যে বাধায় লেটা॥
আপন কোটে সবাই থেকে, অহঙ্কারে আপনি মোটা।
ওমন তারাই আবার শেষের দিনে, কাজ দেখে তোয় দেবে খোঁটা॥
ললিত কি আর বল্‌বে এখন, তার যে হ'ল কপাল ফাটা।
ওরে প্রাণ খুলে জয় দুর্গা ব'লে, মনের সাধে এ দিন কাটা॥ ৪২৪॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম বিকায় হাটে মাটে।
ওমন সস্তা দামে কিন্‌বি যদি, আমার কাছে আয়না ছুটে॥
পাঁচের দিকে দেখিস না মন, তারা কেবল মরছে খেটে।
ওরে দিনে দিনে ভুগছে যত, ততই ধরছে এঁটে সেঁটে॥

নিলাম ডাকে কর্ম্ম বিকায়, আনরে কিনে আপন কোটে।
ওমন সময় বুঝে সময় ক'রে, দেখনা সে সব ঘেঁটে ঘুঁটে ॥
লাভের জন্য কিনিস্ যদি, পাঁচ নেবে সব লাটে লাটে।
ওরে তোর কপালে লাভের গণ্ডা, সেইটে শেষে ধর্‌বি এঁটে ॥
ললিত বলে বুঝবি কি মন, কার কপালে কর্ম্ম জোটে।
ওরে পাঁচের কর্ম্ম পাঁচকে দিয়ে, আপনি হয় তো সাজবি মুটে ॥ ৪২৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন রে মিছে আঁটা আঁটি।
ওরে পাঁচকে নিয়ে সংসারেতে, করিস্ কেন ঘাঁটা ঘাঁটি ॥
মহামায়ার মায়ায় প'ড়ে, কেউ কি হেথা থাক্‌বি খাঁটি।
ওমন ছটার দায়ে একলা তোকে, করতে হবে ছুটো ছুটি ॥
ঘুরে ঘুরে দেখবি যত, ততই বাড়্‌বে হাঁটা হাঁটি।
ওরে ঘরের ভিতর সব আছে তোর, বাইরে কেবল মোটা মুটি ॥
পাঁচের দায়ে পথ ভুলেছিস্, করিস্ কেবল ঘাঁটা ঘাঁটি।
ওরে সোজা পথ তোর সামনে আছে, চলনা তাতে গুটি গুটি ॥
ললিত কি তোর বুঝবে এখন, কিসে হলি ভয়ের কুটি।
ওরে অন্ধকারে চাঁদের আলো, খুঁজে গিয়ে ধরনা সেটী ॥ ৪২৬ ॥

প্রসাদি সুর।

তারণ কারণ যুগল চরণ।
তবু ভ্রান্ত কেন হই অকারণ ॥
মায়াতে যে মুগ্ধ জগৎ, বুঝব কি মা গেলে জীবন।
ওমা আদি অন্ত সমান গেল, মিথ্যা হ'ল জীবন ধারণ ॥
কর্ম্মেতে দিন কাট্‌ল যত, মন কি সে সব করবে স্মরণ।
ওমা সকল ছেড়ে এ সংসারে, মায়া পূর্ণ রূপে গণন ॥

মুখ্য ধনে চক্ষু হারা, সার হ'ল এই কর্ম্ম সাধন।
ওমা আশার আশায় সব হারালাম, এইটি কি তোর মনের মতন॥
ললিত কি আর কর্ম্ম ছেড়ে, বুঝিয়ে দিতে করবে যতন।
ওমা এখন এত নিদয় হ'লে, কখন আশা হবে পুরণ॥ ৪২৭॥

প্রসাদি সুর।

মা মেলে তোর ভাবনা কিরে।
তুই থাকনা শ্রীপাদপদ্ম ধ'রে॥
পদে পদে মন বিকাল, লক্ষ্য কেবল রইল দূরে।
ওমন আসা যাওয়া ঘুচবে যে দিন, সেদিন ভয় আর খাবি কারে॥
পারের দিনে পার হবি মন, কাজের ভরা মাথায় ক'রে।
ওমন কাজের দায়ে কাজ চলেছে, আর কি হেথা আসবে ফিরে॥
মা মা ব'লে ডাকনা সদা, উঠবি কোলে আপন জোরে।
ওমন ভয় খেলে তুই বুঝবি কবে, দুর্গা নামে দুঃখ হরে॥
ললিত বলে নাম মাহাত্ম্য, থাকুক এখন পরে পরে।
ওমন ঘরের মাঝে ব্রহ্মময়ী, দেখনা এসে নয়ন ভ'রে॥ ৪২৮॥

প্রসাদি সুর।

মনরে কিসের করবি সীমা।
ওরে ডাক দিয়ে তুই মনের সাধে, বলনা দুর্গা কালী শ্যামা॥
হিসাব নিকাশ করবে যে দিন, সেদিন হবি মুখ্য কামা।
ওরে জমা খরচ মিলন হ'লে, পাবি তুই যে শূন্য নামা॥
মা মা ব'লে ডাকনা কেবল, বুঝতে কেন চা'স মহিমা।
ওরে অনিত্যকে নিত্য ভেবে, দিবি কি তুই তার উপমা॥
তারা যে তোর নয়ন তারা, চ'কের মাঝে দেখায় উমা।
ওরে পলকে তাই পলক মাঝে, লুকায় হরের মনোরমা॥

কাজের দায়ে ললিত পাগল, আর কেন মন দেনা ক্ষমা।
ওরে দেখনা চে'য়ে মিথ্যা জগৎ, সত্য নিত্য রূপা বামা ॥ ৩২৯॥

প্রসাদি সুর।

আর মা আশা বাড়বে কত।
ওমা দিনে দিনে এ দিন গত ॥
পরের জন্য পরের দায়ে, পরে পরে ভুগছি এত।
ওমা মন যে আমার সব ভুলেছে, লক্ষ্যহীন সে অবিরত ॥
চক্ষু আছে লক্ষ্য কোথা, সামনে কিন্তু শত শত।
ওমা কিসের দোষে আমার এখন, মন বুঝেনা মনের মত ॥
কাজে কাজে কাজ করি মা, খেটে খেটে হ'লাম হত।
নইলে কর্ম্মেতে আজ শ্রান্ত হ'লে, ধরবে এসে রবিসুত ॥
বারেক এসে অভয় দেমা, দূর হয়ে যাক্ ভাবনা যত।
ওমা মনে এসে মন বুঝে দেখ্, ললিত তোর ঐ পদাশ্রিত ॥ ৪৩০ ॥

প্রসাদি সুর।

মা কি আমায় থাক্‌বি ভুলে।
একবার দেখবি নাকি তনয় ব'লে ॥
কর্ম্ম ক্রমে বিষম হ'ল, দিনে দিনে পড়ছি গোলে।
ওমা দিন মজুরি দিনেতে ক্ষয়, তাতেও লক্ষ্য হয় কি ম'লে ॥
দেখে শুনে বুঝব কি মা, আমায় কে আর বুঝিয়ে দিলে।
ওমা বুঝব যে দিন বলব সে দিন, মনের মত সকল হ'লে ॥
মন যে এখন সদাই অবশ, আমার কথায় কৈ সে চলে।
ওমা ফাঁকে ফাঁকে ঘুরছে কেবল, দুঃখ দিচ্ছে সময় পেলে ॥
কার দোষে এই ললিত দুখী, ঠকছে কেন পাঁচের ছলে।
ওমা সেইটী বুঝে দেখিস্ যদি, উঠব জোরে তোর ঐ কোলে ॥ ৪৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

কালের ভয়ে ভয় করি না।
মা তোর চরণ বিনা আর জানিনা॥
চক্ষেতে মা লক্ষ্য কোথা, দুঃখ পেলে মন বোঝেনা।
ওমা সময় গেলে সবাই দায়ী, মায়ের মায়া কেউ ভাবে না॥
কালে কালে কাল যাবে মা, আসা যাওয়া তায় ঘোচে না।
মা তোর নাম গেয়ে এই দিন কাটালে, পূর্ণ হবে সব কামনা॥
দেখছি কত দেখব কত, দেখতে গেলে পাই যাতনা।
ওমা চ'ক বুজে এই চ'কের মাঝে, পাঁচের কেবল খাই তাড়না॥
কর্ম্ম ছেড়ে ললিত কেবল, করবে মা তোর নাম সাধনা।
ওমা আশার আশায় ভুগছে সবাই, পাঁচের কাছে পাঁচ গণনা॥ ৪৩২

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে মায়ার ছলে।
ওমা সদা বিপথ ধ'রে চলে॥
মনে মনে মন বোঝাব, ঢুকব না মা পাঁচের গোলে।
ওমা কাজ ক'রে কি দিন কাটাব, ভয় বেড়েছে কাজের ফলে॥
ভ্রান্ত মন যে শ্রান্ত হ'লে, আপনাকে সে সদাই ভোলে।
ওমা কর্ম্মেতে শেষ ক্ষান্ত হ'য়ে, ভাবতে বসে সময় এলে॥
জেনে শুনে কর্ম্ম করি, তবু দূষী সবাই বলে।
ওমা কার দায়ে কে দেখনা এসে, ভাস্‌ছে অগাধ সিন্ধু জলে॥
মন ভোলালে সবাই ভুলে, বাঁধা পড়ছে মায়ার জালে।
ওমা সকল মায়া কাটবে ললিত, মা মা ব'লে ডাকতে পেলে॥ ৪৩৩

প্রসাদি সুর।

ক্ষান্ত দেগো এলোকেশি।
আর বাড়াস না মা কর্ম্ম রাশি॥

মনে আমার আশা ছিল, দিন কাটাব হাঁসি হাঁসি।
ওমা কাজের দায়ে কেবল আমি, দুঃখসাগর মাঝে ভাসি॥
খেটে খেটে মলাম মাগো, সময় নাই যে ক্ষণেক বসি।
মিছে অভাব দেখে স্বভাব গেল, তবু ঘুরছি দিবানিশি॥
বিষম ভার যে মাথায় ক'রে, মনে মনে মন বিলাসী।
ওমা জ্ঞান হারিয়ে জ্ঞানের তরে, সে যে আবার হয় উদাসী॥
একবার চেয়ে দেখবি কি মা, কার দোষে আজ হলাম দুখী।
ওমা সকল ছেড়ে ললিত মা তোর, শ্রীপাদপদ্মের অভিলাষী॥ ৪৩৪॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে জগৎ আলো।
ওমন সমান করনা কাল ধল॥
একেতে যে পাঁচের উদয়, পাঁচে পাঁচে মিলছে ভাল।
ওমন ঠকবি যত ভুগবি তত, চ'কের দোষে সকল গেল॥
মায়া এখন করিস যাকে, তাকে নিয়ে সব মজিল।
তুই যে কাজের পাগল সব হলো গোল, কর্ম্মফলের ফল ফলিল॥
আঁধার ঘরে চাঁদ রয়েছে, চাঁদেতে চাঁদ সব মিলিল।
থেকে মায়ার বশে দেখবি কিসে, কর্ম্ম দোষে সব ডুবিল॥
দেখনারে মন তোর দোষেতে, ললিত ভ্রমে সব ভুলিল।
কবে সকল কারণ হবে মিলন, ক্রমে যে তোর দিন ফুরাল॥ ৪৩৫

প্রসাদি সুর।

সকল আশা মনের কাছে।
ওমা আমার এখন কি আর আছে॥
পরে পরে ঘুরছে যে জন, তার কাছে যে সব রয়েছে।
ওমা সময় হ'লে মিলন হবে, এখন দেখতে কে পেতেছে॥

যে আশাতে ঘুরছে জগৎ, যাতে এত গোল বেধেছে।
ওমা সেইটে খুঁজে দেখতে গিয়ে, কর্ম্মফলে মন মজেছে॥
দিনে দিনে দিন যে গত, মন কি আপন দিন বুঝেছে।
ওমা বিষয় বিষে জ্বলছে সকল, মন কোথা তায় ফাঁক পেতেছে॥
আশার আশা ছাড়তে তবু, ললিত এখন কৈ পেরেছে।
ওমা এক বিনে যে সকল আঁধার, মনের দোষে সব ডুবেছে॥ ৪৩৬॥

প্রসাদি সুর।

মা গো তোমায় ডাকব কত।
কেন ভুলিয়ে দিচ্ছ অবিরত॥
মায়াতে মন ভ্রান্ত হ'লে, দিন যে ক'রে দাও মা গত।
ওমা কার দোষে এই সংসারেতে, বাঁধা পড়ছে শত শত॥
জগতের এই ধর্ম্ম যে মা কর্ম্ম হেথা প্রবল যত।
ওমা যত দিন এই ঘুরব আমি, থাকব কাজের অনুগত॥
ক্রমে মনের বাড়ছে বিকার, সার হ'ল মা কর্ম্ম এত।
ওমা ঘরে ঘরে মিলন হ'লে, সব হয়ে যায় মনের মত॥
অন্ধকারে ফেলে যদি, এমন ক'রে মারবে সুত।
তবু দুর্গা ব'লে ললিত সদাই, থাকবে তোমার পদাশ্রিত॥ ৪৩৭॥

প্রসাদি সুর।

মন কি কথা নিচ্ছে কাণে।
সে যে চলছে মাগো মায়ার টানে॥
পরে পরে মন বিকালে, ঠক্‌ব ভাল শেষের দিনে।
ওমা লাভের ভাগী হ'তে গিয়ে, অভাব হচ্ছে কাজের গুণে॥

আপন দশা বুঝব কি আর, সময় মত কৈ সে শোনে।
মা গো আজও যেমন কালও তেমন, সমান চলছে সকল জেনে॥
কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য কেবল, তার বেলা কে সকল মানে।
ওমা কারণ ছেড়ে কাজ ক'রে শেষ, আশা বাড়ছে তুচ্ছ ধনে॥
মায়ের মায়া ভুলিস্ না মা, ললিত কে শেষ্ করিস্ মনে।
সে যে দুর্গা দুর্গা ব'লে কেবল, প'ড়ে আছে ভবের কোণে॥ ৪৩৮॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেলে কি দিন মজুরি।
ওমা ভাঙ্গবে যম যে জারি জুরি॥
কর্ম্ম বশে দিন কাটিয়ে, অহঙ্কার যে বাড়ছে ভারি।
ওমা যে জন হেথা কাজের দায়ী, তার মায়া সব ভয়ঙ্করী॥
কর্ম্ম ফলে ঘুরছে সবাই, আপনি আমি কথন ঘুরি।
হেথা সময় মত সকল পেলে, ভয় কাকে আর শুভঙ্করি॥
দিনের কর্ম্ম দিনেতে ক্ষয়, দূষী ব'লে কাকেই ধরি।
ওমা কপাল যেমন কর্ম্ম তেমন, মর্ম্মে লাগে মহেশ্বরি॥
ললিত বলে সময় পেলে, দুর্গা নামে সকল সারি।
আর কবে তাকে করবি মা গো, চরণ ধূলার অধিকারী॥ ৪৩৯॥

প্রসাদি সুর।

মা গো তারা ও শঙ্করি।
হে মা কি দোষে তুই আমার উপর, ছয় পেয়াদা করলি জারি॥
ছটায় করে টানাটানি, একা কি তা সইতে পারি।
ওমা অভয় পেয়ে তাদের আবার, বাড়ল দেখ্না জারি জুরি॥

আপনার ঘরে আপনি দূষী, এ যে মাগো বিপদ ভারি।
আমার দিন মজুরি লাভের কড়ি, ছজন মিলে করছে চুরি ॥
তাদের দায়ে দিন গেল মা, উপায় আমি কি আর করি।
ওমা মর্ম্মে ব্যথা দিতে কেন, বাড়াস্ আশা ভয়ঙ্করী ॥
শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেনা মা, অভয় পেয়ে বিপদ সারি।
আর কতকাল এই ঘুরবে ললিত, হ'য়ে মা তোর আজ্ঞাকারী ॥ ৪৪০ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ না মা গো নয়ন কোণে।
কবে কোলের কাছে রাখবি টেনে ॥
খেটে খুটে ঘুরব কত, সব চলেছে পাঁচের গুণে।
ওমা ছজন রিপু রইল ঘেরে, কেউ কি কারো কথা শোনে ॥
দিনে দিনে দিন কেটে যায়, গোল যে বাধবে শেষের দিনে।
ওমা মুখ ফুটে সব বলব কাকে, রইল সকল মনে মনে ॥
যাদের জন্য অভাব হেথা, তারাই ব্যথা দিচ্ছে প্রাণে।
ওমা ধরতে গেলে বেড়ায় ফাঁকে, দিন ফুরালে কেউ কি মানে ॥
মায়ের মায়া ভুলবি যদি, তবে কেন ভোগাস্ এনে।
ওমা ললিত কেবল তোর কাছেতে, বিদায় চাইছে মানে মানে ॥ ৪৪১ ॥

প্রসাদি সুর।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম।
ও মা দৃষ্টি সুখে মুগ্ধ হ'য়ে, ভুলেছে সব আপন চরম ॥
আজ রয়েছে কাল কোথা যায়, এর কি মাগো বুঝবে মরম।
সদা অন্ধকারে ঘুরছে এসে, এই হল যে কালের ধরম ॥

কালে কালে কাল আসে যায়, তবু কি কেউ ভুলবে করম।
ও মা ক্রমে দিন এই যাচ্ছে যত, ততই বাড়ছে মনের গরম॥
কর্ম্ম ফলে ভুগ্‌বে যে দিন, সে দিন কোথা থাকবে অহম।
ও মা আপন দশা বুঝলে পরে, মন যে নিজে হ'ত নরম॥
সময় মত মিলিয়ে নিলে, এক হ'য়ে যায় ত্বম্ আর অহম্।
ও মা আপন কর্ম্ম আপনি ভোলে, ললিতের কি আছে সরম॥ ৪৪২॥

প্রসাদি সুর।

সম্পদেতে বিপদ আসে।
ও মা ক্রমে ক্রমে সকল নাশে॥
আশায় প'ড়ে মনের বিকার, দিনে দিনে বাড়ছে এসে।
ও মা অভাব দেখে মন যে আমার, প'ড়ে আছে পরের বশে॥
সম্পদেতে সুখ যে কত, দেখছি সদাই ব'সে ব'সে।
ও মা পরে পরে মিলন হ'লে, অদৃষ্টকে কেউ কি তোষে॥
ভাগ্য ফলে ভুগব যত, ততই ঘুরব কর্ম্মদোষে।
ও মা আপন দশা আপনি আবার, বুঝব যে সেই দশার শেষে॥
ললিত কোন দূষী নয় মা, বল্‌লে কিন্তু সবাই হাঁসে।
ও মা বুঝে দেখলে বুঝত সবাই, মনই হ'ল সর্ব্বনেশে॥ ৪৪৩॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের হ'য়ে আজ্ঞাকারী।
আমি কালের এখন ভয় কি করি॥
সংসারেতে বিকার বেশী, মায়া বাড়ছে ভয়ঙ্করী।
সদা মনের মত মন যদি পাই, দুর্গানামে সকল সারি॥

মা মা ব'লে ডাকনারে মন, আর কি রিপু করবে জারি।
সেই বিদ্যা বলে অবিদ্যাকে, দমন ক'রে রাখ্‌তে পারি ॥
আশার আশায় ঘুরতে গেলে, পরের ছলে সদাই হারি।
সেই মাকে ঘ'রে রাখলে পরে, দেখব কে কি করবে চুরি ॥
ললিত ভাবে মাকে ছেড়ে, আপন ব'লে কাকেই ধরি।
আজ তার অভাবে জগত ভাবে, চার দিকে হয় বিপদ ভারি ॥ ৪৪৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ছুটেছে আশাব আশে।
ও মা বুঝবে সকল দশার শেষে ॥
মনের ভিতর মন আছে যার, সে কি ভাবতে চায় মা ব'সে।
ও মা মজার ব্যাপার আশার সুসার, সব ভাবে সুখ রঙ্গরসে॥
ভাবতে গেলে ভাবনা বাড়ে, নইলে হেথা ভয় আর কিসে।
ও মা বুঝলে কারণ সব অকারণ, গোল বেধেছে কাজের দোষে ॥
মায়াতে কি মন ভোলে মা, দায় যদি না থাকত এসে।
ও মা ভুলিয়ে সকল করলি বিফল, সবাই পড়ল পরের বশে ॥
আপনা হ'তে বলব কি মা, কম্ম হেথা সর্ব্বনেশে।
ও মা আপন দশা পরের আশা, দেখে ললিত কেবল হাঁসে॥ ৪৪৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কিছুতে কি ন'স্ মা রাজি।
আর দেখব কত ভোজের বাজী ॥
হেথায় এসে খাটছি ব'সে, তাই সেজেছি কাজের কাজী।
ও মা দেখছি যত বলব কত, কাজ হয়েছে পাজির পাজি ॥

তোর খেলাতে ভুলেছে সব, আপনি রিপু হচ্ছে তেজী।
ও মা লাভের মধ্যে অলাভ সদা, পাঁচের কথায় কেবল মজি ॥
পরের দায়ে পর বিকাল, ভাঙ্গছি ক্রমে ঘরের পুঁজি।
ও মা দেখে শুনে ভাবছি ব'সে, চলব কিসে সোজা সুজি ॥
ঘুরে ঘুরে দিন কাটালাম, আপন দশা কৈ আর বুঝি।
ও মা ললিতের এই এমন দিনে, সব হ'ল গোল হারিয়ে মাজী ॥ ৪৪৬

প্রসাদি সুর।

ও মা থাক্‌না ব'সে যাস্‌না স'রে।
তোকে দেখি একবার নয়ন ভ'রে ॥
কেন মাগো বলনা আমায়, লুকিয়ে বেড়াস এমন ক'রে।
ও মা আপনি ধরা না দিলে তুই, কেউ কি তোকে ধরতে পারে ॥
চ'কের দেখা দেখবো মা গো, যত কাল তুই থাকবি ঘরে।
ও মা তুই বিনা যে সকল আঁধার, মন বিকাবে পরে পরে ॥
মা মা ব'লে সব ভুলেছি, দুঃখ পেলে বলব কারে।
ও মা কাজের দোষে আপনা হ'তে, পড়েছি এই বিষম ফেরে ॥
কর্ম্মফলে বাধ্য হ'য়ে, দেখনা মা গো ম'লাম ঘুরে।
ও মা ললিত তোর ঐ শ্রীপাদপদ্ম, ধরবে শেষে কিসের জোরে ॥ ৪৪৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মনরে কি তুই দেখলি এসে।
কেবল কাজ হারালি কাজের দোষে ॥
আপনা হ'তে আপনি এখন, অভাব দেখিস ব'সে ব'সে।
ওরে সাজিয়ে ডালি মাখলি কালি, ভুলে রইলি রঙ্গরসে ॥
সামনে পেয়ে চ'ক হারালি, আমায় দুষী করবি কিসে।
ওরে দিন ফুরালে ভাসবি জলে, হাঁসবে সবাই আশে পাশে ॥

কাজে কাজে কাজ ভুলেছিস, কে তার বলনা করবে নিশে।
ওরে শেষের দশা পাঁচের আশা, বুঝলি কি তাই বুঝিয়ে দিসে॥
কি দেখে তুই আপনা হ'তে, মেতে রইলি বিষয় বিষে।
ওরে কর্ম্মফলে সবাই জ্বলে, ললিত কি আর বল্‌বে শেষে॥ ৪৪৮॥

প্রসাদি সুর।

সৌদামিনী রূপের মালা।
ও মা আকাশে ঐ রূপের খেলা॥
রূপে যেন রূপ ধরে না, দেখবে কি মন সদাই ভোলা।
ওমা স্তরে স্তরে হাঁস্‌ছে জগৎ, আঁধার কিন্তু শেষের বেলা॥
চ'ক যেন সব উঠছে ফুটে, দেখ্‌তে গেলে বাড়্‌ছে জ্বালা।
ও মা অমনি আবার অন্ধকারে, পাঁচের কাছে পাঁচের ছলা॥
মেঘের কোলে মেঘের পাশে, রূপের যেন লাগল মেলা।
ও মা মনকে কি আর বলব ওসব, কর্ম্ম দোষে সাজল কালা॥
ললিত কেবল এই বুঝেছে, জগৎ সব যে মায়ের লীলা।
মাগো শেষের দিনে হ'ক না আঁধার, দিস্‌ যেন তোর চরণ ভেলা॥৪৪৯॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর কর্ম্ম জানে।
এই ভোগা ভোগ সব হচ্ছে কেনে॥
ভাবতে গেলে ভয় বাড়ে মা, দিন ফুরায় যে দিনে দিনে।
ওমা কর্ম্ম দেখে কর্ম্ম বাড়ে, সব চ'লেছে কাজের টানে॥
আশাতে এই মন ভুলেছে, বাড়ছে সেটা আপন গুণে।
ওমা দুরাশা নয় দুষ্ট আশা, সার হয়েছে সকল জেনে॥
কাজের দায়ে ভুল্‌ছে সবাই, প্রাণের কথা কেউকি শোনে।
ওমা অসময়ে আঁধার সকল, সময় হ'লে সবাই মানে॥

ললিতের যে ভয় হয়েছে, রইল সে সব মনে মনে।
ওমা সময় পেলে সময় মত, বলে শান্তি পেতে প্রাণে॥ ৪৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর কালী জানে।
সদা হ'য়ে আপন ধরবে চরণ, সে সব স্মরণ হয় না কেনে॥
কাজের অভাব হ'ল স্বভাব, ভাব মেলে না এমন দিনে।
হেথা কর্ম্ম যেমন হচ্ছে তেমন, আপনি এখন কেউকি শোনে॥
ডাকলে পরে প'ড়ছে ফেরে, ঘুরে ঘুরে ঢুকছে কোণে।
হ'য়ে চক্ষু হারা সবাই সারা, বইছে ধারা দুনয়নে॥
চার দিকেতে আপনা হ'তে, ঘেরে সবাই রাখ্‌ছে টেনে।
ক্রমে কর্ম্মফলে সব ফুরালে, থাকবে ভুলে দেখে শুনে॥
বাড়িয়ে মায়া বন্ধু জায়া, আপন হচ্ছে পাঁচের গুণে।
শেষে কার্য্য কারণ হ'লে স্মরণ, হবে সাধন মনে মনে॥
ললিত এসে কাজের দোষে, কাজ বাড়িয়ে জ্বলছে প্রাণে।
কবে দুর্গা ব'লে মায়ের কোলে, উঠবে ছেলে সকল জেনে॥ ৪৫১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন দূষী কি কর্ম্ম দূষী।
ওমা সেইটা বুঝে দেখতে গেলে, ভাবনা বাড়ে বেশী বেশী॥
কাজের দায়ে দিন কাটালাম, তবু কর্ম্ম রাশি রশি।
ওমা ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
মনের ভিতর নিত্য আঁধার, পর নিয়ে পর হয় বিলাষী।
ওমা মায়ার বশে প'ড়ে এখন, আপন ভাগ্যে হয় উদাসী॥
মন যদি মা কর্ম্মে থাকে, ফলের লোভে হয় সে খুসী।
ওমা আশার আশা পরের দশা, বাড়িয়ে দেয় যে দ্বেষাদ্বিষী॥

কর্ম্মে পাগল মন করে গোল, ললিতের তাই পাচ্ছে হাঁসি।
ওমা এক মায়াতে সকল নাশে, তার প্রধান তুই সর্ব্বনাশী ॥ ৪৫২ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজের দায়ে ভয় বেড়েছে।
ওমা কাজে কাজে সব ভুলেছে ॥
অভয় দে মা ব্রহ্মময়ি, ক্রমে যে এই দিন যেতেছে।
ওমা কাকে এখন বলব আপন, কর্ম্ম দেখে সব স'রেছে॥
আসবার বেলা এলাম ভাল, যাবার সময় গোল বেধেছে।
ওমা মন যে এসে রইল ব'সে, কাজের দোষে ভ্রম বুঝেছে ॥
কোথায় লক্ষ্য সব বিপক্ষ, পক্ষাপক্ষ আজ রয়েছে।
ওমা পরকে নিয়ে সকল সয়ে, মায়ার বশে শেষ ফেলেছে॥
একবার এসে দেখবি কি মা, ললিত দায়ে বেশ প'ড়েছে।
ওমা কর্ম্ম সকল তার ফলাফল, তোর কাছে যে এক হয়েছে ॥ ৪৫৩।

প্রসাদি সুর।

কি করি মা সকাল হ'তে।
ওমা কাজের জ্বালা এমনি বিষম, সময় পাইনা খেতে শুতে ॥
এসেছি যদিন থাকব ক্দিন, ঋণ ক'রে যে কাটাই এতে।
ওমা বাড়িয়ে মায়া হারাই দয়া, লাভে অলাভ কেবল তাতে ॥
এলে সময় সব দিকে সয়, এক হবে সব আসতে যেতে।
ওমা যে জন বেশী হচ্ছে দুখী, তারই দুঃখ দিনে রেতে ॥
পরের দায়ে পরকে নিয়ে, কাল কাটাই মা কোন মতে।
ওমা আশার আশা তার ভরসা, বাড়ছে কেবল দুঃখ দিতে ॥

কর্ম্ম ক'রে কাজের জোরে, ললিতের মন উঠছে মেতে।
ওমা পারের কড়ি কাণার নড়ী, সব হারালাম তার ফলেতে॥ ৪৫৪ ॥

প্রসাদি সুর।

ঘর হ'ল মা রোগের কুটি।
কবে চলতে হবে গুটি গুটি॥
রোগে শোকে ভুগব কত, আর কেন মা দেনা ছুটী।
ওমা দিন গেলে এই দীনের তরে, বাড়ছে যত খাটাখাটি॥
পরিবার সব রইল ঘেরে, তাদের মায়ার আঁটা আঁটি।
ওমা মনের কথা স্বার্থ নিয়ে, ফল শেষে হয় পরিপাটী॥
সংসারে মা থাকতে হ'লে, করতে হবে ছুটোছুটি।
ওমা রোগের দায়ে জীর্ণ হ'লে, করব কত খাটা খাটি॥
একলা এসে একলা যাব, দেখব কেবল মোটামুটি।
ওমা মিছে ললিত কেবল হেথা, বেড়ায় এত মজা লুটি॥ ৪৫৫

প্রসাদি সুর।

চ'ক থেকে যে হাত্ড়ে মরি।
ওমা কাকে ধরতে কাকে ধরি॥
অন্ধকারে বাস হ'ল মা, তাতেই নিত্য ঘুরি ফিরি।
ওমা সময় পেয়ে লক্ষ্য হ'লে, মনের বাড়বে জারিজুরি॥
কাজের দায়ে কাজ হারালাম, খেটে খুটে সদাই ঘুরি।
তবু মন যে আমার আপন দোষে, হ'ল আশার আজ্ঞাকারী॥
কাজের ফল যে কাজের হাতে, বুঝ্তে গেলে সবাই হারি।
ওমা জগৎ এখন ঘুরছে যাতে, সে যে মায়া ভয়ঙ্করী॥
মা না ব'লে ডাকৃব কত, ললিতের যে বিপদ ভারি।
ওমা মনের আশা এমন দশা, দুর্গানামে সকল সারি॥ ৪৫৬ ॥

প্রসাদি সুর।

বিষের বাতি জ্বলছে বিষে।
ওমা কত আমি দেখ্‌ব ব'সে॥
বিষের বিষে জ্বলছে দেহ, মন যে সকল রাখ্‌ছে পুষে।
ওমা মায়া এসে বাড়িয়ে মায়া, ভুলিয়ে রাখ্‌ছে মিষ্টভাষে॥
বিষয় রসে মত্ত হ'লে, আপন ভেবে সবাই তোষে।
ওমা কর্ম্মফলে বদ্ধ দেখে, তারাই যে সব বেড়ায় হেঁসে॥
আপনার জনে আপন ব'লে, পরে পরে থাকছে মিশে।
ওমা লাভের মধ্যে মন যে আমার, কাল কাটালে রঙ্গরসে॥
চারি ধারে বিষের বাতি, ললিতের এই কর্ম্ম দোষে।
ওমা তার মাঝে যার মন অবাধ্য. কি হবে তার দশার শেষে॥ ৪৫৭॥

প্রসাদি সুর।

মন মাতে যার দুর্গা ব'লে।
তার ভয় কি মাগো কর্ম্ম ফলে॥
কাজের ফল যে কাজের সঙ্গী, কাজে কাজে সকল চলে।
ওমা মন অকারণ ভেবে আপন, আপনা হ'তে পড়ছে গোলে॥
আছে যা সব নিচ্ছে কে সব মনে সবাই সমান হ'লে।
ওমা এই অনিত্য হয় কি নিত্য, কেবল মিথ্যা পাঁচের ছলে॥
কালে কালে কাল আসে যায়, ভ্রম বাড়ে এক মনের ভুলে।
ওমা দেখে শুনে আসবে মনে. এখন কেবল মরবে জ্ব'লে॥
নাম গেয়ে দিন কাটিয়ে ললিত, কর্ম্ম সকল রাখবে তুলে।
সব মিলিয়ে নিয়ে শেষের দায়ে, ধরবে গিয়ে ফলে ফুলে॥ ৪৫৮॥

প্রসাদি সুর।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
সেই ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, হেলায় সেটা দেখতে পাবি॥

আর কত মন হেথায় ব'সে, ঘরের কোণে কাল কাটাবি।
ওমন ফলে ফুলে ব্যক্ত হ'লে, পরম তত্ত্ব খুজ্‌তে চাবি॥
বাইরে হতাশ তোর কাছে আশ, দুয়ে যে এক তাও মেলাবি।
ওরে শূন্য কি আর হবে মান্য, গণ্য হ'লে সব দেখাবি॥
কাজ হারিয়ে কাজের কাজী, কি কাজ করিস তাও বোঝাবি।
ওমন বেড়িয়ে ফাঁকে যাকে তাকে, মনের কথা সব শুধাবি॥
মিলিয়ে নিলে হবে মিলন, ললিতকে কি আর ভোলাবি।
ওরে চক্ষে দেখে সকল শিখে, সত্য কি মন তাই শোনাবি॥ ৪৫৯॥

প্রসাদি সুর।

চ'কের দেখা দেখ্‌ব তোকে।
ওমা দিন গেল সব কাজের পাকে॥
কাজে কাজে কাজ হারিয়ে, ধরতে যাই মা যাকে তাকে।
ওমা আপন ব'লে ধর্‌তে গেলে, সবাই স'রে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
ঘরের ভিতর আঁধার সকল, অন্ধকারে ম'লাম ডেকে।
ওমা সাধে বিষাদ তুই হলি বাদ, দেখতে গেলে সবাই রোকে॥
এতদিন যে হেথায় এসে, কেবল ঘুরি পরের ঝোঁকে।
ওমা সব করে ফাঁক কর্ম্ম বিপাক, প্রাণ গেল যে ব'কে ব'কে॥
সংসারেতে দিন গুণে সব, কাজ করি এক ফলের পাকে।
তোর ঐ দুর্গা নামে সকল আছে, ললিত বল্‌ছে ডেকে হেঁকে॥ ৪৬০॥

প্রসাদি সুর।

মন ম'জেছে বিষয় রসে।
তার কি হবে মা দশার শেষে॥
কার দায়ে মা ভুগছে কে আজ, সেইটী আমি বুঝব কিসে।
ওমা চ'ক্ থেকে যে আঁধার সকল, পথ চেয়ে যে থাক্‌ব ব'সে॥

ঘরে বাইরে সবাই আপন, এই দেখে আজ মন যে হাঁসে।
তাই আমার আমার ক'রে মাগো, চক্ষে কেবল লাগছে দিশে॥
বাড়িয়ে আশা দেখছে দশা, মন এত মা সর্ব্বনেশে।
সেই আশার আশায় প'ড়ে এখন, সব হারালাম কাজের দোষে॥
মন দূষী আর কর্ম্ম দূষী, দুইয়ে সদাই চল্‌ছে মিশে।
ওমা শেষের দিনে ছাড়বে সবাই, একলা ললিত চল্‌বে ভেসে॥ ৪৬১॥

প্রসাদি সুর।

আর মায়া তুই দেখাস কেনে।
ওমা বিদায় দেনা মানে মানে॥
তোকে ডাকলে তুই ভোলাবি, কালে যে কাল নিচ্ছে টেনে।
ওমা সময় হ'লে দিবি বিদায়, নিত্য সেটা জাগছে মনে॥
মায়াতে আর ভুলব কত, সব চ'লেছে দেখে শুনে।
ওমা তোকে ধ'রে এই হ'ল যে, তর্‌ব শেষে কাজের গুণে॥
ঘরে বাইরে সমান ক'রে, রেখেছিস্ যে আমায় এনে।
ওমা শেষে কিন্তু আপনি আবার, হিসাব চাইবি জনে জনে॥
তুই ভুলে না থাকলে কেন, ললিত এত জ্বলবে প্রাণে।
এখন দুর্গা ব'লে কাল কাটিয়ে, বুঝে দেখব শেষের দিনে॥ ৪৬২॥

প্রসাদি সুর।

কাজ দেখে মা সবাই হারি।
আমার আশা হ'ল ভয়ঙ্করী॥
আশার আশায় কাল কাটিয়ে, কর্ম্ম ফলের বাড়ছে জারি।
ওমা একলা আমি সবাই রিপু, কত এখন সইতে পারি॥
মায়া ভুলে ছল যে করিস, তাতে হয় কি বাহাদুরি।
ওমা দেখনা এখন ক'রে স্মরণ, সবাই যে তোর আজ্ঞাকারী॥

সময় বুঝে ধরতে গেলে, সব স'রে যায় শুভঙ্করি।
এই পাঁচের খেলায় কাটল বেলা, বলনা মা আজ কাকেই ধরি॥
কাজ ক'রে এই ললিত ভাবে, ফলের আমি কি ধার ধারি।
হেথা যার কাজ এখন সেই যে আপন, ফল নেবে সব মহেশ্বরী॥ ৪৬৩

প্রসাদি সুর।

কার খেলা কে দেখছে ব'সে।
ওমা কাজ হারালাম কাজের দোষে॥
দেখব কত ভুগব কত, মন থাকে না আপন বশে।
ওমা কর্ম্ম যেমন হ'ল তেমন, দেখতে গেলে সবাই বোষে॥
ঘরে ঘরে বাড়িয়ে বিবাদ, বাদ সেধে যে বেড়াই এসে।
ওমা চক্ষে দয়া পরের মায়া, জ্বলছে কায়া বিষম বিষে॥
ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, পরকে কেবল বেড়াই দূষে।
ওমা নিজের বেলা সেজে কালা, আশার আশায় ঘুরব হেঁসে॥
ললিত কি আর বুঝবে এখন, গোল এত সব হচ্ছে কিসে।
মা যার মন অশুদ্ধ কর্ম্মে বাধা, বদ্ধ হবে দশার শেষে॥ ৪৬৪॥

প্রসাদি সুর।

গোল বেধেছে মনে মনে।
এখন ভ্রম বেড়েছে সকল জেনে॥
আপনা হ'তে কার মায়াতে, ঘুরছি এসে এমন দিনে।
ওমা হ'য়ে আপন কেউ কি এখন, বলবে এসে কাণে কাণে॥
মিলিয়ে এত দেখব কত, মন আমার আজ কৈ সে শোনে।
ওমা সময় পেলে কাজের ভুলে, আপনি জ্ব'লে মরব প্রাণে॥
অন্ধকারে বেড়াই ঘুরে, লক্ষ্য হ'লে বসব কোণে।
ওমা অমনি হেঁসে মায়া এসে, সকল দিকে ধরছে টেনে॥

পেলে অভয় সব যাবে ভয়, তখন ললিত ধরবে চিনে।
কেন হ'য়ে কৃপণ রইলি এখন, বিদায় দে না মানে মানে ॥ ৪৬৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে কাজের গোড়া।
তাই খাচ্ছে ব'সে পাঁচের তাড়া ॥
অন্ধকারে ঘুরবে কেবল, এমনি আমার কপাল পোড়া।
ওমা ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, ভাঙ্গা কপাল দেবে জোড়া ॥
দিনে দিনে চার ধারে তার, ঘন হচ্ছে মায়ার বেড়া।
ওমা আপন হ'য়ে সবাই এসে, করছে কেবল ফড়া ছেঁড়া ॥
পথ ব'য়ে তায় চলতে হ'লে, সেজে আবার বসছে খোঁড়া।
ওমা পরকে পেয়ে পরের দায়ে, দেখ সে কোন্ খ'জের নাড়া ॥
হেথায় এসে ললিত কেবল, রইল নিয়ে টাকার তোড়া।
শেষে এসব ছেড়ে যমের ঘরে, দাখিল হবে খাড়া খাড়া ॥ ৪৬৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজ দেখে এই কপাল চলে।
আবার কর্ম্ম হয় যে কাজের ফলে ॥
কাজে কাজে ঘুরবে যত, ততই জগৎ পড়বে গোলে।
ওমা কখন হয় কপাল দূষী, ভ্রম বাড়ে এক পাঁচের ছলে ॥
মায়ায় বাঁধা প'ড়ে কেবল, সবাই আপন কর্ম্ম ভোলে।
ওমা কোথায় মায়া কার এ কায়া, সব যে শেষে শেষ কালে ॥
এখন যারা আপন সেজে, ভুলিয়ে দিচ্ছে মধুর বোলে।
ওমা অতল জলে ডুবলে শেষে, কেউ কি তখন ধরবে তুলে ॥
এই পাঁচের খেলা পাঁচের কাছে, মিছে মা তোর ললিত জ্বলে।
হয় তুলে শেষে করিস কোলে, নইলে রাখিস চরণ তলে ॥ ৪৬৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি ভুলে থাকবি ব'সে।
ওরে মায়ের খেলা ভাবের ভোলা, বুঝবি কি সব সর্ব্বনেশে॥
আপনার কর্ম্মে আপনি দুষী, অন্ধকারে চলবি ভেসে।
ওরে সকল তত্ত্ব হ'লে ব্যক্ত, আগম নিগম যায় যে মিশে॥
অন্ধকারে ধরবে মায়া, আলোয় গেলে লাগবে দিশে।
ওরে আলোয় আঁধার ছাড়লে বিকার, পরমতত্ত্ব আপনি আসে॥
কাকেও দেখে চ'ক ঘোরাবি, কাকেও পেয়ে মরিস্ হেঁসে।
সব মিলন এখন দেখ্না কেমন, সব যে ভুলে থাকবি শেষে॥
আপনার কর্ম্ম আপনি বুঝে, ভুগিস কেবল কাজের দোষে।
ওরে কিসে ললিত করবে বিহিত, তুই যে রইলি রঙ্গরসে॥ ৪৬৮॥

প্রসাদি সুর।

মনের আশা মন বোঝে না।
তাই করে পাঁচের এই সাধনা॥
পরের সঙ্গে মিশ্তে এখন, যতই আমি করি মানা।
ওমা এমনি কপাল কাজ হ'ল কাল, কথা বল্লে কেউ শোনে না॥
অজ্ঞানেতে অন্ধকারে, ঘুরে ঘুরে হ'লাম কাণা।
ওমা মিছে কেবল দায়ে প'ড়ে, ক'রে বেড়াই নেনা দেনা॥
ছটা রিপু সঙ্গী মা যার, কত যে তার হয় যাতনা।
ওমা সবাই মিলে ফেলছে গোলে, মনের ভুলে এই তাড়না॥
এই পাঁচের মায়া ভবের ছায়া, সময় পেলে কেউ ছাড়ে না।
ওমা ললিতের এই দুঃখ কেবল, কালের ভয়ে কাল গণনা॥ ৪৬৯॥

প্রসাদি সুর।

দোষ কি আমার সর্ব্বনাশি।
হেথা আসতে যেতে পাঁচ জনাতে, বাড়িয়ে দিলে দ্বেষাদ্বিষী॥

পরের খেলা দেখে মেলা, মন যে আমার হয় উদাসী।
ওমা সামনে ভক্ষ্য হারিয়ে লক্ষ্য, মন যে সদা উপবাসী ॥
যেমন স্বভাব তেমনি অভাব, লাভের মধ্যে মন বিলাসী।
ওমা দেখে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, আপনা আপনি কতই হাঁসি॥
গেলে সময় কেউ কারও নয়, এখন কিন্তু সবাই খুসি।
ওমা এই যে দুঃখ সব বিপক্ষ, তবু লক্ষ্য হয় না আসি ॥
জেনে শুনে সবাই কেনে, সেজে রইল মিষ্ট ভাষী।
ওমা আপনি এত বুঝবে কত, কার দোষে এই ললিত দূষী ॥ ৪৭০ ॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচেরে পাঁচ শেষ যে যাবে।
কেবল আত্মায় আত্মা মিশে রবে ॥
আগম নিগম শিব ব'লেছে, সে সব জেনে ফল কি হবে।
ওরে সব অনিত্য এক যে নিত্য, তার কি তত্ত্ব সবাই পাবে ॥
দেখবি যত ঠক্‌বি তত, গোলে মালে সব ভোলাবে।
ওরে পাঁচে পাঁচে মিলন হ'লে, কর্ম্মফলে সব করাবে ॥
কাজের কাজী হতেও রাজি, কেউ কি তাকে কাজ দেখাবে।
ওরে শেষের দিনে মনে জ্ঞানে, গুণে গুণে সব মেলাবে ॥
আপন কর্ম্ম কাজের মর্ম্ম, পরকে কি কেউ আজ বোঝাবে।
ওরে যেমন সাজে সবাই সাজে, ললিতকেও যে তাই সাজাবে ॥ ৪৭১ ॥

প্রসাদি সুর।

আশার আশা কর্ম্ম নাশা।
সে যে শেষ কালেতে ভাঙ্গবে বাসা ॥
হেথায় এসে করব কি মা, পরের চাকরী হচ্ছে পেসা।
ওমা অভাব ভেবে ঘুরছে সবাই, কেউ কি দেখছে আপন দশা ॥

পরের বেলা লাফালাফি, নিজের কাজে সবাই কসা।
ওমা লক্ষ্য গেলে পরকে পরে, কতই কইছে মিষ্ট ভাষা॥
মনকে দূষী করব কত, তার যে দেখি সবাই ঘেঁসা।
ওমা এমনি এখন মায়ার শাসন, ছুটল না তার কাজের নেশা॥
দুর্গা ব'লে দিন কাটাবে, ললিতের এই মনের আশা।
নইলে এমন দিনে এক বিহনে, দিবায় হবে অমানিশা॥ ৪৭২॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামে কি গুণ ধরে।
কেন বল্‌তে গেলে নয়ন ঝরে॥
কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হ'য়ে, জগৎ সদাই আপনি ঘোরে।
ওমা তোর ঐ দুর্গা নামের গুণে, সে সব দুঃখ পালায় দূরে॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম যে, পায় মা হাতে ওনাম ক'রে।
ওমা জগৎ মাঝে সকল ভয়ে অভয় হয় যে নামের জোরে॥
নিত্য ধনে তত্ত্ব ক'রে, একলা হেথা যে জন ফেরে।
ওমা বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র, পায় ঐ নামে একাধারে॥
নাম মহাত্ম্য বুঝতে ললিত, ঘুরছে সদাই দ্বারে দ্বারে।
মিছে মায়ায় বদ্ধ ক'রে এখন, কেন মা তায় রাখিস ধ'রে॥ ৪৭৩

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামে সকল ফলে।
তবু মন ভুলে যায় কাজের ভুলে॥
দুর্গা নামে মত্ত যে জন, তার কি আবার জীবন জলে।
সে যে শেষের দিনে বিষম সাগর, পার হ'য়ে যায় নামের বলে॥
দুর্গা ব'লে ডাকলে পরে, মা হ'য়ে মা করিস কোলে।
ঐ নাম মাহাত্ম্য পরম তত্ত্ব, ভুলিয়ে দিচ্ছে পাঁচের ছলে॥

ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম করে, তাও কি মাগো থাকবে কালে।
ঐ নামের গুণে শেষের দিনে, সবাই এসে ধরবে তুলে ॥
এক দোষে এই ললিত দূষা, ঠকছে কেবল পরের বোলে।
ওমা দুর্গা নামে থাকলে মতি, আর কিসে তুই ফেলবি গোলে ॥ ৪৭৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল গল একটি কথা।
মনে গোল হ'লে যে গোলের কথা ॥
পাঁচকে ভেঙ্গে এক কর মন, এই হ'ল যে ডাকের কথা।
মনে পাঁচে পাঁচে পৃথক হ'লে, তারাই আবার থাকবে কোথা ॥
আগম নিগম সমান হ'লে, থাকতে পায় কি মনের ব্যথা।
এই মনের বিকার বাহিরে আঁধার, ঘুরে ফিরে বেড়াও বৃথা ॥
পাঁচের খেলা পাঁচ বোঝে সব, দেখতে গেলে ঘুরবে মাথা।
এই মনের ভ্রমে কেবল এখন, ছুটছে সবাই যথা তথা ॥
পরের কাজে ললিত দূষী, কাকে কি আর বলবে হেথা।
যিনি মাতৃরূপা মহাশক্তি, শেষে তিনিই পরম পিতা ॥ ৪৭৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মনরে কত দেখবি ব'সে।
ওরে চারি ধারে মাতলো সবাই, অহঙ্কার আর বিষয়বিষে ॥
আপনার ব'লে টানতে গেলে, এত গোল্ তোর বাড়ছে এসে।
ওরে সবাই যেমন আপনি তেমন, তাও ভুলেছিস রঙ্গরসে ॥
আপন ভেবে দেখনা সকল, পড়িস কেন একের বশে।
ও রে এলি যখন একলা তখন, শেষেও একলা যাবি ভেসে ॥
পরের কথা বুঝবে পরে, নিজের বেলা সবাই দোষে।
ওরে পথ ধ'রে তুই চলিস্ যদি, চেয়ে চলনা আশে পাশে ॥

মিছে সাজে বেড়াস সেজে, কাজের মর্ম্ম বুঝবি কিসে।
ও রে দায়ের দায়ী হ'য়ে কেবল, সদাই ললিত পরকে তোষে ॥ ৪৭৬।

প্রসাদি সুর।

মা গো ওমা কর্না কোলে।
একবার দেখবি নাকি আপন ছেলে ॥
সংসারেতে এসে এখন, ডুবে ম'লাম অগাধ জলে।
ওমা দিনে দিনে দিন গেল সব, আর কতকাল মরব জ্ব'লে ॥
জাগ্‌লে সবাই করছে দাবী, শান্তি পাই যে রাত্রি হ'লে।
ওমা ইচ্ছা হয় যে আপনা হ'তে, পালাই ছুটে সকল ফেলে ॥
যাকে এখন আপন ভাবি, সেই যে ঠকায় ছলে বলে।
ওমা মায়ায় প'ড়ে সব গেল আজ, দেখবি কি শেষ্ দিন ফুরালে ॥
কর্ম্ম নিয়ে ললিত পাগল, তোকেও যে মা রইল ভুলে।
ওমা এ দোষ ধ'রে করলে দুষী, বাঁধা পড়ব ফলে ফলে ॥ ৪৭৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজ পেয়ে যে মন শোনে না।
তাই দিচ্ছে মা গো এই যাতনা ॥
কর্ম্ম নিয়ে তাড়াতাড়ি, বলতে গেলে শেষ্ বোঝেনা।
ওমা পরে পরে রইল মায়া, আপনার মায়া কেউ জানে না ॥
সবাই করে রাগারাগি, ভাল ভেবে কেউ দেখে না।
ওমা একের দায়ে তোর কাছে শেষ্, দুষী হই যে এই ভাবনা ॥
মা মা ব'লে ডাকছি এত, পূর্ণ কৈ আর হয় বাসনা।
ওমা কর্ম্ম নিয়ে দিন কাটিয়ে, মিছে হ'ল সব সাধনা ॥
কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হ'লে, শেষে কি আর হয় গণনা।
ওমা ললিত কি তোর এমনি ক'রে, সইবে পাঁচের এই তাড়না ॥ ৪৭৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম নিয়ে রাগা রাগি।
শেষ ভেক্ ধ'রে যে সবাই যোগী॥
লাভের জন্য কাজ করে সব, করতে চায় যে ভাগাভাগি।
আজ তার ফলেতে আপনা হ'তে, সবাই হেথা হচ্ছে দাগী॥
প্রথম হ'তে এসে কেবল, কাজ করি সব পরের লাগি।
তাই নিজের বেলা আপনা হ'তে, মন যে আমার হয় বিরাগী॥
কর্ম্ম নিয়ে থাকৃতে গেলে, তার দোষেতে সবাই ভুগি।
এই মনের বিকার রইল মনে, ক'রে রাখলে চির রোগী॥
মনের সাধে ঘুমায় সবাই, কৈ তোর ইচ্ছা আমরা জাগি।
এই ললিতের যে কপাল ক্রমে, গোল করে সব্ মিন্‌সে মাগী॥ ৪৭৯॥

প্রসাদি সুর।

দিনে রাতে সমান চলে।
ওমা মন ভোলে এক কর্ম্ম ফলে॥
সংসারেতে এসে কেবল, লাভের আশায় কর্ম্ম হ'লে।
ওমা অজ্ঞান আঁধার কাটবে কিসে, আপনি যে সব পড়ছি গোলে॥
মন বিপক্ষ কর্ম্মে লক্ষ্য, এতেই যে প্রাণ সদাই জ্বলে।
ওমা আপন ধর্ম্ম কাজের মর্ম্ম, বুঝবে সবাই দিন ফুরালে॥
হিত আর অহিত সব বিপরীত, শেষে সকল ভাসবে জলে।
হেথা এখন যেমন শেষেও তেমন, কেউ কি আপন হয় মা কালে॥
আসতে যেতে সমান সকল, দেখে শুনে ললিত বলে।
এক দুর্গা নামে থাকলে মতি, মা কি শেষে থাকবি ভুলে॥ ৪৮০॥

প্রসাদি সুর।

বল মা তারা ধরব কারে।
সদা প'ড়ে আছি আঁধার ঘরে॥

মনে মনে মন বোঝে না, ডাকতে যায় সে যারে তারে।
সদা আপন ঘরে আপনি দূষী, তাও কি কেউ মা সইতে পারে॥
বলতে গেলে কেউ শোনে না, সবাই ঠেলে রাখছে দূরে।
ওমা আশার আশায় কেবল এখন, দাড়িয়ে আছি পথের ধারে॥
ভাবতে গেলে ভাব আসে মা, মন যে বেড়ায় আপন জোরে।
ওমা দিন পেয়ে দিন হারিয়ে কেন, বিকাই কেবল পরে পরে॥
কর্ম্ম বিপাক দেখে ললিত, প'ড়ল এখন বিষম ফেরে।
হেথা একবার এসে আপন ভেবে, দেখবি কি মা স্নেহের ভরে॥ ৪৮১ ॥

প্রসাদি সুর।

কি করি মা এ সংসারে।
কেবল দিন গেল যে পরে পরে॥
তোর নাম সুধারস পান ক'রে মন, কাল কাটাবে আপন জোরে।
ওমা তার মাঝেতে ভয় কেন আজ, পাছে শেষে যমে ধরে॥
নামের গুণে কাটবে মায়া, বলছে সবাই বারে বারে।
ওমা তবে কেন মোহর বশে, ফেলে রাখলি আঁধার ঘরে॥
অন্ধকারে হাৎড়ে কেবল, ধরতে যাই যে যারে তারে।
ওমা সাধে আমার হ'ল বিষাদ, ম'লাম কেবল ঘুরে ঘুরে॥
যে সাজ সেজে বেড়ায় ললিত, তাই সে এখন থাকবে ধ'রে।
ওমা আপন ব'লে টানবি যে দিন, সেই দিনে সব ফেলবে দূরে॥ ৪৮২॥

প্রসাদি সুর।

শক্তি সকল ঘরের রাজা।
ওমন কর্ম্ম তার যে খাসের প্রজা॥
দিন গেলে আর হয় কি কিছু, শক্তি বিনা সকল হাজা।
তবু ডাকতে গেলে ভ্রম বাড়ে সব, এই হ'ল শেষ্ ভবের মজা॥

চ'ক চেয়ে সব দেখতে গেলে, সামনে যে পথ সেইটে সোজা।
তবে দোষ তাতে এই মন বোঝে না, থাকেনা শেষ্ আপনি তাজা॥
দিনে দিনে আর কত কাল, বয়ে বেড়াই আশার বোঝা।
আজ লাভের মধ্যে এই হ'ল যে, খাচ্ছি ব'সে পাঁচের শাজা॥
অন্ধকারে প'ড়ে ললিত, হারিয়েছে তার ঘরের রাজা।
তবু কাজের বশে থাকলে শেষে, উড়বে দুর্গা নামের ধ্বজা॥ ৪৮৩॥

প্রসাদি সুর।

আর ভুলিস না মায়ার ছলে।
মন লক্ষ্য ছাড়না কর্ম্ম ফলে॥
কর্ম্ম এখন দেখবি কত, আসতে যেতে সমান চলে।
ওরে দিনের কর্ম্ম দিনেতে ক্ষয়, টানিস কেন আপন ব'লে॥
লোভে প'ড়ে সব ভুলেছিস আপনি গিয়ে ঢুকিস জালে।
ওরে যার দায়ে তুই এ দায় নিলি, সেটাও কি তোর থাকবে কালে॥
অন্ধকারে আঁধার দেখিস, আলোয় গেলে পড়িস গোলে।
ওরে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, ঠকাতে চাস ছলে বলে॥
ললিতকে কি তুই বোঝাবি, আপনি ঘুরিস্ আপন ভুলে।
ওরে দুর্গা ব'লে দিন কাটিয়ে, কর্ম্ম সকল রাখনা তুলে॥ ৪৮৪॥

প্রসাদি সুর।

সং সেজেছিস এ সংসারে।
ওমন আপন কর্ম্ম ভেবে ধর্ম্ম, পরকে দেখাস ঘুরে ঘুরে॥
মুখে কালি মাথায় ডালী, ঘুরিস্ খালি ভবের ঘোরে।
আজ দেখে আপন শিখবি কি মন, হচ্ছে শাসন পরে পরে॥
পরের মায়া বাঁধলে কায়া, বন্ধু জায়া রইল ঘেরে।
ওমন এলে সময় সব দূরে রয়, করবি যে ভয় যারে তারে॥

বুঝবি ভোলা কাটিয়ে বেলা, আর কি মেলা বলব তোরে।
মিছে খাটতে গেলি দিন কাটালি, ঘুরে মলি দ্বারে দ্বারে॥
দুর্গা ব'লে ডাকলে ছেলে, মা কি ভুলে থাকতে পারে।
সেটা জেনেও ললিত হয় বিপরীত, তার বিহিত আজ কে আর করে॥ ৪৮৩॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন ছাড়না মায়া।
শেষে কোথায় রবে পুত্র জায়া॥
পরের জন্ত খাটিস ব'লে, কেউ কি তোকে করবে দয়া।
ওরে কর্ম্ম দেখে দুষী হ'লে, ভাগ নেবে না আপন জায়া॥
কাজ নিতে সব মুখে মুখে, বাড়িয়ে দিচ্ছে লোকের পায়া।
ওরে সেই কুহকে সব হারালি, বুঝলি না তাও থাকতে কায়া॥
শেষের দিনে আপনি এসে, সাজিয়ে দেবে বন্ধু ভায়া।
ওরে আপনি দায়ে পড়বি যখন, তখন কি কেউ করবে দয়া॥
কাল মাহাত্ম্যে বাড়ছে ফাঁকী, ধর্ম্ম আছে একটী পোয়া।
ওরে যা দেখিস্ আজ সকল মিছে, মিছে ললিত ভবের ছায়া॥ ৪৮২॥

প্রসাদি সুর।

যে দিন হ'লাম ব্যথার ব্যথী।
ওমা সেই দিন হ'ল জন্ম তিথি॥
সংসারেতে এসে আমি, খুঁজে ম'লাম পাতি পাতি।
ওমা ক'রে মিলন দেখলাম এখন, কেউ হবে না সঙ্গের সাথী॥
আগম নিগম দেখব মিছে, চার দিকে যে বাড়ছে ক্ষতি।
ওমা করে কর্ম্ম ভাবি ধর্ম্ম, ফল যে হয় তার হাতাহাতি॥
মায়ার বশে মনকে ফেলে, দেখিস যে তার মাতামাতি।
ওমা থাকতে বেলা সাজবি কালা, যমদুতে শেষ্ মারবে লাথি॥

যাত্রী দেখে ধাত্রী এসে, কাট্‌ছে নাড়ি নিতি নিতি।
তাতে জ্বলছে জীবন এই অকারণ, বলতে ফুরায় পাঁজি পুঁথি ॥
অন্ধকারে প'ড়ে ললিত, হারিয়েছে তার চ'কের জ্যোতিঃ।
এত করলি শাসন দেখনা এখন, আঁধার ঘরে জ্বলুক বাতি ॥ ৪৮৭ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন তাড়াতাড়ি।
তোর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি ॥
পালিয়ে যেতে চাস্ কেন আর, দেখনা চেয়ে পায়ের বেড়ী।
ওমন আপনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে, শেষে করিস্ ছেঁড়াছিঁড়ি ॥
ধর্‌তে গিয়ে পড়লি ধরা, আর কি আছে ছাড়াছাড়ি।
কেন হারিয়ে আপন ভাবিস্ এখন, করিস্ পরের কাড়াকাড়ি ॥
সংসারেতে দেখবি সদাই, পাঁচটা ভূতের জড়াজড়ি।
ওমন সময় পেলে ভূতে ভূতে, করছে সকল নাড়ানাড়ি ॥
শেষের দিনে দেখবে ললিত, কর্ম্মফলের ছড়াছড়ি।
সে তার পারের ঘাটে খুঁজলে গাঁটে, পাবে না এক কাণাকড়ি ॥ ৪৮৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কি থাকি অন্ধকারে।
মা গো ধরব চরণ আপন জোরে ॥
দুর্গা ব'লে দিন কাটাব, কর্ম্ম সকল রাখব দূরে।
ওমা নামের গুণে আপন মনে, অভয় পাব আঁধার ঘরে ॥
মন যে ভোলা কর্ম্ম দোষে, ধরতে যায় সে যারে তারে।
ওমা সব বিপক্ষ একেই লক্ষ্য, মুখ্য ব'লে থাকব ধ'রে ॥
যাতায়াতে ভয় করি না, যদি দিস্ তুই হুকুম ক'রে।
ওমা আজ্ঞা পালন করব যখন, তখন ভয় আর খাব কারে ॥

ললিত কেন ভ্রান্ত এত, প'ড়ে মিছে মায়ার ঘোরে।
ওরে মায়ের খেলা থাকতে বেলা, দিন ফুরালে পাবি তাঁরে ॥ ৪৮৯

প্রসাদি সুর।

রং করে সব রাংতা সোণা।
ওমন দেখতে তোকে করি মানা ॥
চ'কের ধাঁধা বাইরে বাধা, বুঝিয়ে বল্‌লে কেউ শোনে না।
যে এই জগৎ ব্যক্ত আগম উক্ত, তার কিছু কি হয় তুলনা ॥
ধনের ঘড়া রাঙ্গে ভরা, খুঁজে কিন্তু লাভ মেলে না।
হেথা পাঁচের মায়া থাকতে কায়া, দয়া ক'রে কেউ বোঝে না ॥
ছাড়লে লক্ষ্য হারাস মুখ্য, পৃথক পৃথক কর্ গণনা।
ওরে সৎ আর অসৎ যার এই জগৎ, তার কি আছে ধ্যান ধারণা ॥
হ'য়ে আপন ডাকবি যখন, পূর্ণ তখন হয় সাধনা।
নইলে আপনি ললিত ক'র্‌গে বিহিত, সাধ ক'রে তোর এই যাতনা ॥ ৪৯০।

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম ফলে বাড়ায় লেটা।
সেটা বুঝবে কি মা মন যে ঠেঁটা ॥
কাজে কাজে কাজ বাড়ে মা, সেই যে হ'ল পথের কাঁটা।
ওমা আপনা হ'তে আপন দোষে, বাড়ছে আমার রিপু ছটা ॥
কাজের দায়ে সবাই দূষী, কেউ কি শেষে থাকবে গোটা।
তবু পরের জন্য পরকে নিয়ে, পরে পরে মন যে মোটা ॥
সময় গুণে সময় পেয়ে, পাঁচে পাঁচকে দিচ্ছে খোঁটা।
আজ তবু মাগো সাধ ক'রে সব, আপনি পরেছি সাধের ফোঁটা ॥
দুর্গা নামে মন মাতালে, সকল দিক যে থাকবে আঁটা।
তাই ডেকে ললিত বলছে সদাই, এক মায়ের যে সবাই বেটা ॥ ৪৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন যে ভোলা আপন ঘরে।
ওমা সব দেখে নেয় পরে পরে ॥
সংসারেতে সং সেজে সে, ঘুরতে সদাই চায় সে জোরে।
ওমা আপন দশা বুঝতে কসা, শেষে দুষী করবে কারে ॥
নিজের বেলা অন্ধ সবাই, বুঝিয়ে বেড়ায় যারে তারে।
শেষে হিসাব দিতে দেনায় প'ড়ে, গোল ক'রে মা সকল সারে ॥
সংসারেতে আপনা হ'তে, ঘুরছে সবাই মায়ার ঘোরে।
ওমা ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে, থাকবে প'ড়ে পথের ধারে ॥
দিন গেলে আর দিন আসে না, কেউ কি এটা বুঝতে পারে।
ওমা গেলে সময় কেউ কারো নয়, ললিতকে সব ফেলবে দূরে ॥ ৪৯২ ॥

প্রসাদি সুর।

অন্ধকারে আলোর খেলা।
সেটা দেখতে গেলে মন যে ভোলে, ভাবছে ব'সে চাঁদের মালা ॥
আসতে যেতে গোল যে এতে, ভেবে ভেবে যাচ্ছে বেলা।
ওমা হয়ে পাগল বাজায় বগল, সাধ ক'রে মন সদাই ভোলা ॥
কর্ম্ম দেখে উঠছে রুখে, সময় বুঝে সাজবে কালা।
ওমা কেন এখন সইছে শাসন, মায়ায় বাঁধা রইল গলা ॥
হারিয়ে লক্ষ্য পাই যে দুঃখ, বোঝেনা মন এই ত জ্বালা।
মিছে আশার আশে মনের দোষে, বাড়ছে মা তোর এতই ছলা ॥
সাধে বিষাদ সব হ'ল বাদ, আপনি কি গাছ হয় মা ফলা।
হেথা আঁধার ঘরে ধরবে কারে, ললিত কেবল দেখছে বেলা ॥ ৪৯৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কাকে নিয়ে কে সংসারী।
সেটা দেখতে গেলে সবাই হারি ॥

আশার আশায় সবাই পাগল, ভাঙ্গছে মনের জারি জুরি।
ওমা লক্ষ্য ছেড়ে দুঃখ এত, সার হ'ল এই বাহাদুরী॥
মায়াতে সব অন্ধ হ'লে, মাথার বোঝা হয় যে ভারি।
ওমা বুঝে সকল মন ভোলে যার, তার কি উপায় এখন করি॥
দিন মজুরি দিনের কড়ি, সবাই এসে করছে চুরি।
হেথা খেটে খুটে প্রাণ গেল মা, দেখে তাও কি সইতে পারি॥
সবাই এসে ভাবছে ব'সে, কাজের আমি কি ধার ধারি।
ওমা সংসারে সং সেজে কেবল, ললিতের আজ এ ঝকমারি॥ ৪৯৪॥

প্রসাদি সুর।

কার খেলাতে জগৎ খেলে।
সেটা বুঝতে গেলে পড়ছি গোলে॥
জগতেতে এসে মা গো, সংসার নিয়ে মলাম জ্বলে।
ওমা কে কার হেথা বুঝবে কেটা, কেউ কি আপন হবে মলে॥
আশার আশায় ঘুরছে সবাই, নূতন কত আসছে কালে।
ওমা মায়ায় বাঁধা লাগল ধাঁধা, কর্ম্ম রাখছে শিকেয় তুলে॥
চ'ক বুঝে সব চক্ষু খোঁজে, এমনি ভ্রান্ত মনের ভুলে।
ওমা শেষের দিকে কেউ কি দেখে, এতই পাঁচে ভুলিয়ে দিলে॥
ললিতের এই শেষ্ মিনতি, দে না মাগো চক্ষু খুলে।
হেথা যেতে আস্‌তে হ' নাক্ সমান, দেখনা চেয়ে আপন ব'লে॥ ৪৯৫॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তোমার মায়া।
ওমা কাকে তোমার কেমন দয়া॥
সংসারেতে বদ্ধ সবাই, নিয়ে আপন পুত্র জায়া।
ওমা ক্রমে তারা হবে যে পর, যেদিন ছাড়বে পাঁচের কায়া॥

চক্ষে দেখে সবাই পাগল, সামনে পেয়ে বন্ধু ভায়া।
ওমা শেষের দিনে বুঝবে তারাই, সংসার কেবল গাছের ছায়া॥
কত খেলা খেলিস মা তুই, বাড়িয়ে দিয়ে লোকের পায়া।
বৃথা পরের জন্য টানাটানি, তাও দেখে কি হয় না দয়া॥
ললিত ব'সে দেখবে কত, বুঝবে কত তোর এই মায়া।
ওমা আপনি দেখে নিবি সকল, নইলে বৃথা নাম অভয়া॥ ৪৯৬॥

প্রসাদি সুর।

মা গো ওমা একি খেলা।
দেখি দিনের কর্ম্ম দিনেতে ক্ষয়, তবু যে মা বাড়্ছে খেলা॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, মন কেন এই সইছে জ্বালা।
ওমা অভাব দেখে ভাবতে বসে, তাতেই কেটে যায় যে বেলা॥
আপন ভেবে দেখতে গিয়ে, দেখছি কেবল পাঁচের ছলা।
ওমা মন কে সোজা কর্তে গেলে, মায়া এসে ধরছে গলা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝব কিসে, সামনে থাকতে কর্ম্ম নালা।
ওমা অজ্ঞানেতে ঘুরে ঘুরে, আসল কর্ম্মে হ'লাম ভোলা॥
ললিত কত বলবে মা তোয়, দেখ্‌না ক্রমে যাচ্ছে বেলা।
সে যে আশার আশায় প'ড়ে কেবল, খাচ্ছে ব'সে পাঁচের ঠেলা॥ ৪৯৭॥

প্রসাদি সুর।

মন যে হলি কর্ম্মনাশা।
এই সংসারে তোর নাই ভরসা॥
পাঁচের কর্ম্মে ঘুরিস কেবল, নিজের বেলা হলি কসা।
ওরে মিছে কাজে বেগার খেটে, বুঝলি না তোর শেষের দশা॥
ভয়ে যে তুই ভেক ধরেছিস, বাড়ছে তাতে কাজের নেশা।
ওরে মায়ায় প'ড়ে সব হারালি, দেখে বেড়াস ভাসা ভাসা॥

শেষে যে তোর উঠবে তুফান, ভাঙ্গবে তাতেই সাধের বাসা।
তখন কর্ম্ম দেখে মর্ম্ম বুঝে, ঘুঁচিয়ে দেবে সকল নেশা॥
তোকে দেখে ললিত পাগল, কর্ম্ম যে তোর হ'ল পেশা।
ওরে দুর্গা ব'লে ডাকনা সদাই, পূর্ণ হবে সকল আশা॥ ৪৯৮॥

প্রসাদি সুর।

ঘর ক'রে এই ঘর ভাঙ্গিব।
ওমা দুর্গা ব'লে সকল কালে, শ্রীপাদপদ্মে স্থান যে লব॥
মনে মনে কাণে কাণে, মনকে আমি সব শিখাব।
ওমা শেষের দিনে মনে জ্ঞানে, ঐক্য ক'রে সব দেখাব॥
যাওয়া আসা কর্ম্মনাশা, কর্ম্মফলে কাজ মেশাব।
ওমা ক'রে লক্ষ্য সব বিপক্ষ, পক্ষাপক্ষ শেষ্ ছাড়াব॥
পাঁচের ঘরে কালের দ্বারে, ঘরে ঘরে সব্ বসাব।
ওমা দেখব যখন মিলবে তখন, এখন ব'সে কায় বোঝাব॥
ললিত ভেবে দেখবে কবে, পরকে কত আর ভোলাব।
ওমা মিছে এত মনের মত, শত শত এক করিব॥ ৪৯৯॥

প্রসাদি সুর।

আর কি দুঃখ দিবি তারা।
এখন হয়ে আপন করিস শাসন, মাথায় দিয়ে পাপের ভরা॥
পাঁচের খেলায় মন যে ভোলা, এ দুঃখ আর বুঝবে কারা।
যার সব বিরুদ্ধ সেই যে বদ্ধ, এই দেখি তোর কাজের ধারা।
মাথায় বোঝা চল্‌তে সোজা, অন্ধকারে ঘোরা ফেরা।
তবু একের দোষে ভুগবে শেষে, মায়ায় বাঁধা পড়ছে যারা॥
হ'লাম নষ্ট দেখে কষ্ট, ভেবে ভেবে সদাই সারা।
ওমা সুপথ পেয়ে ঘুরছি গিয়ে, এমনি হ'লাম দিশে হারা॥

ললিত জানে শেষের দিনে, শমন শাসন খাড়া খাড়া।
ওমা দেখলে ছেলে পড়বি গোলে, চ'ক ব'য়ে তোর পড়বে ধারা ॥ ৫০০ ॥

প্রসাদি সুর।

মা গো তুই যে চাঁদের মালা।
কেন কাল পেয়ে মা করিস্ খেলা ॥
রূপেতে রূপ বাড়ছে যত, মন যে দেখে ততই ভোলা।
ঐ বাপের কোলে মা যে হাঁসে, আর কি নূতন দেখব ছলা॥
কি ছিল আদিতে কি হয়ে অন্তে, দেখতে দেখতে যায় যে বেলা।
ঐ পাঁচের মিলনে পঞ্চ বদন, দেখছে পঞ্চ ভূতের খেলা ॥
জাগা ঘরে যজ্ঞ ক'রে, যোগে যাগে কাটছে বেলা।
হেথা ভবের মাঝে ভাব লেগেছে, চাঁদ পেয়েছে তাইতে মেলা ॥
দোষের ভাগী সবাই যোগী, বইছে কেবল কর্ম্মনালা।
কবে ললিত পাগল বাজিয়ে বগল, দেখবে সকল গাছ সে ফলা ॥ ৫০১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর কর্ম্ম জানে।
কেন কাজের বেলা কাজ বেড়ে যায়, গোল বাধে মা এমন দিনে ॥
যত এখন ভাবতে বসি, ততই ভয় যে বাড়ছে মনে।
ওমা সময় বুঝে কর্ম্ম এসে, আপনা হ'তে ধরছে টেনে ॥
জাগা ঘরে হচ্ছে চুরি, দেখতে কেউ মা চায়না কেনে।
ওমা বুঝিয়ে দিলে বুঝবে কিসে, মন কি আমার কথা শোনে ॥
লাভের মধ্যে বাড়ছে আশা, লক্ষ্য কেবল শূন্য পানে।
ওমা ভয়ে ভয়ে দিন কাটালে, শেষের দশা কেউ কি মানে ॥
অভয় পেলে সবাই মাগো, শান্তি পায় যে অসার প্রাণে।
কবে দুর্গা ব'লে ললিত পাগল, বসতে পাবে তোর চরণে॥ ৫০২ ॥

প্রসাদি সুর।

সময় গুণে সকল ফলে।
কত নূতন দেখছি কালে কালে ॥
আশাতে এই জগৎ ভ্রান্ত, মনকে সদাই তোলে ফেলে।
ওমা মনের কষ্ট আশার নষ্ট, গোল বাধে তার পাঁচের ছলে ॥
পাঁচে পাঁচে পাঁচ চ'লেছে, বুঝেও কেন পড়ছি গোলে।
ওমা অহং তত্ত্ব মত্ত দশা, তাতেই সকল ঠকিয়ে দিলে ॥
সংসারেতে মায়ার খেলা, দড়ী বাঁধা রইল গলে।
ওমা সব ফুরালে আবার এসে, ভাসতে হবে কারণ জলে ॥
ডাকা ডাকি পেতে ছুটি, উঠতে কেবল মা তোর কোলে।
ওমা কবে এসে ললিতকে তুই, করবি তোর ঐ কোলের ছেলে ॥৫০৩

প্রসাদি সুর।

আমি জ্ঞান হারালাম কর্ম্ম দোষে।
মা কি করবি আমার দশার শেষে ॥
সংসার হ'ল বিষম সাগর, স্রোতে স্রোতে যাচ্ছি ভেসে।
ওমা পাঁচের খেলা দেখে কেবল, চক্ষে আমার লাগছে দিশে ॥
মন হবে না দায়ের দায়ী, মায়ার সঙ্গে থাকলে মিশে।
ওমা পরে পরে মিলন হেথা, সবাই রাখতে চায় যে বসে ॥
কর্ম্মফলে জগৎ ঘোরে, এইটী কেবল দেখছি এসে।
হেথা পরের জন্য মন যে পাগল, আপনি সেটা বুঝব কিসে ॥
সবাই ছুটছে কালের দিকে, ললিত কি তোর থাকবে ব'সে।
ওমা দেখিস যেন শেষে তোর ঐ, চরণ দুটী পাইগো হেঁসে ॥ ৫০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কতই আশা রইল মনে।
ওমা সময় পেলে পারি যদি, বল্‌ব সকল শেষের দিনে

কাজে কাজে সময় গেল, দিন কাটালাম গুণে গুণে।
ওমা বিষয় নিয়ে মত্ত হয়ে, ব'সে রইলাম আপন জেনে॥
পাঁচে পাঁচে বাড়ছে খেলা, ভ্রম বেড়েছে দেখে শুনে।
ওমা আদর মাখা পাঁচের কথা, সংসারেতে রাখছে টেনে॥
সদাই মায়া হয়ে আপন, বোঝায় কত কাণে কাণে।
ওমা ভ্রমে প'ড়ে সব হারালাম আর কি সে সব পাব জ্ঞানে॥
তুই বিনা যে সকল মিছে, এইটী তোর এই ললিত জানে।
এখন দয়া ক'রে দয়াময়ি, বিদায় দেনা মানে মানে॥ ৫০৫॥

প্রসাদি সুর।

সবাই এসে ধরছে জটে।
আমার কর্ম্ম ডুরী দেমা কেটে॥
জন্ম হ'তে এসে কেবল, দিন গেল মা খেটে খেটে।
ওমা সাধ ক'রে সব বাড়িয়ে আশা, সেজেছি আজ পাঁচের মুটে॥
সোজা পথে চল্‌তে গেলে, পায়ে কেবল কাঁটা ফোটে।
ওমা দেখে শুনে ভয় বেড়েছে, ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে॥
যাকে দেখি সেই আমাকে, রাখতে চায় যে আপন কোটে।
ওমা ঘরের ভিতর ছটা রিপু, তারাও সবাই বসছে এঁটে॥
কাজের দায়ে ললিত পাগল, ভিক্ষা করছে করপুটে।
ওমা দেখিস যেন প্রধান আশা, শেষের দিনে যায়না টুটে॥ ৫০৬॥

প্রসাদি সুর।

মন যে তোর মা আজ্ঞাকারী।
তাকে করলি কেন এ সংসারী॥
দিনে দিনে বাড়ছে মায়া, গলায় বাঁধা কর্ম্ম ডুরী।
ওমা কাজের বেলা ছজন রিপু, তাদের বাড়ছে বাহাদুরী॥

কর্ম্ম ফলে ঘুরছে জগৎ, কালক্রমে দিন করছে চুরি।
হেথা দিনের কর্ম্ম দিনেতে ক্ষয়, যোগে যাগে সকল সারি॥
আশার আশা বাড়ছে কেবল, সেই যে দেখি করছে জারি।
ওমা পাঁচের খেলা দেখে এখন, সদাই আমি ভয়ে মরি॥
মনের কেন বাড়ছে বিকার, বুঝিয়ে দেনা শুভঙ্করি।
এই ললিত যে পর তোরই এ ঘর, তুই মা আছিস রাজ্যেশ্বরি॥ ৫০৭॥

প্রসাদি স্বর।

কর্ম্ম নয় মা ভোজের বাজী।
ওমা সময় বুঝে চলতে হেথা, আপনি কেউ কি হয় মা রাজি॥
মা মা ব'লে ডেকে কেবল, হ'তে চাই যে কাজের কাজী।
ওমা দেখে শুনে লক্ষ্য ছেড়ে, যেমন সাজাস তেমনি সাজি॥
পরে পরকে মজিয়ে দিলে, নইলে কেউ কি আপনি মজি।
ওমা মনের অভাব বাড়ছে যত, ততই সে সুখ বেড়ায় খুঁজি॥
ছজন কাজে দিচ্ছে বাধা, তারা যে মা সবাই তেজী।
ওমা ঘরের ভিতর রইল ঘেরে, হ'রে নিচ্ছে সকল পুঁজি॥
দেখতে গেলে কেউ দুষী নয়, মন কেবল মা পাজির পাজি।
হেথা নইলে মাগো ললিত যে তোর, চল্‌ত পথে সোজাসুজি॥ ৫০৮

প্রসাদি স্বর।

মন আমার মা সৃষ্টি ছাড়া।
ওমা সেই হ'ল সব কুয়ের গোড়া॥
বিষয়ে তার এমনি মায়া, ছাড়তে চায়না খেয়ে তাড়া।
ওমা সময় পেলে সময় বুঝে, দেয় সে কত নাড়া চাড়া॥
দেখে শুনে চলবে সোজা, কপাল ক্রমে সাজল খোঁড়া।
ওমা তার ফলেতে জানা ঘরে, শাসন হচ্ছে খাড়া খাড়া॥

এ সব দেখে ছটা রিপু, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওমা ঘুরছি যেন কলুর বলদ, বাকী কেবল নাকটী ফোঁড়া॥
পাঁচে মিলে ভাঙ্গছে যা সব, কেউ কি সে সব দেবে জোড়া।
ওমা বুঝে দেখলে দেখতে পাবি, তোর ললিতের কপাল পোড়া॥ ৫০৯॥

প্রসাদি সুর।

মনকে মাগো বোঝাই কিসে।
আমি কাল হারালাম কাজের বশে॥
দিনে দিনে কাজ বাড়ে মা, এইকি হলো হেথায় এসে।
ওমা ধর্ম্ম যেমন কর্ম্ম তেমন, দুঃখ পেলাম আপন দোষে॥
ছটা রিপু প্রধান হয়ে, মনের আশা রাখছে পুষে।
ওমা আপনার জনে কাণে কাণে, বোঝায় সকল মিষ্ট ভাষে॥
দেখতে গেলে কেউ দুষী নয়, কাজ হ'ল মা সর্ব্বনেশে।
মা সেই কাজের দায়ে কাজে কাজে, চক্ষে কেবল লাগছে দিশে॥
ললিতের এই মনের আশা, দিন কাটাবে হেঁসে হেঁসে।
ওমা পাঁচের কাছে পাঁচকে রেখে, মায়ে পোয়ে থাকবে মিশে॥ ৫১০॥

প্রসাদি সুর।

আর কি মা গো বলব তোরে।
তুই যে সব দেখালি ঘরে পরে॥
বলতে গেলে বুক ফাটে মা, মনের দুঃখ বলি কারে।
ওমা জানা ঘরে দেখিয়ে সকল, কেন এখন রাখলি ধ'রে॥
দায়ের দায়ী ক'রে কেবল, সবাই ক্রমে যায় যে স'রে।
ওমা দেখে হাঁসি মন যে দুষী, ঘুরছে সদাই দূরে দূরে॥
সময় বুঝে সব যে বিকায়, যোগে যাগে সকল সারে।
ওমা হারিয়ে আপন দেখে স্বপন, কিনতে সকল চায় যে ধারে॥

সবাই শেষে করবে দূষী, আপন ভাবি এখন যারে ।
ওমা এমন ধারা দেখে ধারা, ললিত কত সইতে পারে ॥ ৫১১ ॥

প্রসাদি সুর ।

কবে মা গো দেখবি চেয়ে ।
ওমা জগৎ মাঝে এই রটেছে, তুই যে অতি কঠিন মেয়ে ॥
হেথা আমার কর্ম্ম দোষে, জীর্ণতরি নাই মা নেয়ে ।
ওমা স্বভাব দোষে অভাব বেড়ে, খেটে খেটে গেলাম ব'য়ে ॥
কাণার মত চলছি যত, কাঁটা ফুটছে পায়ে পায়ে ।
ওমা ছটা রিপু এসে আবার, সদাই আছে সঙ্গী হয়ে ॥
আপনার দোষে আপনি যে মা, সব হারালাম সময় পেয়ে ।
ওমা মনের দুঃখ রইল মনে, কখন আমি বলব গিয়ে ॥
মা মা ব'লে ললিত যে তোর, সকল হেথা থাক্‌ছে সয়ে ।
ওমা দোষের ভাগী ক'রে কেন, এমন দিনে ফেলিস্ দায়ে ॥ ৫১২ ॥

প্রসাদি সুর ।

পূর্ণ কর্ মা মনের আশা ।
ওমা দেখিয়ে দে না সকল দশা ॥
চার দিকেতে লক্ষ্য ক'রে, দেখি কেবল ভাসা ভাসা ।
ক'রে ভোজের বাজী কাজের কাজী, ঘুঁচ্‌লনা শেষ্ কিছুই নেশা ॥
পাঁচের সঙ্গে মিলন হেথা, পরের চাকরী হ'ল পেশা ।
ওমা এমনি যে সব বাড়ছে আশা, কামান পাতি মার্‌তে মশা ॥
মায়াতে সব চ'ক্ গিয়েছে, তুই যে আবার হলি কসা ।
এবার ঘেঁটে ঘুঁটে ম'লাম ঘুরে, কবে ভাঙ্গবে পাঁচের বাসা ॥
কাজ আর কারণ ঘুঁচ্‌লে পরে, মন কি হয় মা কর্ম্ম নাশা ।
ওমা মনে মনে দেখবে সকল, ললিতের এই শেষ্ ভরসা ॥ ৫১৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কোন ভূতের মা বেগার খাটি।
আমি কাজ পেয়েছি পরিপাটী॥
যত দিন মা যাচ্ছে ব'য়ে, ততই বাড়ছে আঁটা আঁটি।
ওমা সাধ ক'রে এই শাসন আমার, ঘুঁচল না আর ছুটোছুটি॥
যেটার দিকে দেখছি চেয়ে, সেইটে ধরতে চায় মা টুঁটি।
ওমা লাভের মধ্যে এই দেখি আজ, পাঁচের জন্য খাটা খাটি॥
পাঁচ মিলে ঘর করলে বটে, সেটা হলো রোগের কুঠি।
ওমা তার মাঝেতে মায়ায় বাঁধা, কেমন ক'রে আপনি কাটি॥
অন্ধকারে প'ড়ে ললিত, বুঝছে এই মোটামুটি।
ও মা আগে পিছে চেয়ে সবাই, চল্‌ছে পথে গুটি গুটি॥ ৫১৪॥

প্রসাদি সুর।

ভার হ'ল মা সময় গুণে।
ওমা মন যে সকল আনছে টেনে॥
দিনের কাজ মা হচ্ছে দিনে, শেষে সেটা থাকবে কেনে।
ওমা জাগা ঘরে এই মজুরি, করচি সকল জেনে শুনে॥
আশা দিয়ে ভয় দেখালি, বুঝি সে সব মনে মনে।
ওমা তোর খেলাতে সবাই পাগল, সদাই ব্যথা লাগছে প্রাণে॥
ব্যথার ব্যথী কেউ হেথা নাই, সেটা কে আর বুঝতে জানে।
ওমা ঘরের ভিতর আঁধার কেবল, চাঁদ যে প'ড়ে রইল কোণে॥
দিন গেলে সব বুঝবে ললিত, ফল কি হবে তেমন দিনে।
ওমা এখন বাধা চ'কের ধাঁধা, তখন কি সব দেখবে জ্ঞানে॥ ৫১৫॥

প্রসাদি সুর।

বল মা আমি কোথায় যাব।
ওমা কার কাছেতে প্রাণ জুড়াব॥

কাল দেখে কি কালের ভয়ে, কাজের কাজী আপনি হব।
ওমা কাল ফুরালে সকাল সকাল, আপনা হ'তে বিদায় পাব॥
তখন মা তুই থাকবি কোথা, বুঝলে এখন সকল সব।
তুই মা হয়ে শেষ্ করবি দূষী, এ দুঃখ আর কারে কব॥
পাঁচের কাছে পাঁচ আছে মা, ফাঁকী দিয়ে কায় ভোলাব।
ওমা আপনি যেমন ধর্ম্ম তেমন, প্রাণ খুলে তোয় সব জানাব॥
ললিতের এই মনের আশা, কি ক'রে এই মন বোঝাব।
আজ আপন দুঃখ আপনি দেখি, সময় পেলে তোয় দেখাব॥ ৫১৬॥

প্রসাদি সুর।

আমার দুঃখ শুনবে কেটা।
আমি মনে মনে ভেবে ভেবে, আসমানেতে বানাই কোটা॥
ডেকে হেঁকে বলছি সদাই, যত দূষী রিপু ছটা।
আজ বুঝিয়ে দিলে বোঝে না মন, সে হয়েছে এমনি ঠেঁটা॥
কর্ম্ম ফল যে হাতে হাতে, গুণে গুণে দেখব কটা।
আজ আপনা হ'তে ধরা দিয়ে, পরেছি যে সাধের ফোঁটা॥
দিনে দিনে ধীরে ধীরে, কর্ম্ম ডুরী হচ্ছে মোটা।
এই কাজের দায়ে পাঁচের কাছে, শেষের দিনে বাধ্‌বে লেটা॥
বলতে গেলে কেউ শোনে না, আমার এমনি কপাল ফাটা।
তবু আশ্ মিটিয়ে বল্‌ব হেঁসে, ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ ৫১৭॥

প্রসাদি সুর।

এই ছিল মা তোমার মনে।
ওমা দেখে সময় দেবে অভয়, তাও ভুলেছ এমন দিনে॥
ডাক্‌লে পরে মায়ার ঘোরে, ঘোরাও আমায় সকল জেনে।
ওমা দিয়ে আশা হও যে কসা, তবু কপাল কেউ কি মানে॥

মান নিয়ে যে টানাটানি, সে মান হেথা থাক্‌বে কেনে।
ওমা আশার আশায় প'ড়ে সবাই, অভাব কেবল দেখছে জ্ঞানে ॥
ঘরের ভিতর হয়ে কাতর, কে কাকে আজ ধরছে টেনে।
ওমা বল্‌লে কথা পায় যে ব্যথা, কেউ কি কারও কথা শোনে ॥
আপন দশা দেখে ললিত, সদাই কেবল জ্বলছে প্রাণে।
আর কাতরেতে ডেকে তোমায়, বিদায় চাইছে মানে মানে ॥ ৫১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

ঠকালি মা আপন ব'লে।
এই মন যে আমার সর্ব্বনেশে, মায়ায় কেবল রইল ভুলে ॥
পাঁচের ধরণ দেখে এখন, সদাই আমার প্রাণ যে জ্বলে।
ওমা দেখে সময় দিয়ে অভয়, টেনে কবে নিবি কোলে ॥
বুঝে কথা পাই যে ব্যথা, তবু হেথা পড়ছি গোলে।
ওমা সময় গুণে জেনেশুনে, বই এ বোঝা পাঁচের ছলে ॥
আশার আশা কর্ম্মনাশা, বাড়ছে সেটা কাজের ফলে।
ওমা দেখে অভাব গেল স্বভাব, বুঝবে কি মন সময় এলে ॥
দিয়ে নাড়া কাটিস্‌ গোড়া, ললিত কতই দেখ্‌বে কালে।
সব সেজে মানি টানাটানি, ধর্ম্মাধর্ম্ম রাখছে তুলে ॥ ৫১৯ ॥

প্রসাদি সুর।

ভয় করি মা কেবল তোকে।
নইলে সকল কথা সবাইকে আজ, বল্‌তে পারি ডেকে হেঁকে ॥
সময় মত পেলে সকল, ভয় কেন মা আসবে বুকে।
ওমা কোন্‌ কাজেতে কি ফল আছে, দেখিয়ে দিতাম একে একে ॥
সাধেতে আজ এত বিষাদ, কেবল যে এক কাজের পাকে।

ওমা সাধ ক'রে এই সাধের কাজল, পরেছি যে আপন চ'কে ॥
ছটায় করে টানাটানি, তারা সবাই রইস রুকে।
ওমা তাদের মাঝে একা আমি, প্রাণ গেল যে ব'কে ব'কে ॥
ধরতে গেলে সবাই সরে, ললিত দূষী করবে কাকে।
আজ মা সেজে তোর এসব খেলা, বুঝিয়ে দিতাম যাকে তাকে ॥ ৫২০

প্রসাদি সুর।

কি হবে মা ব'লে তোকে।
আমার কপাল যেমন হচ্ছে তেমন, ম'লাম মিছে ব'কে ব'কে ॥
দেখে সময় সব দিকে ভয়, মন রয়েছে আপন ঝোঁকে।
ওমা ভালবাসা পেতে আশা, তার বেলা তুই উঠিস রুকে ॥
ডাকা ডাকি সকল ফাঁকী, সময় হ'লে ধর্‌ব কাকে।
ওমা সময় পেলে সকল ব'লে, লক্ষ ক'রে থাকি বুকে ॥
যাওয়া আসা শেষের দশা, সব যে এখন দেখছি একে।
তবু বাড়ছে বেশী দ্বেষা দ্বিষী, কেবল যে এক কাজের পাকে ॥
করতে বিহিত হয় বিপরীত, দেখছে ললিত চ'কে চ'কে।
আজ কে যে দূষী বেশী বেশী, বল্‌তে চাইছে ডেকে হেঁকে ॥ ৫২১ ॥

প্রসাদি সুর।

কত তুই মা করবি খেলা।
ওমা বুঝ্‌ব কি সব থাকৃতে বেলা ॥
সংসারেতে এসে মাগো, মায়ায় বাঁধা রইল গলা।
ওমা দিনে দিনে দিন গেল সব, বাড়ছে তবু কর্ম্ম নালা ॥
আপন ভেবে সদাই কেবল, ব'য়ে বেড়াই মোটের ছালা।
ওমা সংসেজে এই দিন মজুরি, তাইতে এত বাড়ছে জ্বালা ॥

পাঁচ্‌কে নিয়ে ঘোরা ঘুরি, মন যে আমার এতই ভোলা।
ওমা সময় বুঝে খাটছি বেগার, আসল কর্ম্ম রইল তোলা॥
ললিতের এই বাড়্‌ছে বিকার, তোর কাজে মা ক'রে হেলা।
ওমা ব'লে দে না কেমন ক'রে, কাট্‌বে এ ছার মনের মলা॥ ৫২২॥

প্রসাদি সুর।

এই ছিল কি তোর মা মনে।
ওমা দিয়ে আশা হলি কসা, ঠকিয়ে দিলি এমন দিনে॥
আপন ঘরে বেড়াই ঘুরে, সকল দিক যে দেখে শুনে।
ওমা তাতেই বেশী ছিলাম খুসী, আবার আশা বাড়াস কেনে॥
বলতে গেলে থাকি ভুলে, তাতেও জ্বালা বাড়ছে জ্ঞানে।
ওমা হয়ে কালা কাটাই বেলা, মনকি সেটাও বুঝতে জানে॥
এসে হেথা সদাই ব্যথা, মায়া এসে ধরছে টেনে।
কত ভয়ে ভয়ে থাকব সয়ে, তোর কি দয়া হয় না প্রাণে॥
দেখে এ ছল ললিত কেবল, দুষী হচ্ছে একের বিনে।
এখন আর কেন মা ক'রে ক্ষমা, বিদায় দে না মানে মানে॥ ৫২৩॥

প্রসাদি সুর।

ভয় আমি আর থাব কারে।
এখন ক'রে ছলা শেষের বেলা, কোলে করবি মায়ার ভরে॥
যে কথা এই মন বুঝেছে, সে কি সেটা বল্‌তে পারে।
ওমা ঘরে ঘরে মিলিয়ে দিয়ে, বেড়ায় না সে আপন জোরে॥
হেঁসে খেলে দিন কাটাব, থাক্‌ব বোঝা মাথায় ক'রে।
ওমা শেষের দিনে মাথার বোঝা, বিলিয়ে যাব যারে তারে॥
যে আশাতে সবাই পাগল, আজও কি তাই থাক্‌ব ধ'রে।
ওমা লাভের মধ্যে বেচা কেনা, আর হবে না ধারে ধোরে॥

ধনের মধ্যে নাই কিছু মা, ললিত আপন বলবে যারে।
ওমা সবাই যেমন আপ্‌নি তেমন, দুর্গা ব'লে যাবে স'রে ॥ ৫২৪ ॥

প্রসাদি সুর।

ভয় কিরে আর যমের কাছে।
ও মন দুর্গা নামের শক্ত বেড়া, দিয়াছি যে আগে পাছে ॥
সংসারেতে এসে কেবল, আশার আশায় সবাই আছে।
আমার মায়া যেমন কর্ম্ম তেমন, দাগদিয়ে সব দে না পুঁছে ॥
কেঁদে কেটে ম'রিস কেন, ডাকা ডাকি করিস মিছে।
ওমন ভয়ে অভয় সকল সময়, কর্‌গে যা কাজ বেছে বেছে ॥
আজ খুঁজে সব দেখিস বটে, শেষের দিনে কেউ কি পোছে।
ওমন ভয় কি এখন হ'ক্‌ না শাসন, দিন ক্রমে তোর ক'মে গেছে ॥
আঁধার ঘরে থাকিস্‌ ব'লে, তাই এত তোর ভয় বেড়েছে।
একবার বাজিয়ে বগল ললিত পাগল, দেখনা একে এক মিশেছে ॥ ৫২৫

প্রসাদি সুর।

দিন গেলে সব হবে মনে।
আজ কর্ম্ম দেখে মর্ম্ম ব্যথা, ধর্ম্ম কি মন বুঝতে জানে ॥
এত কেন টানাটানি, মান বাড়ে যে মানে মানে।
ওমন গেলে বেলা বুঝবে ছলা, কালা সাজ্‌বে তেমন দিনে ॥
মনের আশা পাঁচের দশা, ভাসা ভাসা দেখছি কেনে।
হেথা সঙ্গ দোষে ভাবছি ব'সে, লক্ষ্য শেষে কালের পানে ॥
মিছে এত ডাকা ডাকি, ফাঁকী কেবল বাড়্‌ছে জেনে।
ওমন অভয় পেলে ভয় যে যাবে, চলব পথে জেনে শুনে ॥
কেন এ গোল ললিত পাগল, বাজিয়ে বগল ধরনা টেনে।
সেই পরম কারণ মায়ের চরণ, রাখ্‌না বুকের মাঝে এনে ॥ ৫২৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে সঙ্গ দোষে।
ওমা কাল কাটালে কাজের বশে ॥
স্বপ্নের ভঙ্গ দেখ্‌তে রঙ্গ, ব্যঙ্গ সবাই করছে এসে।
ওমা সেজে কালা কাট্‌ল বেলা, ময়লা এখন যাবে কিসে ॥
মন জানে আর ধর্ম্ম জানে, কর্ম্ম কেন বাড়ছে শেষে।
ওমা পেয়ে আশা এই পিপাসা, দশার ফেরে সকল নাশে ॥
এলাম একা যাব একা, বাঁকা কেবল আশে পাশে।
শেষে কাজের ভোলা দেখে ছলা, মেলা লাগ্‌ল রঙ্গ রসে ॥
কিসে বিহিত কর্‌বে ললিত, হিত আর অহিত রইল মিশে।
ওমা এখন যেমন শেষেও তেমন, বিষের বাতি জ্বলছে বিষে ॥ ৫২৭

প্রসাদি সুর।

কত রঙ্গ করবি তারা।
আমার চক্ষু থেকে চক্ষু কোথা, হ'লাম কেবল দিশে হারা ॥
সমান সকল করতে গিয়ে, মনে মনে হই যে সারা।
ওমা পাঁচে পাঁচে পাঁচ চ'লেছে, বুঝব কত সে সব ধারা ॥
যেমন আসা তেমনি যাওয়া, এখন কেবল ঘোরা ফেরা।
ওমা পরে পরে দুষী হয়ে, বয়ে বেড়াই পাপের ভরা ॥
মনের মত মনের আশা, ঘরে ঘরে রইল পোরা।
আজ ফলের মত ফল পাবে শেষ, মা মা ব'লে দেখায় যারা ॥
মায়ের মায়া ভুলিস্ যদি, শাসন হবে খাড়া খাড়া।
ওমা কবে ললিত ছেড়ে কুরীৎ, পাবে তার সেই চ'কের তারা ॥ ৫২৮।

প্রসাদি সুর।

মাগো ওমা বেলা গেল।
হেথা সাঁজের বাতি জ্বল্‌ছে নিতি, সন্ধ্যা ক্রমে নিকট হ'ল।

স্বপ্ন ভেঙ্গে নানা রঙ্গে, চল্‌বে সবাই যেমন এল।
ওমা আপনি পাগল কাজেতে গোল, দোষের দূষী কে হয় বল॥
লক্ষ লক্ষ পক্ষাপক্ষ, প্রথমে সব সমান ছিল।
ওমা মান অপমান হয়না সমান, এমনি মন কে ভুলিয়ে দিল॥
হিতে অহিত নাই যে বিহিত, পাঁচের মাথা পাঁচেই খেল।
তাই মনের দোষে কাজের বশে, পাওয়া ধন কে হ'রে নিল॥
বুঝলে সকল ললিত পাগল, দেখবে শেষে কি ধন ছিল।
ওমা এখন জ্বালা সাজ্‌লি কালা, স্বকর্ম্মের এই ফল ফলিল॥ ৫২৯॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে সব মনে মনে।
মা তুই দেখে আশা হয়ে কসা, গোল করিস্‌ যে এমন দিনে।
কোথায় ঘোরে কাকে ধরে, সবাই সেটা বুঝবে কেনে।
হেথা নাই যে সতা পাঁচের ব্যথা, সময় হ'লে কেউ কি মানে॥
হ'য়ে দূষী বেশী বেশী, দ্বেষাদ্বিষী বাড়ছে জ্ঞানে।
ওমা কর্ম্মফলে সবাই চলে, ভোলে কেবল দেখে শুনে॥
হেথায় এসে সর্ব্বনেশে, কাল হারালে সকল জেনে।
তাই সদাই অভাব হ'ল স্বভাব, ঘুরে বেড়ায় পাঁচের টানে॥
আপন দশা রতি মাসা, ললিত সকল দেখছে গুণে।
ওমা ভুলে দয়া মায়ের মায়া, দুঃখ কেবল দিলি এনে॥ ৫৩০

প্রসাদি সুর।

কাজ করি মা কালে কালে।
ওমা তবু ভেসে বেড়াই জলে॥
ভেসে ভেসে ঘুরে ঘুরে, ঢুকেছি তোর মায়া জালে।
ওমা আর কত তুই দিবি সময়, শেষে যে সব যাব ভুলে॥

ঘরে ঘরে খুঁজ্‌ব কত, ভ্রম বাড়াবি শমন এলে।
ওমা ধর্‌বে যখন চুলের মুটি, পেছু পেছু যাব চ'লে ॥
কাজের বেলা কাজ দেখালি, গোল বাধালি কর্ম্ম ফলে।
ওমা পাঁচের খেলায় পাঁচ মজেছে, কাকে এখন থামাই ব'লে ॥
কি দোষে আজ ললিতকে তুই, পরের কাছে রাখিস্ ঠেলে।
ওমা থাক্‌তে সময় দিয়ে অভয়, কোলে নেনা আপন ছেলে ॥ ৫৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্মকে মা ভয় যে বেশী।
নইলে শেষ্ কালে তুই কর্‌বি দূষী ॥
কাজ দেখে আজ কাজে কাজে, বাড়্‌ছে এত দ্বেষাদ্বিষী।
ওমা অভাব দেখে স্বভাব নষ্ট, পাঁচে পাঁচে মেশা মিশি ॥
সময় মত স্থান পেলে মা, স্থির হয়ে যে বারেক বসি।
ওমা ছজন করে টানাটানি, একলা আমি কাকেই তুষি ॥
পরে পরে রঙ্গ দেখে, কখন যে পায় মা হাঁসি।
আবার আপন দশা আপনি দেখে, চক্ষের জলে কেবল ভাসি ॥
তোর খেলাতে জগৎ ভোলা, দয়ার বেলা কসাকসি।
কবে ললিতকে তুই দেখ্‌বি এসে, দিবি মা তোর কৃপারাশি ॥ ৫৩২

প্রসাদি সুর।

কাজ ফেলে মা ভাবি ব'সে।
আমার আর কি এ দিন যাবে হেঁসে ॥
কর্ম্মফল যে কর্ম্মে বাড়ে, সেইটী কেবল থাক্‌বে শেষে।
ওমা আশার আশায় স্বভাব নষ্ট, সব হারালাম আপন দোষে ॥
পাঁচের খেলা পাঁচ বোঝে মা, আমি এখন বুঝব কিসে।
ওমা সংসারেতে দেখি কেবল, মায়া হ'ল সর্ব্বনেশে ॥

কার কাজে আজ খেটে মরি, কেউ কি সেটা বুঝ্‌বে এসে।
ওমা আপন ভেবে আপনি পাগল, বিষের বাতি জ্বল্‌ছে বিষে ॥
একা এলাম একা যাব, পাঁচেতে পাঁচ যাবে মিশে।
তখন ললিত আপনি ফেলে এসব, বিদায় পাবে দণ্ডিবেশে ॥ ৫৩৩ ॥

প্রসাদি সুর ।

মন কেনরে ডাকাডাকি।
ওরে দেখ্‌না এখন ক'রে মিলন, হিসাবে আজ কত বাকী ॥
জমায় শূন্য ফাঁকীর জন্য, মান্য কেবল চ'কোচ'কি।
ওরে নিয়ে দাদন এ ঘোর শাসন, শেষ কালেতে হাঁকা হাঁকি ॥
হিসাব নিয়ে পড়বি দায়ে, ভয়ের মধ্যে এই যে দেখি।
এখন ক'রে কর্ম্ম ভাবিস্ ধর্ম্ম, মর্ম্ম তবু বুঝলি বা কি ॥
এসে হেথা পেয়ে ব্যথা, ভাবিস কোথা এদায় রাখি।
ওমন ছেড়ে লক্ষ্য দেখ বিপক্ষ, পক্ষাপক্ষ সকল ফাঁকী ॥
ললিত বলে গণ্ডগোলে, ঢুক্‌লে কিসে কম্‌বে ঝুঁকি।
ওরে হিসাব নিকাশ ঘরেই প্রকাশ, সামনে কেবল বকাবকি ॥ ৫৩৪

প্রসাদি সুর ।

দিন কেন আর করিস গত।
ওমন দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, ডাকনা ব'সে অবিরত ॥
আমার আমার ক'রে কেবল, ঘুরে ঘুরে মরিস এত।
ওমন পরের দায়ে কাজের ভয়ে, বাড়্‌ছে তোর আজ ভাব্‌না যত ॥
কাজের বেলা মায়ার খেলা, ঘর হলো তোর মনের মত।
হলি তাই কি এতে আপনা হ'তে, ছটা রিপুর অনুগত ॥
হ'লনা জ্ঞান সার হ'ল মান, আর আমি তোর বোঝাই কত।
ওরে গেলে একাল সকাল সকাল, আস্‌বে কাছে রবিসুত ॥

কাজের ফলে থাকিস ভুলে, কাল দেখে তাই হ'স্‌রে ভীত।
ওরে এসব সয়ে দেখ্‌না চেয়ে, ললিত মায়ের পদাশ্রিত ॥ ৫৩৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের খেলা কর্ম্মে ভোলা।
তাতে বুঝবে কিসে পাঁচের ছলা ॥
মন জানে আর কর্ম্ম জানে, কিসে কিসে যাচ্ছে বেলা।
হেথা আশার আশা পাঁচের নেশা, পরে পরে বাঁধছে গলা ॥
ঘরে বাইরে সবাই যোগী, গোল বাধে সেই শেষের বেলা।
মিছে চ'কের দোষে আঁধার সকল, তবু নটা দ্বার যে খোলা ॥
কাজের কাজী ভোজের বাজী, অকাজে কাজ রইল তোলা।
সেটা দেখবে যখন বুঝবে তখন, এখন সেজে রইল কালা ॥
মন যে খুসী দেখে হাঁসি, বুঝবে কিসে শেষের জ্বালা।
কিসে একলা ললিত কর্‌বে বিহিত, দেখছে কেবল মায়ের খেলা ॥ ৫৩৬ ॥

প্রসাদি সুর।

আজ আমি সব বলি কারে।
মাগো এ দিন যত হচ্ছে গত, ততই দুঃখ ঘরে পরে ॥
আশার আশে খাট্‌ছি এসে, মরছি কেবল ঘুরে ঘুরে।
মাগো ডাক্‌তে গেলে পাঁচের ছলে, পড়ছি গোলে দশার ফেরে ॥
একলা আমি ছজন হামি, তারাই আমায় ধরছে জোরে।
মাগো তাতেই দেখি বাড়ছে বাকী, চকোচ'কি সবাই হারে ॥
ভাঙ্গলে কায়া ছাড়বে ছায়া, এখন মায়ায় রাখছে ধ'রে।
মা গো সেজে কাণা আনা গোনা, করব আমি কিসের তরে ॥
ললিত দুখী বেশী বেশী, কেবল সেই এক মায়ার ঘোরে।
মা গো এ দিন গেলে গিয়ে কোলে, সকল কথাই বল্‌ব তোরে ॥ ৫৩৭ ॥

প্রসাদি সুর।

বল মা তারা ও শঙ্করি।
আমার ভাগ্যে কেন এ ঝকমারি॥
কি দেখে এই মন বোঝে মা, সব দিকে তোর তাড়াতাড়ি।
ওমা নিত্য এমন করিস্ শাসন্, তবু আছি আজ্ঞাকারী॥
সংসারেতে সং সেজে মা, যোগে যাগে সকল সারি।
তবু মায়ায় বাঁধা লাগছে ধাঁধা, করিস কি এই বাহাদুরী॥
সময় গুণে জেনে শুনে, পরের কাজে সদাই ঘুরি।
ওমা নিজের বেলা সাজিয়ে ভোলা, ফল কি পেলি মহেশ্বরি॥
বোঝা মাথায় দিন কেটে যায়, তার কি উপায় এখন করি।
ওমা ললিত ব'সে দেখছে শেষে, বাড়ছে আশা ভয়ঙ্করী॥ ৫৩৮॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌তে সময় কৈ আর মেলে।
ওমা নিত্য নূতন পড়্‌ছি গোলে॥
মনে মনে ভাবছি কেবল, ঘুরছি সদাই পাঁচের ছলে।
ওমা কর্ম্ম যেমন অভাব তেমন, কেউ কি এখন বুঝিয়ে বলে॥
চার্ দিকে তোর মায়ার খেলা, সোজা পথে কেউ কি চলে।
ওমা কাজের বেলা বাড়্‌ছে জ্বালা, আপন আপন কর্ম্ম ফলে॥
পরের দায়ে পর যে দুখী, এই ক'রে দিন যাচ্ছে চ'লে।
ওমা বেড়ে আশা এমন দশা, মন যে আমায় ঠকিয়ে দিলে॥
মা মা ব'লে ডাক্‌ছি যে আজ, দেখবি কি শেষ্ সময় হ'লে।
ওমা তুই কি তখন ভেবে আপন, ললিত কে তোর নিবি কোলে॥ ৫৩৯॥

প্রসাদি সুর।

যেমন ভাবি মা তেমনি আসে।
কেবল গোল হয়ে যায় কাজের দোষে॥

চার দিকে সব আপন ভেবে, বেড়াই এখন হেঁসে হেঁসে।
ওমা আজও যেমন শেষেও তেমন, এক ঘরে সব থাকলে মিশে॥
কাজটী কেবল কাজের দায়ী, তার কি এখন কর্‌ব নিসে।
হেথা খেটে খুটে বেড়াই ছুটে, দেখতে গেলে লাগছে দিশে॥
আঁধার ঘরে ভয় যে বাড়ে, একা তাতে থাকলে ব'সে।
যে জন বুঝ্‌বে সত্য পরম তত্ত্ব, তাকে মত্ত কর্‌বে কিসে॥
ললিত এসে রইল ব'সে, দেখছে কৈ সে আশে পাশে।
শেষে লাভের জন্ম সবাই মান্য, পর হয়ে সব পরকে তোষে॥ ৫৪০॥

প্রসাদি সুর।

সুখ হবে কি কোন কালে।
ওমা সংসারেতে থাক্‌ব যদ্দিন, ভাসব কেবল নয়ন জলে॥
মায়ার ফাঁসী গলায় বাঁধা, সব দিকে গোল বাধিয়ে দিলে।
ওমা অভাবেতে স্বভাব নষ্ট, সুখ যে আমার সকল নিলে॥
ভাবতে গেলে ভয়ে মরি, বুঝতে চাই না সময় পেলে।
ওমা আশার আশায় ঘুরছে সবাই, সমান ভাবে কেউ কি চলে॥
স্বপ্ন ভঙ্গে মর্ম্ম ব্যথা, বাড়ছে বিকার কাজের ফলে।
ওমা কাজে কাজে কাজ হারিয়ে, খুঁজে বেড়াই মনের ভুলে॥
মাথায় বোঝা ঘুরছে ললিত, ঠক্‌ছে কেবল পাঁচের ছলে।
হেথা থাকৃতে এদিন কাটবে কি ঋণ, সেইটি আমায় দে মা ব'লে॥ ৫৪১

প্রসাদি সুর।

মন কি বোঝে কর্ম্ম ক'রে।
সে চার দিকেতে বেড়ায় ঘুরে॥
মনে মনে মিলন কোথা, আপন হচ্ছে পরে পরে।
ওমা সময় হ'লে সবাই আবার, আপনা হ'তে যায় যে স'রে॥

মায়ার কথা মন কি জানে, দুষী হয় সে ঘুরে ফিরে।
ওমা সবাই করে টানাটানি, রাখতে চায় যে আপনি ধ'রে ॥
যাওয়া আসা সকল সমান, খেটে মরব কিসের তরে।
ওমা চক্ষে দেখে জেনে শুনে, ভ্রম বাড়ে যে মায়ার ঘোরে ॥
আপনি দেখলে বুঝবে সবাই, দেখাই আমি কিসের জোরে।
ওমা তোমায় ছাড়া এখন ললিত, মনের কথা বল্‌বে কারে ॥ ৫৪২

প্রসাদি সুর।

দুঃখ দিস্ মা জেনে শুনে।
নইলে ব্যথা কেন লাগ্‌ছে প্রাণে ॥
পাঁচে পাঁচে বাঁধা বাঁধি, সব চ'লেছে একের টানে।
ওমা দিনে দিনে বাড়ছে মায়া, মন কি সেটা বুঝতে জানে ॥
মায়াতে যে সদাই ভোলা, বল্‌লে কথা শুন্‌বে কেনে।
যে কাজের দায়ে সবাই দুষী, ছাড়্‌বে সেটা শেষের দিনে ॥
যাওয়া আসা করছি যত, ততই গোল যে বাড়ছে মনে।
ওমা অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, সব হারালাম একের বিনে ॥
কেন মাগো ললিতকে তোর, ফেল্‌লি গোলে হেথায় এনে।
ওমা তোরই ছেলে সদাই জ্বলে, তবু শুন্‌তে পাস্ না কাণে ॥ ৫৪৩

প্রসাদি সুর।

মাগো ওমা বিপদ হরা।
ওমা চারিদিকে বিপদ হেরে, হয়েছি যে বুদ্ধি হারা ॥
দায়ে প'ড়ে কর্ম্ম ক'রে খেটে খুটে হলাম সারা।
ওমা পেলে অভয় সব দিকে সয়, নইলে মিছে ঘোরা ফেরা ॥
হেথা এসে বেড়াই হেঁসে, হারিয়ে দুটী চ'কের তারা।
ওমা দ্বেষাদ্বিষী ক'রে বেশী, কেটে দিলে আশার গোড়া ॥

জেনে শুনে ললিত কেনে, বইবে এত পাপের ভরা।
ওমা ক'রে বিচার সব দিবি ভার, এইটী ভিক্ষা রইল তারা॥ ৫৪৪॥

প্রসাদি সুর।

দেখব মা তোর কেমন মায়া।
ওমা দেখে শুনে সকল বুঝে, আজও কি তোর হয় না দয়া॥
সংসারেতে মায়া বেশী, পেয়ে আপন পুত্র জায়া।
ওমা শেষের দিনে কালের হাতে, কোথা রবে এ সব পায়া॥
যত বাঁধা পড়ছি হেথা, ততই বাড়ছে মনের মায়া।
ওমা কাতর হ'য়ে পড়ছি দায়ে, ছাড়্‌বে কি আর থাকতে কায়া॥
ধনের লোভী সবাই হেথা, বাদ পড়ে না বন্ধু ভায়া।
ওমা দায়ে প'ড়ে ডাকলে পরে, কেউ কি কর্‌তে চাইবে দয়া॥
কাতরে তোয় বলছে ললিত, ভুলিস্‌ না তুই মায়ের মায়া।
ওমা বিপদে আর সম্পদেতে, দিস ঐ শ্রীপাদপদ্ম ছায়া॥ ৫৪৫॥

প্রসাদি সুর।

দেখব মা তোর কতই খেলা।
ওমা বুঝলে নিত্য তত্ত্ব কথা, সাজিয়ে দিস এই মনকে ভোলা॥
কাজ দেখে কি কাজ বাড়ালি, মায়াতে শেষ্‌ বাঁধলি গলা।
ওমা লাভের মধ্যে এই হয়েছে, বাড়ছে কেবল পাঁচের ছলা॥
এলাম যেমন যাব তেমন, তবু আশা বাড়্‌ছে মেলা।
ওমা আপনার বুদ্ধি পরকে দিয়ে, পরে পরে বাড়্‌ছে জ্বালা॥
আগম নিগম শিবের বচন, মন যে তাতে করছে হেলা।
ওমা আপন ঝোঁকে ব'কে ব'কে, কাটিয়ে দিলে এমন বেলা॥
কাজে কাজে ললিত পাগল, এখন সে সব থাকুক তোলা।
ওমা পারের ঘাটে গেলে ছুটে, পাই যেন তোর চরণ ভেলা॥ ৫৪৬॥

প্রসাদি সুর।

মায়ার খেলা সকল মনে।
মন বুঝবে কি তার এমন দিনে॥
ঘরে মায়া বাইরে মায়া, থাক্‌তে কায়া শুন্‌বে কেনে।
সে যে যেমন এল তেম্‌নি গেল, ঘোর কি ভাঙ্গল জেনে শুনে॥
পেয়ে অভয় ভাঙ্গল না ভয়, করবে কে জয় রিপুগণে।
মন দেখতে গেলে পড়্‌ছে গোলে, কর্ম্ম ফলে ধরছে টেনে॥
থাকতে ছায়া বাঁধবে কায়া, দয়া তারা করবে কেনে।
শেষে লাভের বেলা কাজের ঠেলা, বাড়ছে জ্বালা পরের ঋণে॥
ললিত কিসে বুঝবে এসে, ঘরে ব'সে দিন সে গণে।
তবু মা মা ব'লে ডাক্‌ছে ছেলে, মা কি ভুলে থাকবে জেনে॥ ৫৪৭।

প্রসাদি সুর।

মন কেন রে দ্বেষাদ্বিষী।
হ'কনা সকল ভাবের মেশামিশি॥
আপন ভেবে ধরগে চরণ, ঘরে পরে হবি খুসী।
হেথা একেতে যে সব ঘেরেছে, খুঁজতে হয় না বেশী বেশী॥
সামনে যেমন ঘরে তেমন, মিলিয়ে নিয়ে আয়না বসি।
মন দেখে শুনে ঘুরে কেবল, পরে পরে হ'স্‌ যে দুষী॥
এলি গেলি ঘুর্‌লি মিছে, রঙ্গ রসে বাড়্‌ছে হাঁসি॥
সেই শেষের দিনে বল্‌বি কি তুই, তখন হবে কসাকসি॥
ললিত বলে মা মা ব'লে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে একেতে সব মিলিয়ে শেষে, আস্‌বে শ্যামা এলোকেশী॥ ৫৪৮

প্রসাদি সুর।

আর কেন এ ডাকাডাকি।
সদা কর্ম্মে পাগল সবদিকে গোল, রইলনা মা কিছুই বাকী॥

বেড়ে আশা এমন দশা, তাই দেখে মা হ'স কি সুখী।
ওমা গেলে সময় কেউ কারও নয়, কাজের কে আর নেবে ঝুঁকি॥
পাঁচের খেলা দেখে মাগো, মনের ভিতর বাড়্ছে ফাঁকী।
ওমা দেখলে স্বপন সবাই আপন, মিছে এখন কতই বকি॥
আপনি ললিত করবে বিহিত, হ'লে একবার চ'কোচ'কি।
ওমা ধ'রে তখন সাধের চরণ, বুঝিয়ে দিব মুখোমুখি॥ ৫৪৯॥

প্রসাদি সুর।

সংসার হলো মায়ার খেলা।
ওমা কাজের দোষে প'ড়ে শেষে, মন যে আমার সদাই ভোলা॥
পাঁচে পাঁচে টানা টানি, পরে পরে বাড়ছে ছলা।
ওমা খেটে খুটে জুটে পেটে, কাটিয়ে দিচ্ছি এমন বেলা॥
মাথার বোঝা হচ্ছে ভারী, সবাই তাতে দিচ্ছে ঠেলা।
ওমা রিপুর শাসন এখন যেমন, শেষেও তেম্নি যমের জ্বালা॥
কাজ নিয়ে আজ সবাই দূষী, কর্ম্ম ফল যে থাকবে তোলা।
ওমা এমনি স্বভাব সদাই অভাব, আশা কিন্তু হচ্ছে মেলা॥
পাঁচটা ভূতের ঘরে আছি, দেখছি নটা দ্বার যে খোলা।
ওমা ললিত দেখে মরছে ব'কে, শুন্‌তে হ'লে সাজিস্ কালা॥ ৫৫০।

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোমার খেলা।
ওমা কাজের সময় কেউ কারও নয়, সময় বুঝে বাড়ছে ছলা॥
সবাই জানে শেষের দিনে, নামটী তোমার পারের ভেলা।
ওমা মায়ার শাসন এমনি এখন, আপনি মন যে হচ্ছে ভোলা॥
কাজে কাজে বেড়াই সেজে, তবু গোণ যে কাজের বেলা।

ওমা রঙ্গরসে ঘুরছি হেঁসে, শেষে কে সব সইবে ঠেলা॥
খাটাখাটি ছুটছুটি, দায়ের দায়ী হ'লাম মেলা।
ওমা দায় পোয়াতে আপনা হ'তে, বাঁধা পড়ছে সাধের গলা॥
মনের ঝোঁকে ডেকে ডেকে, ললিতের যে গেল বেলা।
ওমা ভয়ে ভয়ে থাক্‌লে সয়ে, কর্ম্ম যে সব থাকবে তোলা॥ ৫৫১ ॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে।
ওমা ফেল্‌তে হয় কি এমনি গোলে॥
যে দিকেতে দেখছি চেয়ে, সেই দিকে সব সমান চলে।
ওমা একে একে মিলিয়ে নেবার, উপায় কেউ কি দিচ্ছে ব'লে॥
কাজে কাজে কাজ যে করি, ভয় রয়েছে কর্ম্ম ফলে।
ওমা যেমন এলাম তেমনি যাব, কর্ম্ম কিন্তু থাকব ভুলে॥
দায়ের দায়ী সবাই বটে, খেটে খুটে ফল কি মেলে।
ওমা ঘরে বাইরে সকল আঁধার, তাতেই পথ যে ভুলিয়ে দিলে॥
সকল কথা জেনে শুনে, ঠকিয়ে দিলি ছলে বলে।
ওমা আর কি দয়া হবে না তোর, শেষ্‌ কি হবে ললিত ম'লে॥৫৫২॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে হ'স উদাসী।
হেথা মায়ার খেলা দেখে ভোলা, বাড়ছে আশা সর্ব্বনাশী॥
একে একে দেখে মিলন, তাতেই সদা হ'স্‌রে দুষী।
ওরে দেখলে চ'কে সকল একে, থাক্‌বেনা আর দ্বেষাদ্বিষী॥
আপনার এখন হচ্ছে সবাই, নাই তবু তোর মাসী পিসী।
এখন দেখে কায়া বাড়ছে মায়া, শেষে কিন্তু অমানিশি॥

চ'কের দেখা দেখবি যত, ততই গোল যে বাড়বে বেশী।
ওরে কর্ম্ম যেমন ফলবে তেমন, এই বুঝে তুই হনা খুসী॥
ললিত বলে আয়না এখন, প্রাণ খুলে আজ সবাই হাঁসি।
হবে ঘরের ছেলে ঘরে গেলে, মায়ে পোয়ে মেশা মিশি॥ ৫৫৩॥

প্রসাদি সুর।

ভেক ক'রে কি ভিক্ষা মেলে।
আজ বিষের বাতি জ্বলছে বিষে, বুঝবে সবাই সময় হ'লে॥
পাঁচের দয়া সাধের মায়া, সবাই তোকে ভুলিয়ে দিলে।
তাই ঘরে আঁধার বাইরে আঁধার, হচ্ছে তোর যে কাজের ফলে॥
ক'রে খেলা কাটল বেলা, দিন ফুরালে মরবি জ্বলে।
ওরে কার কাজেতে সাজবি এতে, সেইটী কেউ কি দেয় রে ব'লে॥
এলি যেমন যাবি তেমন, দেখলি যা সব বুঝবি কালে।
কেবল পাঁচের কাজে এখন সেজে, চুণ আর কালি মাখ্‌লি গালে॥
ললিত ভোলা কাজের বেলা, ঠক্‌ছে কেবল পাঁচের ছলে।
শেষে শমন শাসন হবে যখন, মা কি তখন কর্‌বে কোলে॥ ৫৫৪॥

প্রসাদি সুর।

মন ঠকেছে আপন দোষে।
ওমা মজেছে সে বিষয় বিষে॥
মায়ায় অন্ধ হলে কেবল, আপন দশা বুঝবে কিসে।
ওমা কার খেলাতে জগৎ ভোলা, সেটার কেউ কি করবে নিশে
পরকে ধ'রে পর ভুলেছে, পরে পরে রইল মিশে।
ওমা মন যে সকল আপন জেনে, মনের সাধে বেড়ায় হেঁসে॥
যাওয়া আসা ক'রে কেবল, দিন কাটালে আশার আশে।

ওমা পাঁচের দশা দেখে শুনে, ভয়ে কাতর সবাই এসে॥
যে সাজ সেজে বেড়ায় ললিত, সে সব কি আর থাকবে শেষে।
ওমা কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হয়ে, বিদায় পাবে দণ্ডি বেশে॥ ৫৫৫॥

প্রসাদি সুর।

দেমা আমার মায়া কেটে।
একবার দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, ঘর ছেড়ে মা পালাই ছুটে॥
মায়াতে যে সবাই এখন, ধ'রে রাখছে আপন কোটে।
ওমা হাটের হেটো ভবের লেটো, ঘেরেছে সব জুটে পেটে॥
আপনার দশা আপনি দেখে, বুক যে আমার যাচ্ছে ফেটে।
ওমা ভেবে ভেবে প্রাণ গেল যার, সে যে কর্ম্মে সদাই কুঠে॥
আপন ব'লে দেখতে গেলে, মনের আশা যাচ্ছে টুটে।
ওমা এত সয়ে দিন কাটালে, সবাই করছে আমায় খুঁটে॥
ললিতের এই দুঃখ কেবল, ম'লাম মিছে বেগার খেটে।
শেষে আপনার দশা কি হবে মা, নগদ কিছু নাই যে গাঁটে॥ ৫৫৬॥

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মন কি হয় ম'লে।
সবাই ভাবতে গেলে পড়ছে গোলে॥
মনের কথা মন জানে সব, বুঝবে সবাই বুঝিয়ে দিলে।
আজ কর্ম্ম এনে ধরছে টেনে, তাতেই সকল যায় যে ভুলে॥
জন্ম কালে আসবি হেথা, ঘুরবি কেবল কর্ম্ম ফলে।
শেষে ঘটের আকাশ ঘটের নাশে, বিরাট রূপে থাকবে মিলে॥
এক নিয়মে জগৎ বাঁধা, সব দিকে তাই সমান চলে।
শেষে আঁধার কেটে দেখবি আলো, উঠ্‌বি হেঁসে মায়ের কোলে॥
জন্ম যেমন মরণ তেমন, ডাক দিয়ে এই ললিত বলে।
ও রে যমের বাড়ী বাড়া বাড়ি, কেউ কি সেটা বলছে খুলে॥ ৫৫৭॥

প্রসাদি সুর।

ঘরের মায়া কাটবে কিসে।
ওমা ভাব্‌ছি তাই যে ব'সে ব'সে॥
সংসারেতে সং সেজেছি, তাতেই সদা আছি মিশে।
ওমা ক্রমে এমন ভ্রম বেড়েছে, চার দিকে যে লাগছে দিশে॥
কার তরে এই খাটছি এত, সেইটি বুঝিয়ে দেয় কে এসে।
ওমা যেমন এলাম তেম্‌নি যাব, কর্ম্ম সব যে যাবে ভেসে॥
মনের বিকার বাড়ছে যখন, বোঝায় তখন মিষ্ট ভাষে।
ওমা বুঝে সকল দেখ্‌তে গেলে, আপনি কেবল মরব হেঁসে॥
মায়ে পোয়ে দেখা হ'লে, বিদায় হই মা দণ্ডিবেশে।
মিছে ভেবে ললিত কি ফল পাবে, মন যে মা তার সর্ব্বনেশে॥ ৫৫৮॥

প্রসাদি সুর।

বাঁধলি কেন আটে কাটে।
ওমা কাছে যে জন সুখী এখন, আমি ম'লাম বেগার খেটে॥
মায়ার দড়ী পায়ের বেড়ী, সাধ্য কি যে পালাই ছুটে।
ওমা দেখ্‌লে চেয়ে এমন দায়ে, সুখে সময় যেত কেটে॥
পাঁচের খেলা দেখে মেলা, সাহস নাই যে বলি ফুটে।
ওমা বল্‌তে গেলে সবাই মিলে, চার দিকে যে ধরছে এঁটে॥
পরে পরে রইল ধ'রে, লাভের ভাগী তারাই জুটে।
ওমা গেলে বেলা ভেঙ্গে খেলা, দেখ্‌ব কিছু নাই যে গাঁটে॥
যেমন আশা তেম্‌নি দশা, হ'লাম শেষে পাঁচের মুটে।
মা তোর ললিত বলে আপন ছেলে, রক্ষা কর না এ সঙ্কটে॥ ৫৫৯॥

প্রসাদি সুর।

ভূতের বেগার সদাই জোটে।
নইলে সাজ্‌ব কেন ভবের মুটে॥

দায়ের দায়ী হয়ে এখন, সদাই আমি ম'লাম খেটে।
ওমা মুদলে আঁখি সকল ফাঁকী, আর কে তখন পাবে কোটে॥
আপন সেজে আপনি এসে, নিচ্ছে সকল বেটে চেটে।
হ'লে লক্ষ্য হারা আবার তারা, অপরকে সব ধরছে এঁটে॥
পরকে সুখী করতে গিয়ে, অভাব সদাই আপন গাঁটে।
ওমা শেষের দিনে জেনে শুনে, কর্ম্ম দোষে উঠ্‌ব লাটে॥
ললিতের এই ভিক্ষা কেবল, মায়ার ডুরী দেনা কেটে।
ওমা দুর্গা ব'লে এ সব ফেলে, প্রাণ নিয়ে শেষ্‌ পালাই ছুটে॥ ৫৬০॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তুমি কেমন।
ওমা আগম নিগম পুরাণ যত, মতে মতে হয় না মিলন॥
আদ্যারূপা মহাশক্তি, মায়া ব'লে বেদে গণন।
ওমা নিরাকার সেই ব্রহ্মরূপে, সাকার ভাবতে করে মনন॥
সাঙ্খ্য মতে অভাব সদা, দর্শনেতে সৃষ্টি কারণ।
ওমা সকল মতের ঐক্য হ'লে, আপনি আশা হয় যে পূরণ॥
অনিত্য সব এ সংসারে, নিত্য কেবল জন্ম মরণ।
ওমা একে একে মিলন ক'রে, কে আর এসে কর্‌বে স্মরণ॥
কর্ম্মে বাধ্য হ'য়ে জগৎ, ভ্রান্ত হ'য়ে করে সাধন।
ওমা ললিতের এই হৃদয় মাঝে, আপনি কি আর হবে বোধন॥ ৫৬১

প্রসাদি সুর।

সাকার ভেবে হ'লাম সারা।
ওমা বেদের মতে মায়ার খেলা, সেটা হ'ল নিরাকারা॥
সবাই মত্ত তত্ত্ব লয়ে, সত্য কথা বুঝ্‌বে কারা।
ওমা দেখে স্বপন ভেবে আপন, বয়ে বেড়াই পাপের ভরা॥

মর্ম্ম বুঝে ধর্ম্ম ভেবে, পাঁচের কাছে ঘোরা ফেরা।
ওমা শেষে যখন আসবে শমন, তখন সবাই পড়বে ধরা॥
আগম নিগম সুগম বটে, মিলিয়ে সকল দেখবে যারা।
ওমা আঁধার ঘরে সত্য ঘোরে, সামনে অসৎ রইল পোরা॥
ললিত ব'সে দেখছে হেঁসে, সকল দিকের মন যে গোড়া।
ওমা নইলে কেন চার দিকেতে, থাকবে এত মায়ার বেড়া॥ ৫৬২॥

প্রসাদি সুর।

কাজ এসে মা ধরছে জটে।
ওমা পাঁচের বোঝা বইছে পাঁচে, তাতেই দিন যে গেল কেটে॥
স্বভাব গেলে অভাব দেখে, সাজিয়ে দিলে পরের মুটে।
ওমা দিনের দায়ে দিন মজুরি, বেড়াই কেবল খেটে খুটে॥
আপন বলে রিপু বলী, সবাই টান্‌ছে আপন কোটে।
ওমা দেখে শুনে প্রাণের দায়ে, ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে॥
দেখিয়ে মায়া বাঁধছে কায়া, রইল ঘেরে সবাই জুটে।
ওমা দেখে শাসন কেউ কি এখন, মনের কথা বল্‌ছে ফুটে॥
আপন দশা আপনি দেখে, বল্‌ছে ললিত করপুটে।
ওমা ভয়েতে তুই অভয় দিয়ে, রক্ষা করনা এ সঙ্কটে॥ ৫৬৩॥

প্রসাদি সুর।

সাবাস আমার বুকের পাটা।
কেমন অসহায়ে ঘুরছি এসে, সঙ্গে নিয়ে রিপু ছটা॥
কত দুঃখের দিন যে আমার, তুই মা এখন শুন্‌বি কটা।
ওমা চার ধারে সব দেখে শুনে, মন যে আপনি হচ্ছে মোটা॥
ঘুরে ফিরে বেড়াই যত, ততই পায়ে ফুট্‌ছে কাঁটা।

ওমা পাঁচের দায়ে পাঁচে মিলে, সবাই আমায় দিচ্ছে খোঁটা॥
কাজ ক'রে আজ বেড়াই বটে, তাতে কিন্তু বাড়্ছে লেটা।
ওমা বাড়িয়ে মায়া জ্বল্‌ছে কায়া, পুঁছ্‌বে কে সেই সাধের ফোঁটা॥
মায়ার খেলা মা তুই জানিস, আর জানে তোর ললিত বেটা।
ওমা আজকে যাকে আপন ভাবি, শেষে কোথায় থাক্‌বে সেটা॥ ৫৬৪

প্রসাদি সুর।

জ্বল্‌ছে কেমন সাঁজের বাতি।
আমায় দেখ্‌তে দেমা, এই মিনতি॥
কর্ম্ম নিয়ে এলাম ব'লে, খেটে বেড়াই নিতি নিতি।
ওমা আঁধার ঘরে ঘুরে ঘুরে, হারিয়েছি এই চ'কের জ্যোতিঃ॥
ছটা রিপুর সঙ্গে জুটে, বাড়্‌ছে মনের মাতামাতি।
ওমা পাঁচ মিলে সব কর্ম্ম দেখে, ফল দেবে তার হাতা হাতি॥
ঘরে বাইরে সমান হ'লে, কেউ কি আমার হবে সাথী।
ওমা এলাম একা যাব একা, কারও তাতে নাই যে ক্ষতি॥
মায়ে বেটায় সমান হ'লে, কি হবে মা ছেলের গতি।
ওমা দেখ্‌বে যে জন সেই যে তখন, ললিত কে তোর মার্‌বে লাথী॥ ৫৬৫॥

প্রসাদি সুর।

যা করি সব ভয়ে ভয়ে।
মা তোর কাজ দেখে সব থাকি সয়ে॥
মনের দুঃখ রইল মনে, কাকে আমি বল্‌ব গিয়ে।
ওমা বল্‌তে গেলে পরে পরে, সবাই এখন পড়্‌ছে দায়ে॥
সংসারেতে এসে কেবল, কর্ম্ম নিয়ে গেলাম ব'য়ে।
তাতে পাঁচের দেনা শুধ্‌ব কিসে, বিপদ যে মা পায়ে পায়ে॥

লাভের আশায় ভ্রম বেড়েছে, দিন কাটালাম আপনার খেয়ে।
ওমা সুখের ভাগী ছটা রিপু, তারাই আছে সকল নিয়ে॥
মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, মিলন হয় যে মায়ে পোয়ে।
কিন্তু কপাল দোষে ললিতকে তোর, সদাই আঁধার রাখ্‌লে ছেয়ে॥৫৬৬॥

প্রসাদি সুর।

মা কি আমার শ্মশান বাসী।
ওমন ঘুরে ঘুরে ঘরে ঘরে, দেখ্‌না মায়ের রূপরাশি॥
চ'কের ধাঁধা মায়ার বাঁধা, তাতেই গোল যে বাড়ছে বেশী।
নইলে আপনা হ'তে হ'ত এতে, মায়ে পোয়ে মেশামিশি॥
ভাবে ভোলা দেখে বেলা, বাড়্‌ছে তোর এই দ্বেষাদ্বিষী।
শেষে বুঝ্‌বি খেলা করবে ছলা, তখন কোথা থাকবে হাঁসি॥
বুঝে মর্ম্ম করলে কর্ম্ম, কে আর তোকে করবে দূষী।
তখন পরকে ফেলে আপন বলে, সুখের সাগর মাঝে ভাসি॥
পাঁচের রঙ্গে একের সঙ্গে, ললিত সদাই থাকবে বসি।
ওমন বেলা গেলে সন্ধ্যা হ'লে, আপ্‌নি আসবে সর্ব্বনাশী॥ ৫৬৭॥

প্রসাদি সুর।

মন কি বোঝে কর্ম্ম ক'রে।
সে যে চার দিকেতে বেড়ায় ঘুরে॥
মনে মনে মিলন কোথা, আপনার হচ্ছে পরে পরে।
ওমা সময় হ'লে সবাই আবার, নিজে নিজে যায় যে স'রে॥
মায়ার কথা মন কি জানে, দূষী হয় সে ঘুরে ফিরে।
ওমা টানা টানি ক'রে এখন, সবাই রাখ্‌তে চায় যে ধ'রে॥
যাওয়া আসা সকল সমান, খেটে মরব কিসের তরে।
ওমা চক্ষে দেখে জেনে শুনে, ভ্রম বাড়ে যে মায়ার ঘোরে॥

দেখলে মা তুই বুঝ্‌বি সকল, দেখাই আমি কিসের জোরে।
ওমা তোকে ছেড়ে ললিত এখন, মনের কথা বল্‌বে কারে ॥ ৫৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের মায়া মনকি ভোলে।
ওমা কর্ম্ম দেখে সবাই বলে॥
সময় গুণে আপনি এখন, দুষী হচ্ছি মনের ভুলে।
ওমা যাতে তাতে বাড়িয়ে আশা, কাজের বেলা পড়্‌ছি গোলে ॥
ভয়ে ভক্তি ক'রে এখন, ধীরে ধীরে সবাই চলে।
ওমা লাভের জন্য কর্ম্ম ক'রে, আজন্ম সব মর্‌ব জ্বলে ॥
সংসারেতে এসে কেবল, ভ্রম বেড়েছে পাঁচের ছলে।
ওমা ধর্ম্ম ভেবে যে কাজ করি, ভয় কেন তার কর্ম্মফলে॥
কোন্ কাজেতে কি দোষ হেথা, ললিতকে কে দিচ্ছে ব'লে।
ওমা পরে পরে মিলন হেথা, সবাই এখন ঠকিয়ে দিলে ॥ ৫৬৯ ।

প্রসাদি সুর।

সংসার নয় এ মায়ার খেলা।
ওমা দিন মজুরি দিনের তরে, তাতেই কেটে যায় যে বেলা ॥
অভাব দেখে ভয়ে মরি, তাতে আবার পাঁচের ঠেলা।
ওমা যেমন এলাম তেম্‌নি যাব, তবে কেন এসব জ্বালা ॥
সংসারেতে দুঃখ বেশী, চেয়ে চেয়ে দেখছি মেলা।
ওমা ভয়ে ভয়ে যে কাজ করি, ফলগুলি তার থাক্‌বে তোলা ॥
পরে পরে টানাটানি, চার দিকেতে দেখছি মেলা।
ওমা তার ভিতরে মায়া এসে, ভাল ক'রে বাঁধছে গলা ॥
কর্ম্মডুরী কেটে দিলে, আর কি ললিত হয় মা ভোলা।
এই মনের কথা বল্‌ব কি তোয়, তুই যে সেজে রইলি কালা ॥ ৫৭০ ॥

প্রসাদি সুর।

বাড়ছে মায়া আপন ঘরে।
সেটা প্রকাশ হয় মা পরে পরে॥
আশার আশা হচ্ছে যত, ততই হেথা রাখছে ধ'রে।
ওমা নিজের বেলা সেজে কালা, দূষী কর্‌তে যাব কারে॥
খেটে খুটে কাল কাটালে, মন যে থাকে আপন জোরে।
ওমা স্বভাব দোষে অভাব সদা, ঘুরছে তবু মায়ার ঘোরে॥
চারি ধারে দেখচি যাদের, তাদের নেব আপন ক'রে।
ওমা এই হলো যে মনের খেলা, শেষে তারাই যাবে স'রে॥
সংসারেতে এসে ললিত, মিছে কেবল মর্‌ছে ঘুরে।
ওমা মায়ায় বাঁধা বিষম বাধা, কি ক'রে আজ কাটাই তারে॥ ৫৭১॥

প্রসাদি সুর।

বুঝব কি মা ভবের খেলা।
ওমা দৈত্যের হাঁসি বাড়ছে বেশী, খাচ্ছে যত পাঁচের ঠেলা॥
কর্‌ি মায়া রাখতে কায়া, দয়া হ'চ্ছে পরের বেলা।
ওমা মনে মনে পাঁচের টানে, ধরিয়ে দিচ্ছে আপন গলা॥
হেথায় এসে ঘরে ব'সে, কাল কাটালাম হয়ে ভোলা।
ওমা খেটে খুটে ঘরকে এঁটে, কাজের ফল যেরইল তোলা॥
আঁধার ঘরে দেখব কারে, দেখবার কিন্তু রইল মেলা।
ওমা জেনে শুনে এখন কেনে, ঠক্‌ছি দেখে পরের ছলা॥
ললিত বলে গণ্ডগোলে, কাজ কি আমার থাকতে বেলা।
হেথা ছেলে যেমন মাও তেমন, দুই জনেতেই হ'লাম কালা॥ ৫৭২॥

প্রসাদি সুর।

এক ঢেউয়ে মা সবাই যাবে।
যারা হয়ে আপন আছে এখন, তারা তখন কোথা রবে॥

মায়ার বশে বেড়াই হেঁসে, শেষে কে আর কাকে পাবে।
মন করবে ছলা শেষের বেলা, সেজে কালা সব ভোলাবে॥
দিনে রাতে বইছে যে স্রোত, তাতেই ভাসিয়ে সকল নেবে।
যখন ভাঙ্গবে দুকুল করবে ব্যাকুল, আকুল হ'লেও কেউ কি ছোঁবে॥
আসতে যেতে খেতে শুতে, এখন এতে সমান যাবে।
ওমা ভাঙ্গলে এঘর সব হবে পর, তখন কে আর আপন রবে॥
ভয়ে ভয়ে ললিত হেথা, আর কতদিন এসব সবে।
ওমা দেখে আপন এমন শাসন, সবাই এখন মরছে ভেবে॥ ৫৭৩॥

প্রসাদি সুর।

ভেবে ভেবে ভয়ে মরি।
আমার কি হবে শেষ্ মহেশ্বরি॥
কার্য্য কারণ দেখলে এখন, তাতে হয় যে বিপদ ভারি।
ওমা অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, পরকে ধ'রে সকল সারি॥
ডাক্‌তে গেলে পড়্‌ব গোলে, কর্ম্মফলে সবাই হারি।
এই জগৎ মাঝে পরের কাজে, বেড়াই সেজে শুভঙ্করি॥
নিজের বেলা হয়ে কালা, পাঁচের খেলা দেখতে ঘুরি।
ওমা এক দিনেতে ছয় রিপুতে, আমার সকল করছে চুরি॥
সবাই ভোলে পরের বোলে, দেখতে গেলে দেখায় জারি।
ওমা ললিত কিসে বাঁচবে শেষে, মন যে নয় তার আজ্ঞাকারী॥ ৫৭৪।

প্রসাদি সুর।

কাজের কথা মন কি জানে।
মা তুই ঘরে ব'সে যেমন চালাস্, তেমনি চলি নিশি দিনে॥
আপনি দূষী নই মা বেশী, কাজ করি আজ সকল জেনে।
মা গো তুই বোঝালে বুঝব সকল, নইলে বুঝতে পারব কেনে॥

ডাকা ডাকি ফাঁকীর বটে, কথা বল্‌লে মন কি শোনে।
ওমা আশায় প'ড়ে দিন মজুরি, সকল কথাই বলছে কাণে॥
এখন বুঝে দেখব কত, সময় মত হয় কি মনে।
ওমা ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে, মায়া কেবল রাখছে টেনে॥
ভয়ে ভয়ে বলতে গেলে, সংসারেতে কেউ কি মানে।
ওমা ললিত একা হয়ে বোকা, ব'সে রইল ঘরের কোণে॥ ৫৭৫॥

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার কর্ম্মে কালা।
ওমা দেখ্‌ছে ব'সে হেঁসে হেঁসে, কেবল পঞ্চ ভূতের খেলা॥
পাঁচে পাঁচে মিলন যেথা, সেথায় বাঁধা দিচ্ছে গলা।
ওমা ঘুরব যত দেখ্‌ব তত, এখন কত বুঝব ছলা॥
পরে পরে টানাটানি, মন যে তাতে সদাই ভোলা।
ওমা পারের দিনে আপনি কেনে, পাবে কর্ম্ম ফলের ভেলা॥
সংসারেতে বাড়িয়ে মায়া, দেখ্‌ছে কত আছে জ্বালা।
হেথা এই যে ধারা সঙ্গী যারা, শেষে তারাই দেবে ঠেলা॥
মায়া যত দুঃখ তত, বুঝতে গেলে যায় যে বেলা।
মা তোর ললিত বলে এদিন গেলে, দেখিস ঘাটে লাগবে মেলা॥ ৫৭৬॥

প্রসাদি সুর।

কি যাব মা সঙ্গে ক'রে।
ওমা সবাই এখন দেখে স্বপন, হচ্ছে আপন মায়ার ঘোরে॥
মন যে হ'ল সুখের ভাগী, রইল সেটা আপন জোরে।
ওমা গেলে বেলা ভাঙ্গবে খেলা, তখন দেখতে পাব কারে॥
থাকতে সময় কেউ কারও নয়, সেটা কে আর বুঝতে পারে।
ওমা কর্ম্ম বশে হেথায় এসে, ভাসা ভাসা দেখছে ঘুরে॥

আপন আপন ক'রে এখন, বাধ্য বাধক পরে পরে।
ওমা সময় গেলে আপন ছেলে, সেটাও আপনি দাঁড়ায় স'রে ॥
ললিত বলে কর্ম্মফলে, জগতে আজ সবাই ঘোরে।
ওমা সঙ্গের সাথী ব্যথায় ব্যথী, সেইটী কেবল আছে ঘরে ॥ ৫৭৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কার মায়া তোর এ সংসারে।
ওরে আপন ব'লে ধরবি কারে ॥

মনের শক্তি মনের কাছে, দুয়ে মিলে বেড়ায় জোরে।
তাই কিসে এখন হচ্ছে শাসন, বুঝবি সেটা কেমন ক'রে ॥
লাভের বেলা দেখিয়ে অভাব, সকল তোর আজ নিচ্ছে চোরে।
ওরে এলি যেমম যাবি তেমন, মিছে এখন মলি ঘুরে ॥
ঘরে এসে থাকলে ব'সে, মিলন হয় যে পরে পরে।
ওরে দেখবি যত পাবি তত, তখন কে তোয় রাখবে ধ'রে ॥
শেষের দশায় লাভের আশায়, দেখি হেথায় সবাই মরে।
তাই ললিত বোকা হয়ে একা, পড়েছে আজ বিষম ফেরে ॥ ৫৭৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কি তোকে দেখাই এতে।
যত দিন গেল তোর ভাঙ্গলনা ঘোর, বুঝবি এ সব কোন মতে ॥
গেলে বেলা ভেঙ্গে খেলা, আপনা হ'তে হবে যেতে।
মিছে জেনে শুনে আপনি কেনে, বাঁধা পড়্লি পরের হাতে ॥
কিসের মায়া কার এ কায়া, পার্‌বে কে তোয় বুঝিয়ে দিতে।
ওরে আপনি যেমন পরও তেমন, সেইটী হয় যে বুঝে নিতে ॥
ভেবে আপন দেখিস্ স্বপন, কার্য্য কারণ যাতে তাতে।
ওরে বুঝবি যে দিন হবে সুদিন, নইলে বিষাদ খেতে শুতে ॥
কাজের বেলা পাঁচের ছলা, ললিত ভোলা উঠছে মেতে।
শেষে সব যে আঁধার কে হবে কার, তখন মায়া থাক্‌বে কাতে ॥ ৫৭৯।

প্রসাদি সুর।

রং ক'রে হয় রাঙ্গতা সোণা।
বুঝে দেখতে গেলে পড়বি গোলে, আপনা হ'তে হবি কাণা॥
চ'কের দেখা শাস্ত্রে লেখা, বুঝিয়ে বল্‌তে করি মানা।
ওমন সদাই আগুন জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ, একগুণেতে রইলি টানা॥
সুখের বেলা সাজ্‌বি ভোলা, তোর কি ভাবিস সকল কেনা।
মন জুটে পেটে গিয়ে হাটে, করিস্ কেবল নেনা দেনা॥
দেখবি যাকে রাখ্‌বি ফাঁকে, ভাবিস্ বুঝি সকল চেনা।
ওমন আঁধার ঘরে ঘুরে ফিরে, মিল্‌বে কি সেই চাঁদের কণা॥
ললিত বলে এদিন গেলে, কিছু কি আর থাক্‌বে জানা।
এখন থাক্‌তে বেলা ছেড়ে খেলা, কুড়িয়ে সকল দেখে নেনা॥ ৫৮০।

প্রসাদি সুর।

বস্‌ব কবে দুর্গা ব'লে।
সেই ব্রহ্মময়ীর চরণ তলে॥
কর্ম্ম নিয়ে ভয়ে ভয়ে, ভাসি সদাই নয়ন জলে।
ওরে গেলে সময় কেউ কারও নয়, এখন কে আর বুঝিয়ে বলে॥
পরে পরে রইল সকল, বোকা সাজব কর্ম্মফলে।
ওরে আঁধার ঘরে ধরব কারে, ঘুরে ঘুরে মরব জ্বলে॥
হচ্ছে শাসন ভেবে আপন, বুঝব কি আর সময় গেলে।
ওরে আপন দোষে ভুগ্‌ব শেষে, তখন কিসে রাখ্‌ব ঠেলে॥
ললিত হেথা পেয়ে ব্যথা, মনের কথা যাচ্ছে ভুলে।
ওরে কি ধন এখন মনের মতন, দেখনা আপন ঘরটি খুলে॥ ৫৮১॥

প্রসাদি সুর।

কাকে মায়া করব মনে।
ওমা সবাই আপন সুখের ভাগী, দেখ্‌বে কে আর এমন দিনে

লাভের দিকে লক্ষ্য ক'রে, ঘুর্‌ছে সবাই পাঁচের টানে ।
ওমা সময় গেলে থাকবে ভুলে, আর সে আমায় খুঁজবে কেনে ॥
পরের কাজে কর্‌বে ছলা, নিজের বেলা বুঝ্‌তে জানে ।
ওমা পরে পরে হ'লে মিলন, কেউ কি কারও কথা শোনে ॥
সাধে কত বাড়্‌ছে বিষাদ, দেখ্‌ছি ব'সে একটি কোণে ।
ওমা দিন ফুরালে পড়লে গোলে, আর কে তখন আমায় মানে ॥
এসে একা ললিত বোকা, পরকে নিয়ে জ্বল্‌ছে প্রাণে ।
ওমা কোন্ দোষেতে এই জগতে, দায়ের দায়ী করিস্ এনে ॥ ৫৮২ ॥

প্রসাদি সুর ।

শেষ্‌কালে মন ঠকাঠকি ।
যখন হিসাবে তোর পড়্‌বে বাকী ॥
মিলন ক'রে নেবে যখন, কিসে তখন দেবে ফাঁকী ।
ওমন একে একে দেখ্‌লে এসে, আর কি তখন চলবে মেকি ॥
কাজের বেলা পাঁচের খেলা, বেলা গেলে কি আর দেখি ।
ও মন কর্ম্ম সাধন ভেবে আপন, নইলে মিছে বকাবকি ॥
অন্ধকারে প'ড়ে থেকে, পরের সঙ্গে রোকারুকি ।
ওমন ঘরের রতন পেতে যতন, কিসের কারণ ডাকাডাকি ॥
মনে মনে ললিত জানে, মিলবে হিসাব মুখোমুখি ।
তখন কড়ায় কড়ায় সব মিলে যায়, শেষে কে কার বইবে ঝুঁকি ॥৫৮৩॥

প্রসাদি সুর ।

মন যে ভোলা নিজের কাজে ।
তবু বেড়ায় হেথা অনেক সাজে ॥
আঁধার ঘরে রইল প'ড়ে, কি আর এখন দেখ্‌ব খুঁজে ।
ওমা পাঁচের ঘরে পাঁচকে দেখে, দিন কাটালে চক্ষু বুজে

মনের ভিতর রইল আশা, বাড়ছে সেটা আপন তেজে।
ওমা ঘরে ব'সে রঙ্গ রসে, মন যে সদাই রইল ম'জে॥
আপনা হ'তে যাতে তাতে, থাকবে মেতে পরের কাজে।
শেষে পড়লে দায়ে ভয়ে ভয়ে, আপনি গিয়ে ঢুক্‌ছে ঘোঁজে॥
সংসারেতে মনের খেলা, ললিত কি আর দেখ্‌বে বুঝে।
ওমা যে সব রঙ্গ হচ্ছে তাতে, বল্‌তে গেলে প্রাণে বাজে॥ ৫৮৪॥

প্রসাদি সুর।

কার কথায় মা করি হেলা।
ওমা নিত্য এখন দেখে স্বপন, সবাই আপন কাজের বেলা॥
সময় গুণে রাখ্‌ছে টেনে, জেনে শুনে করছে ছলা।
ওমা কার্য্য কারণ বুঝব যখন, আর কি তখন হব ভোলা॥
সবাই জুটে খেটে খুটে, পাঁচের ধরণ দেখছি মেলা।
তবু কাজের তরে ঘুরে ফিরে, পরের জন্য এতই জ্বালা॥
ভাগের ভাগী হয়ে যোগী, রাগারাগি খেয়ে ঠেলা।
কিন্তু আপনি যবে এদিন যাবে, ধর্‌তে হবে কর্ম্ম ভেলা॥
ললিত বলে একা হ'লে, ভয় কি কালের থাকতে বেলা।
হেথা পাঁচ মিলেছে সব ভুলেছে, গোল বেধেছে দেখে খেলা॥ ৫৮৫॥

প্রসাদি সুর।

কিসের এত জারিজুরি।
আমার ঘরের রাজা শুভঙ্করী॥
মা মা ব'লে ডাক্‌ব ব'সে, ভয় কি তাতে যদি হারি।
গেলে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে, থাক্‌বে নামের বাহাদুরি।

নাম গেয়ে মন দিয়ে সাঁতার, অকুল সাগর যাব তরি।
মায়ের অভয় পদে পড়ব লুটে, থাক্‌ব মায়ের আজ্ঞাকারী॥
ডাকা ডাকি বিষম ফাঁকী, মনে মনে রাখ্‌ব ধরি।
হেথা রিপুর শাসন হবে যখন, তখন কে আর কর্‌বে চুরি॥
পাঁচের কাছে পাঁচ আসে যায়, তারা যে সব সখের ছুরি।
আজ দেখে ললিত করনা বিহিত, হিত আর অহিত মহেশ্বরী॥ ৫৮৬॥

প্রসাদি সুর।

মনের কেন বাড়াবাড়ি।
কিসে কাজের জন্য তাড়াতাড়ি॥
গেলে জীবন কে হয় আপন, তখন সব যে ছাড়াছাড়ি।
এখন আসবে যাবে দেবে থোবে, শেষে কর্‌বে কাড়াকাড়ি॥
চার দিকেতে দেখ্‌ছ এত, মায়ার কেবল ছড়াছড়ি।
শেষে কর্ম্মফলে পড়লে গোলে, তখন দেবে গড়াগড়ি॥
একটা ঝড়ে ভাঙ্গলে কুঁড়ে, কর্‌বে সবাই জড়াজড়ি।
অমনি ধ'রে শমন কর্‌বে দমন, বাড়বে তখন পেড়াপীড়ি॥
ললিত বলে কি ধন ভুলে, বাড়্‌ছে এত আড়াআড়ি।
সেই শেষের দিনে করবি জেনে, আপ্‌না আপনি চড়াচড়ি॥ ৫৮৭॥

প্রসাদি সুর।

চিরকাল কি কর্ম্ম রবে।
যে দিন আসবে সে কাল সকাল সকাল, ধ্বংসপুরে সবাই যাবে॥
থাকতে জীবন কর্ম্মসাধন, হেথা এখন সকল পাবে।
ওমন লাভের জন্য হয়ে গণ্য, শেষে শুণ্য সেও যে হবে॥
এলাম যেমন যাব তেমন, সঙ্গে তখন কে আর যাবে।
যে দিন আসব ঘরে ফলের তরে, ঘুরে ঘুরে মর্‌ব ভেবে॥

মন যে খেটে বেড়ায় ছুটে, তাকে কেটে কে আর দেবে।
শেষে মুদলে আঁখি সব যে ফাঁকী, কার কি রবে দেখবে সবে ॥
ললিত এসে দেখ্ছে ব'সে, মনকে শেষে কে আর ছোঁবে।
শেষে কার্য্য কারণ সব অকারণ, তাকে তখন কেউ কি চাবে ॥ ৫৮৮॥

প্রসাদি সুর।

এই কি মা তোর কাজের ধারা।
ওমা বুকের মাঝে ব'সে থেকে, দিস্ কেন সব কাজের নাড়া ॥
মনে মনে ভাবছি ব'সে, হারিয়ে মাগো চ'কের তারা।
ওমা কর্ম্মফলে ভুগ্ছে সবাই, কাজের বেলা দুষী যারা ॥
অহঙ্কারে মন যে মোটা, একা পেয়ে করলে সারা।
ওমা সংসারেতে সং সেজে তাই, করছি কেবল ঘোরা ফেরা ॥
ফাঁক পেলে মা পালিয়ে বাঁচি, চার্ দিকে যে মায়ার ঘেরা।
ওমা আপনার দশা আপনি দেখে, চক্ষে সদাই বইছে ধারা ॥
রিপু ছটা প্রবল হয়ে, ললিতকে তোর করলে সারা।
ওমা এখানে এই ভুগছি এত, আর কি দুঃখ দিবি তারা ॥ ৫৮৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ঘোরে মা কর্ম্ম ক'রে।
সে যে আপনি স্বাধীন আপনার ঘরে ॥
কাজের কথা বুঝিয়ে দিলে, সহজেতে বুঝ্তে পারে।
কেবল অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, সদাই সে যে রইল জোরে ॥
মনের কথা মন জানে সব, খেটে খুটে আপনি ঘোরে।
ওমা আঁধার ঘরে একা থেকে, লক্ষ্য কর্ছে যারে তারে ॥

কাজ ক'রে মন হচ্ছে দূষী, পাঁচে কিন্তু আমায় ধরে।
ওমা শেষে যখন আসবে শমন, তখন সে সব যাবে স'রে ॥
মনের দোষে ললিত দূষী, এ কথা আর বলব কারে।
একবার সময় মত দেখিস্ যদি, তবেই দুঃখ যায় মা দূরে ॥ ৫৯০ ॥

প্রসাদি সুর।

কাকে বলি কেবা শোনে।
ওমা আপনার জ্বালায় আপনি এখন, সবাই পাগল এমন দিনে ॥
দিনে দিনে মাথার বোঝা, হচ্ছে ভারী পরের ঋণে।
এখন বল্‌তে গেলে ফেল্‌ছে গোলে, কেউ কি কথা নিচ্ছে কাণে ॥
আপনার দশা মনের আশা, আপনি এখন সবাই জানে।
তবে খেটে খুটে বেড়ায় ছুটে, কেবল মা এক মায়ার টানে ॥
কর্ম্ম দোষে হয় যে শাসন, সেটা কে আর বুঝ্‌বে মনে।
যখন যাবে এ দিন ঘুচ্‌বে না ঋণ, তখন আপনি বাজবে প্রাণে ॥
ললিত কি আর বল্‌বে তোকে, তুই যে কালা সকল জেনে।
শেষে দুর্গা ব'লে যাব চ'লে, আর কে তখন আমায় গণে ॥ ৫৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন আছে মা আঁধার ঘরে।
তার লক্ষ্য দেখি সদাই দূরে ॥
যাদের এখন ভাব্‌ছে আপন, তারাই মাগো রইল ঘরে।
ওমা শমন শাসন হয় অকারণ, দেখ্‌লে দূষী কর্‌বি কারে ॥
দেখছি ভেবে এলাম ভবে, ম'লাম কেবল ঘুরে ঘুরে।
ওমা পেয়ে আশা এমন দশা, কেউ কি নইলে ধরত জোরে ॥

হেথায় এসে কর্ম্ম বশে, মিলন হচ্ছে পরে পরে।
ওমা সময় পেলে সে সব ভুলে, সবাই দেখি যায় যে স'রে ॥
মনে মনে ললিত জেনে, রইল ব'সে মায়ার ঘোরে।
ওমা এখন যেমন শেষ্ কি তেমন, এম্‌নি কি সব রাখ্‌বি ক'রে ॥ ৫৯২ ॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌ব কি তোয় ভাব্‌ব ব'সে।
ওমা কাজ হারালাম কাজের বশে ॥
পাঁচের সঙ্গে মিলে এখন, দিন গেল যে রঙ্গ রসে।
ওমা আপনার দশা আপনি দেখে, চ'কের জলে ম'লাম ভেসে ॥
কর্ম্ম যদি ধর্ম্ম হ'ল, তবে কেন লাগছে দিশে।
ওমা স্বভাব দোষে অভাব বাড়ে, এই কি হ'ল অবশেষে ॥
দেখছি যত দেখব তত, দেখে শুনে বেড়াই হেঁসে।
ওমা সময় পেলে বুঝিয়ে দেব. মন যে কেবল সর্ব্বনেশে ॥
শেষের দিনে দুর্গা ব'লে, বিদায় পাব দণ্ডিবেশে।
ওমা ললিত তখন হবে আপন, মায়ে পোয়ে থাকবে মিশে ॥ ৫৯৩ ॥

প্রসাদি সুর।

সংসারেতে কতই জ্বালা।
ওমা ভেবে ভেবেই গেল বেলা ॥
অন্ধকারে থেকে কেবল, দেখছি পঞ্চভূতের খেলা।
ওমা দেখে ঠেকে শিখ্‌তে গেলে, কর্ম্ম সব যে থাক্‌বে তোলা ॥
একাধারে সকল আছে, তাতে যদি হয় মা ছলা।
তবে কে কোথা আর থাক্‌বে মাগো, এক ঘাটে সব লাগ্‌বে মেলা।

লাভের আশা সবাই ক'রে, সময় পেলে দিচ্ছে ঠেলা।
শেষে ফেলছে দায়ে আপন হয়ে, মায়াতে যে বাঁধছে গলা॥
পাঁচটা ভূতের মাঝে ফেলে, দেখিয়ে দিলি কর্ম্মভেলা।
ওমা ললিতের এই দুঃখ কেবল, তুই যে সেজে রইলি কালা॥ ৫৯৪

প্রসাদি সুর।

মা কি এখন থাকবি ভুলে।
একবার করবি নাকি আমায় কোলে॥
যে সব কাজে কাজ বাড়ালি, তাই নিয়ে মা ম'লাম জ্ব'লে।
ওমা তার উপরে ভাবনা বেশী, ঠকব যে শেষ্ পাঁচের ছলে॥
দিনে দিনে দেখছি যত, ততই আমি পড়ছি গোলে।
কবে ক'রে স্মরণ দিবি চরণ, মায়ে পোয়ে থাক্‌ব মিলে॥
আস্‌তে যেতে ভয় করি না, ভয় যত মা কর্ম্মফলে।
ওমা গেলে জীবন হবে শাসন, আর কি তখন পাবি ছেলে॥
কার দোষে এই ললিত দূষী, বুঝিয়ে তোকে দেয় কে ব'লে।
ওমা আপনা হ'তে দেখিস্ যদি, আর কি রাখ্‌তে পারবি ঠেলে॥ ৫৯৫॥

প্রসাদি সুর।

ভাবনাতে ভয় বাড়ে মনে।
সব মিলিয়ে দে মা মনে জ্ঞানে॥
মিছে কথায় পরের দায়ে, আমায় দূষী করবি কেনে।
ওমা মায়ার বশে ফেলে কেবল, সংসারেতে রাখিস্ টেনে॥
পাঁচের গোলে দিন কাটালে, মন কি আমার কথা শোনে।
ওমা কার্য্য কারণ কি যে এখন, বুঝিয়ে দেনা এমন দিনে॥

খেলার ঘরে সাজিয়ে দিয়ে, দেখ্‌লি না মা নয়ন কোণে।
ওমা ভয়ে সদাই ভক্তি ক'রে, আপনি জ্ব'লে ম'লাম প্রাণে॥
দেখিয়ে কি সাধ পোরেনা মা, আর কি শিক্ষা দিবি এনে।
ওমা দুর্গা ব'লে ললিত যে তোর, ছাড়্‌বে শেষ্‌ এই তুচ্ছ ধনে॥ ৫৯৬॥

প্রসাদি সুর।

সময় বুঝে কে আর শোনে।
ওমা দিন গেলে যে সবাই মানে॥
আপনার তরে ঘুরে ঘুরে, গণ্য হয় কে এমন দিনে।
ওমা ঘুচ্‌লে আশা সবাই কসা, দায়ের দায়ী করিস এনে॥
ঘরে ঘরে বেড়িয়ে ঘুরে, লক্ষ্য কে আর করবে কোণে।
ওমা দেখে ছলা মন যে ভোলা, নিজের বেলা দেখ্‌বে কেনে॥
ভাবছি এসে ঘরে ব'সে, দিন কাটাব গুণে গুণে।
ওমা ভাঙ্গলনা ঘোর ঘরেতে চোর, জোর ক'রে সব নেয় যে টেনে॥
আপনার দোষে ঠক্‌বে শেষে, এ কথা মা সবাই জানে।
তবু দেখছে ললিত সব বিপরীত, বিদায় চাইছে মানে মানে॥ ৫৯৭॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেল মা ডেকে ডেকে।
শেষ্‌ ধাক্কা কেবল লাগছে বুকে॥
সংসারেতে সবাই দুষী, ভাল ক'রে দেখ্‌ব যাকে।
ওমা আপনার জ্বালা আপনি বুঝে, ব'লে এখন বেড়াই কাকে॥
আঁধার ঘরে রইলি মা তুই, বুঝ্‌ব কিসে চক্ষে দেখে।
যে জন আপনা হ'তে দেখ্‌তে যাবে, মায়ায় কাণা সাজাস্‌ তাকে॥

ঘরে ঘরে লুকোচুরি, খুঁজতে গেলে দাঁড়াস ফাঁকে।
ওমা তোর কাছে এই জগৎ ব্যক্ত, পাঁচের কাছে সবাই ঠকে॥
ফলের ভাগী ললিত যে তোর, মিছে কেবল মরছে ব'কে।
ওমা কাজের বেলা কাজ যে করি, দিন কাটাই এক মনের ঝোঁকে॥ ৫৯৮॥

প্রসাদি সুর।

বুঝব কি মা পাঁচের খেলা।
ওমা চার দিকেতে বান ডেকেছে, ভেসে গেছে কর্ম্ম নালা॥
ঝড়ের আগে স্রোত চ'লেছে, আর কিসে মা থাক্‌বে বেলা।
ওমা কোন্ সাহসে বেড়াই ভেসে, ধ'রে কর্ম্ম ফলের ভেলা॥
এখন চ'লে যাচ্ছি উজান, সময় পেলেই মারবে ঠেলা।
ওমা প'ড়ে একা হ'লাম বোকা, শেষে কোথা থাকবে গলা॥
মনে মনে ভাবছি এসে, আশা সকল রইল তোলা।
ওমা শেষের দিনে মনে মনে, আপনি ভাঙ্‌ব গড়্‌ব মেলা॥
ললিত বলে তোর দোষে মা, সংসারে এই বাড়ছে জ্বালা।
তাই জেনে শুনে এমন দিনে, আপনি সেজে রইলি কালা॥ ৫৯৯॥

প্রসাদি সুর।

নায়ের মাজী নাই মা নায়ে।
ওমা দেখ্‌ছি তাই যে ভয়ে ভয়ে॥
এখন যে ঢেউ দিচ্ছে হেথা, একা আমি বেড়াই সয়ে।
ওমা শেষে যখন উঠ্‌বে তুফান, তখন আমি পড়্‌ব দায়ে॥
চ'কের দেখা দেখবে কে মা, বিপক্ষ সব রইল হয়ে।
ওমা দোষের ভাগী হচ্ছি কেবল, সবাই কে আজ ডাক্‌তে গিয়ে॥

ধীরে ধীরে বইছে বাতাস, চ'লেছি তাই উজান বেয়ে।
ওমা সামে দেখি সকল আঁধার, ফেলবে তাতে আমায় নিয়ে॥
কাজের দুষী ললিত একা, দিনে দিনে যাচ্ছে বয়ে।
ওমা দায়ের দায়ী এখন হ'লে, দেখ্‌বে কি শেষ্‌ সময় পেয়ে॥ ৬০০॥

প্রসাদি সুর।

ভয়েতে আজ ভাবছি ব'সে।
কোথা কর্ম্মফল সব থাকবে শেষে॥
সংসারেতে দেখি কেবল, বিষের বাতি জ্বলছে বিষে।
ওমা পাঁচ গেলে সেই মন যে যাবে, আমায় দুষী কর্‌বি কিসে॥
কাজের জন্য মন যে দায়ী, সেই যে সকল করছে এসে।
ওমা দেখে খেলা গেল বেলা, আপনি মিছে ম'লাম হেঁসে॥
অহঙ্কারে হচ্ছে জগৎ, সেই যে আবার সকল নাশে।
ওমা মনের সঙ্গে চ'ক মিলেছে, তাই এত আজ লাগছে দিশে॥
ললিত বলে সবাই ভাল, মন যে একা সর্ব্বনেশে।
তাই আপন ভেবে ধরতে গিয়ে, সব হারালাম আশার আশে॥ ৬০১॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম ক'রে দুষব কাকে।
আমার মন যে ধর্‌ছে যাকে তাকে॥
একে আমি আপনা হ'তে, দায়ী হ'লাম কাজের পাকে।
ওমা তার মাঝেতে মনকে দেখি, ঘুর্‌ছে সেটা আপন ঝোঁকে
আপনা হ'তে কেউ আসেনা, ভাল ক'রে দেখ্‌ব যাকে।
ওমা লক্ষ্য ছেড়ে পক্ষাপক্ষ, ভাবতে গেলে কেউ কি থাকে॥
পাঁচের বোঝা মাথায় ক'রে, বেড়াই মিছে ডেকে ডেকে।
ওমা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, সমান ভাবে রইল বুকে॥

পাঁচে পাঁচে মিলন যেথা, সেথা গিয়ে ললিত ঠকে।
ওমা ছল ক'রে তুই সব ভুলালি, কি আর আমি বল্‌ব তোকে ॥ ৬০২॥

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোমার খেলা।
ওমা ভাবতে গেলে ভয় যে বাড়ে, গোল বাঁধে শেষ্‌ কাজের বেলা ॥
কখন মা সগুণ হয়ে, দেখিয়ে দেবে কর্ম্ম ভেলা।
ওমা কখন যে নির্গুণেতে, পাঁচকে দেখাও পাঁচের ছলা ॥
পাঁচকে বেঁধে ঘর করেছি, তাইতে বাঁধা পড়ছে গলা।
ওমা থাকতে মায়া সকল আঁধার, নূতন নয় যে শেষের মেলা ॥
আসতে যেতে সমান দেখি, নটা দ্বার যে রাখলে খোলা।
ওমা সংসারেতে ঘুরে ফিরে, লাভের আশায় সবাই ভোলা ॥
বোঝা বয়ে ললিত কেবল, কত এখন সইছে জ্বালা।
তার মনের মায়া মনের কাছে, শেষের জন্য থাকুক তোলা ॥ ৬০৩ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কত মা বলব তোরে।
আমি কেঁদে ম'লাম কাজের তরে ॥
পাঁচের বোঝা মাথায় নিয়ে, মন যে হেঁসে বেড়ায় ঘুরে।
ওমা নিজের বেলা সদাই অভাব, এসব দুঃখ বলি কারে ॥
এখন যেটা আপন ভাবি, কাল ফুরালে থাক্‌বে দূরে।
ওমা আপনার জনে আপন হয়ে, কেড়ে সকল নেবে জোরে ॥
কাজে কাজে হ'লাম দায়ী, থাকতে দেয় না আপন ঘরে।
ওমা নিজের ব'লে খাটছি যত, লাভের ভাগী হচ্ছে পরে ॥
ঘরে ব'সে ললিত কেবল, যোগে যাগে সকল সারে।
ওমা শেষে যেন দুর্গা ব'লে, বস্‌তে পায় ঐ চরণ ধারে ॥ ৬০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আপন ব'লে যে জন ধরে।
ওমা সেই যে তোমায় ধর্‌তে পারে॥
*কাজের বেলা বাড়ছে খেলা, মন যে সদাই বেড়ায় ঘুরে।
ওমা দেখে শাসন ভাবছি এখন, ইচ্ছা হয় যে পালাই দূরে॥
ঋণের জ্বালা করলে ভোলা, কেমন ক'রে সুধব তারে।
ওমা আশার আশায় সব ঠকে যায়, এ দুঃখ আজ বল্‌ব কারে॥
মনে মনে সবাই জানে, মিলন হেথা পরে পরে।
ওমা কার্য্য সাধন কর্‌ব কখন, একাই যদি থাকব ঘরে॥
ললিত মিছে দেখছে বেছে, নিদয় এত হয় কি তারে।
সে যে কোলের ছেলে মা মা ব'লে, দিনের অভাব দিনে সারে॥ ৬০৫॥

প্রসাদি সুর।

জ্ঞানকে কর্ম্ম আন্‌ছে টেনে।
নইলে সদাই অভাব থাকত মনে॥
দিন মজুরি সবাই করি, লক্ষ্য কেবল মুখ্য ধনে।
ওমা আশায় প'ড়ে বেড়াই ঘুরে, নইলে মিছে ঘুরব কেনে॥
স্বার্থ বুঝে দেখছি খুঁজে, তবে কর্ম্ম করছি জেনে।
ওমা আপন গাঁটে বেঁধে এঁটে, ডুব্‌ছি জুটে পরের ঋণে॥
ভালবাসা বাড়ায় আশা, আপন দশা কেউ কি জানে।
ওমা পরে পরে রাখছে ধ'রে, বুঝ্‌ব তারে শেষের দিনে॥
ললিত ভোলা কাজের বেলা, কালা হ'য়ে রইল শুনে।
ওমা জ্ঞানের তরে ধর্‌বে কারে, আপনি প'ড়ে রইল কোণে॥ ৬০৬॥

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার কর্ম্মে ভোলা।
কেবল বুঝ্‌তে পারে পরের বেলা॥

সংসারেতে এসে সদাই, দেখ্‌ছে পঞ্চ ভূতের খেলা।
তাই পরে পরে মিলন হয়ে, সংসারে এই পাঁচের ছলা॥
আপনার ভেবে আপন ঘরে, সুখে অসুখ দেখ্‌ছে মেলা।
আজ মায়ার বশে প'ড়ে কেবল, কাজের কথায় সবাই কালা॥
আস্‌তে যেতে সমান দেখে, কর্ম্ম সকল রইল তোলা।
যে জন ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম করে, তার কি কিছু আছে জ্বালা॥
দেখবে যেমন চল্‌বে তেমন, ললিত কি আর বল্‌বে মেলা।
সে যে কর্ম্ম কাঁঠী গলায় বেঁধে, ধর্‌বে দুর্গা নামের ভেলা॥ ৬০৭॥

প্রসাদি সুর।

সুখে অসুখ এ সংসারে।
ও মা লাভের জন্য সবাই ঘোরে॥
পরকে দেখে পর ছুটেছে, আপন সেজে রইল ঘেরে।
ওমা শেষের দিনে পর হবে পর, আপনা হ'তে যাবে স'রে॥
মনের কথা রইল মনে, প্রাণ খুলে সব বল্‌ব কারে।
ওমা আশার আশে যে জন আসে, কিসে আপন ভাবি তারে॥
সংসারেতে গোল এত মা, ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে।
ওমা মায়ার ছলে থাকলে ভুলে, সবাই এসে রাখছে ধ'রে॥
মা হয়ে আজ ভোলাস যদি, তবে তোর এই ললিত হারে।
নইলে মায়ে পোয়ে মিলন হ'লে, সব সে দেখিয়ে দিতে পারে॥ ৬০৮॥

প্রসাদি সুর।

মনকে বুঝ্‌বি মনে মনে।
তোকে বল্‌বে কে মা এমন দিনে॥

চ'কোচ'কি দিয়ে ফাঁকী, কি আর বাকী রাখলি এনে।
ওমা থাক্‌তে বেলা সেজে কালা, করিস ছলা সকল জেনে॥
মায়ার ভরে সবাই ঘোরে, পরে পরে রাখছে টেনে।
ওমা অন্ধ হ'লে কে আর চলে, পড়ছি গোলে জেনে শুনে॥
পাঁচের মিলন হচ্ছে যখন, কেউ কি তখন এসব মানে।
মিছে পরকে দোষে ঘরে ব'সে, হেঁসে হেঁসে এদিন গণে॥
ললিত ভেবে ছাড়্‌বে কবে, দেখতে যাবে ঘরের কোণে।
আজ কর্‌লে মানা কেউ শোনেনা, বিদায় দে মা মানে মানে॥ ৬০৯॥

প্রসাদি সুর।

মন আমার মা খুঁজবে কারে।
সদা অন্ধকার যে ঘরে ঘরে॥
একেতে মা অভাব সকল, মিলন তার যে পরে পরে।
ওমা সগুণ হয়ে নির্গুণ কেন, বুঝব সেটা কেমন ক'রে॥
দেখে খেলা যাচ্ছে বেলা, পাঁচের ঠেলা পরের তরে।
ওমা মনের কর্ম্ম ধর্ম্ম ভেবে, খেটে বেড়ায় আপন জোরে॥
ফলের আশায় খাটতে গেলে, বিফল দেখে সবাই হারে।
ওমা পাঁচটা ভূতে ছাড়বে যখন, মন কি তখন থাকতে পারে॥
ললিত বলে সংসারেতে, দিন কাটাই যে ধারে ধোরে।
ওমা শেষের বেলা আপনা হ'তে, সবাই ছেড়ে যাবে স'রে॥ ৬১০॥

প্রসাদি সুর।

মন কি আমার শোনে মানা।
সে যে আঁধার ঘরে যাচ্ছে ছুটে, কর্‌ছে কেবল আনা গোনা॥

রাংতামাতে হচ্ছে কাঁসা, তাকে দেখে ভাব্‌ছে সোণা।
ওমা আপন ছেড়ে স্বপন দেখে, পরকে ধ'রে হ'ল কাণা॥
মনের কথা মন বুঝেছে, তার যেন আজ সকল চেনা।
যার দায়ে প'ড়ে দিন মজুরি, তাকে কি শেষ্‌ ছাড়্‌বে দেনা॥
পাঁচে মিলে আদর ক'রে, খেতে দিচ্ছে চিনির পানা।
তাতে হচ্ছে কি সুখ বাড়্‌ছে অসুখ, মনে মনে রইল জানা॥
মিছে ব'সে দিন গেল তার, কাজ হ'ল আজ এ দিন গণা।
ব'সে শুন্‌লে কথা যেত ব্যথা, দেখত ললিত চাঁদের কণা॥ ৬১১

প্রসাদি সুর।

বল্‌ব কাকে মনের কথা।
যদি মা না বোঝে ছেলের ব্যথা॥
মায়ের মায়া বুঝবে পরে, এটা কি আর কাজের কথা।
আজ সময় বুঝে দেখ্‌লে মা কি, কর্‌তে হয় আর হেথা সেথা॥
ছেলে কাঁদলে বাজ্‌বে মাকে, চির দিন এই নিয়ম হেথা।
এই দায়ে ফেলে দেখ্‌লে না মা, এল ছেলে গেল কোথা॥
ব'সে ব'সে ভাবি কত, ঘুরে বেড়াই যথা তথা।
এক মা বিনা যে সকল আঁধার, বলতে গেলে বাড়ে ব্যথা॥
দুঃখের কথা বলি কাকে, সমান আমার পিতা মাতা।
তাই পরের মায়ায় ফেলে কেবল, ললিতের আজ খাচ্ছে মাথা॥ ৬১২॥

প্রসাদি সুর।

চাঁদকে কাল মেঘ ঘেরেছে।
তাই ঘরে আঁধার বাইরে আঁধার, আঁধার ক'রে সব্‌ ফেলেছে॥

কর্ম্ম যোগে বদ্ধ হয়ে, সবাই এখন সব ভুলেছে।
আজ ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম হবে, তাতে বাধা সব হয়েছে॥
বুঝে দেখ্‌লে মর্ম্ম ব্যথা, সাম্নে সোজা সব রয়েছে।
মিছে কথার কথা হেথা সেথা, শেষে একে সব মিলেছে॥
মনে মনে মিলবে কেনে, আগম নিগম যে দেখেছে।
শেষে বাড়বে হাঁসি বেশী বেশী, দ্বেষাদ্বিষী যে ছেড়েছে॥
চাঁদের খেলা দেখে ভোলা, ললিত কালা তাই সেজেছে।
হেথা কার্য্য কারণ ক'রে মিলন, আপনি এখন সব বুঝেছে॥ ৬১৩॥

প্রসাদি সুর।

মেঘের কোলে চাঁদ উঠেছে।
আজ দেখবে যে জন আয়না এখন, ক্রমে আপন দিন যেতেছে॥
বাড়িয়ে আশা এমন দশা, কাজে কসা যে হ'তেছে।
তার আজও যেমন শেষেও তেমন, সমান শাসন সব রয়েছে॥
মন যার বাঁকা হয়ে বোকা, চ'কের দেখা সে দেখেছে।
আজ থাকলে স'য়ে ভয়ে ভয়ে, শেষে গিয়ে সব মিলেছে॥
কাজের বেলা যে হয় ভোলা, বাড়্‌লে জ্বালা তাও সয়েছে।
সেই সর্ব্বনেশে আপন দোষে, ব'সে ব'সে সব ভুগেছে॥
থাক্‌তে কায়া মনের মায়, নইলে দয়া কে ক'রেছে।
হেথা দেখছে ললিত সব বিপরীত, হিতে অহিত এই বুঝেছে॥ ৬১৪

প্রসাদি সুর।

বাধা কেন দিস্ মা গানে।
ওমা ভুলিয়ে দিলে থাকি ভুলে, ফেলিস গোলে সকল জেনে॥

লাগিয়ে ধাঁধা দিলে বাধা, চেয়ে থাকি শূন্য প্রাণে।
ওমা শূন্যেতে যে জগৎ ব্যক্ত, তত্ত্ব কথা কেবল মানে॥
আড়ালেতে দেখছি যেমন, সাম্নে কি আর ধর্‌ব চিনে।
ওমা ভাব্‌লে আপন দেখাস্ স্বপন, এই কি হচ্ছে কর্ম্ম গুণে॥
কাজের বেলা সাজাস্ ভোলা, এমন খেলা কর্‌বি কেনে।
ওমা গেলে স্বভাব দেখে অভাব, ব'সে থাকি ঘরের কোণে॥
ডেকে ডেকে চ'কে চ'কে, ললিত তোকে রাখ্‌বে এনে।
নইলে আজও যেমন শেষেও তেমন, বাড়্‌বে শাসন শেষের দিনে॥ ৬১৫

প্রসাদি সুর।

আর কি আমি ভুল্‌তে পারি।
ওমা চির দিনের তরে যে তোর, হয়ে আছি আজ্ঞাকারী॥
মায়ার সিন্ধু মাঝে ফেলে, এখন এত করিস জারি।
ওমা সাধের বেলা বাড়াস বিষাদ, কি হয় তাতে বাহাদুরি॥
মায়ার খেলা মনের কাছে, মনে মনে গোল যে ভারি।
ওমা সময় পেলে দুর্গা ব'লে, সকল বিপদ আপনি সারি॥
ঠকিয়ে দিলে ঠক্‌ব বটে, ধরলে জটে সদাই হারি।
তবু দেখা দেখি সকল শিখি, আর কি বাকী মহেশ্বরি॥
ডাকা ডাকি সকল ফাঁকী, কাজের ফল যে হচ্ছে চুরি।
মা তোর ললিত কেবল চাইছে হ'তে, ঐ চরণধূলার অধিকারী॥ ৬১৬

প্রসাদি সুর।

মন যে দিচ্ছে হামা গুড়ি।
দেখে রঙ্গ রসের ছড়া ছড়ি॥

সংসার হ'ল যেমন তেমন, মায়া কেবল পায়ের বেড়ী।
ওমা প'ড়ে বাঁধা লাগছে ধাঁধা, পথ চলেছি গুড়ি গুড়ি ॥
দেখে দশা বাড়্ছে আশা, সবাই আছে চড়িয়ে হাঁড়ী।
ওমা সময় মত শত শত, আপনি আস্ছে দিলে তুড়ি ॥
পাঁচকে ধ'রে কম্ম ক'রে, হারিয়ে গেল হাতের নড়ী।
যারা জাত ভিখারী লাভ যে তারই, ভিক্ষা পাবে বাড়ী বাড়ী ॥
ললিত কিসে বুঝবে এসে, কবে হবে ছাড়াছাড়ি।
ওমা শেষের দিনে একের বিনে, জুট্বে না তার পারের কড়ী ॥ ৬১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন আকাশে আশা ঘুঁড়ী।
ওমা বাতাস যেমন উড়ছে তেমন, গোপ্তা খাচ্ছে ঘড়ী ঘড়ী ॥
কভু নিজে উঠ্ছে তেজে, টেনে নিচ্ছে হাতের দড়ী।
ওমা পরে পরে পাঁচের খেলা, রঙ্গ রসের ছড়া ছড়ি ॥
হেলে দুলে যাচ্ছে চ'লে, দেখে কেউ বা দিচ্ছে তুড়ি।
কভু আপন ঝোঁকে করছে গিয়ে, পরের সঙ্গে জড়াজড়ি ॥
ছুট্ছে নীচে উঠ্ছে উচ্চে, উচ্চে নীচে সমান হেরি।
কভু হাওয়ার ভরে ঘুরে ঘুরে, চল্ছে দেখি তাড়াতাড়ি ॥
দেখে খেলা ললিত ভোলা, আমোদ বাড়্ছে বাড়াবাড়ি।
শেষে দিন ফুরালে গোপ্তা খেলে, থাকবে কি এই জারি জুরি ॥ ৬১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

তোর বেগার মা সদাই খাটি।
আজ ফল পেলাম তার পরি পাটী ॥

মায়ার ঘোরে ঘুরছে যে জন, বাড়ছে তার যে আঁটা আঁটি।
হেথা চল্‌ছে যে কল তার যে কি ফল, এখন কে আর বুঝবে খাঁটি॥
খেটে খেটে মরছি বটে, দেহ কিন্তু রোগের কুঠী।
ওমা দিন ফুরালে দুর্গা ব'লে, একাজ হ'তে পাব ছুটি॥
এখন যেমন কাজের শাসন, শেষেও মা তার থাকবে কটি।
হেথা সংসারেতে সং সেজেছি, চার দিকে মা নাচ্‌ছে নটী॥
মাথার বোঝা পেতে শাজা, চল্‌ছে ললিত গুটি গুটি।
ওমা একবারে সব দেখে শুনে, তাকে এখন দেনা ছুটী॥ ৬১৯॥

— — —

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌ছি মা গো কিসের তরে।
ওমা মন কি সেটা বুঝতে পারে॥
মায়ার ঘেরা কর্ম্মে পোরা, সবাই আছে আপন জোরে।
ওমা কাজের বেলা ক'রে ছলা, চালায় সকল ধারে ধোরে॥
পথে পথে ঘুরছে এতে, দেখবে সকল কেমন ক'রে।
ওমা দিয়ে আশা হ'লে কসা, মনের কথা বলি কারে॥
মন যে একা হ'ল বোকা, সময় পেলেই যাবে স'রে।
ওমা কর্ম্ম যেমন হচ্ছে তেমন, নিজের বেলা সবাই হারে॥
চ'কে চ'কে ললিত দেখে, তার বেলা কে দেখছে তারে।
ওমা মায়ে পোয়ে সমান হলে, যা আছে সব নেবে চোরে॥ ৬২০॥

প্রসাদি সুর।

কেন এত তাড়াতাড়ি।
ওমন চল্‌না পথে গুড়ি গুড়ি

সংসারেতে সং সেজেছিস, আপন ভাবিস মাসী খুড়ী।
ওমন বাপ মা আপন শেষের স্বপন, যে দিন হবে ছাড়া ছাড়ি ॥
দিন গেলে মন কে কার তখন, সমান হবে ব্রাহ্মণ শুঁড়ী।
ও মন আজও যেমন শেষেও তেমন, মায়া কেবল পায়ের বেড়ী ॥
কেন ভোলা করিস খেলা, দেখে বেলা চড়াস হাঁড়ী।
ও মন কালের বশে সব যে আসে, করিস কিসে বাড়াবাড়ি ॥
মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, আপনি মেলে পারের কড়ী।
ওরে ললিত এসে ভাবিস কিসে, ধরনা শেষে কাণার নড়ী ॥ ৬২১ ॥

প্রসাদি সুর।

কিসে আমি একলা হারি।
যদি মনকে বুঝিয়ে নিতে পারি ॥
সবাই ঘোরে আপন জোরে, ভাঙ্গবে শেষে তাদের জারি।
আজ পরে পরে রাখ্‌ছে ধরে, তাদের আমি কি ধার ধারি ॥
একটা বাসা পাঁচের আশা, ছজন সকল করছে চুরি।
তারা সব পালাবে কেউ কি রবে, বুঝে যদি সকল করি ॥
ভেবে আপন দেখছি স্বপন, যোগে যাগে সব যে সারি।
তাই পেয়ে শাজা মাথার বোঝা, ক্রমে ক্রমে হচ্ছে ভারি ॥
ললিত বলে থাক্‌লে ভুলে, মনের বাড়্‌বে বাহাদুরী।
সদা মায়ের চরণ ভেবে আপন, হনা মায়ের আজ্ঞাকারী ॥ ৬২২

প্রসাদি সুর।

স্রোত বয়ে যায় উল্টোদিকে।
তাই শাসন হচ্ছে চ'কে চ'কে ॥

যাদের তরে মরছি ঘুরে, তারাই দূষী করছে ডেকে।
তবু জগৎ আঁধার কাজ হ'ল সার, দিন গেল শেষ্ ব'কে ব'কে ॥
যেমন মায়া তেমনি দয়া, দুষী কেবল কাজের পাকে।
আজ মনে মনে সকল জেনে, রইল তবু আপন ঝোঁকে ॥
পরে পরে সবাই ধরে, আপন ক্ষতি কৈ আর দেখে।
তাতে বল্লে কথা দিয়ে ব্যথা, আপনা হ'তে উঠ্ছে রুকে ॥
ললিত বলে দুর্গা ব'লে, দিন কাটাব বল্ব কাকে।
শেষ্ উঠ্লে তুফান চল্ব উজান, কার্য্য কারণ দেখব বুকে ॥ ৬২৩

প্রসাদি সুর।

আর কি আশা কর্তে পারি।
তাই হয়েছে আজ এ ঝকমারি ॥
গেলে কর্ম্ম থাক্বে ধর্ম্ম, বুঝে সবাই যে কাজ করি।
শুনে ডাকের কথা হেথা সেথা, বাড়ছে মিছে জারি জুরি ॥
ঘুচ্লে আঁধার কাট্বে বিকার, আমরা কেবল কাজকে ধরি।
সদা মিছে কাজে থাক্লে সেজে, ধর্বে বুঝে দণ্ডধারী ॥
কার্য্য কারণ ভেবে আপন, স্মরণ ক'রে আয়না ঘুরি।
আজ থাক্তে বেলা কর্লে খেলা, মন কি হবে আজ্ঞাকারী ॥
মনের ঝোঁকে ললিত বকে, দেখ্না বুকে শুভঙ্করী।
যে দিন কাট্বে মায়া বাড়্বে দয়া, সেই দিন হবে বাহাদুরি ॥ ৬২৪ ॥

প্রসাদি সুর

জানা ঘরে হয় কি চুরি।
মন ভাবিস্ কেন পরের বাড়ী ॥
দেখে খেলা হলি ভোলা, একলা কি আর বুঝ্তে পারি।
শেষে এলে শমন কর্বে শাসন, ভাঙ্গবে তখন জারিজুরি

আপন বশে থাক্‌লে এসে, কাজে কিসে এখন হারি।
ক'রে ফলের আশা এমন দশা, ভাঙ্গলে বাসা সবাই ঘুরি ॥
কর্ম্ম যেমন ধর্ম্ম তেমন, সেজে আপন কর্‌ছে চুরি।
তাই কালের বশে প'ড়ে শেষে, কাকে ধর্‌তে কাকে ধরি ॥
আপন যেটা নিলে ছটা, শেষের খোঁটা বাহাদুরি।
আজ বুঝে ললিত কর্‌না বিহিত, থাক্‌না মায়ের আজ্ঞাকারী ॥ ৬২৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন বুঝে সব দেখবে কেনে।
যদি সবাই টানে পাঁচের গুণে ॥
দিনের মায়া বন্ধু ভায়া, মিলন হেথা কর্‌ছে এনে।
কেবল ভুলে আপন এমন শাসন, শেষের স্বপন কে আর জানে ॥
দেখে বাসা বাড়্‌ছে আশা, ব'সে ব'সে এদিন গণে।
আজ বুঝিয়ে দিলে যায় যে ভুলে, কর্ম্ম ফলে কে আর মানে ॥
এলাম যেমন যাব তেমন, কেউ কি এখন বুঝ্‌বে মনে।
এই মনের খেলা কর্ম্মে ভোলা, বেলা গেলে সবাই শোনে ॥
ললিত এসে কাজের দোষে, রইল ব'সে এমন দিনে।
মন কে কার এখন হবে আপন, ক'রে স্মরণ নেনা চিনে ॥ ৬২৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কে বলেরে তারা তারা।
যার খেটে খুটে কাজ বেড়েছে, তারই ঐ যে কথার ধারা ॥
নয়ন মুদে দেখনা ব'সে, বুকের ভিতর বইছে ধারা।
আজ খুঁজতে গেলে আঁধার সকল, মা যে সদাই নিরাকারা

চ'কোচ'কি বাড়্ছে ফাঁকী, মাথায় বয়ে পাঁচের ভরা।
ওরে পাপ আর পুণ্য কর্ম্মে গণ্য, বুঝতে গেলে সবাই সারা॥
মায়ের খেলা থাকৃতে বেলা, এইটি এখন বুঝবে কারা।
ওরে আগম নিগম সুগম বটে, তাতে কিন্তু কর্ম্ম পোরা॥
ললিত এখন বল্‌বে কি মা, চার দিকে তার মায়ার ঘেরা।
ওমা ডাকৃতে গেলে পড়ছি গোলে, হারিয়ে কেবল চ'কের তারা॥ ৬২৭॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌নারে মন তারা তারা।
ওরে ডেকে ডেকে রাখনা বুকে, মা কি আমার নিরাকারা॥
চার্‌দিকে মা দেখ্‌না চেয়ে, দেখ্‌তে গেলে হবি সারা।
আজ রঙ্গরসে মন ম'জেছে, মায়ের মায়া বুঝ্‌বে কারা॥
কাজে কাজে কাজ বেড়েছে, এই হ'ল যে কাজের ধারা।
ওরে অভাব দেখে ভাব লেগেছে, ঘরের ভিতর আছে যারা॥
সাজক'রে আজ সং সেজে মন, বয়ে বেড়াস পাপের ভরা।
ওরে সমেতে সব বিষম হ'ল, হারিয়ে কেবল নয়ন তারা॥
মায়ের খেলা বুঝলে ললিত, ঘুঁচ্‌বে তার যে ঘোরা ফেরা।
নইলে এলি যেমন যাবি তেমন, শমন শাসন খাড়া খাড়া॥ ৬২৮॥

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার সদাই ভোলে।
ওমা আগম নিগম শিবের বচন, কেউ কি সেটা বুঝিয়ে বলে॥
আশার আশায় লাগছে দিশে, হেঁসে বেড়াই পাঁচের ছলে।
সব ভেবে আপন দেখছি স্বপন, কর্ম্ম এখন রাখছি তুলে॥

বাড়িয়ে খেলা কাজের বেলা, রিপুর জ্বালা সময় এলে।
ওমা করিস শাসন আর অকারণ, আপন ভেবে নেনা কোলে॥
দিনে দিনে দিন গণি মা, লক্ষ্য কেবল কর্ম্ম ফলে।
তাই শেষে সকল হয় যে বিফল, ছল ক'রে সব নিচ্ছে কালে॥
ললিত এসে আপন দোষে, সদাই এখন মরছে জ্ব'লে।
ওমা মায়ার বশে আপনি শেষে, দেখাস ঘরের কপাট খুলে॥ ৬২৯॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেল মা খেটে খুটে।
তবু পাঁচের কাছে হ'লাম খুঁটে॥
কাজের বেলা ফলের ভাগী, ছটায় সেটা নিচ্ছে লুটে।
ওমা দিনে দিনে এই হ'ল শেষ, সাজ্‌তে হ'ল নগ্দা মুটে॥
মায়ায় বাঁধা লাগছে ধাঁধা, মিছে কেবল বেড়াই ছুটে।
ওমা পাঁচের ধারা এমনি ধারা, সবাই ধরে সটে পটে॥
সংসারেতে এসে এখন, সং সেজে কাল কাটাই জুটে।
ওমা কেটে নাড়ী তাড়া তাড়ি, পরে পরে বাঁধলি এঁটে॥
ললিতের এই ভিক্ষা এখন, মায়ার দড়ী দেনা কেটে।
নইলে আপনি কি আর ভাঙ্গবে স্বপন, রক্ষা হব এ সঙ্কটে॥ ৬৩০

প্রসাদি সুর।

কে জানে মন কি যে করে।
দেখি একলা সদাই বেড়ায় ঘুরে॥
নিজের বেলা দেখে আঁধার, বাঁধা পড়ছে পরে পরে।
সে যে রইল জেনে শেষের দিনে, ত'রে যাবে কাজের জোরে॥

গেলে বেলা ভেঙ্গে খেলা, কে কার হয়ে যাবে স'রে।
আজ আশার আশায় প'ড়ে কেবল, কৈ সে সকল বুঝ্‌তে পারে
মনে মনে মন কি বোঝে, একথা সে বল্‌বে কারে।
হেথা এমনি ধারা দেখি ধারা, আপন ভাবছে যারে তারে॥
কর্ম্মবশে থাক্‌লে ব'সে, আর কি সময় আস্‌বে ফিরে।
ওরে ললিত বলে দুর্গা ব'লে, শেষের দিনে যাবি ত'রে॥ ৬৩১॥

প্রসাদি সুর।

মন কি আমায় সময় দিবি।
ওরে দেখিস যেমন করিস তেমন, তাতে এখন ফল কি পাবি॥
মায়ার ধাঁধা চক্ষে বাধা, ঘুরে ঘুরে প্রাণ হারাবি।
ওরে আঁধার ঘরে পাবি কারে, পরে পরে সব খোয়াবি॥
যাদের মায়া তাদের কায়া, দেখনা বুঝে কায় সুধাবি।
ওরে ভাঙ্গলে স্বপন বুঝ্‌বি তখন, এখন আপন কি মেলাবি॥
আগম নিগম শিবের বচন, সেইটী মেনে কাল কাটাবি।
আজ ভয়ে ভয়ে থাক্‌লে সয়ে, শেষে গিয়ে ফল দেখাবি॥
ললিত বলে কর্ম্ম ফেলে, একে সকল তাই বুঝাবি।
আর কার্য্য কারণ ক'রে স্মরণ, ঘরে ঘরে সব বসাবি॥ ৬৩২॥

প্রসাদি সুর।

মন কি কারও আজ্ঞাকারী।
ওমা কেমন ক'রে একা আমি, বিপদসাগরমাঝে তরি॥
আপন ব'লে আপনি যেমন, পথে পথে বেড়াই ঘুরি।
ওমা কাজের দায়ে থাক্‌লে সয়ে, তার কাছে যে সবাই হারি

সাজিয়ে ভোলা দেখিস খেলা, হাতে দিস মা কর্ম্মডুরী।
তাই পরে পরে কর্ম্ম ক'রে, ফল গুলি তার করাস্ চুরি ॥
এসে একা হ'লাম বোকা, সইছি পাঁচের জারিজুরি।
সব আপন হয়ে ফেল্‌লে দায়ে, কর্‌বে কে আর বাহাদুরি ॥
মা মা ব'লে ডাকলে ছেলে, উঠবে কোলে চরণ ধরি।
তাতে দিয়ে বাধা লাগাস ধাঁধা, সইছে ললিত এ সব জারি ॥ ৬৩৩ ॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌নারে মন বদন ভ'রে।
একবার দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, দিন কাটানা আমোদ ক'রে ॥
মনের কথা রইল মনে, প্রাণ খুলে তুই বল্‌বি কারে।
আজ স্বপন দেখে দিন কাটিয়ে, ঘুরে বেড়াস দ্বারে দ্বারে ॥
ভয় দেখে তুই ভাবিস ব'লে, মায়া তোকে রাখ্‌ছে ঘেরে।
ওরে কর্ম্ম যেমন হচ্ছে তেমন, বাঁধা পড়িস পরে পরে ॥
আর কেন তোর লাভের আশা, মিছে কেন বেড়াস ঘুরে।
ওরে মা মা ব'লে ডাক্‌না সদাই, কর্ম্ম এখন রাখনা দূরে ॥
ললিত পাগল ভাবছে কেবল, আপনি শেষে কেউ কি তরে।
মন ভবের খেলা দেখে মেলা, মিলিয়ে নে সব ঘরে ঘরে ॥ ৬৩৪ ॥

প্রসাদি সুর।

গাঁটে মজুত আর কি আছে।
ওমা তাই ভেঙ্গে যে ঘর হয়েছে ॥
কাজের মর্ম্ম বুঝে এখন, কপাল গুণে ফল ফলেছে।
ওমা নিজের গণ্ডা নিজে পাব, পরে কে তার ভাগ পেতেছে ॥

ধর্ম্ম যেমন হচ্ছে তেমন, কর্ম্ম সাধন মন বুঝেছে।
শেষে ভাঙ্গলে এ ঘর সব হবে পর, তবু মন যে তায় ম'জেছে॥
রতন ভেবে যতন বাড়ে, কোথায় কি কার কে দেখেছে।
ওমা আপন জেনে স্বপন দেখে, মনের মত ধন মিলেছে॥
ললিত বলে যে জন হেথা, ঘরে পরে এক ক'রেছে।
তার গাঁটের কড়ী থাক্‌বে গাঁটে, কেউ কি নিতে শেষ্ পেরেছে॥ ৬৩৫॥

প্রসাদি সুর।

মনের কর্ম্ম মন কি বোঝে।
ওমা যেমন সাজাস্ তেম্নি সাজে॥
কর্ম্ম করে ফলের আশায়, আপনা আপনি বেড়ায় তেজে।
শেষে অকাজেতে কাজ বেড়ে যায়, প্রাণে তখন উঠ্‌ছে বেজে॥
সুপথ ছেড়ে কুপথ ভাল, ঘুরে ঘুরে পাঁচের কাজে।
সে যে শেষের দিনে জেনে শুনে, মুখ দেখায় না মরে লাজে॥
সময় মত আপন দশা, কেউ কি এখন দেখ্‌ছে বুঝে।
যার পরে পরে দিন মজুরি, সে কি সকল দেখ্‌বে খুঁজে॥
আঁধার ঘরে মনের খেলা, মায়ায় সেটা উঠ্‌ছে ভিজে।
আজ ললিত পাগল বুঝ্‌বে কি বল্, কাকে নিয়ে কে যে মজে॥ ৬৩৬॥

প্রসাদি সুর।

মন হ'লে মা আজ্ঞাকারী।
আজ থাক্‌ত কি তোর এমন জারি॥
দিনে দিনে স্বভাব গেল, আপনার জ্বালায় আপনি ঘুরি।
তাই ছটা রিপু প্রবল হ'য়ে, কর্ম্ম ফল যে করছে চুরি॥

কাজের দায়ী কাজ হ'লে মা, অকাজে যে সকল সারি।
[illegible]
ভাবছি ব'সে ঘরের কোণে, সংসারে আজ কার কি ধারি।
ওমা লাভের বেলা সাজবি কালা, দিন গেলে যে সবাই হারি॥
ললিত জানে মনে মনে, ভাঙ্গছে সকল বাহাদুরি।
তবু দিনে দিনে জেনে শুনে, মাথার বোঝা হচ্ছে ভারী॥ ৬৩৭

প্রসাদি সুর।

যে আশা সেই আশা বটে।
আমায় দেখ্‌বে কে মা এ সঙ্কটে॥
প্রাণের জ্বালায় জ্বলছি সদাই, মা মা ব'লে বেড়াই ছুটে।
তাই পরে পরে দূষী ক'রে, ধরিস কি মা সটে পটে॥
কাজের বড়াই কৈ কিছু নাই, রিপু ছটা আছে জুটে।
তাদের ক'রে শাসন করব দমন, সাধ্য এমন নাই মা ঘটে॥
অভাব দেখে খাটতে গেলে, মায়া এসে ধরছে এঁটে।
ওমা কার সাহসে দিনের শেষে, তাকে আমি ফেলব কেটে॥
আজ যে রাজা কাল সে প্রজা, বাড়ছে মজা উঠ্‌লে লাটে।
তাই দেখে মেলা ললিত ভোলা, থাক্‌তে পায়না আপন কোটে॥ ৬৩৮॥

প্রসাদি সুর।

দিন মজুরি আপনি করি।
এতে পরের আমি কি ধার ধারি॥
আগম নিগম শিবের বচন, বুঝ্‌তে গেলে বিপদ ভারি।
হেথা কাল মাহাত্ম্য বুঝে তত্ত্ব, নিত্য নিত্য ভাঙ্গছে জারি

সময় যেমন হচ্ছে তেমন, আপন খুঁজতে সবাই হারি।
তবু পরে পরে সবাই ধ'রে, চলেছে শেষ্ যমের বাড়ী॥
ললিত বলে মায়ের ছেলে, থাক্‌বে মায়ের আজ্ঞাকারী।
তার বিপদ হ'লে দুর্গা ব'লে, আপনি সকল নেবে সারি॥ ৩৬৯

প্রসাদি সুর।

আর কত কাল মরব ব'কে।
ওমা দিন গেল যে কাজের পাকে॥
সংসার হ'ল স্বার্থ পোরা, সবাই আছে আপন ঝোঁকে।
ওমা দিন মজুরি যতই করি, সব যে গেল একে একে॥
সাধ ক'রে কে কাণা হ'তে, কাজল পরে আপন চ'কে।
ওমা সময় গেলে আপন ব'লে, স্মরণ ক'রে কে আর দেখে॥
লাভের আশায় সবাই এসে, মিষ্ট কথা বল্‌ছে মুখে।
ওমা ভুল্‌লে তাতে হাতে হাতে, ঘুরছি কেবল কর্ম্ম পাকে॥
ললিত কি আর বল্‌বে তোকে, দেখনা চেয়ে যাকে তাকে।
মাগো দায়ের দায়ী ক'রে কেন, আপনি গিয়ে দাঁড়াস ফাঁকে॥ ৩৪০॥

প্রসাদি সুর।

কারে বলি আপন দশা।
আপন মন হয়েছে কর্ম্ম নাশা॥
পরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, নিজের বেলা সবাই কসা।
ওমা পরের জন্য দায়ী হয়ে, বাড়ছে কেবল কাজের নেশা॥
চক্ষে দেখে সাজ্‌লে কাণা, লক্ষ্য হবে ভাসা ভাসা।
ওমা তার উপরে ঘুরে ঘুরে, কর্ম্মে কেবল হ'ল চাষা॥

মনের আশা রইল মনে, ঘরে ঘরে আছে পোষা।
তাই বেড়েছে ছল বিগ্‌ড়েছে কল, ফল ফলেছে অতি খাসা॥
ললিত বলে এদিন গেলে, ভাঙ্গবে যে দিন সাধের বাসা।
সে দিন কাল এসে মা কর্‌বে নিকাশ, মিলিয়ে নেবে রতি মাসা॥৬৪১॥

প্রসাদি সুর।

(ওমা) রইল আশা মনে মনে।
সে যে কাজ পেয়েছে ভ্রম বেড়েছে, তাই বুঝেছে এমন দিনে॥
ধর্ম্ম যেমন কর্ম্ম তেমন, কেউ কি এখন বুঝবে জ্ঞানে।
ওমা পেয়ে আশা এমন দশা, শেষে কসা সবাই জানে॥
চ'কে চ'কে কর্ম্ম দেখে, মুখে মুখে সকল টানে।
ওমা কাজ হ'ল কাল এম্‌নি কপাল, নইলে কে কাল আপনি আনে॥
সময় মত আসছে যত, কত শত বাজ্‌ছে প্রাণে।
ওমা দেখে মেলা ভেঙ্গে খেলা, গেলে বেলা কে কায় মানে॥
কার্য্য কারণ বুঝবে যখন, ললিত তখন ভাব্‌বে কেনে।
ওমা গেলে সময় কেউ কারও নয়, মিছে এ ভয় দেখে শুনে॥৬৪২॥

প্রসাদি সুর।

সবাই আপন পথ ভুলেছে।
ওমা কর্ম্মফলে তাই ম'জেছে॥
দিনের কর্ম্ম দিনে করি, তাতে কেন গোল বেধেছে।
ওমা এলাম যাতে যাব তাতে, লাভের মধ্যে ভার জুটেছে॥
মনে মনে ভাব্‌ছি দেখে, সুপথ কুপথ এক হয়েছে।
অগ্নি জাগা ঘরে ছজন এসে, চুরি ক'রে সব নিতেছে॥

জন্মান্তরের কর্ম্ম হ'লে, ফলের ভাগী মন রয়েছে।
কিন্তু শেষে সে মন থাক্‌বে কোথা, সেইটী বুঝিয়ে কে দিতেছে॥
আপনার দশা আপনি দেখে, ললিতের এই মন বুঝেছে।
তাই কর্ম্ম যেমন হবে তেমন, ডাকের কথা এই শুনেছে॥ ৬৪৩

প্রসাদি সুর।

সব মা আমার উল্টো ধারা।
তাই চক্ষে সদাই পড়্‌ছে ধারা॥
জন্ম হ'তে সব হারালাম, আপন বল্‌তে ছিল যারা।
যে মায়ের কোলে থাকে ছেলে, ছদিন হ'তে সেই মা হারা॥
মা সেজে মা বসল যে জন, শেষেতে সে করলে সারা।
আজ মা মা ব'লে ডাক্‌ছি তোকে, তুইও হ'লি নিরাকারা॥
এম্নি আমার কপাল দুষী, বইছি সদাই পাপের ভরা।
ওমা লাভের বেলা অলাভ বাড়ে, হারিয়ে কেবল নয়ন তারা॥
ললিত এসে দেখ্‌ছে ব'সে, চার দিকে তোর মায়ার ঘেরা।
যেন ছেলে ব'লে করিস কোলে, ভুলিস্‌ না মা বিপদ্‌হরা॥ ৬৪৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন যে দুষী আপন দোষে।
ওমা কাজ হারালাম কাজের বশে॥
সকল কথা জেনে শুনে, ঘরের কোণে রইল ব'সে।
ওমা চ'ক থেকে সে চক্ষু হারা, সকল দিকে লাগছে দিশে॥
পাঁচকে নিয়ে সদাই সুখী, দিন কাটালে রঙ্গ রসে।
ওমা নিজের বেলা সেজে ভোলা, সকল দশা বুঝ্‌বে কিসে।

এল যেমন যাবে তেমন, কাজের কি আর কর্‌বে নিশে।
ওমা দেখে জ্বালা পরের বেলা, লোক দেখান মরছে হেঁসে॥
ললিত একা হ'ল বোকা, উপায় কি তার কর্‌বে শেষে।
ওমা কালের টানে জেনে শুনে, সহায় বিনা যাবে ভেসে॥ ৬৪৫॥

প্রসাদি সুর।

ভয়েতে মা বাড়্‌ছে আশা।
শেষ্ ডুবিয়ে দিলি হয়ে কসা॥
মনে মনে মন বোঝে না, লোভ হ'ল তার কর্ম্মনাশা।
তাই পরের বেলা আঁটা আঁটি, দেখ্‌ছে নিজে ভাসা ভাসা॥
কাজে কাজে কাজ বেড়ে আজ, ঘুচ্‌ল না মা কাজের নেশা।
তাই খেটে খুটে দিন কাটিয়ে, ফল হ'ল তার অতি খাসা॥
দিনে দিনে দিন গেল সব, কেউ কি দেখ্‌ছে আপন দশা।
তাই শেষের দিনে এক ঝড়েতে, ভেঙ্গে দিচ্ছে সবার বাসা॥
মায়াতে আজ প'ড়ে বাঁধা, ললিত কর্ম্মে হ'ল চাষা।
তাই মা মা ব'লে ডেকে এখন, হয়েছে তার উল্‌টো দশা॥ ৬৪৬

প্রসাদি সুর

আশায় নিরাশ হচ্ছি কেনে।
ওমা বুঝিয়ে দেয় কে এমন দিনে॥
মনের কথা মন জানে সব, পরের কথা কৈ সে শোনে।
ওমা আপন ভেবে কোলের কাছে, টান্‌ছে সকল পরের জেনে
ভাবি যত ভুগী তত, সাজিয়ে কত রাখ্‌লি এনে।

ওমা আপন দোষে কাজের বশে, আছি ব'সে ঘরের কোণে॥
দিনে দিনে দিন চ'লে যায়, দেখ্‌ছি কেবল গুণে গুণে।
তাই দেখে শুনে ভাঙ্গছে আশা, পরে পরে জ্বল্‌ছি প্রাণে॥
দিন কবে আর পাবে ললিত, বুঝিয়ে দে মা মনে মনে।
নইলে আপনা হ'তে আপন ভেবে, বিদায় দে না মানে মানে॥ ৬৪৭

প্রসাদি সুর।

মন কি সকল ভুলে গেলি।
কেন মিছে কাজে কাজ হারালি॥
দিনের কর্ম্ম দিনে ক'রে, কর্ম্ম ফলে হয় কে বলী।
ওরে যেমন আশা তেমনি দশা, সর্ব্বনেশে সব খোয়ালি॥
নিত্য আমি সময় বুঝে, বুঝিয়ে তোকে কতই বলি।
ওরে পরের বেলা বাড়িয়ে গলা, এই কি নিজের ফল ফলালি॥
বুঝে একবার দেখনারে মন, এলি যখন কি তুই ছিলি।
আজ আপনার দশা আপনি ভুলে, মাখ্‌লি মুখে চুণ আর কালি॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, তত্ত্ব কথা সব ভোলালি।
মন ললিতকে তুই টেনে ধ'রে, অতল জলে আজ ডুবালি॥ ৬৪৮॥

প্রসাদি সুর।

মন রয়েছে নেশার ঘোরে।
তাই আমোদ বাড়ছে পরে পরে॥
যে ধন পেয়ে হচ্ছে ধনী, রতন ভেবে যতন করে।
সেটা শেষের দিনে থাক্‌বে কোথা, এখন কে তা বুঝতে পারে॥

কার দায়ে সে হচ্ছে দায়ী, কর্ম্ম করে আপন জোরে।
সেটা আর অকারণ কর্‌বে স্মরণ, আপনি এখন ছাড়্‌বে কারে॥
বল্‌তে গেলে দিচ্ছে ঠেলে, আর কে বুঝিয়ে বল্‌বে তারে।
শেষে ছুটলে নেশা বুঝবে দশা, ভাঙ্গ্‌লে বাসা পড়্‌বে ফেরে॥
এখন খেলা ক'রে মেলা, শেষের বেলা সবাই হারে।
তবে নাম মাহাত্ম্য থাক্‌লে সত্য, ললিত হেঁসে যাবে ত'রে॥ ৬৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কর রে শ্যামা সাধন।
ব'সে দেখ জগৎ পর কি আপন॥
পরে পরে দেখ্‌ছ মায়া, সকল্‌কে মন কর্‌ছ যতন।
এই দিন ফুরালে সবাই ভোলে, কেউ রবে না মনের মতন॥
ভয়ে ভয়ে ভাবছ যত, ততই গোলে পড়্‌ছ এখন।
ওমন ছুটলে নেশা ভাঙ্গলে আশা, সমান হবে এখন তখন॥
দেখ্‌তে গেলে বাড়্‌ছে দেখা, তাতে কে আর হবে গণন।
যেটা আগম উক্ত নিগম ব্যক্ত, সেইটী ধর্‌তে কর মনন॥
ললিত বলে কর্ম্মফলে, কাট এসব ভবের বাঁধন।
তবেই দেখ্‌বে হেঁসে ঘরে ব'সে, ফলে ফুলে মিলবে রতন॥ ৬৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের মত ধন কি মেলে।
যদি থাকি এমন গণ্ডগোলে॥
কত শত দেখ্‌তে পাবি, ঘুরিস যদি কর্ম্ম ফলে।
আজ কর্ম্ম ছেড়ে ব'সে দূরে, ডাক্ না দুর্গা দুর্গা ব'লে॥
ভাব্‌লে আপন বাড়্‌বে স্বপন, আর কে যতন কর্‌বে কালে।
আজ দেখে বেলা ভাঙ্গ্‌ল খেলা, গোল যে মেলা দেখিস্ ভুলে।

কিসের কারণ হচ্ছে শাসন, বুঝতে দেয় না পাঁচের ছলে।
তাই সকল আঁধার কাজ হ'ল সার, পার হ'তে শেষ্ পড়্‌বি জলে॥
ভয়েতে মন সুখ যে কেমন, দেখিয়ে এখন দিচ্ছে কালে।
হেথা ললিত এসে দেখ্‌ছে ব'সে, আপন দোষে সবাই জ্বলে॥ ৬৫১

প্রসাদি সুর।

বুঝতে গেলে বাড়্‌ছে লেটা।
হেথা কাল হয়েছে রিপু ছটা॥
আগম নিগম দেখছি সকল, তবু বাড়ছে মনের খোঁটা।
এই সংসারেতে আপনা হ'তে, মনে মনে সবাই মোটা॥
যে ঘরেতে বাস করে সব, তাতে আছে দ্বার যে নটা।
আবার সুপথ কুপথ দেখ্‌তে গেলে, পায়ে পায়ে ফোটে কাঁটা॥
ঘরে পরে আপন ক'রে, চার দিকে সব রাখ্‌ছে আঁটা।
দেখি মন যে একা হয়ে বোকা, হয়ে রইল আপ্ত সাঁটা॥
ভেবে ধর্ম্ম কর্‌লে কর্ম্ম, ললিত মর্ম্ম বুঝ্‌বে কটা।
মন দেখ্‌তে গেলে পড়্‌ছে গোলে, কে মা হেথা কে তার বেটা॥ ৬৫২॥

প্রসাদি সুর।

একা নই মা সঙ্গী ছটা।
ওমা সবাই জুটে কর্‌লে খুঁটে, বাধিয়ে দিলে বিষম লেঠা॥
ঘরকে এঁটে রাখব কিসে, তার যে দোয়ার আছে নটা।
তবু জেনে শুনে মনে মনে, ভাবছি সকল আছে আঁটা॥
পাঁচে পাঁচে মিলছে যখন, সবাই তখন দিচ্ছে খোঁটা।
দেখে কাল মাহাত্ম্য সকল তত্ত্ব, আপনি ধর্‌ছে এটা সেটা॥
পথে পথে চলতে গেলে, পায়ে কেবল ফুট্‌ছে কাঁটা।
আজ কর্ম্ম খুঁজে মর্ম্ম বুঝে, মন হয়েছে আত্মসাঁটা॥

কাজে কেবল মন বোঝে যার, সাবাস্ তার যে বুকের পাটা।
কেবল ললিত এসে ভাবছে ব'সে, হয়ে জগন্মায়ের বেটা॥ ৫৫৩॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম আমার অরি হ'লে।
ওমা সকল দিকে যাই যে ভুলে॥
ধর্ম্ম দেখে মর্ম্ম বুঝে, একা আমি পড়ছি গোলে।
ওমা স্বপ্নেতে আজ মন ভোলে যার, ঠক্‌বে সে যে পরের ছলে॥
আমার এখন কাজ বেড়েছে, দেখে শুনে অঙ্গ জ্বলে।
তাই চক্ষু হারা হয়ে মাগো, লক্ষ্য করি কর্ম্ম ফলে॥
সবাই আপন কেন এখন, বুঝবে সে যে সময় এলে।
তারা লাগিয়ে ধাঁধা দিয়ে বাধা, শেষে ছেড়ে যাবে চ'লে॥
ললিত ডেকে মর্‌ছে ব'কে, সময় পেলে সকল বলে।
ওমা শুন্‌লে কথা পেয়ে ব্যথা, আপন ছেলে নিবি কোলে॥ ৬৫৪॥

প্রসাদি সুর।

মন রয়েছে বৈরিভাবে।
ওমা আপন দশা কৈ সে ভাবে॥
কর্ম্মফলের মধ্যে প'ড়ে, এল যেমন তেম্‌নি যাবে।
ওমা দেখে শুনে অন্ধ হ'লে, ফল কি এখন হেথায় পাবে॥
ভয়ে ভয়ে কাট্‌বে যত, ততই গোল যে ক'রে দেবে।
ওমা শেষের সে দিন এলে পরে, মর্‌বে কেবল একাই ভেবে॥
সবার কাছে সমান হ'লে, কেউকি মাগো আপন হবে।
ওমা মায়া ছাড়্‌লে মন যে আমার, আপনা হ'তে সব মেলাবে॥
চার্ দিকে যার বাড়াবাড়ি, কাকে সে মা আজ ঠকাবে।
হেথা একা প'ড়ে ললিত এখন, কাজের কি আর ফল ফলাবে॥ ৬৫৫॥

প্রসাদি সুর।

কেউ কি আমায় বল্‌তে জানে।
ওমা সবাই ভাব্‌ছে মনে মনে ॥
হয়ে কসা ফলের আশা, শেষের দশা দেখবে কেনে।
ওমা কাজের যে ফল হচ্ছে বিফল, লক্ষ্য কেবল শূন্য পানে ॥
দেখ্‌ছে যেমন হচ্ছে তেমন, এমন শাসন কর্ম্ম গুণে।
খেয়ে পাঁচের ঠেলা যাচ্ছে বেলা, সাজবে কালা সকল শুনে ॥
আঁধার ঘরে যেজন ঘোরে, এখন তারে কেউ কি চেনে।
ক'রে বকাবকি বাড়্‌ছে বাকী, শেষের ফাঁকী আজ কে মানে ॥
মায়ার ছলা দেখে ভোলা, সবাই খেলা কর্‌ছে জেনে।
ওমা অহং তত্ত্ব বুঝলে সত্য, ললিত ধর্‌ত নিত্য ধনে ॥ ৬৫৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভোলে যার অহঙ্কারে।
সে আজ অহং তত্ত্ব বুঝবে কিসে, ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে ॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম হ'লে, মর্ম্ম কি তার বুঝতে পারে।
যেজন মায়ায় বাঁধা পাচ্ছে বাধা, ধাঁধা লাগছে আপন ঘরে ॥
ফলের ভাগী হয়ে যোগী, ফলের লোভে কর্ম্ম করে।
এদিন ফুরিয়ে গেলে পড়ছে গোলে, আপনি ভুলে পরকে ধরে ॥
মনের কথা দিলে ব্যথা, হেথা সেথা পড়্‌ছে দূরে।
আজ বাড়িয়ে আশা ভুল্‌ছে দশা, দিন কাটাচ্ছে আপন জোরে ॥
মনে মনে সবাই জানে, বলবে কেনে পরে পরে।
তাই হিতে অহিত সব বিপরীত, এখন ললিত বল্‌ছে কারে ॥ ৬৫৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি মায়ের চরণ ছাড়া।
মিছে পাঁচেতে আজ পাঁচকে ঘেরে, দিচ্ছে কেবল মায়ার নাড়া ॥

লাভের আশায় কর্ম্ম ক'রে, ভাব্‌ছে সবাই টাকার তোড়া।
একবার মনে মনে দেখনা চেয়ে, মায়ের চরণ হেমের ঘড়া॥
পরে পরে রাখবে ধ'রে, ভেবে সবাই দিচ্ছে বেড়া।
শেষ দুর্গা ব'লে যাব চ'লে, তারাই দেখে রবে খাড়া॥
এক মায়েতে সব রয়েছে, ব্রহ্ম নয় সেই মাকে ছাড়া।
যে মনে মনে সব বুঝেছে, সে কি ভুলবে খেয়ে তাড়া॥
ললিত কি আর কর্‌বে বিচার, তার যে এখন কপাল পোড়া।
তবু হ'লে সময় যাবে যে ভয়, থাকুনা আজকে সেজে খোঁড়া॥ ৬৫৮॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা দিচ্ছ তাড়া।
আমার মন কি তোমার চরণ ছাড়া॥
পাঁচের খেলা পাঁচকে দেখাও, আমায় রাখছ দিয়ে বেড়া।
ওমা সময় বুঝে চক্ষু বুজে, দিচ্ছ কেবল মায়ার নাড়া॥
সংসারেতে এনে কেবল, সার ক'রে দাও টাকার তোড়া।
ওমা পথ বয়ে আজ চল্‌তে গেলে, অগ্নি ক'রে দিচ্ছ খোঁড়া॥
কাট্‌লে মায়া ভবের ছায়া, আপনি এসে লাগাও জোড়া।
হেথা মনের দুঃখ বলি কাকে, আমার যে আজ কপাল পোড়া॥
দিনে দিনে দিন গেল সব, কাজ হ'ল মা সৃষ্টি ছাড়া।
মা তোর ললিত জানে শেষের দিনে, তলব হবে খাড়া খাড়া॥ ৬৫৯॥

প্রসাদি সুর

মনের কথা মনে মনে।
ওমা আমায় সে তা বল্‌বে কেনে॥
বাইরে হ'ল ডাকাডাকি, বাড়ছে ফাঁকী দেখে শুনে।
ওমা অন্তরে যার অভাব কেবল, সেকি এখন এসব গণে॥

মনের কাছে ছজন আছে, তারা যে সব সকল জানে।
ওমা পড়্‌লে একা সাজায় বোকা, তখন কিছু কেউ কি মানে॥
দিনের দিকে দেখ্‌লে চেয়ে, সমান চল্‌ছে একের টানে।
ওমা লক্ষ্য কেবল হ'ল বিফল, চেয়ে আছি শূন্য পানে॥
ললিত হেথা পাচ্ছে ব্যথা, দেখলি না তায় নয়ন কোণে।
ওমা বল্‌ছে সবাই তোর দয়া নাই, সেইটি ভেবে জ্বলছি প্রাণে॥৬৬০॥

প্রসাদি সুর।

কাজ কি বুঝে কর্‌তে পারি।
ওমা কর্ম্ম যেমন ফলবে তেমন, আপন দোষে ঘুরে মরি॥
অকুলেতে প'ড়ে কেবল, সাম্নে যেটা সেইটে ধরি।
ওমা কাজের বেলা কাজ ব'য়ে যায়, পরে পরে সকল সারি॥
ফলের ভাগী হব ব'লে, লাভের আশায় সকল করি।
ওমা তাতে সকল হচ্ছে বিফল, আপনি কেবল ঘুরে মরি॥
দেখ্‌তে গেলে কে দেখাবে, আপনি কি আর যাব তরি।
ওমা পাঁচকে নিয়ে কাজ হারিয়ে, শেষ্ কালেতে নিজেই হারি॥
ললিত বলে এসব কালে, মন কি হয় মা আজ্ঞাকারী।
কেবল এইটি জানে আপন মনে, দুর্গা নাম যে ভবের তরি॥৬৬১

প্রসাদি সুর।

ঢেউ চ'লেছে শূন্য ঘরে।
ওমা নূতন এই যে দেখ্‌ছি ঘুরে॥
ঢেয়ের মাঝে ভাস্‌ছে আলো, ছুটে কভু যাচ্ছে জোরে।
ওমা আঁধার ঘরে ঢুকে দেখি, মিশিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে॥
কভু আবার উঠ্‌লে তুফান, উজান বইছে ধীরে ধীরে।
ওমা তার মাঝেতে ভেলা কত, ভেসে যাচ্ছে অগাধ নীরে॥

ভয়ের মধ্যে আঁধার কেবল, দেখে মন কি বুঝ্‌বে তারে।
তবু মনে মনে বুঝলে সকল, কেউ কি সেটা বল্‌তে পারে॥
আলোয় সদা বাড়্‌ছে আঁধার, এ কথা আজ বলব কারে।
ওমা ললিত মিছে মরছে ব'কে, বুঝে নিগ্‌না ঠারে ঠোরে॥ ৬৬২॥

প্রসাদি সুর।

কিসে মাগো এ ঋণ কাটে।
ওমা ধীরে ধীরে যাচ্ছে এ দিন, বাঁধা পড়্‌ছি আটে কাটে॥
যে যার আপন কর্ম্ম দেখে, লাভের আশায় সবাই ছোটে।
শেষে কাজের বেলা ক'রে খেলা, চল্‌তে গেলে কাঁটা ফোটে॥
এক পথে শেষ্‌ সকল যাবে, এই কথা যে হাটে বাটে।
কিন্তু আপন দশা বুঝবে যে তার, মুখ ফোটেনা বুক যে ফাটে॥
সংসারে যার বাড়্‌ছে মায়া, সে যে সকল টান্‌ছে কোটে।
আবার পাঁচের ঠেলা খেয়ে মেলা, সেজে রইল পরের মুটে॥
ললিত জানে কালের গুণে, আপদ বিপদ আপনি জোটে।
ওমা দিন ফুরালে দুর্গাব'লে, সবাই গিয়ে উঠ্‌বে লাটে॥ ৬৬৩॥

প্রসাদি সুর।

মিছে মায়া সইব কত।
তাতে ভ্রম বাড়ে মা অবিরত॥
একে ভোলা হ'লাম কালা, তাই মা ব'সে ভাবছি এত।
ওমা আঁধার ঘরে কর্ম্ম ক'রে, সব হারালাম ছিল যত॥
ঘরের মায়া প্রধান জায়া, তার পরে সব সুতাসুত।
ওমা ভাবলে আপন বাড়ছে স্বপন, বাঁধা আমি পড়ছি তত॥
সময় বুঝে আপন সেজে, সবাই যদি সাহস দিত।
ওমা তবে কি আর থাকৃত বিকার, কাল দেখে আজ হয় কে ভীত॥

মনে মনে ললিত জেনে, আছে মা তোর অনুগত।
ওমা দিন ফুরালে আপন ছেলে, করিস তোর ঐ পদাশ্রিত ॥ ৬৬৪ ॥

প্রসাদি সুর।

জানি মাগো তোমার খেলা।
তুমি কাজের সময় কর ছলা ॥
ডাক্‌লে পরে তাও শোননা, সেজে থাক আপনি কালা।
ওমা সংসারেতে সং সাজিয়ে, মায়া দিয়ে বাঁধ গলা ॥
দেখে শুনে ধীরে ধীরে, আপনা হ'তে যাচ্ছে বেলা।
ওমা ঘরের ভিতর ঘর ক'রে আজ, অন্ধকারে দেখাও মেলা ॥
কাজ ক'রে মা বেড়াই বটে, ভাগ্য কিন্তু আছে তোলা।
তাই শেষের দিনে সুপথ বন্ধ, বিপথ সাম্নে থাকে খোলা ॥
ললিত আপন কপাল দোষে, খায় ব'সে মা পাঁচের ঠেলা।
আজ এক অভাবে অভাব এত, বুঝবে কি সব মন যে ভোলা ॥ ৬৬৫

প্রসাদি সুর।

ঘুচ্‌বে কিসে আনা গোনা।
ওমা দোষের ভাগী সবাই হ'লে, বল্‌লে কেউ কি শোনে মানা ॥
পথে পথে ঘুরছি বটে, সুপথ কোনটা নয় যে চেনা।
ওমা ভবের হাটে ছুটে ছুটে, বাড়্‌ছে কেবল নেনা দেনা ॥
লোভে প'ড়ে কপাল দোষে, রাং পেয়ে মা ছড়াই সোণা :
এই সংসারেতে সবাই বাঁধা, একলা কারও নয় মা কেনা ॥
কর্ম্মফল আজ ভুগতে গিয়ে, চ'ক থেকে হই সবাই কাণা।
ওমা ভাল মন্দ কর্‌লে বিচার, আপনি বুঝ্‌তে কেউ জানেনা ॥
শেষের দিনে শেষ হবে সব, মায়া কেবল থাকবে টানা।
তাই মনে মনে আঁধার ঘরে, খুঁজ্‌ছে ললিত চাঁদের কণা ॥ ৬৬৬।

প্রসাদি সুর।

গোল ক’রেছে পাঁচটা ভূতে।
ওমা দুঃখ দিচ্ছে খেতে শুতে॥
আপন সেজে রইল যারা, তারা কেবল আস্‌ছে নিতে।
তাই পাঁচের কাজে ঘুরছি মা গো, সময় পাইনা কোন মতে॥
ধরা ধরি কর্‌লে শেষে, হয় দেখি মা বেগার দিতে।
ওমা নাক ফোড়া বলদের মত, জুড়ে দিচ্ছে যাতে তাতে॥
এক যোগেতে ছটা রিপু, আপনা হ’তে উঠ্‌ল মেতে।
ওমা তাদের দোষে বেড়াই ভেসে, পড়্‌ছে যে ছাই সাধের ভাতে॥
যে কাজ ললিত কর্‌ছে হেথা, সে সব যে মা চল্‌ল সাথে।
সেই শেষের দিনে জেনে শুনে, ফল পাব তার হাতে হাতে॥ ৬৬৭॥

প্রসাদি সুর।

এখন কি আর হবে মনে।
সবাই হয়ে আপন ক’রে যতন, ভুলিয়ে দিবে শেষের দিনে॥
লাভের বেলা সেজে কালা, ঘুর্‌ছে এখন জেনে শুনে।
ওমা কর্ম্ম ক’রে আপনি ফেরে, পরকে কি আর বুঝ্‌তে জানে॥
হ’লে শাসন বুঝ্‌বে তখন, এখন ভেবে দেখ্‌বে কেনে।
ওমা দিবা রাতি জ্বল্‌ছে বাতি, এখন কে সে দেখ্‌বে জেনে॥
মায়ার বশে আছি ব’সে, কর্ম্ম দোষে রাখ্‌ছে টেনে।
ওমা গেলে সময় কেউ কারও নয়, এই কথাতে বাজে প্রাণে॥
মনের ঝোঁকে ললিত বকে, কেউ কি সেটা নেবে কাণে।
ওমা সন্ধ্যা হ’লে কাজ ফুরালে, আপন ব’লে সবাই মানে॥ ৬৬৮॥

প্রসাদি সুর।

কিসের জন্য হই যে দুষী।
ওমা বাড়্‌ছে কেবল কর্ম্ম রাশি॥

আঁধার ঘরে ডাক্‌তে গেলে, অন্ধ হয়ে আপনি বসি।
দেখি কাজের সঙ্গে ধর্ম্ম এসে, হচ্ছে দুয়ের মেশা মিশি॥
আপন ব'লে ভাবি যারে, সেই যে দুষী কর্‌ছে বেশী।
ওমা সাধ ক'রে আজ সেজে এখন, বেড়েছে যে দৈত্যের হাঁসি॥
ফলের ভাগী হ'লে সদাই, আনন্দসাগরে ভাসি।
ওমা কাজের ধারা এম্‌নি ধারা, দায়ী হচ্ছি দিবা নিশি॥
ললিত বলে শেষের দিনে, কোথায় থাক্‌বে মাসী পিশী।
তখন একেতে যে ঘেরবে জগৎ, সার হবে সেই মুক্তকেশি॥ ৬৬৯॥

প্রসাদি সুর।

দেখে ভয় মা হচ্ছে বেশী।
কেন কর্ম্ম বাড়্‌ছে রাশি রাশি॥
আপন খেলা আপনি দেখে, কেন আমায় করিস দুষী।
ওমা গেলে বেলা ভাঙ্গবে খেলা, এখন পাঁচের মেশা মিশি॥
দেখে সকল মন ভুলেছে, তাই মা অতল জলে ভাসি।
ওমা মায়ার ভরে ঘুরে ঘুরে, মনের সাধে সদাই হাঁসি॥
যেমন দিলি তেম্‌নি পেয়ে, এখন আমি হ'লাম খুসী।
তবু দোষের ভাগী ক'রে কেবল, ঠকিয়ে দিলি সর্ব্বনাশি॥
কর্ম্ম ফলের আশা ক'রে, আমরা কি মা হেথায় আসি।
একবার মায়ে পোয়ে দেখা হ'লে, ললিত সকল সইত বসি॥ ৬৭০॥

প্রসাদি সুর।

মন করে কি বল্‌ব কারে।
সে যে ঘুর্‌ছে সদাই মায়ার ঘোরে॥
যাকে যখন দেখ্‌ছে এমন, আপন ব'লে তাকেই ধরে।
প'ড়ে মায়ার বশে বেড়ায় হেঁসে, লক্ষ্য কিসে হবে ঘরে॥

ঘরের আগুন জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ, সগুণ হবে কেমন ক'রে।
তাই কাজের যে ফল হচ্ছে বিফল, যাচ্ছে সকল পরে পরে॥
কে কার সঙ্গ দেখ্‌তে রঙ্গ, আতঙ্ক তাই বাড়্‌ছে হেরে।
আজ থাক্‌তে বেলা বিষম খেলা, ঠেলা পেয়ে সবাই সরে॥
ললিত বলে মনের ভুলে, গোলে প'ড়ে সবাই হারে।
মন ঠক্‌বে যে দিন বুঝ্‌বে সে দিন, এখন কিন্তু রইল জোরে॥ ৬৭১॥

প্রসাদি সুর।

মন কবে মা রঙ্গ ছাড়া।
সে যে ভক্তি রসের রসিক হয়ে, হলো কেবল মায়ার গোড়া॥
ভাবে ভাবে আজ চ'লেছে, অভাব বাড়্‌বে দেখ্‌লে কোড়া।
তাই পরের বেলা লাফালাফি, নিজের কাজে সদাই খোঁড়া॥
কাজ দেখে মন আপনি ছোটে, তবু খাচ্ছে কাজের নাড়া।
ওমা পুণ্যকে আজ মান্য ক'রে, পাপের মাঝে রইল গাড়া॥
পড়্‌লে বাঁধা লাগছে ধাঁধা, কাট্‌তে গেলে খাচ্ছে তাড়া।
সব দেখ্‌তে গেলে বস্‌তে বলে, বস্‌লে পরে দিচ্ছে বেড়া॥
কোন্ গুণে মা সগুণ হয়ে, ভাঙ্গা কপাল দিবি জোড়া।
ওমা তাই ললিতের মন ভুলেছে, দেখে মিছে টাকার তোড়া॥ ৬৭২॥

প্রসাদি সুর।

কলের গাড়ী নূতন কিসে।
মন বুঝ্‌লি কি তুই সর্ব্বনেশে॥
জল আগুনে হাওয়ার গুণে, সদাই যে কল চল্‌ছে এসে।
আবার ঘুর্‌লে চাকা যায় না রাখা, বোকা হ'স্ যে তাতে ব'সে॥
টিকিট নিয়ে উঠ্‌লে গিয়ে, পাঁচের সঙ্গে থাকিস মিশে।
সেথা পেয়ে আপন দেখিস্ স্বপন, দিন কাটাস যে রঙ্গ রসে॥

ছুট্‌লে গাড়ী তাড়াতাড়ি, বাড়াবাড়ি করিস হেঁসে।
সব্ বুঝ্‌বি যে দিন, কাট্‌বে এঋণ, ঠকিয়ে দিবি কৃত্তিবাসে॥
চালায় যে কল দেখনা সকল, মিছে কেবল লাগ্‌ছে দিশে॥
ওরে কার্য্য কারণ বুঝ্‌লে এখন, ললিত কি আর বেড়ায় ভেসে॥ ৬৭৩॥

প্রসাদি স্থর।

সব্ গেল মা একের দোষে।
আমি কাজ হারালাম রঙ্গ রসে॥
পাঁচের ধারা এম্নি ধারা, সব্ থেকে যায় পরের বশে।
ওমা শেষের দিনে সকল জেনে, অগাধ জলে সবাই ভাসে॥
লোভে ফেলে টান্‌ছে কোলে, কাণে কাণে সবাই তোষে।
ওমা এখন যারা আত্ম হারা, তারা সে সব্ বুঝবে কিসে॥
দেখছি এত মনের মত, কেউ কি আমার হবে শেষে।
তাই আজও যেমন শেষেও তেমন, বিষের বাতি জ্বলছে বিষে॥
মনের কথা বলতে ব্যথা, সেই যে সকল সর্ব্বনেশে।
মা তোর ললিত একা হ'ল বোকা, তাই সে আজও বেড়ায় হেঁসে॥ ৬৭৪॥

প্রসাদি স্থর।

পাঁচকে ভেঙ্গে মেলাও একে।
ওমন মিল্‌বে সকল চ'কে চ'কে॥
ক'রে জড় রঙ্গ ছাড়, দেখ সকল আপন বুকে।
ও মন এই ত সময় কার্ কর ভয়, মিছে কেন মর ব'কে॥
কর্‌ছ খেলা যাচ্ছে বেলা, আছ এখন আপন ঝোঁকে।
আজ রাখ্‌লে চিনে শেষের দিনে, জোরে ডাক্‌তে পার্‌বে তাঁকে॥

থাক্‌লে কোণে সময় বিনে, কেউ কি তোমায় আপনি দেখে।
এখন কাঁদ্‌ছ যত শেষেও তত, হাঁসি আস্‌বে তোমার মুখে॥
পাঁচের কারণ একে মিলন, কার্য্য হয় যে পাঁচের পাকে।
সেটা বুঝ্‌লে মনে ঠক্‌বে কেনে, ললিত হেঁসে বস্‌বে ফাঁকে॥ ৬৭৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজ হারালাম ঘরে ব'সে।
তাই মন ভুলেছে রঙ্গ রসে॥
মিছে কাজে দিন গেল মা, আপন দশা বুঝব কিসে।
ওমা নিত্য নূতন দেখ্‌ছি হেথা, প'ড়ে কেবল মায়ার বশে॥
আপন দোষে হচ্ছি দূষী, শেষে কে তার কর্‌বে নিশে।
ওমা পরকে আপন ক'রে এখন, ভুলেছি সব মিষ্ট ভাষে॥
ঘরে পরে বাঁধ্‌লে বটে, কে কার তবু হবে শেষে।
ওমা বুঝলে সেটী পাব ছুটী, আর কি ধর্‌তে পার্‌বে এসে॥
ললিত জানে শেষের দিনে, বিদায় পাব দণ্ডিবেশে।
তবে দেখে স্বপন ক'রে যতন, ভাব্‌ছে আপন সর্ব্বনেশে॥ ৬৭৬ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌ছি ব'সে মনের খেলা।
ওমা দেখি যত ভাবি তত, তাতেই ক্রমে গেল বেলা॥
আপন ঘরে যখন ঘোরে, তখন ভোলে পাঁচের ছলা।
আবার বাইরে এসে বেড়ায় হেঁসে, কর্ম্ম দোষে হয় যে ভোলা॥
পরের কাজে আপনি সাজে, মায়ায় বাঁধা তখন গলা।
শেষে ঠক্‌লে পরে পালায় দূরে, পরে পরে খায় সে ঠেলা॥
ঘরে আঁধার নাই পারাপার, তবু নটা দ্বার যে খোলা।
আজ ঠেকে শিখে মর্‌ছে ব'কে, বাকী কিন্তু আছে মেলা॥

ললিত ব'সে ভাবছে শেষে, কার্য্য কি আর থাক্‌বে তোলা।
হয়ে ফলের ভাগী কর্ম্মে যোগী, দেখ্‌বে ঘরে চাঁদের মালা॥ ৬৭৭॥

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল বিষম জ্বালা।
সেথা আছে কেবল মায়ার খেলা॥
ভজন সাধন কর্‌তে গেলে, গোল যে এসে বাড়্‌ছে মেলা।
আজ বাড়্‌লে মায়া পাচ্ছে ছায়া, শেষে তেম্নি হচ্ছে ছলা॥
মায়া আশা এসে কেবল, বেঁধে রাখ্‌ছে কাজের বেলা।
হেথা পরে পরে টানাটানি, কর্ম্ম থাক্‌ছে শিকেয় তোলা॥
মনের কথা বলব কি আজ, মন যে আমার সদাই ভোলা।
আবার বুঝিয়ে সকল বল্‌তে গেলে, মায়া দেখে সাজবে কালা॥
সকল স্রোত যে উল্‌টে চ'লে, বইছে সমান কর্ম্ম নালা।
একবার মা মা ব'লে ওরে ললিত, ধর্‌না দুর্গা নামের ভেলা॥ ৬৭৮॥

প্রসাদি সুর।

বিদায় দেমা মানে মানে।
ওমা আর কেন গোল বাজিয়ে বগল, বসি গিয়ে তোর চরণে॥
দেখ্‌লে খেলা পাঁচের ছলা, সদাই ব্যথা লাগ্‌ছে মনে।
ওমা জন্ম হ'তে জ্বল্‌ছি এতে, দয়া কি তোর হয় না প্রাণে॥
কিসের কারণ হচ্ছে শাসন, সেইটি বুঝ্‌তে দিস্‌না এনে।
ওমা বুঝ্‌লে পরে মায়ার জোরে, ধ'রে রাখ্‌তে পারবি কেনে॥
দিয়ে আশা বাড়িয়ে নেশা, ফেলে রাখ্‌লি একটি কোণে।
শেষে আস্‌বে শমন কর্‌বে দমন, এই কি নিয়ম কর্‌লি জেনে॥
এলাম একা যাব একা, ললিত কে তোর কেউ কি চেনে।
তবে চিনিয়ে দিলে আপন ব'লে, সবাই এসে ধর্‌বে টেনে॥ ৬৭৯॥

প্রসাদি সুর।

ভয়ে ভক্তি আর হবে না।
তাতে ঘুচুক্ কিংবা নাই বা ঘুচুক্, ভবের মাঝে আনা গোনা॥
দেখব চ'কে রাখ্‌ব বুকে, তবে আমি বুঝ্‌ব জানা।
ওমা ক'রে খেলা গেল বেলা, কর্‌বে কে আর নেনা দেনা॥
এম্নি সময় কেউ কারও নয়, ভয়েতে কি হয় মা চেনা।
যারা পরে পরে বেড়ায় ঘুরে, কাজ হ'ল তার দিনটি গণা॥
দিন ফুরালে পড়্‌ব গোলে, তখন কে তায় কর্‌বে মানা।
ওমা ঘরও যেমন পরও তেমন, সমান হ'ল রাঙ্গতা সোণা॥
ভয়ের বেলা হ'লে ভোলা, আরকি হয় মা দেখা শোনা।
হেথা ললিত এসে দেখ্‌ছে ব'সে, কারও কিছু নয় মা কেনা॥ ৬৮০॥

প্রসাদি সুর।

কর্‌গে যা মন নেনা দেনা।
তোকে কেউ কি তাতে কর্‌বে মানা॥
চক্ষু থেকে আঁধার দেখে, সাধ ক'রে তুই সাজ্‌লি কাণা।
আজ ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিস কেন, পথ গুলো সব তোর কি চেনা॥
লাভের কড়ী দিলে পরে, দেখ্‌বি রাঙ্গতা হবে সোণা।
মিছে রতন ভেবে যতন ক'রে, হারালি শেষ্ চাঁদের কণা॥
কাজের পাকে ম'লে ব'কে, মনের মত কেউ হবে না।
ওরে মনে মনে ধর্‌গে চিনে, ঘুচ্‌বে তোর যে আনা গোনা॥
দেখ্‌ছে ললিত হিত আর অহিত, সমান ক'রে কেউ দেবেনা।
ক'রে আসা যাওয়া দেখিয়ে মায়া, ভবের দিনটি রইল কেনা॥ ৬৮১॥

প্রসাদি সুর।

বেলাবেলি দেখ্‌গে হাটে।
সেথা সওদারে মত্ত মজা, বিকাচ্ছে সব লাটে লাটে॥

ডাকাডাকি হচ্ছে দেখি, সবাই যেমন যাচ্ছে ছুটে।
মিছে একা গিয়ে পরের হয়ে, সেজে বস্‌বি সাধের মুটে ॥
নীলাম ডাকে আপনি ডেকে, বাঁধা পড়বি সটে পটে।
শেষে ক'রে ব্যাপার দিয়ে বাহার, দিন কাটাবি জুটে পেটে ॥
মনে মনে সবাই জানে, কার জিনীস কে টান্‌ছে কোটে।
আবার গেলে বেলা ভাঙ্গবে মেলা, তখন ধর্‌তে চাইবি এঁটে ॥
পরকে পরে সঙ্গ ক'রে, কথা চল্‌ছে হাটে বাটে।
তাই ললিত বলে সন্ধ্যা হ'লে, মর্‌বি পায়ে কাঁটা ফুটে ॥ ৬৮২ ॥

প্রসাদি সুর।

ভয় করি মা হাতে হাতে।
কাকেও এখন ভেবে আপন, রাখিস্ না মা পাতে পাতে ॥
কাজের দায়ে আপনি গিয়ে, ঘুরছি সবাই যাতে তাতে।
ও মা এম্নি খেলা কাজের বেলা, সময় পাইনা খেতে শুতে ॥
ভয়ে ভয়ে দেখ্‌তে গিয়ে, সদাই বিপদ বাড়্‌ছে এতে।
আবার ধর্‌লে মায়া জ্বল্‌ছে কায়া, দিন কাটাই মা কোন মতে ॥
সকাল থেকে মনের ঝোঁকে, কাট্‌ছে বেলা নিতে দিতে।
তবু হ'ল না মা দেনার সীমা, পড়্‌ছে যে ছাই সাধের ভাতে ॥
ললিত বলে এ দিন গেলে, এক হব কি মা-তে পো-তে।
তখন ভেঙ্গে খেলা ভবের কালা, ছুট্‌বে মায়ের চরণ পেতে ॥ ৬৮৩।

প্রসাদি সুর।

মায়া কেন ঘরে পরে।
হেথা বুঝতে এখন কেউ কি পারে ॥
সবাই দেখি পাচ্ছে ব্যথা, মনের কথা বলি যারে।
তবু মনে মনে জেনে শুনে, দিন কাটাচ্ছি আপন জোরে ॥

আপনার হেথা আছে যত, সব যে আছে নিজের ঘরে।
তাদের দেখ্‌তে গিয়ে ভয়ে ভয়ে, সময় গেল ঘুরে ঘুরে ॥
যেটা যখন আসছে কাছে, তাকে নিয়ে সকল সারে।
আবার গেলে বেলা ক'রে ছলা, ধীরে ধীরে যাচ্ছে স'রে ॥
সবাই এখন দেখ্‌ছে স্বপন, বুঝ্‌বে সে সব কেমন ক'রে।
তাই ললিত এসে ভাবছে ব'সে, আপনি মায়া কর্‌বে কারে ॥ ৬৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন যে সবার অগ্রগামী।
ওমা কাজ হ'ল তার আশার মুসার, সবাই যে তার হচ্ছে হামী ॥
দেখে শুনে বাড়্‌লে আশা, সে যে হ'তে চায় মা নামী।
আবার আপন ঘরে একলা ব'সে, হয়ে পড়ে কামের কামী ॥
স্রোতের মাঝে ভাস্‌ছে কভু, কভু জমির হ'চ্ছে স্বামী।
তখন হাজা শুখা দেখে কেবল, পতিত রাখ্‌ছে সাধের জমি ॥
আবদেরে মা হয়ে দেখি, পাঁচকে দেখায় আপনি দামী।
ওমা পড়্‌লে দায়ে কাঁদ্‌ছে গিয়ে, কেবল ব'সে চাইছে কমি ॥
ললিত হেঁসে দেখ্‌ছে ব'সে, মনের কেউ যে নাই মা স্বামী।
ওমা তাকে ধ'রে রাখ্‌লে পরে, সবাই হেথা হ'ত নামী ॥ ৬৮৫ ॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রম বাড়ে মা কাজের দোষে।
তবু এম্নি বোকা বেড়াই হেঁসে ॥
আপনি কি আর বুঝব এখন, কর্ম্ম ফল যে থাক্‌বে শেষে।
ও মা দায়ের দায়ী হ'লে পরে, পরে কি তার কর্‌বে নিশে
পাঁচের খেলা দেখে কেবল, অগাধ জলে বেড়াই ভেসে।

আমি তার মাঝেতে একা নই মা, মন রয়েছে সর্ব্বনেশে॥
কি কাজ ক'রে কি ফল পেলাম, সেইটে আমি বুঝ্‌ব কিসে।
ও মা লাভের তরে ঘুরে ঘুরে, আশাকে আজ রাখছি পুষে॥
কাজের দায়ে আঁধার জগৎ, এম্নি ভোলাস মিষ্ট ভাষে।
তোর ললিত একা নয় মা বোকা, তুই ঠকাস্‌ যে কৃত্তিবাসে॥ ৬৮৬॥

প্রসাদি সুর।

লাভের আশায় খাট্‌ব কত।
ও মা মন কি আমার অনুগত॥
ফলের তরে ঘুরে ঘুরে, কর্ম্ম আমি করি যত।
তাই সাধে বিষাদ সব হ'ল বাদ, কেউ হ'লনা মনের মত॥
একটা ঘরে যে জন ঘোরে, তারে কে আজ বোঝায় এত।
ও মা ভয়ে ভক্তি করবে যে আজ, দুঃখ তার যে শত শত॥
জ্বল্‌ছে কায়া দেখে মায়া, বাড়্‌ছে ভ্রম যে অবিরত।
ওমা আপন দোষে হেথায় এসে, সব হ'ল যে ভূতগত॥
ভাঙ্গলে স্বপন বাড়্‌ত যতন, মনের মতন রতন পেত।
কিন্তু ললিত বোকা রইল একা, করিস তায় মা পদাশ্রিত॥ ৬৮৭॥

প্রসাদি সুর।

একা আমায় কর্‌লি দুষী।
মা গো বাড়িয়ে দিয়ে কর্ম্ম রাশি॥
আপন দশা বুঝব কি মা, দেখে শুনে পাচ্ছে হাঁসি।
ও মা কপাল গুণে হচ্ছে কেবল, পরে পরে মেশা মিশি॥
পাঁচের খেলা দেখে কেবল, ভাব্‌ছি ব'সে দিবানিশি।
আবার কাজ পেয়ে মা কাজ হারিয়ে, সময় পাইনা বারেক বসি॥

ঘরে ঘরে যারা ঘোরে, তারা সব যে মিষ্ট ভাষী।
আজ দেখে আঁধার বাড়ায় বিকার, বল্ মা আমি কাকে তুষি॥
ললিত জানে শেষের দিনে, থাক্‌বে না এ হাঁসি খুসী।
তবু দেখিয়ে মায়া পুত্র জায়া, গোল বাধালি সর্ব্বনাশি॥ ৬৮৮॥

প্রসাদি সুর।

কিছুই নয় মা ভালর তরে।
মা গো দেখ্‌ছি কেবল ঘুরে ফিরে॥
লাভের আশায় প'ড়ে সবাই, আপন ভেবে যতন করে।
ওমা তাই দেখে আজ বাড়্‌ল মায়া, কেউ কি সেটা বুঝ্‌তে পারে॥
মনকে বুঝিয়ে বল্‌ব কি মা, সে যে রইল আপন জোরে।
ওমা এম্নি পাগল সব করে গোল, সাধ্য কি আজ ধর্‌ব তারে॥
সংসারেতে এনে কেবল, রাখলি সকল পরে পরে।
ওমা নিজের দশা বুঝ্‌লে নিজে, সে সব কথা বল্‌বে কারে॥
ছল ক'রে সব ভোলাস ব'লে, এখন তোর এই ললিত হারে।
মা গো দিন ফুরালে তোর এই ছেলে, বস্‌বে সাধের চরণ ধ'রে॥ ৬৮৯॥

প্রসাদি সুর।

সমান কর্‌ব কাল ধল।
ওমা এইটি আমার ইচ্ছা ছিল॥
কালর মাঝে ধলর খেলা, দেখ্‌তে গেলে বাড়্‌ছে ছল।
আর ধল দেখ্‌লে হারাই কাল, অম্নি সকল হয় বিফল॥
ধল হ'ল চ'কের দেখা, কাল জগৎ কর্‌ছে আলো।
ওমা চ'ক থেকে যে হবে কাণা, বাড়্‌বে তার যে কর্ম্ম ফল॥
একা এলাম একা যাব, একা একা দিন ফুরাল।
ওমা কাল ধল দেখ্‌তে গিয়ে, ঘরের আমার সকল গেল॥

যে ঘরেতে বাস করি মা, তাতে আঁধার চির কাল।
ওমা ঘরে বাইরে মিলন ক'রে, ললিতকে কে বুঝিয়ে দিল ॥ ৬৯০ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল্ হ'ল মা চক্ষে দেখে।
ওমা ম'লাম কেবল ব'কে ব'কে ॥
মনকে বুঝিয়ে বল্‌তে গেলে, সে যে দেখি উঠ্‌ছে রুকে।
ওমা বাড়্‌ছে শাসন দেখ্‌লে কারণ, কে কার এখন হচ্ছে ঝোঁকে ॥
আপনা হ'তে দোষের ভাগী, হ'লাম কেবল কর্ম্ম শিখে।
নইলে ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরে, সমান হ'তাম দুঃখে সুখে ॥
মনে মনে মন বোঝেনা, এ কথা আজ বল্‌ব কাকে।
ওমা দেখলে পাগল সব করে গোল, টান্‌ছে ধ'রে যাকে তাকে ॥
ললিত এসে কর্ম্ম দোষে, ভাব্‌ছে ব'সে মনের দুঃখে।
তাকে সাজিয়ে ভোলা দেখিস্ খেলা, মা হয়ে মা ভোলাস কাকে ॥ ৬৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন বোঝেনা কাজের লেটা।
তার সঙ্গী হ'ল রিপু ছটা ॥
আসা যাওয়া করছে কেবল, ভবের খেলা বুঝ্‌বে কটা।
এই সংসারেতে এসে এখন, দেখ্‌ছে সবাই মায়ার ছটা ॥
মন ভুলেছে পরের তরে, তাতেই এত বাধ্‌ল লেটা।
আজ ক্ষেপা ক্ষেপীর খেলা দেখে, পাঁচের কাছে খাচ্ছে খোঁটা ॥
আগায় ধ'রে জল ঢালি যার, দেখছি না তার গোড়া কাটা।
এই ভবের মাঝে চল্‌তে গেলে, পায়ে পায়ে ফুট্‌ছে কাঁটা ॥
ললিত জানে শেষের দিনে, সংসারে কেউ রয়না গোটা।
হেথা লাভেতে যে অলাভ সকল, সুখী ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥ ৬৯২ ॥

প্রসাদি সুর।

সবাই এসে ধরছে জটে।
ওমা ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে ॥
মায়া দিয়ে সবাইকে আজ, বেঁধে রাখ্‌লি আটে কাটে।
ওমা এম্নি বাঁধা লাগ্‌ছে ধাঁধা, সাধ্য কার যে সে সব কাটে ॥
ভার ব'য়ে মা বেড়াই কেবল, সেজে আছি পাঁচের মুটে।
শেষে বিদায় পেলে ভাস্‌ব জলে, পারের কড়ী নাই মা গাঁটে ॥
একের অভাব পরের স্বভাব, দেখ্‌লাম কেবল ঘেঁটে ঘুঁটে।
ওমা দিয়ে বেড়ী লাভের কড়ী, ছয় জনাতে নিলে লুটে ॥
কি আর ললিত করবে বিহিত, প'ড়ে এখন এ সঙ্কটে।
ওমা নিস্‌ গো তারে আপন ক'রে, সূর্য্য যে দিন বস্‌বে পাটে ॥ ৬১৩ ॥

প্রসাদি সুর।

সবাই শেষে থাক্‌বে দূরে।
তখন আপনি মরব ঘুরে ঘুরে ॥
বেলা গেলে দুঃখের কথা, প্রাণ খুলে মা বল্‌ব কারে।
তুই ক'রে ছলা হ'লি কালা, আঁধার দেখ্‌ছি ঘরে ঘরে ॥
কাকে ধ'রে কে যে ঘোরে, সেইটি কে মা বুঝতে পারে।
যার জগৎ আঁধার কি হবে তার, অভাব সব যে পরে পরে ॥
যে জন এখন দেখ্‌ছে স্বপন, কেউ কি আপন বল্‌ছে তারে।
হেথা থাকতে বেলা বেঁধে গলা, সবাই এসে ধর্‌ছে জোরে ॥
ললিত যখন দেখে এমন, রইল ব'সে মায়ার ঘোরে।
এখন আস্‌বে যাবে ভুগ্‌তে হবে, দিন কাটাবে ধারে ধোরে ॥ ৬১৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কি আছে মা তোমার মনে।
ওমা গোল করেছ সকল জেনে ॥

দুঃখ দিতে চাও যদি আজ, দাওনা মাগো সকল শুনে।
কেন কাণার মত ঘুরিয়ে এত, দেখ্‌ছ ব'সে কঠিন প্রাণে ॥
পরকে নিয়ে হচ্ছি দুষী, কেবল নিজের কর্ম্ম গুণে।
ওমা দেখ্‌লে দশা পূর্‌বে আশা, আর এ কষ্ট পাব কেনে ॥
ক'রে খেলা সাজিয়ে ভোলা, মায়ায় সকল রাখছে টেনে।
এই গণ্ড গোলে পাঁচের ছলে, প'ড়ে আছি একটি কোণে ॥
ভাঙ্গলে বাসা ছুটবে নেশা, তখন কে কায় রাখ্‌বে চিনে।
দেখে যাচ্ছে বেলা বাড়্‌ছে জ্বালা, তবু ডুব্‌ছি ভবের ঋণে ॥
ললিত এসে রইল ব'সে, তাকে যেমন রাখ্‌লে এনে।
কেবল ভয়ে ভয়ে সকল স'য়ে, থাক্‌বে মা এই পরাধীনে ॥ ৬৯৫

প্রসাদি সুর ।

সব সয়ে যে বেড়াই হেঁসে।
তবু মন হয়েছে সর্ব্বনেশে ॥
পরে পরে যে আজ ঘোরে, সে কি হেথা বুঝবে এসে।
ওমা নিজের বেলা সেজে কালা, লক্ষ্য করছে আশে পাশে ॥
আপন ছেড়ে পরকে ধ'রে, ভুলে আছে মিষ্ট ভাষে।
ওমা চক্ষে দেখে পড়্‌ছে ঝোঁকে, সকল দিকে লাগ ছে দিশে ॥
আপনি যেমন কর্ম্ম তেমন, সে সব এখন বুঝব কিসে,
ওমা এসব জেনে শেষের দিনে, কে মাগো তার করবে নিশে ॥
ললিত বলে মনের ভুলে, সব হারালাম আশার আশে।
শেষে গেলে বেলা সাজিয়ে ডালা, বিদায় পাব দণ্ডিবেশে ॥ ৬৯৬ ॥

প্রসাদি সুর ।

আপনি সাহস আসবে কেনে
মন ঘুরিস যদি মায়ার টানে ॥

আপনার কর্ম্মে সেজে ভোলা, পরের কর্ম্ম করিস চিনে।
শেষ্ আশার আশায় প'ড়ে কেবল, গোল করিস সব জেনে শুনে ॥
চক্ষে দেখে ঠকিস যদি, সদাই জ্ব'লে মর্‌বি প্রাণে।
যে জন মায়ের কোলে দিন কাটাবে, সুখী হয় সে মনে জ্ঞানে ॥
যতন ক'রে দেখনা ঘরে, কি ধন আছে ঘরের কোণে।
ধ'রে কর্ম্ম ভেলা কাট্‌বে বেলা, কি হবে তোর এমন দিনে ॥
মাকি ভোলে আপন ছেলে, সময় হ'লে ধর্‌বে চিনে।
তখন ললিত পাগল বাজিয়ে বগল, ছাড়্‌বে ভবের তুচ্ছ ধনে ॥ ৬১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

আমি নই মা রঙ্গ ছাড়া।
তাই কর্ম্ম দেখে সাজি খোঁড়া॥
যাকে এখন ভাবছি আপন, সেই যে আমায় দিচ্ছে তাড়া।
ওমা সাধের স্বপন ভাঙ্গ্‌বে যখন, তখন কেউ কি দেবে সাড়া ॥
ভয় দেখে যার ভয় বেড়েছে, তার কি আপনি কাট্‌বে ফাঁড়া।
শেষে বেলা গেলে পাঁচে মিলে, কর্‌বে তাকে ফড়া ছেঁড়া॥
ঘরে আঁধার বাইরে আঁধার, আঁধার দেখ্‌ছি আগা গোড়া।
হেথা কে হবে কার বুঝ্‌ব কি তার, সার হ'ল শেষ্ টাকার তোড়া ॥
একা এলাম একা যাব, কেন এসব মায়ার বেড়া।
সেটা দেখ্‌তে গেলে ললিত ভোলে, এম্নি তার মা কপাল পোড়া ॥ ৬১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

জগৎ আঁধার একের তরে।
মন ডাক্‌ছে কৈ মা ভক্তি ভরে ॥
ভক্তি কোথা বুঝ্‌লে হেথা, কেউ কি এখন বেড়ায় ঘুরে।
কেবল বাড়িয়ে মায়া জ্বল্‌ছে কায়া, ধর্‌ছে সবাই পরে পরে ॥

কাজের দোষে হেথায় এসে, আছি সবাই আপন জোরে।
ওমা লাভের ভাগী হ'লে পরে, সেটা আবার নিচ্ছে চোরে॥
ডাকাডাকি কর্‌তে গেলে, দেখ্‌তে পাইনা আঁধার ঘরে।
তাতে সিঁদ কেটে মা কর্‌লে চুরি, কেউ কি সেটা ধর্‌তে পারে॥
পাঁচের ছলা বাড়্‌ছে মেলা, থাক্‌তে বেলা সবাই সরে।
তাই ললিত কেবল দেখ ছে সকল, মনের দুঃখ বল্‌বে কারে॥ ৬৯৯॥

প্রসাদি সুর।

মন কি থাকে কর্ম্ম ছাড়া।
সদা ভাঙ্গছে গড়্‌ছে দিচ্ছে জোড়া॥
পাঁচের কাছে ঘুর্‌ছে যখন, সদাই তখন খাচ্ছে তাড়া।
ওমা এই রকমে দিনে দিনে, কাট্‌ছে হেথা কতই ফাঁড়া॥
আঁধার ঘরে আপনি ঘুরে, পরে পরে বাঁধ্‌ছে বেড়া।
ওমা ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গবে আরও, গোল হয়েছে আগা গোড়া॥
মায়ায় আপন হচ্ছে সবাই, ঘোড়া দেখে হ'চ্ছে খোঁড়া।
ওমা ছুটাছুটি ক'রে কেবল, কাজ হ'ল সব সৃষ্টি ছাড়া॥
আপনার কথা আপনি জানে, বল্‌ব কি মা কপাল পোড়া।
ওমা ললিত শেষে কাজের দোষে, খাবে কেবল কালের কোড়া॥ ৭০০॥

প্রসাদি সুর।

ভয়েতে আজ অভয় দে মা।
তোর দুর্গা নামে দুঃখ হরে, যায় না যেন তার মহিমা॥
সংসারেতে আন্‌লি যেমন, খাটা খাটির নাই যে সীমা।
আজ আপন ভেবে যতন ক'রে, আপনা হ'তে দেনা ক্ষমা॥
ভয়ে ভক্তি করাস যদি, বাড়্‌বে কি তায় তোর গরিমা।
ওমা দেখিয়ে মায়া কর্‌বি দয়া, থাক্‌বি হয়ে মনোরমা॥

যত খেলা খেলিস্ ভবে, দেখে সে সব বুঝ্বে কে মা।
যে জন ভাবের ভাবী ভাব পেয়ে সে, দেখ্তে চায়না তোর উপমা॥
আপনি দেখ্‌লে বুঝ্‌বি সকল, মন হবে মা সিদ্ধ কামা।
একবার প্রাণের ভরে ললিত রে তুই, বল্‌না দুর্গা উমা শ্যামা॥ ১০১ ॥

প্রসাদি সুর।

কপাল বুঝি ভাঙ্গল তারা।
হেথা মায়ার ফলে সকল ভুলে, ভেবে ভেবে হ'লাম সারা॥
তোমায় খুঁজে বেড়াই যত, ততই যাচ্ছে নয়ন তারা।
আমায় অন্ধ দেখে ডেকে হেঁকে, সবাই দিচ্ছে পাপের ভরা॥
পাঁচকে নিয়ে আমার এখন, এম্নি হ'ল কাজের ধারা।
ওমা সকল দিকে বাধা পেয়ে, দুই নয়নে বহে ধারা॥
মনে মনে আপন দশা, ভাব্‌তে গিয়ে হ'লাম সারা।
ওমা সুখের ভাগী দেখছি কেবল, মায়া ছাড়তে পার্‌লে যারা॥
সংসারেতে সাজিয়ে আমায়, তুমি হ'লে নিরাকারা।
ওমা সেই ভেবে এই ললিত কাঁদে, দেখা দাও মা শম্ভুদারা॥ ১০২ ॥

প্রসাদি সুর

জগৎ আঁধার দিনে রাতে।
তাই লক্ষ্য হয় না যাতে তাতে॥
প্রথমেতে আপনি আমি, অন্ধ হয়ে এলাম এতে।
কিন্তু কত দুঃখে দিন কাটালাম, কেবল সেই এক চক্ষু পেতে॥
আপনার কথা ভাবতে গেলে, সময় পাইনা কোন মতে।
তাই পরমতত্ত্ব হারিয়ে আমি, দুঃখের ভাগী খেতে শুতে॥
মায়ার ঘোরে আশায় প'ড়ে, উঠেছে এই মন যে মেতে।
আবার মনের কথা মনে উদয়, কষ্ট কেবল আমায় দিতে॥

একা এলাম একা যাব, মিলিয়ে দেখব কাতে কাতে।
ওমা তোর ললিতকে একা পেয়ে, মাথা খেলে পাঁচ ভূতেতে॥ ১০৩

প্রসাদি সুর।

এই কি আমার ছিল আশা।
আমার বাড়িয়ে দিলি কাজের নেশা॥
একে আমার কপাল দোষে, মন হয়েছে কর্ম্ম নাশা।
ওমা তারই তরে সবাই ধ'রে, শেষ্ কালেতে ভাঙ্গ্‌বে বাসা॥
খেটে খুটে বেড়াই বটে, ফলের বেলা হলি কসা।
আবার অন্ধকারে ফেলে আমায়, বুঝ্‌তে দিস না আপন দশা॥
একে আমি জন্ম অন্ধ, তায় দেখি সব ভাসা ভাসা।
তাতে তুই এসে মা ঠকিয়ে দিলে, কাজের বেলা সাজি চাষা॥
ললিতকে তুই কর্‌বি কোলে, মনে ছিল এই দুরাশা।
কিন্তু যেমন কর্ম্ম তেম্নি হ'ল, ফল ফলেছে অতি খাসা॥ ১০৪॥

---

*প্রসাদি সুর।

ঐ দেখ হর মন মোহিনী।
আহা কিবা অপরূপ রূপের ছটা, সেজেছেন যেন মা উন্মাদিনী॥
আসব আবেশে অবশ অঙ্গ, রঙ্গে ভঙ্গে নাচেন ঈশানী।
আবার রিপু করি জয়, দিতে বরাভয়, ঐ যে করদ্বয় প্রসারিণী॥
শ্রীপদ যুগল শিব শব হৃদে, ক্ষীরোদেতে যেন শৈবলিনী।
দিতে জবা বিল্বদল, মন সচঞ্চল, হেরে ঐ শোভা মনোহারিণী॥
অসিমুণ্ড শিবে ধরি বাম করে, কভু অট্ট কভু মৃদু হাসিনী।
হয়ে নৃকর, বসনা, বিলোল রসনা, তালে তালে ঐ বাজে কিঙ্কিণী॥
ঝলকে দশন জ্বলে ত্রিনয়ন, যেন রে চমকে সৌদামিনী।
ঐ চাঁচর চিকুরে ঘেরেছে গগন, দিক অন্ধকার করেছে মানিনী॥

* বেহাগ—একতালায় গীত হইতে পারে।

চরণ-প্রয়াসী ললিত তোমার, কৃপা কর দীনে দীনজননি।
আর মায়াতে কেন মা ভুলায়ে রেখেছ, এস গো মানসে কালবারিণি॥ ১০৫॥

প্রসাদি সুর।

অনন্তের কি অন্ত পাবে।
কেবল কাল হারিয়ে মরবে ভেবে॥
কর্ম্ম যেমন লক্ষ্য তেমন, বিফলেতে এ দিন যাবে।
আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব্‌তে গিয়ে, মন যে আমার সব হারাবে॥
যে ঘরেতে বাস করি আজ, সেটার যখন অন্ত হবে।
তখন অনন্তেতে মিশে থেকে, সবাই সকল ভুলে রবে॥
মায়ার এম্‌নি খেলা এখন, ধর্ম্ম কর্ম্ম তাও ছাড়াবে।
কিন্তু শেষের দিনে জেনে শুনে, মন যে ফেলে সব পালাবে॥
বোঝার উপর উঠ্‌লে বোঝা, ললিতকে তাও বইতে হবে।
কিন্তু বল্‌ মা তারা এখন এসে, শেষে সে সব কাকে দেবে॥ ১০৬॥

প্রসাদি সুর।

মন কি করিস অহঙ্কারে।
ওরে দেখ্‌লি যত বুঝ্‌লি তত, এখন ভুল্‌লি কেমন ক'রে॥
চার দিকে তোর কে আছে মন, আপনি ধ'রে আছিস কারে।
ওরে সন্ধ্যা হ'লে থাকবি কোথা, সেইটি ভেবে দেখবি কিরে॥
কালের শাসন হবে যখন, তখন সকল নেবে হ'রে।
এখন কি ভেবে তোর লাভের কড়ী, ভাগ দিলি সব পরে পরে॥
অহং তত্ত্ব ভাবতে গেলে, আর কি থাক্‌তে পারিস জোরে।
ওরে আপনার মাথা আপনি খেতে, রইলি কেবল মায়ার ঘোরে॥
ললিতের আর বাকী কত, বুঝিয়ে দিতে কেউ কি পারে।
তাই বল্‌ছি তোকেমরছি ব'কে, থাক্‌নারে তোর মাকে ধ'রে॥ ১০৭॥

প্রসাদি সুর।

কোথায় তুমি আছ তারা।
তোমার নাম জানি মা বিপদহরা॥
সংসারেতে এসে কেবল, খেটে খুটে হই মা সারা।
শেষ্ নামমাহাত্ম্য তথ্য ক'রে, দুই নয়নে বহে ধারা॥
মায়াতে মা অন্ধ হয়ে, যবে হই মা পথ হারা।
তখন প্রাণ ভয়ে মা ডাকি তোমায়, ব'লে দুর্গা কালী তারা॥
তুই যে মা এই জগতে, অন্ধ জনের নয়নতারা।
ওমা কি জানি আজ কেন তোমায়, বলে সবাই নিরাকারা॥
কর্ম্ম ফলের মাঝে মাগো, এম্নি তোমার কাজের ধারা।
যে জন মা মা ব'লে নিত্য ডাকে, সেই যে বইছে পাপের ভরা॥
তোমার কাজের মর্ম্ম সকল, এ সংসারে বুঝবে কারা।
কিন্তু মন জানে আর ললিত জানে, শেষ কালেতে দেবে ধরা॥ ১০৮

প্রসাদি সুর।

(এই) অনন্ত সাগরে এসে।
কেন কুলের কাছে রইলি ব'সে॥
দুর্গানামের ভেলা বেঁধে, ভাসান দেনা সর্ব্বনেশে।
ওরে ঢেউ দেখে কি ভয় খেয়েছিস, দেখ্না তবে আশে পাশে॥
ভয়ের কারণ হবে যেটা, তাতেই গিয়ে থাক্না মিশে।
ওরে নামের গুণে অভয় পাবি, কুল পাবি তুই অবশেষে॥
যে কথা তোয় শেখাই সদা, সে কথা তুই ভুলিস কিসে।
আজ চ'ক বুজে তুই দিন কাটালে, শেষে কোথায় যাবি ভেসে॥
কি নিয়ে এই ললিত গিয়ে, কর্‌বে শেষে কালের নিশে।
তখন পাঁচ জনেতে আপনা হ'তে, দেখে শুনে উঠ্‌বে হেঁসে॥ ১০৯॥

প্রসাদি সুর।

কথার ছল মা ঘরে ঘরে।
সেটার মর্ম্ম বুঝ্‌তে কেউ কি পারে॥
চক্ষের দেখা দেখে এখন, আপনা হ'তে সবাই হারে।
ওমা সংসারের এই খেলা যত, কর্‌তে হয় সব ধারে ধোরে॥
মনে মনে ভাব্‌ছে সবাই, চ'ক চেয়ে মা দেখি যারে।
যে আজ আপন ছেড়ে পরকে দেখে, সেই থাকে মা অন্ধকারে॥
বারে বারে ডাকৃতে গেলে, ধীরে ধীরে সবাই সরে।
ওমা একা একা থাকব যদিন, ততই এ দিন কাট্‌বে জোরে॥
জ্ঞান হ'লে মা ভয় করিনা, আর কি তখন কর্‌বে পরে।
তাই ললিতের সব মনের কথা, বল্‌ছে মা তোর চরণ ধ'রে॥ ৭১০

প্রসাদি সুর।

একা বোঝা বইব কত।
তাই সব হ'ল মা ভূতগত॥
ছোট খাট সঙ্গী পেলে, সব হ'ত মা মনের মত।
ওমা ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রে, ফল পেয়ে কে পর্‌কে দিত॥
বিফলেতে দিন যে গেল, সেটাও মন যে বুঝ্‌তে পেত।
ওমা আশার সঙ্গে ভরসা এসে, সমান সকল ক'রে নিত॥
লাভের আশায় ভ্রম বেড়েছে, এইটি বুঝে দেখছি যত।
ওমা ততই মনের বাড়ছে আঁধার, কিছুতে সে হয় না রত॥
একা এসে একা যাব, তবু মিছে ভাবছি এত।
আর কৃপা ক'রে ললিতকে তোর, ক'রে নেমা পদাশ্রিত॥ ৭১১॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্ রসনা।
ওরে হৃদে দেখ্‌না শবাসনা॥

মায়ায় বদ্ধ হ'তে তোকে, বারে বারে করি মানা।
মায়ের নাম সাধনা ক'রে এখন, ঘুচিয়ে দেনা আনা গোনা॥
যে পথ ধ'রে চলেছে মন, সেটা যে তার সকল চেনা।
ওরে পথের ধারে বাজার আছে, তাতেই কর্‌গে নেনা দেনা॥
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'লে কেবল, সবাই ডেকে বল্‌বে কাণা।
ওরে মনের কথা মনে রেখে, কর্‌না জগৎ দেখা শোনা॥
সকল ভুলে আপন ব'লে, দেখ্‌না ঘরে চাঁদের কণা।
ওমন একা কেন দেখ্‌তে যাবি, ললিতকে তোর সঙ্গে নেনা॥ ৭১২॥

প্রসাদি সুর।

চল মাগো ঘরে ঘরে।
ওমা সব ঘরে যে আসন আছে, মিলিয়ে কে দেয় পরে পরে॥
ঘরের ভিতর বস্‌লে মাগো, দাঁড়িয়ে আমি থাক্‌ব দ্বারে।
তোমার নাম সুধারস পান ক'রে মন, মত্ত হবে নেশার ঘোরে॥
মনের সাধে দেখব আমি, বাপ আর মাকে মিলন ক'রে।
শেষ্ আশা আমার পূর্ণ হবে, চরণ দুটি মাথায় ধ'রে॥
আঁধার ঘরে আলো হ'লে, জগৎ আপনি যাবে স'রে।
তখন মায়ে পোয়ে এক হয়ে মা, কালকে হেঁসে রাখব দূরে॥
মনের মত হও মা যদি, তবে কি আর ললিত ডরে।
তার ভজন সাধন তোমার চরণ, দেখিয়ে দিতে পারবে জোরে॥ ৭১৩

প্রসাদি সুর।

এক পথে সব যাওয়া আসা।
ওমা বুঝ্‌বে সবাই ভাঙ্গলে বাসা॥

পাঁচকে নিয়ে ঘোরাঘুরি, তাই বেড়েছে কাজের নেশা।
কিন্তু আপনার বেলা দেখ্‌তে গিয়ে, কর্ম্মে সবাই সাজে চাষা ॥
মনে মনে ব'সে ব'সে, ভাবছে কেবল আপন দশা।
ওমা জ্ঞান হ'লে শেষ্ দেখতে পাবে, নিজের বেলা সদাই কসা ॥
সংসারেতে ঢুকলে সবাই, জুট্‌ছে মায়া কর্ম্মনাশা।
ওমা সুখের ভাগী হ'তে গিয়ে, দিনে দিনে বাড়ছে আশা ॥
চক্ষুহীনের লক্ষ্য যেমন, তেম্‌নি দেখছি ভাসা ভাসা।
তাই ডেকে হেঁকে বল্‌ছে ললিত, মাকে এনে ঘরে বসা ॥ ৭১৪ ॥

প্রসাদি সুর।

জয় জগদীশ হরে।
মন বল্‌না বারেক আদর ক'রে।
মায়ার ভুলে কেন এখন, প'ড়ে আছিস্ অন্ধকারে।
ওরে ভ্রান্ত হ'লে ক্লান্ত হবি, নাম মাহাত্ম্যে পাবি ত'রে ॥
আপনি ব'সে ভাবিস যত, বল্‌তে সময় পাবি কারে।
ওরে দেখ্‌লি এত পেলি এত, মনের মত এ সংসারে ॥
জগৎ জুড়ে মা আছে যার, বারেক্ ভেবে দেখনা তাঁরে।
সেই শমন দমন নামের গুণে, কেউ কি দুঃখ দিতে পারে ॥
সংসারের এই মায়া ভুলে, ভাব্‌না ললিত বদন ভ'রে।
বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ ৭১৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভাবে সে সকল জানে।
তাকে বুঝিয়ে সকল দিতে গেলে, সে সব কথা শুন্‌বে কেনে ॥
চিরকাল্‌টা ঘুরে ফিরে, দুঃখ কেমন সেটাও জানে।
হেথা অভাব দেখে স্বভাব দোষে, কেবল গোঁজা দিচ্ছে টেনে ॥

সাম্নে পেয়ে ভ্রম বাড়াবে, রাখ্‌বে সকল ঘরের কোণে।
কেবল চক্ষে আঙ্গুল দিলে পরে, আপনা হ'তে সকল মানে॥
ফল দেখে সব কর্ম্ম ক'রে, লাভের কড়ী দেখ্‌ছে গুণে।
সে যে বাকীর দায়ে ভয়ে ভয়ে, লুকিয়ে থাক্‌বে শেষের দিনে॥
ললিতের এই আশা ছিল, সকল কথাই চল্‌বে মেনে।
কিন্তু মনের দোষে হেথায় এসে, দুঃখ বাড়্‌ছে দেখে শুনে॥ ৭১৬ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কত মন আছে বেলা।
আজও ছাড়্‌লি না তুই পরের গলা॥
মিলে মিশে দিন কাটিয়ে, কাজের সময় হ'লি কালা।
ওরে অভাব দেখে ভয় হ'ল না, সেইটি হ'ল বিষম জ্বালা॥
পরের জন্য ঘুরে মলি, দেখ্‌লি বুঝে কাজের ঠেলা।
ওরে যে সব দুঃখ পর্‌কে দিলি, তোর তরে তাই থাকবে তোলা॥
ঘরে ঘরে হিসাব ক'রে, মিলিয়ে এখন দেখ্‌লি মেলা।
কিন্তু বাকীর দায়ে পড়্‌বি যখন, তখন কি আর কর্‌বি ভোলা॥
সংসারেতে নাই কিছু মন, আছে কেবল মায়ার ছলা।
আর ললিত কত ব'সে ব'সে, দেখ্‌বে পঞ্চ ভূতের খেলা॥ ৭১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন হস্‌রে খুঁটে।
আয় সকল ফেলে পালাই ছুটে॥
ছটায় মিলে লাভের কড়ী, হিসাব ক'রে নিচ্ছে বেঁটে।
তুই জেনে শুনে কেবল হেথা, সেজে রইলি তাদের মুটে॥
পরের জন্য খাটিস্‌ ব'লে, কর্ম্ম দেখে সঙ্গী জোটে।
তারা দিয়ে আশা বাড়িয়ে নেশা, টেনে নিচ্ছে আপন কোটে॥

এইত দেখি কপালে তোর, কি ক'রে সব উঠ্‌বি কেটে।
একবার আপনার দিকে দেখ্‌না চেয়ে, ক্রমে আশা যায় যে ছুটে॥
ললিত এখন হারিয়ে সকল, বেড়ায় কেবল ঘেঁটে ঘুঁটে।
কিন্তু মায়ার শাসন এম্নি এখন, ধরা পড়্‌ছে সটে পটে॥ ৭১৮॥

প্রসাদি সুর।

কারে মা গো বল্‌ব আপন।
আজ মায়ার ঘোরে ঘুরে মরি, এক দিনে সব ভাঙ্গ্‌বে স্বপন॥
আপনি যে এই মন বোঝে না, কেন আমার হ'ল জনম।
কিন্তু চ'কে চ'কে দেখ্‌বে সকল, যে দিনে মা আস্‌বে শমন॥
জনম্ মরণ কালের নিয়ম, তাতে কেন ভয় মা এখন।
কেবল কাল মাহাত্ম্য তথ্য ক'রে, ফল ফলেছে মনের মতন॥
শেষের দশা ভাব্‌তে গিয়ে, হারিয়েছি মা সাধের রতন।
ওমা আপ্‌নার কথা আপ্‌নি বুঝি, পরে কি তার জানে যতন॥
যতই এখন দেখ্‌ছে ললিত, ততই যে তার হচ্ছে শাসন।
ওমা সকাল বিকাল সমান ক'রে, তোমার নামের কর্‌ব সাধন॥ ৭১৯

প্রসাদি সুর।

তুলে দে মন পথের কাঁটা।
কেন ব'সে কেবল খাস্‌রে খোঁটা॥
একা এলি একা যাবি, সঙ্গে কেন রিপু ছটা।
ওরে লাভের বেলা ভাগের তরে, তারাই আবার বাধায় লেঠা॥
হেথা এসে কাজের দোষে, শেষ্ কালে কি থাক্‌বি গোটা।
ওরে কি দেখে তুই এ সংসারে, আপনি এত হ'লি মোটা॥

জেনে শুনে আর কেন তুই, সকল ঘর্‌কে রাখিস আঁটা।
ওরে আপ্‌নার দশা আপনি বুঝে, দেখ্‌নারে তোর কপাল ফাটা॥
সব দিকে গোল হ'ল যে তোর, সাম্লে নিতে পারবি কটা।
ওরে আশার মধ্যে এই আছে মন, ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ ১২০॥

প্রসাদি সুর

আর যাবনা গণ্ডগোলে।
আমি কাল কাটাব দুর্গা ব'লে॥
পাঁচকে নিয়ে ঘুরে ফিরে, ধর্‌তে যাই সব মনের ভুলে।
আর দেখা শোনা না ক'রে শেষ্‌, রাখ্‌ব সকল মাথায় তুলে॥
ঘরে ঘরে সবাই আছে, দেখ্‌ব গিয়ে কপাট খুলে।
আবার দ্বেষাদ্বিষী ক'রে কি শেষ্‌, সদাই হেথা মর্‌ব জ্ব'লে॥
নিজের দোষে মায়া এসে, কাজের বেলা ভুলিয়ে দিলে।
কিন্তু মিলিয়ে নিতে পার্‌লে সকল, সমান পাব জলে স্থলে॥
মা মা ব'লে মন বোঝে যার, তাকেই বলি মায়ের ছেলে।
নইলে আজও যেমন কালও তেমন, ললিতকে কে নেবে কোলে॥ ১২১॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে বেড়াই কত।
আমি হয়ে মা তোর পদাশ্রিত॥
সংসারেতে এসে কেবল, দুঃখ পেলাম অবিরত।
তবু মন যে আমার আপ্‌না হ'তে, সদাই দুর্গা নামে রত॥
ডাক্‌লে পরে শুন্‌বি এসে, এই আশা মা করি যত।
তেম্নি চারি দিকে আঁধার ক'রে, ভয় দেখাস মা কত শত॥

মন যে আমার সব দিকে ধায়, কিছুতে নয় প্রতিহত।
ওমা দুঃখের ভাগী হয়ে কি শেষ্, কালের হাতে হব হত॥
একবার এসে দেখে শুনে, রক্ষা কর্ মা অনুগত।
ওমা মায়ার ঘোরে এ সংসারে, ললিতের দিন হচ্ছে গত॥ ১২২॥

প্রসাদি সুর।

তোমায় বেড়াই খুঁজে কত।
ওমা ক্রমে দিন যে হচ্ছে গত॥
সংসারেতে এসে আমি, দেখ্‌ছি খেলা শত শত।
তবু চক্ষে সদাই লাগ্‌ছে ধাঁধা, বাধা পাচ্ছি অবিরত॥
ভয়েতে মা ভ্রান্ত হয়ে, সব দেখি মা বিপরীত।
তাই কর্ম্ম বশে প'ড়ে এ মন, কিছুতে মা হয় না রত॥
দেখে শুনে ঘুরে ঘুরে, পেলাম না মা মনের মত।
কেবল দুঃখের ভাগী হয়ে এখন, অভাব এসে বাড়্‌ছে যত॥
মায়ের কর্ম্ম এই কি তোমার, হ'লে মায়া বিরহিত।
এই ললিত কেবল মা মা ব'লে, হয়ে আছে পদানত॥ ১২৩॥

প্রসাদি সুর।

চার্ দিকে দেখ্ ক্ষেপীর খেলা।
সে যে সকল সময় ভাল থাকে, গোল করে এক কাজের বেলা
সব ঘরেতে ব'সে ক্ষেপী, নটা দ্বারকে রাখে খোলা।
আবার সময় পেলে সকল ভুলে, সর্ব্বনাশী করে ছলা॥
ডাকাডাকি কর্‌তে গেলে, লোক দেখান সাজে কালা।
কভু পারের ঘাটে নৌকা বেঁধে, দেখ্‌ছে হেঁসে ঘাটের মেলা॥

কর্ম্ম দেখে বেছে বেছে, ফলগুলি তার রাখে তোলা।
শেষ্ দিয়ে আশা ভেঙ্গে বাসা, মায়ার ফাঁশে বাঁধে গলা॥
তার খেলাতে এই জগতে, জেনে শুনে সবাই ভোলা।
তাই ললিত এখন হারিয়ে রতন, সাধ ক'রে আজ সইছে জ্বালা॥ ১২৪॥

প্রসাদি সুর।

মা তোর এম্নি বিচার বটে।
যে জন মা মা ব'লে নিত্য ডাকে তাকেই ফেলিস এ সঙ্কটে॥
কর্ম্ম যোগে তর্‌ব আমি, এমন সাহস নাই মা ঘটে।
ধ'রে নামের তরি আজ্ঞাকারী, দিন কাটাই মা খেটে খুটে॥
চ'কের দেখা দেখব কত, দেখ্‌লে বুক যে যাচ্ছে ফেটে।
দেখে মনের লেঠা পেয়ে খোঁটা, ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে॥
মায়াতে যে বদ্ধ হয়ে, বাঁধা আছি আটে কাটে।
লয়ে মাথায় বোঝা পাচ্ছি শাজা, দুঃখ দিচ্ছে সবাই জুটে॥
কাজ হারিয়ে ললিত পাগল, কি ক'রে মা বস্‌বে এঁটে।
একবার দেখিয়ে মায়া কর্‌না দয়া, বাঁধন গুলি দেনা কেটে॥ ১২৫॥

প্রসাদি সুর।

যম এসে মা ধর্‌লে জুটে।
তখন দেখ্‌বে কে মা সে সঙ্কটে॥
দুঃখের ভাগী ক'রে আমায়, বেঁধে রাখ্‌লি আটে কাটে।
হেথা নাই যে সময় সব দিকে ভয়, কি ক'রে মা পালাই ছুটে॥
ছটা রিপুর বাড়াবাড়ি, তারাই আমায় কর্‌লে খুঁটে।
ওমা লাভের কড়ী তাড়াতাড়ি, ভাগ ক'রে সব নিচ্ছে জুটে॥

নেনা দেনা আনা গোনা, এই ক'রে কাল কাটাই বটে।
শেষে ভাব্‌তে গেলে পড়ছি গোলে, কিসে মা এই দুঃখ কাটে ॥
দায়ের দায়ী হয়ে সবাই, ঘরে ঘরে বেড়াই খেটে।
কিন্তু একা ললিত হচ্ছে দুখী, হয়ে তোর এই ভবের মুটে ॥ ১২৬ ॥

প্রসাদি সুর।

(মা) তোর বিচারে গেলাম বয়ে।
ওমা কি দোষ পেয়ে আমায় নিয়ে, ফেল্‌লি এমন বিষম দায়ে ॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে সদাই, দিন কাটাই মা ভয়ে ভয়ে।
তোর আজ্ঞাকারী হয়ে আমি, সকল দুঃখ আছি সয়ে ॥
মায়ার বশে পড়েছি মা, আপ্‌নার মাথা আপনি খেয়ে।
তাই ছটা রিপু কর্‌ছে খেলা মাঝে আমায় একা পেয়ে ॥
রঙ্গ রসের ছড়াছড়ি, সংসারেতে আমায় নিয়ে।
ওমা দেখে মজা পাচ্ছি শাস্তা, আপনি তাদের সঙ্গী হয়ে ॥
মা মা ব'লে ডেকে ললিত, পথ্‌ পানে তোর আছে চেয়ে।
কিন্তু হয়ে ভোলা সাজলি কালা, সমান হ'লাম মায়ে পোয়ে ॥ ১২৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার তুই শ্মশান বাসী।
তাই শ্মশান আমি ভাল বাসি ॥
হেঁসে হেঁসে ঘুরে ফিরে, ক'রে বেড়াই কর্ম্ম রাশি।
ওমা তাতেও আমার জ্ঞান হ'লনা, বাড়্‌ছে কেবল দ্বেষাদ্বিষী।
শঠে শঠে মিলন হ'লে, সবাই জুটে ধর্‌ছে আসি।
আবার তাকেই আমি যত্ন ক'রে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥

সংসারেতে আছে কেবল, ধর্ম্ম কর্ম্মের মেশামিশি।
তাই লাভের তরে পাগল হয়ে, দুঃখ পাচ্ছি দিবা নিশি॥
মায়া মোহ কাট্‌লে পরে, কেউ জগতে হয় না দূষী।
মা এই হৃদয়কে আজ শ্মশান ক'রে, মায়ে পোয়ে আয়না বসি॥ ১২৮॥

প্রসাদি সুর।

কাল কি দুঃখ দেয় আমারে।
আমি ভেবে আপন ক'রে যতন, আছি মায়ের চরণ ধ'রে॥
সংসারেতে টানাটানি, সবাই এসে থাক্‌বে ঘেরে।
আজ তাদের বশে পড়্‌লে আমায়, ফেল্‌বি পরে বিষম ফেরে॥
ধর্ম্ম ভেবে কাজ ক'রে সব, দিন কাটাব আপন জোরে।
আমি লাভ ও অলাভ রেখে হেথা, হেঁসে শেষে যাব স'রে॥
চ'কের ধাঁধা মায়ার বাঁধা, দুর্গা ব'লে কাট্‌ব তারে।
যার নাই আজ আশা ভাঙ্গলে বাসা, তাকে কে আর ধর্‌তে পারে॥
যখন যেমন তখন তেমন, এই ক'রে মন থাক্‌না ঘরে।
শেষে ললিত ভোলা গেলে বেলা, মা তোয় নেবে আপন ক'রে॥ ১২৯

প্রসাদি সুর।

(ভাল) সং সাজালি আমায় ধ'রে।
ওমা ঘর বাঁধালি কিসের তরে॥
প্রথমেতে ছিলাম ভাল, সকল জ্বালা থাকৃত দূরে।
কেন হেথায় এনে মায়ার খেলা, দেখাস আমায় পরে পরে॥
গণ্ডগোলে ঢুকিয়ে দিয়ে, থাকতে বলিস আপন জোরে।
তোর ছল দেখে আজ বল গেছে সব, সাহস আস্‌বে কেমন ক'রে

সংসারেতে অভাব দেখে, ব'সে আছি পথের ধারে।
ওমা কর্ম্ম বুঝে ধর্ম্ম ভেবে, আপন ভাবছি যারে তারে ॥
এলাম একা যাব একা, তবে কেন বেড়াই ঘুরে।
তাই ললিত তোকে বল্‌ছে ডেকে, কেন তাকে ফেল্‌লি ফেরে ॥ ৭৩০ ॥

প্রসাদি সুর।

কি ফল আমার হচ্ছে খেটে।
আমার সব গেল যে সঙ্গী জুটে ॥
হিসাবেতে বাকী হ'লে, কাল এসে যে ধর্‌বে জটে।
তখন দায়ের দায়ী কেউ হবেনা, বাঁধা পড়্‌ব সটে পটে ॥
একা হেথা থাক্‌লে পরে, সবাই সকল উঠ্‌ত কেটে।
সদা মায়ার খেলা দেখ্‌তে গিয়ে, কপাল আমার গেল ফেটে ॥
দশ জনাতে মিলে মিশে, আমাকে শেষ কর্‌লে খুঁটে।
আমার আপন এমন নাই হেথা কেউ, কাকে ধ'রে বস্‌ব এঁটে ॥
চির দিনই সমান গেল, হ'লাম আমি পাঁচের মুটে।
তবু পারের দিনে দেখ্‌বে ললিত, কিছুই যে নাই আপন গাঁটে ॥৭৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

কি ভাবি মা মনে মনে।
সব মিলিয়ে দিতে বুঝে নিতে, কেউ হেথা নাই তোমা বিনে ॥
কর্ম্ম ক্ষেত্রে বাড়িয়ে আশা, দিন কাটাই মা গুণে গুণে।
আবার মনের আশা মনেতে লয়, দেখ্‌বে কে মা এমন দিনে ॥
ডাকা ডাকি তোমায় ক'রে, মর্ম্ম কি তার বুঝতে জানে।
ওমা চক্ষে এখন দেখছে যা সব, বুঝিয়ে বল্‌লে কে আর শোনে ॥

খেটে খুটে ঘেঁটে ঘুটে মেলাতে যাই জনে জনে।
ওমা তাতে আবার ভ্রম বেড়ে যায়, ভয় খেয়ে শেষ্ বসি কোণে॥
মা মা ব'লে ডাকি যত, ততই ব্যথা দিস্ যে প্রাণে।
ওমা জেনে শুনে ললিতকে তোর, এমন দায়ে ফেললি কেনে॥ ১৩২॥

প্রসাদি সুর।

আর কি আশা থাকে মনে।
ওমা সংসারেতে একা প'ড়ে, সদাই জ্ব'লে মর্‌ছি প্রাণে॥
মনে মনে ভাবি ব'সে, ত'রে যাব কর্ম্ম গুণে।
কিন্তু খেটে খুটে দিন কাটিয়ে, বাঁধা পড়্‌ছি পরের ঋণে॥
ভেবে আপন দেখ্‌ছে স্বপন, কেউ কি আপন পর্‌কে চেনে।
ওমা যেমন স্বভাব তেম্‌নি অভাব, ভাব লেগেছে দেখে শুনে॥
ডেকে হেঁকে কর্ম্ম ক'রে, বোঝায় কে মা জনে জনে।
হেথা আজও যেমন কালও তেমন, শাসন বাড়্‌ছে সকল জেনে॥
ললিতের এই দুঃখ কেবল, কেন মা তুই ভোলাস্ এনে।
ওমা সকল কথা থাক্‌লে মনে, ভ্রম এত আজ বাড়্‌বে কেনে॥ ১৩৩॥

প্রসাদি সুর।

মাগো আমার কাজ বাড়ালি।
আরও কর্ম্ম ফলের লোভ দেখালি॥
খেটে খুটে বেড়াই যত, ততই আমায় তুই ভোলালি।
এবার ছাড়ব সকল দেখব কি ফল, নইলে যে মা সব মজালি॥
নিত্য আস্‌ব নিত্য যাব, তাতেই এমন ফল ফলালি।
ওমা পাঁচের ভাল কর্‌তে গেলে, গোলে ফেলে তুই ডুবালি॥

মনের মতন রতন পাব, আশা দিয়ে এই বুঝালি।
ওমা জন্ম হ'তে দুঃখী যে জন, তাকে ঠকিয়ে কি ফল পেলি॥
কাজের বেলা দেখা শোনা, তার পরে তুই কোথায় গেলি।
আর ললিত হেথা খুঁজ্‌বে কত, স্থির হনা মা সকল বলি॥ ১৩৪॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা কোথায় আছ।
ওমা এম্নি ভুলিয়ে সব রেখেছ॥
অন্ধকারে থাকি ব'লে, ঠকিয়ে দিয়ে ফল পেয়েছ।
যে দিন আলো আঁধার সমান হবে, সে দিনের মা কি করেছ॥
পাঁচ আছে মা পাঁচের কাজে, পৃথক বুঝিয়ে তাই দিয়েছ।
সেই পাঁচকে মিলিয়ে এক করে যেই, তার কাছেতে কৈ বেঁচেছ॥
মনের মতন মন হ'লে মা, আপনা হ'তে তায় এসেছ।
ওমা কর্ম্মফলে লক্ষ্য হ'লে, ফাঁকী দিয়ে সব ভুলেছ॥
ললিত জানে আপন মনে, একে জগৎ সব ঘেরেছ।
ওমা ঘরে বাইরে সমান ক'রে, দেখব কি সাজ তায় সেজেছ॥ ১৩৫

প্রসাদি সুর।

কে দেখেছে তুমি কোথা।
কেবল খেটে খুটে ঘেঁটে ঘুটে, বাড়্‌ছে এত প্রাণের ব্যথা॥
অন্ধকারে ব'সে থেকে, কি আর আমি কর্‌ব হেথা।
ওমা তোমার নাম আজ শুনিয়ে তোমায়, সমান কর্‌ব হেথা সেথা
সম্পদেতে বিপদ বেশী, তাতেই যত খাচ্ছে মাথা।
তার কাট্‌ব মায়া থাক্‌তে কায়া, ধর্‌ব কাঁধে ঝুলী কাঁথা॥

সঙ্গী এমন পাই কোথা মা, বুঝিয়ে যে সব দেবে কথা।
তাই মা মা ব'লে সকল ভুলে, ঘুরে বেড়াই যথা তথা ॥
কালের শাসন এম্নি এখন, বুকের মাঝে বসাও যাঁতা।
আর ললিতের এই দুঃখ কেন, নিয়ে যাওনা আছ যথা ॥ ৭৩৬ ॥

প্রসাদি সুর।

দুঃখ দেখে দুঃখ বাড়ে।
তাই ভূতের বোঝা করি ঘাড়ে ॥
কর্ম্মফলের এম্নি শাসন, ছেড়ে দিয়ে ধরি তেড়ে।
যদি আপনার ধনে করি দাবী, অম্নি কাল যে নিচ্ছে কেড়ে ॥
মনের কথা বল্‌ব কি মা, সদাই আছে ঘোড়ায় চ'ড়ে।
তার কর্ম্ম দেখে চ'কে চ'কে; সবাই আমায় যাচ্ছে ছেড়ে ॥
আশার আশায় থেকে আমি, কত কাল আর থাক্‌ব প'ড়ে।
ওমা শেষের দিনে লক্ষ্য বিনে, এক ঝড়েতে যাব উড়ে ॥
পরের বেলা তাড়াতাড়ি, নিজের বেলা হ'লাম কুঁড়ে।
তবু মায়ের ছেলে ললিত ব'লে, নাম রটেছে জগৎ জুড়ে ॥ ৭৩৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কাকে মাগো বল্‌ব আপন।
ওমা সবাই আমার কর্‌ছে শাসন ॥
সংসার হ'ল মায়ার গোড়া, সব দিকে তার সমান এখন।
তাতে কাজ ক'রে মা ঘুরে মরি, সেটার মর্ম্ম বুঝ্‌ব কখন ॥
লাভের কিছু নাই তাতে মা, আছে কেবল কর্ম্ম সাধন।
ওমা পেয়ে ব্যথা হেথা সেথা, আঁধারেতে হারাই রতন ॥

সবাইকে মা কর্‌লে দুষী, কে আর আমায় কর্‌বে যতন।
তবু কপাল দোষে হেথায় এসে, কেউ হ'লনা মনের মতন॥
জানা ঘরে ললিত কেবল, খাচ্ছে সদাই পাঁচের তাড়ন।
ওমা সকল কথা শুনিস্ যদি, তবেই যাবে মনের বেদন॥ ৭৩৮॥

প্রসাদি সুর।

মন যে একা সর্ব্বনেশে।
তবু পেলে আশা বাড়্‌ছে নেশা, কাজ হারাই তাই ব'সে ব'সে॥
দেখে শুনে মনে মনে, ডুবেছি আজ রঙ্গ রসে।
ওমা ছিল যে ভাব গেলে স্বভাব, অভাব কেবল বাড়্‌ছে এসে॥
মায়ার তরে ঘুরে ফিরে, সংসারেতে যাচ্ছি ভেসে।
ওমা চ'কে চ'কে সবাই দেখে, বিষের বাতি জ্বালায় বিষে॥
পাঁচের সঙ্গে নানা রঙ্গে, হেথায় আমি বেড়াই হেঁসে।
ওমা তার ফলেতে এই জগতে, আবার ভুগ্‌তে হবে এসে॥
ললিত বলে এ দিন গেলে, মায়ে পোয়ে থাক্‌ব মিশে।
ওমা আপনা হ'তে যাতে তাতে, সকল কাজের হবে নিশে॥ ৭৩৯॥

প্রসাদি সুর।

কাকে বল্‌ব মনের কথা।
ওমা সবাই আমায় দিচ্ছে ব্যথা॥
মনে মনে ভাবি সদাই, কি কর্‌তে মা এলাম হেথা।
ওমা কর্ম্মফলে ফেল্‌লে গোলে, কিসের হিসাব দিব সেথা॥
লাভের আশায় ঘুর্‌তে গেলে, মনে হয়না কাজের কথা।
কেবল খেটে খুটে ছুটে ছুটে, আপনি খেলাম আপন মাথা॥

মায়ার ঘোরে অন্ধ হয়ে, হাত্‌ড়ে বেড়াই যথা তথা।
ওমা দোষের ভাগী হ'লে তাতে, মনের মত পাব কোথা॥
সকলের মা সঙ্গে যখন, আমার ভাগ্য রইল গাঁথা।
তখন জেনে শুনে ললিতকে তোর, বইতে হবে ঝুলী কাঁথা॥ ৭৪০॥

প্রসাদি সুর।

তোমায় বুঝ্‌ব কত দিনে।
ওমা দেখ্‌তে গেলে ভুলাও ছলে, নূতন হ'চ্ছ ক্ষণে ক্ষণে॥
কার কাছে মা কেমন তুমি, সেইটী ভাবি মনে মনে।
কেউ দেখ্‌ছে সাকার কেউ নিরাকার, আকার ভেদে কেউ বা চেনে॥
কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, কি যে আকৃতি কেবা জানে।
কেবল বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র, সব স্বতন্ত্র এইটা শোনে॥
কার্য্য কারণ হয়ে এখন, রেখেছ সকল ঘরের কোণে।
তুমি হয়ে মায়া আশা দিতেছ ভরসা, দুরাশা কেবল বাড়ালে এনে॥
কখন মনেতে কখন জগতে, সবেতে তোমাকে ললিত মানে।
মা লয়ে কর্ম্মভার দেখি যে আঁধার, তাই এ বিকার বেড়েছে জ্ঞানে॥৭৪১॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্‌নারে মন।
ওরে দেখ্‌বি মায়ের মায়া কেমন॥
সময় মত শত শত, পাবি রে তোর মনের মতন।
ওরে কর্ম্ম সকল পূর্ণ হবে, ঘরে ব'সে মিল্‌বে রতন॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে বারেক, মনে মনে কর্‌না সাধন।
ওরে সংসারেতে আঁধার সকল, হয় কি তাতে কর্ম্মে যতন॥

মায়াতে আজ ভুলে কেন, সব দেখে তুই ভাবিস আপন।
ওরে ভ্রান্ত হয়ে দিন কাটালি, বুঝ্‌বি কখন কার্য্য কারণ॥
তোর দোষে এই ললিত হেথা, ভুলে আছে মায়ের চরণ।
তাই পরে পরে ধ'রে তাঁরে, এত সবাই কর্‌ছে শাসন॥ ৭৪২॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা ব'ল্‌লে অভয় পাব।
মা তোর নাম গেয়ে এই দিন কাটাব॥
যে ভাবে তুই রাখবি আমায়, সে সব আমি এখন সব।
কিন্তু পায়ের কাছে ব'সে শেষে, তোকে মাগো সকল কব॥
যে মায়াতে ভ্রান্ত এ মন, সেটা আমি তায় ভুলাব।
ওমা ক'রে আপন কার্য্য কারণ, সকল আমি তায় দেখাব॥
মায়ে পোয়ে এক হয়ে মা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মেলাব।
ওমা তত্ত্বকথায় মত্ত হয়ে, সকল কাজের ফল ফলাব॥
এখন হেথা ললিত একা, তখন মা তোয় সঙ্গী পাব।
ওমা মনের সাধে ঘর বেঁধে শেষ্, তোর ঐ চরণ হৃদে লব॥ ৭৪৩

প্রসাদি সুর।

রেখেছিস্ মা অন্ধকারে।
তবু চ'কের দেখা দেখ্‌তে আশা, তাতে ঠকাস্ কেমন ক'রে॥
আজ্ঞা পালন কর্ম্ম সাধন, এই আছে মা এ সংসারে।
তবে ভয় দেখিয়ে কি ফল মা তোর, সেইটী কে আজ বুঝতে পারে
অভাব দেখে যোগে যাগে, সকল আমি নিচ্ছি সেরে।
ওমা গাঁটের কড়ী হারিয়ে আমি, দিন কাটাচ্ছি ধারে ধোরে॥

জন্ম হ'তে মরছি খেটে, এ দুঃখ মা বলি কারে।
হেথা ঠকিয়ে দিলে ঠক্‌বে সবাই, দায় পোয়াতে সবাই হারে ॥
ললিত এসে আপন দোষে, ভ্রান্ত হ'ল মায়ার ঘোরে।
নইলে মায়ের কোলে উঠে ছেলে, সকল বুঝিয়ে দিত জোরে ॥ ৭৪৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি কারও আজ্ঞাকারী।
তুমি জানত সব শুভঙ্করি ॥
সকল কথা বুঝ্‌তে হ'লে, এখনও তার অনেক দেরী।
মিছে কাজের শাসন খেয়ে এখন, সংসারেতে ঘুরি ফিরি ॥
একা আমায় পেয়ে হেথা, সবাই এসে করছে জারি।
ওমা তাদের দায়ে ভয়ে ভয়ে, কর্ম্ম যোগে সকল সারি ॥
আপন দশা আপনি দেখি, ভাব্‌লে বিপদ বাড়্‌ছে ভারি।
ওমা পরকে আবার বল্‌তে গিয়ে, বুঝিয়ে দিতে সবাই হারি ॥
ধর্ম্ম ভেবে এ সংসারে, চির দিন যে কর্ম্ম করি।
তার ফলের ভাগী ললিত নয় মা, সেইটী দেখ্‌লে হেলায় তরি ॥ ৭৪৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্‌ব কত।
হেথা ভাবনা বাড়্‌ছে অবিরত ॥
মনে মনে ভেবে আমি, খুঁজে এখন দেখ্‌ছি যত।
ওমা সবাই যে হয় আপনি প্রধান, কেউ হেথা নাই মনের মত ॥
চারি ধারে ভূতের বেগার, খেটে বেড়ায় শত শত।
ওমা তাদের আশা পূর্ণ হ'তে, দিন যে সকল হচ্ছে গত ॥

সংসারেতে মনকে দেখি, সে যে কাজের অনুগত।
ওমা লাভের আশা ছাড়্‌লে পরে, সময় মত সকল পেত॥
মনের দোষে হেথায় এসে, ঘরে পরে ভুগ্‌ছি এত।
ওমা আর কেন তোর ললিতকে তুই, ক'রে নেনা পদাশ্রিত॥ ৭৪৬॥

প্রসাদি সুর।

মন ভোলে কি কথার ছলে।
ওমা কর্ম্ম সাধন করতে এখন, আপনি সে যে পড়্‌ছে গোলে॥
দেখে শুনে ভাব্‌ছি কেবল. কত তাবে বুঝাই ব'লে।
ছুট্‌লে মায়ার নেশা আপন দশা, বুঝ্‌তে সে সব পার্‌বে কালে॥
আজও যেমন কালও তেমন, সমান যে সব কাজের ফলে।
আবার ছটা রিপু জুটে এখন, সবাইকে যে ঠকিয়ে দিলে॥
যত আশা তত নেশা, এই নিয়মে সকল চলে।
ওমা মনের দুঃখ বাড়্‌ছে মনে, ঘরে বাইরে সমান হ'লে॥
কার দোষে এই ললিত এসে, সংসারেতে মরছে জ্ব'লে।
ওমা সেইটী বুঝিয়ে দিয়ে এখন, কোলে নেনা আপন ছেলে॥ ৭৪৭॥

প্রসাদি সুর।

এস মাগো আপন ঘরে।
একবার দিন কাটাই মা মনের জোরে॥
সংসারেতে এলাম যেমন, তেম্নি আমি ম'লাম ঘুরে।
ওমা অভাব দেখে স্বভাব গেল, দুঃখ বাড়্‌ছে ঘরে পরে॥
মন হ'ল মা পরের অধীন, কেমন ক'রে বোঝাই তারে।
আমার লাভের কড়ী পরকে দিয়ে, কাজ করি সব ধারে ধোরে॥

সংসারেতে মায়ার খেলা, বুঝ্‌বে সে সব কেমন ক'রে।
তাই মা মা ব'লে ডাক্‌ছি সদাই, আছি তোমার চরণ ধ'রে ॥
প্রথম আমি একা এলাম, পাঁচমিলে আজ আছে ঘেরে।
সেই পাঁচ ভেঙ্গে সব এক কর মা, ললিত নইলে পড়্‌বে ফেরে ॥ ৭৪৮

প্রসাদি সুর।

আর কত কাল থাক্‌ব ভোলা।
শেষে দিন গেলে মা যাবে গলা ॥
পক্ষাপক্ষ ছেড়ে কবে, ধর্‌তে পাব পারের ভেলা।
ওমা সুখের আশা ক'রে আমার, ভোগাভোগ যে হ'ল মেলা ॥
দেখে শুনে এ মনভোলা, তাতে সাজ্‌তে হয় যে কালা।
আমি যে ঘরেতে বাস করি মা, তারও সকল দ্বার যে খোলা ॥
কর্ম্মফলের লোভে প'ড়ে, সুখ আর দুঃখ থাকছে তোলা।
তাই দেখে শুনে অন্ধকারে, খুঁজে বেড়াই চাঁদের মেলা ॥
ফিরে ঘুরে এ সংসারে, বাড়্‌ছে কেবল প্রাণের জ্বালা।
ওমা তোর ললিতের এই ক'রে কি, কেটে যাবে সকল বেলা ॥ ৭৪৯

প্রসাদি সুর।

আয় মা বলি মনের কথা।
আমার ঘরে পরে বিষম জ্বালা, আর কি দিতে হয় মা ব্যথা ॥
ভবের গণ্ডগোলে ফেলে, কাঁধে দিলি ঝুলী কাঁথা।
আবার স্বভাব নষ্ট ক'রে দিয়ে, আপনি খেলি ছেলের মাথা ॥
মায়ের মায়া ছেড়ে এখন, বল্‌না আমি যাব কোথা।
আমার আজও যেমন কালও তেমন, সমান যে মা হেথা সেথা

চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, নিত্য হিসাব কর্‌ছে খাতা।
ওমা তার ভয়েতে আপনা হ'তে, লক্ষ্য পড়্‌ছে যথা তথা॥
ঘরে ঘরে মিলিয়ে মাগো, চল্‌না যথায় পরম পিতা।
তাঁর পায়ের কাছে ব'সে ললিত, গাহিবে দুর্গানামের গাথা॥ ৭৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের মতন পাব কারে।
ওমা সবাই ঘুর্‌ছে পরের দ্বারে॥
আমার মনের কথা সকল, বুঝিয়ে দিতে বলি যারে।
ওমা সেই যে দেখি বোকা সেজে, ঘুর্‌ছে কেবল এ সংসারে॥
যার মনেতে যা আছে মা, সবাই বল্‌ছে পরে পরে।
কিন্তু বুঝ্‌তে সকল না পেরে মন, আঁধার দেখ্‌ছে আপন ঘরে॥
পাঁচে পাঁচে হচ্ছে খেলা, তার মাঝেতে মন কি করে।
কেবল জেনে শুনে সবাই মিলে, যাকে পাচ্ছে রাখ্‌ছে ধ'রে॥
জগৎ জুড়ে নাম আছে যার, তাকে কেউ কি ধর্‌তে পারে।
তাই দুর্গানামে ললিত ভোলা, দিন কাটাচ্ছে আপন জোরে॥ ৭৫১

মন হয়েছে অগ্রগামী।
তার ভয় পাছে সে হয় আসামী॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'ল, পেয়ে চৌদ্দ পোয়া জমি।
কিন্তু ফলের অভাব দেখে শেষে, ছুট্‌ছে চাইতে জমায় কমি॥
খেটে খুটে ঘুরে ফিরে, ভাব্‌ছে বুঝি হ'লাম নামী।
তাই আশায় প'ড়ে ঘর বেঁধে শেষ, হ'তে চাচ্ছে মোক্ষ কামী॥

উঠিং পতিত যার আছে মা, সে কি হ'তে পার্‌বে দামী।
ওমা ছটা সঙ্গী আছে যার আজ, তাকে কি আর বুঝাই আমি॥
মন পালাল সব ফুরাল, কে কার তখন হবে হামী।
শেষে ললিত বুঝে কর্‌বে মাগো, তোর নামেতে সব বেনামী॥ ৭৫২

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল মন্‌ রে আমার।
এই ভব সিন্ধুর নাহি পারাপার॥
মনে মনে ডাক সদা, আপনি সকল যাবে বিকার।
সেই কালীপদ কোকনদ, তাতে গিয়ে কর বিহার॥
নিরাকার ভেবনা মন, প্রাণ ভ'রে তাঁয় দেখ সাকার।
এই জগৎ মাঝে যা সব আছে, সব যে ব্রহ্মময়ীর আকার॥
নাম মাহাত্ম্য তত্ত্ব ক'রে, মর্ম্ম বুঝে দেখ তাহার।
কেন কর্ম্ম ফলের মাঝে প'ড়ে, ভুলেছ মন কেবা তোমার॥
কর্ম্ম সূত্র ছাড়্‌তে গেলে, সকলে নাম হবে যে সার।
নইলে কালের কাছে ললিত বাঁধা, কেমন ক'রে শুধ্‌বে সে ধার॥ ৭৫৩।

প্রসাদি সুর।

(মা) তোমার তত্ত্ব কর্‌ব কত।
ওমা মন হ'ল না মনের মত॥
কর্ম্মফলের ছলে প'ড়ে, ভুলে রইল শত শত।
তাই আপনার দশা ভেবে ভেবে, দিন যে আমার হ'ল গত॥
মায়ায় বাঁধা প'ড়ে আমার, দুঃখ এখন বাড়্‌ছে এত।
কেবল দুঃখের ভাগী ক'রে যে মা, ডুবিয়ে দিলি অনুগত॥

চক্ষের ধাঁধা বাড়ছে সদাই, চার্ দিকেতে দেখ্‌ছি যত।
ওমা আপনার অভাব বুঝ্‌লে পরে, আশা পূর্ণ আপনি হ'ত॥
সংসারেতে আছে যা সব, ললিত দেখ্‌তে পায় কি তত।
তাই সকল ভুলে হয়েছে মা, তোমার যুগল পদাশ্রিত॥ ১৫৪ ॥

প্রসাদি সুর।

এক মায়াতে সব ডুবালে।
হেথা ফেল্‌লে এত গণ্ডগোলে॥
ক্ষণিক সুখের আশায় প'ড়ে, সবাই সকল রইল ভুলে।
সেই মহামায়ার এম্নি মায়া, সব ঠকেছে পাঁচের ছলে॥
মায়া আশায় মিলন দেখে, প্রাণের ভিতর ম'লাম জ্ব'লে।
এখন কেমন ক'রে ঘরে পরে, নিবাই সেটা এ ঘর খুলে॥
আগম নিগম কেউ বোঝেনা, কে আর আমায় বুঝিয়ে বলে।
তাই সাধ ক'রে আজ করি যে কাজ, সব হারালাম তারই ফলে॥
ললিতের যে মনে আছে, উঠ্‌বে শেষে মায়ের কোলে।
কিন্তু কোন্ সাহসে যাবে তখন, চুণ আর কালি থাক্‌লে গালে॥ ১৫৫ ॥

প্রসাদি সুর

ভয় খেলে কি আমার চলে।
আমি ঢুকেছি যে গণ্ডগোলে॥
চার্ দিকেতে ভয়ের কারণ, সে সব স্মরণ হয় কি কালে।
আমার কপাল ক্রমে কালের গুণে, মন ভুলেছে কথার ছলে॥

আপনার হেথা পাব কোথা, কাকে সে সব বুঝাই ব'লে।
কেবল মায়া জুটে ধর্‌ছি এঁটে, টান্‌ছি কোটে মনের ভুলে॥
কে জানে আজ কোন্ নিয়মে, আপনা হ'তে জগৎ চলে।
শেষে পেয়ে আশা ভাঙ্গলে বাসা, ঘুর্‌ছে সবাই জলে জলে॥
ললিত জানে মনে মনে, হচ্ছে যা সব কাজের ফলে।
ওরে শেষের দিনে সবাই জেনে, চূণ কালি যে মাখ্‌বে গালে॥ ৭৫৬॥

প্রসাদি সুর।

সব্ ছেড়ে যে মন পালাবে।
শেষে আর কি আমায় ধরা দেবে॥
আদি আর অন্ত, শূন্য যে নিতান্ত, কেন প্রাণান্ত, হ'লাম ভেবে।
এই দিনের গণনা, সকলি ছলনা, কোথা যে কামনা, মিশায়ে যাবে॥
যার হবে জ্ঞান, সে হবে অজ্ঞান, এই যে সমান, নিয়ম ভবে।
হেথা চ'ক্ষু আছে যার, তার নাহি পার, কেবা শেষে কার, তখন হবে॥
চির অন্ধকারে, ত্রিজগৎ ঘোরে, কার তরে হেরে, ভুলেছে সবে।
এই ভাই বন্ধু জায়া, কারও নাহি দয়া, থাকিতে একায়া, ভুলিতে চাবে॥
এত গণ্ডগোলে, ললিত পাগলে, হরি হরি ব'লে, সব ভোলাবে।
তখন রবে কি তাড়না, সংসার বাসনা, শবাসনা এসে কোলেতে লবে॥৭৫৭॥

প্রসাদি সুর।

এমন দিন কি আমার হবে।
ক্রমে মনের আঁধার কেটে যাবে॥
তারা তারা তারা ব'লে, মনে মনে ম'লাম ভেবে।
আমার হৃদ্‌কমলের মাঝে এসে, মাকি আমায় দেখা দেবে॥

কর্ম্ম যোগের অনুরাগে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই যবে।
তখন মায়া হ'তে মোহ এসে, ধীরে ধীরে ঘের্‌ছে সবে॥
মা বিনা কে আপন ভেবে, মনের মত কথা কবে।
হেথা মনের জ্বালা ঘরের খেলা, দেখে সবাই প্রাণ হারাবে॥
সহস্রারে সদাশিব, অনাহতে আছেন শিবে।
কবে ধ'রে চরণ ক'রে মিলন, ললিতের এই প্রাণ জুড়াবে॥ ৭৫৮॥

প্রসাদি সুর।

(মা) হয়েছি কাণ্ডারী হারা।
এই ভবসাগর পারে যেতে, কেউ যে সহায় নাই মা তারা॥
ছ'টা রিপু ধ'রে আছে, সবাই মিলে করছে সারা।
আবার মায়ায় বাঁধা চকের ধাঁধা, নিত্য দেখছি নূতন ধারা॥
ঘাটে তরি আছে বাঁধা, ইচ্ছা হয় যে উঠি ত্বরা।
কিন্তু কর্ম্মফলে ম'লাম জ্বলে, পাঁচের কেবল খাচ্ছি তাড়া॥
দিনে দিনে দিন গেল মা, ক্রমে হচ্ছি জীর্ণ জরা।
শেষে পারের ঘাটে কাণ্ডারী তুই, নাম ধরেছিস্‌ বিপদ হরা॥
নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখে, ঘুম ভেঙ্গে শেষ্‌ ভাবি তারা।
কিন্তু ললিতের এই কপাল দোষে, সেজে রইলি নিরাকারা॥ ৭৫৯॥

প্রসাদি সুর।

অহঙ্কার নয় যম যাতনা।
ও মা মন যে আমার তাও বোঝেনা॥
কর্ম্ম কাণ্ড পণ্ড হ'লে, মনের সদা হয় তাড়না।
তবু এম্নি তার যে কাজের নেশা, দোষ আর গুণ কি কেউ দেখে না॥

অনন্ত সংসারে প'ড়ে, অন্ত খুঁজে তার মেলে না।
কেবল মায়ায় বদ্ধ হয়ে মাগো, বাড়্ছে মনের ছার কামনা॥
সুখের ভাগী হবে যে জন, তার যে মনে মন থাকেনা।
সে যে নিত্য নূতন খুঁজে এখন, পর্কে ধ'রে তার সাধনা॥
যার কাছে এই জগৎ বাঁধা, তাকে ধ'র্তে কেউ চাবেনা।
এখন ললিত কারে বল্বে সকল, বিফল হ'ল আনা গোনা॥ ৭৬০

প্রসাদি সুর।

করিস্ কি মন ছার কামনা।
কর্না মহামায়ার উপাসনা॥
ব্রহ্মময়ীর দয়া হ'লে, ঘুচে যাবে সব যাতনা।
ওরে আদি অন্ত সমান দেখে, কারও এখন মন বোঝেনা॥
কর্ম্মবশে ভ্রান্ত হ'লে, ফলের আশা কেউ ছাড়েনা।
ওরে চতুর্ব্বর্গ ফল পাবি যায়, সেই নামের আজ কর সাধনা॥
মহত্তত্ব হ'তে অহং, তার কি হেথা হয় গণনা।
ওরে আঁধার করে অহঙ্কার আজ, দিন গেলে মন সেও রবেনা॥
পরাৎপরা নিরাকারা, একাধারে সব দেখনা।
আজ ললিত ভ্রান্ত হয় যদি মন, পথ আর বিপথ দেখিয়ে দেনা॥ ৭৬১॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন তুই হ'স রে বোকা।
ওরে সব ভুলেছিস দেখে টাকা॥
তুচ্ছধনে লক্ষ্য কেন, থাক্বে কদিন সে সব ধোঁকা।
ওরে সোজা ব'লে ভাবিস যাকে, দেখনা চেয়ে সব যে বাঁকা॥

দুঃখের ভাগী হয়ে এখন, ভাবিস ভালে বিধির লেখা।
ওরে সকল ছেড়ে একলা গিয়ে, খুলে দেখনা বুকের ঢাকা ॥
কালের চক্রে ঘুরে এখন, মন ভেবেছিস সকল ফাঁকা।
ওরে বুকের মাঝে মায়া চক্রে, ব্রহ্মময়ীর চরণ আঁকা ॥
কাল্‌কে সকল দেখিয়ে দিয়ে, কর্ম্ম কর্‌না ছাঁকা ছাঁকা।
কেন ফলের লোভে প'ড়ে এখন, ললিতকে তুই ফেলিস একা ॥ ৭৬২ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল কেন তুই এমন বোকা।
ওরে সকল জেনে মনে মনে, চার দিকে তুই দেখাস্ ধোঁকা ॥
না যদি তুই বুঝিস এখন, খুলে দেব বুকের ঢাকা।
তখন তার ভিতরে দেখ্‌তে পাবি, আমার মায়ের চরণ আঁকা ॥
লোভ বাড়িয়ে দেখাস্ যা সব, দেখ্‌ছি সে তোর সবই ফাঁকা।
যে তার মা চিনেছে কোল পেয়েছে, আর কেন সে সাজবে খোকা ॥
অহঙ্কারে ভুলে গেলি, আমার সকল করলি বাঁকা।
ওরে মায়ে পোয়ে ব'সে আছি, পারিস যদি এসে ঠকা ॥
ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি কেবল, সদাই ঘুরছে কালের চাকা।
ওরে তাই বুঝে তুই ভ্রমে প'ড়ে, ভাবিস না আজ ললিত একা ॥ ৭৬৩

প্রসাদি সুর

কাল তোর আশা পূর্‌বে কিসে।
দেখ্‌না মা রয়েছেন ঘরে ব'সে ॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, মনের সাধে বেড়াই হেঁসে।
মায়ের নাম মাহাত্ম্য থাকে যদি, তোকে ফাঁকী দেব শেষে ॥
মা হেথা যার ব্রহ্মময়ী, তার কাছেতে কেউ কি আসে।
ওরে মায়ের ছেলে উঠ্‌বে কোলে, আর কি কর্‌বি সর্ব্বনেশে ॥

হেথায় এনে কাজ দেখিয়ে, চক্ষে কেবল লাগাস্ দিশে।
আমি মা মা ব'লে ডাক্‌লে পরে, সব খেলা তোর যাবে ভেসে॥
মায়ের চরণ হৃদে ধ'রে, সকল কথার করব নিশে।
ওরে সব ছেড়ে এই ললিত হেঁসে, বিদায় নেবে দণ্ডিবেশে॥ ১৬৪॥

প্রসাদি সুর।

মা গো তারা শুভঙ্করী।
আর সইব কত কালের জারি॥
মা মা ব'লে ডাকি যখন, তখন হাতে স্বর্গ ধরি।
আবার মনের ভ্রম সব্ বাড়্‌লে পরে, একাই ঘুরে ঘুরে মরি॥
মায়া এখন কোথায় আছে, সেইটী বুঝ্‌তে কৈ মা পারি।
শেষে ঘরে পরে দেখ্‌তে গিয়ে, মনকে বুঝিয়ে সকল সারি॥
এদীন সন্তানে মাগো, দিস যদি তোর চরণ তরি।
তবে বুঝে এখন দেখি কত, কালের আছে বাহাদুরী॥
দুর্গা ব'লে দিন কাটিয়ে, কাকেও ভয় কি আমি করি।
ওমা ললিত ভুলে পড়্‌লে গোলে, সবদিকে কাল হবে অরি॥ ১৬৫॥

প্রসাদি সুর।

যমকে আমার ভয় গিয়েছে।
সদা দুর্গা দুর্গা ব'লে আমার, দুর্গা কবচ গায়ে আছে॥
পঞ্চভূত আর ছ'টা রিপু, তাই মিলে এই ঘর হয়েছে।
আমার মায়ের নামের গুণে এখন, মায়ায় গিয়ে সব ঠেকেছে॥
শির খুঁটিতে ছটা কমল, সবগুলিতে শক্তি আছে।
আবার মহামায়ার এম্নি মায়া, লক্ষ্য করেন আগে পাছে॥

কুণ্ডলিনী মূলাধারে, সহস্রারে শিব ব'সেছে।
সদাই মা আর বাবা ঘরে ব'সে, কালের ভয় যে দূর করেছে ॥
মায়ে পোয়ে কথা যা সব, ললিত কি আজ তায় ভুলেছে।
সে যে ঘুমের ছলে জেগে জেগে, কালের কর্ম্ম সব দেখেছে ॥ ১৬৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কালের ভয় কি আছে তারা।
কাল আস্‌বে যখন অগ্নি তখন, নেচে বল্‌ব তারা তারা ॥
পঞ্চভূত আর ছ'টা রিপু, ঘর নিয়ে সব থাক্‌বে তারা।
সেটা মায়ায় বাঁধা ভবের বাধা, তাকেই দেখে সবাই সারা ॥
যত আপন হয়ে এখন, চারদিকে সব দেনা ঘেরা।
আমি প্রাণ ভ'রে মা বল্‌ব যখন, তখন সে সব কাট্‌বে ত্বরা ॥
অভয় পদে প্রাণ সঁপে যেই, তার কি থাকে ঘোরা ফেরা।
হ'লে হৃদয়মাঝে ভক্তির উদয়, শক্তি তাতে থাক্‌বে পোরা ॥
আঁধার ঘরে কালের শাসন, এই হ'ল যে কালের ধারা।
একবার চারদিকে তোর দেখনা ললিত, মা যে নয় রে নিরাকারা ॥১৬৭

প্রসাদি সুর।

তারা নাম যে বদন ভরা।
ওরে প্রাণভ'রে আজ যেজন ডাকে, তারই বহে চক্ষে ধারা
মায়ের তত্ত্ব বুঝ্‌বে কি মন, সংসারেতে মত্ত যারা।
আজ চক্ষুহীনের দৃষ্টি কোথা, তারা ভাবছে নিরাকারা ॥
জগৎ জুড়ে যে মা আছে, তাকে ভাবতে সবাই সারা।
এই ঘরে ঘরে আছেন তিনি, বইছে সদাই স্নেহের ধারা ॥

আদি অন্তহীন হয়ে মা, সর্ব্ব জীবের নয়ন তারা।
একবার আদর ক'রে মা মা ব'লে, কর্ম্ম সূত্র কাটনা ত্বরা॥
ললিত কেন এসংসারে, বয়ে বেড়াস পাপের ভরা।
তোর হৃদে আছেন ব্রহ্মময়ী, মুখে বল্‌না তারা তারা॥ ৭৬৮॥

প্রসাদি সুর।

শমনকে আজ আর কি ডরি।
আমার ঘরের রাজা শুভঙ্করী॥
কালী কালী ব'লে আমি, যদি মাকে ডাকতে পারি।
আমায় শমন এসে ধর্‌বে যখন, তখন রাখ্‌বে ক্ষেমঙ্করী॥
দুর্গা নামের বাঁধ্‌ব কবচ, কাল কি এসে কর্‌বে জারি।
ক'রে মায়ের চরণ হৃদে ধারণ, ভাঙ্গব যমের বাহাদুরী॥
তারা ব'লে দিন কাটালে, আর কি থাকে ধরাধরি।
আমার হৃদয়পদ্মে দেখ্‌লে মাকে, কাল হবে তাঁর আজ্ঞাকারী॥
কালী তারা দুর্গাব'লে, সাজবে ললিত কালের অরি।
ওরে শমন দমন সকল কারণ, আছেন শ্যামা ভয়ঙ্করী॥ ৭৬৯॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তুমি কেমন।
ওমা আগম নিগম ষড়্‌দর্শন, কেউ বলেনা মনের মতন॥
আদি অন্তহীন হয়ে চিরদিন, জগতের আদ্যা সকল কারণ।
কভু মাতৃরূপা বামা শিবে হররমা, কর্‌মা সকলে জঠরে ধারণ॥
সৃষ্টিস্থিতি লয় ইচ্ছামত হয়, তোমারই করে মা জনম মরণ।
ওমা তোমা হ'তে ভক্তি তুমি হও ভুক্তি, মুক্তি যে মা হেরি তোমার চরণ॥

তুমি জ্ঞান ধর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম, তোমার কি মর্ম্ম কে বোঝে এখন।
হয়ে পুরুষ ও প্রকৃতি যুগল মূরতি, বিহার করিছ যখন যেমন॥
তুমি পাপ আর পুণ্য ত্রিজগতে গণ্য, মান্য ক'রে কেবা করিছে স্মরণ।
কবে বিকার রহিত হবে এ ললিত, কর মা বিহিত ভাবিয়া আপন॥ ৭৭০॥

প্রসাদি সুর।

মনের ভয় যে রাশি রাশি।
সেটা ভাবতে গেলে সকল ভুলে, মন যে আমার হয় উদাসী॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, গোল বাধাস মা দিবা নিশি।
আমার আপন দশা কাজের নেশা, দেখ্‌তে গেলে পাবে হাঁসি॥
মায়াতে অজ্ঞান দেখি চিরকাল, তবু যে মা সেটা বাড়ছে বেশী।
আবার কোথা হ'তে আশা হ'ল কর্ম্মনাশা, ভাসা ভাসা দেখে হ'লাম দূ
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তোমারই মা কাণ্ড, পাঁচে পাঁচে তাহে মেশামিশি।
ক'রে তাদের মিলন আপনি এখন, সকলেতে সবে ঠকালে আসি॥
ললিত কাতর ভাবে নিরন্তর, স্থান দেনা মা বারেক বসি।
কেন অঘটন ঘটে মন যায় ছুটে, ঘটে পটে দেখে সর্ব্বনাশী॥ ৭৭১॥

প্রসাদি সুর।

সংসারের কি তত্ত্ব করি।
আমি বৃথা কাজে ঘুরে মরি॥
কালের হাতে প'ড়ে আছি, দেখছি মা তোর বাহাদুরী।
সে যে সময় পেয়ে আসছে ধেয়ে, করছে মাগো কতই জারি॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লাভের তরে, আজ তার আমি কি ধার ধারি।
আমি মা মা ব'লে ডাকব সদা, ধরব শেষে চরণ তরি॥

জগৎ জুড়ে আছিস মাগো, সবাই যে তোর আজ্ঞাকারী।
তবে ভেবে কেবল দিন কেন যায়, কেন ক'রিস এই চাতুরী॥
ললিত তোর যে কোলের ছেলে, তার কি আছে ধরাধরি।
ওমা ডাকব যখন পাব তখন, তাতে কি আর হবে দেরী॥ ১১২

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে এই কামনা।
আমায় দুঃখের ভাগী ক'রে মাগো, কষ্ট দিয়ে কর তাড়না॥
সুখের ভাগী হলে পরে, আমার যে মা মন বোঝেনা।
সে যে নিত্য ভোলা কথার কালা, বুঝিয়ে বল্‌লে কাণ দেবে না॥
আত্মপর আজ সমান হ'লে, ঘরে বাইরে কেউ থাকেনা।
ওমা ভাবের তরে ঘুরে ফিরে, অভাব দেখে ভাব মেলেনা॥
ম'নের কথা ম'নে ম'নে, বাইরে শুনিয়ে কেউ বলেনা।
যখন প্রাণের জ্বালায় ছুটোছুটী, তখন আবার কেউ শোনেনা॥
চক্ষের দেখা দেখব কত, দেখে কেবল মন ভোলেনা।
তাই ইচ্ছা সুখে বলছি ডেকে, ললিত কে মা দে যাতনা॥ ১১৩॥

প্রসাদি সুর।

মন কি বুঝিস ভালবাসা।
সেটা দেখলে সকল হবে বিফল, পাঁচের কেবল পাঁচে নেশা॥
পরের বেলা ঢলাঢলি, নিজের বেলা সবাই কসা।
শেষে ক'রবে পাগল সব হবে গোল, তখন কি তোর থাকবে আশা॥
লোভে প'ড়ে সংসারেতে, করিস কেবল মাজা ঘসা।
কিন্তু এম্নি কপাল নাই কালাকাল, লক্ষ্য হচ্ছে ভাসা ভাসা॥
আশার আশায় প'ড়ে এখন, কামান পেতে মার্‌বি মশা।
ওরে আপন গণ্ডা বুঝবি যখন, তখন ফল যে মিল্‌বে খাশা॥

ললিতের এই দিন ফুরালে, ভাঙ্গবে যখন সাধের বাসা।
তখন আজও যেমন কালও তেমন, দেখে মনরে বুঝবি দশা ॥ ৭৭৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কতকাল মায়া থাকে।
আমার দুঃখের কথা মনের ব্যথা, ব'লতে গিয়ে মলাম ব'কে ॥
আত্ম তুষ্টি বড়ই মিষ্টি, এই কথা আজ বোঝাই কাকে।
ও মন স্বার্থ সাধন ক'রতে গিয়ে, সবাই ঘুরছে আপন ঝোকে ॥
কে আর আমায় মানে হেথা, কাকে সকল ব'লব রুকে।
হেথা ভালবাসার নাই যে আশা, লক্ষ্য দেখ্ছি যাকে তাকে ॥
মায়া ভুলে সকল ফেলে, ইচ্ছা এখন দাঁড়াই ফাঁকে।
কিন্তু ভাবলে দশা বাড়ে নেশা, ভেবে মরি পরের পাকে ॥
ঘরও যেমন পরও তেমন, সব রয়েছে চ'কে চ'কে।
শেষে বাইরেতে গোল ললিত পাগল, দেখ্ছে কি তার আছে বুকে ॥৭৭৫

প্রসাদি সুর।

আপন কি মা হয় গো পরে।
আমায় সাজিয়ে দিলি ভব ঘুরে ॥
এত শাসন আমার এখন, সইব আমি কিসের তরে।
ওমা তোকে ডেকে মনের সুখে, দিন কাটাব আমোদ ভরে ॥
মনের ব্যথা সকল কথা, প্রাণ খুলে মা ব'লব জোরে।
আমার কাজের কি ফল দেখে সকল, আপনা হতে নিবি সেরে
সঙ্গী যারা আপনি তারা, মায়াতে সব রইল ঘেরে।
কিন্তু গেলে সময় কেউ কারও নয়, সবাই ফেলে যাবে দূরে ॥

মনের মত সেজে কত, দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে।
ওমা মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি, ললিত কি তায় গণ্য করে ॥ ১৭৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মায়া কত থাকবে মনে।
আমি জ্বলে মলাম নিশিদিনে ॥
জন্ম হ'তে ভুগছি এসে, কথা শুন্‌ছি কাণে কাণে।
আমার কপাল যেমন তেম্নি শাসন, সবাই ব্যথা দিচ্ছে প্রাণে ॥
পরে পরে বাঁধাবাঁধি, আপন সেজে ধ'রছে টেনে।
শেষে দিন ফুরালে সবাই হাঁসে, তখন কে আর কাকে মানে ॥
ঘরের ব্যথা আছে যথা, মনই আমার সকল জানে।
হেথা আপন ভেবে যতন ক'রে, সে সব কথা কে আর শোনে ॥
মা মা ব'লে কত ছেলে, মাকে ধ'রতে যাচ্ছে চিনে।
কিন্তু দেখছে ললিত হিতে অহিত, বিপরীত হয় কর্ম্মগুণে ॥ ১৭৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কাজ কি রে মন দেখে কারণ।
একবার ভাব্‌না ব'সে জনম মরণ ॥
এলি কেমন যাবি কেমন, সেটা এখন কর্ না স্মরণ।
ওরে পাঁচের কথায় সব ভুলেছিস্, থাক্‌বে কি শেষ্ পাঁচের ধরণ ॥
কালাকালের বিচার কোথা, কাজ দেখে তোর এত শাসন।
ওরে মায়ার ছলে যে জন ভোলে, তারই তরে বসন ভূষণ ॥
কামনা তোর থাকবে যদিন, তত দিন কি পাবি রতন।
ওরে ছুট্‌লে আশা কারণ নেশা, সব হবে তোর মনের মতন ॥

ঘরে শিশু বাইরে শিশু, সেইটী হ'লে হ'বি আপন।
আর যে মাতালে ললিত মাতে, তাকেই ধ'র্‌তে এত যতন ॥ ১৭৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার ভাবে ভোলা।
তাই সদাই সেজে রইল কালা ॥
ভাবের অভাব হ'বে যখন, তখন কি আর থাক্‌বে বেলা।
ওমা দেখে শুনে শেষ্ দিনেতে, পাঁচ মিলে যে ক'র্‌বে ছলা ॥
মনে মনে ভাবি যত, ততই বাড়্‌ছে আমার জ্বালা।
তবু নানা রঙ্গে সঙ্গী পেয়ে, দিন কাটালাম ক'রে খেলা ॥
চ'কের দেখা দেখ্‌তে গেলে, ধরা দিচ্ছি আপন গলা।
তাই কর্ম্ম সূত্র ধ'রে কেবল, সংসারেতে লাগল মেলা ॥
এখন পথে দেখ্‌ছে ললিত, সকল ঘরই আছে খোলা।
শেষে হাটে মাঠে ঘাটে বাটে, দেখ্‌তে পাবে চাঁদের মালা ॥ ১৭৯।

প্রসাদি সুর।

মিছে কেবল মলাম ঘুরে।
আমার কাজ হলনা এ সংসারে ॥
এলাম কেন যাব কেন, বুঝিয়ে দিতে কেউ কি পারে।
কেবল পরের বোঝা মাথায় নিয়ে, দিন কাটালাম ধারেধোরে ॥
যতন ক'রে রতন খুঁজে, ছাই আর ভস্ম পেলাম করে।
আমার মনের কথা রইল মনে, প্রকাশ ক'রে বলি কারে ॥
মনে মনে আশা ছিল, আস্‌ব যাব জোরে জোরে।
কিন্তু এম্নি কপাল কাজ হ'ল কাল, পড়েছি যে আজ্ বিষম ফেরে ॥

মায়ের কাছে যাব যে দিন, এখানকার এই কর্ম্ম সেরে।
তখন পেয়ে চরণ তারণ কারণ, আর কি ললিত আস্‌বে ফিরে॥ ৭৮০

প্রসাদি সুর।

সব বুঝেছি মনে মনে।
কিন্তু কেউ থাকেনা চ'কের কোণে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যার যা আছে, সবাই যে আজ সকল জানে।
শেষে হ'য়ে ভোলা কাটায় বেলা, কাজের সময় কৈ সে মানে॥
মনে মায়া উদয় হ'লে, সবাই কে যে রাখছে টেনে।
আজ মনের খেলা দেখ্‌তে গেলে, কে কার আপন তাও সে চেনে॥
ফলের লোভে প'ড়ে এখন, কর্ম্ম ক'র্‌ছে গুণে গুণে।
তাই আপনি অভাব বাড়্‌ছে সদাই, গোল বেধেছে দেখে শুনে॥
কি কাজের মা কি ফল হ'ল, কেন দুঃখ দিলি এনে।
এবার ললিতের সব দেখে নিয়ে, বিদায় দে না মানে মানে॥ ৭৮১॥

প্রসাদি সুর।

নাম শুনে মা কে নয় ভোলা।
কিন্তু সময় বুঝে সবাই কালা॥
মনে মনে দেখ্‌ছি ভেবে, ভাবনা বাড়ে কাজের বেলা।
আমার অভাব যে দিন বুঝ্‌ব আমি, সেই দিনে কাজ হ'বে ফলা।
দেখে শুনে জ্ঞান হারালাম, সবাই যে তাই দিচ্ছে ঠেলা।
ওমা কেবল হেথা দেখ্‌ছি শেষে, কর্ম্ম ফলটী থাকবে তোলা॥
ভবের ঘোরে ঘুরি যত, ততই সঙ্গী জুটছে মেলা।
তখন মনের দোষে ব'সে ব'সে, বাড়ছে যত মায়ার খেলা॥

সংসারেতে ললিত ভোগে, ছাড়বে কে তায় থাকতে বেলা।
ওমা জোয়ার ভাটা খেল্‌লে মনে, সমান বইবে কর্ম্মনালা ॥ ৭৮২ ॥

প্রসাদি সুর।

সকল সময় হয় কি মনে।
আমায় কাজের নিকাশ দিতে হবে, সেই যে মাগো শেষের দিনে ॥
হিসাবেতে বাকী হ'লে, ঘুরিয়ে আমায় ফেল্‌বে এনে।
তখন দিন মজুরী পারের কড়ি, যোগাড় কর্‌তে হবে গুণে ॥
ঘরের ভিতর থাক্‌ব যদিন, তদিন আমার মন কি শোনে।
ওমা ঠকাঠকির মাঝে প'ড়ে, সদাই আমি জ্বলছি প্রাণে ॥
আশার আশায় থেকে আমি, চল্‌তে পাই কি সকল মেনে।
কেবল চারদিকেতে ভয় দেখে মা, লুকিয়ে বসি ঘরের কোণে ॥
সংসারেতে এসে এখন, যার যে কর্ম্ম সবাই জানে।
ওমা কেবল তোর এই ললিত ভোলা, প'ড়ে বিষম মায়ার টানে ॥ ৭৮৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে কার খেলাতে।
সেটা পারে কি কেউ আজ বোঝাতে ॥
একে একে দেখতে গেলে, সবাই সমান এই জগতে।
কিন্তু মায়ার খেলা এম্নি হেথা, পারে কেবল মন ভোলাতে ॥
সংসারেতে সবাই মিলে, এলাম কি শেষ্‌ কাজ দেখাতে।
নইলে সকল ছেড়ে ঘরে পরে, ছুটে কেন যায় ঠকাতে ॥
দেখে শুনে সকল জেনে, কাতর কেন আজ ভয়েতে।
একবার দেখলে পরে ঘরের ভিতর, জগৎ মিল্‌ত এক মনেতে ॥

মায়ে পোয়ে এক ক'রে নে, নইলে বিফল হয় ডাকাতে।
তখন খেপা খেপী ক'র্‌ছে কি কাজ, বুঝ্‌বি ললিত তোর শেষেতে ॥৭৮৪॥

প্রসাদি সুর।

জেনে কি মন মাথা খাবি।
আমার কাজের সময় কাজ হারাবি ॥
চক্ষে ধাঁধা দিয়ে রে মন, কাকে এখন তুই ভোলাবি।
ওরে জন্ম অন্ধ হ'য়ে থেকে, পরকে তুই কি পথ দেখাবি ॥
আপনি যে কাজ বুঝিস্ না মন, সেটার তুই আজ কি বোঝাবি।
তোর আজও যেমন কালও তেমন, শেষে কাকে তুই ঠকাবি ॥
যার তরে তুই আপনি কাতর, তার কথা বল্ কি শোনাবি।
ওরে শেষের দিনে জেনে শুনে, গোল ক'রে যে গোল বাধাবি ॥
পথ্‌হারা তুই হ'য়ে এখন, পথের কথা কায় শুধাবি।
ওরে আপনার মাথা আপনি খেয়ে, ললিতকেও যে শেষ্ মজাবি ॥ ৭৮৫ ॥

প্রসাদি সুর।

সাধ ক'রে মন কাজ কি করে।
সে যে সময় পেলেই যাচ্ছে স'রে ॥
সুখের ভাগী হব ব'লে, এদেশ সেদেশ বেড়ায় ঘুরে।
আজ রঙ্গ রসে মত্ত হ'য়ে, লক্ষ্য নাই তার আপন ঘরে ॥
নিজের বেলা সবাই ভোলা, খাটছে হেঁসে পরের তরে।
শেষে কে হয় আপন বুঝবে কখন, নিত্য থাক্‌লে মায়ার ঘোরে
কর্ম্ম ফলে লোভ হ'লে তার, আবার হেথা আস্‌বে ফিরে।
সে যে যাওয়া আসা ক'রে কেবল, শূন্য ঘরে দিচ্ছে গিরে ॥

ললিতের আজ কপাল যেমন, তেম্নি হ'চ্ছে ঘরে পরে।
এবার সময় পেলে দুর্গা ব'লে, ব'স্‌বে মায়ের চরণ ধ'রে ॥ ৭৮৬ ॥

প্রসাদি সুর।

মনে মনে সবাই জানে।
আজ সংসারেতে এলাম কেনে ॥
নূতন কিছু নাই হেথা মা, বুঝেছি তাই দেখে শুনে।
আমরা যেমন এলাম তেম্নি যাব, থাক্‌বে কি সেই শেষের দিনে ॥
সবাই এসে কাছে ব'সে, কথা কইছে কাণে কাণে।
ওমা এ দিন গেলে যাবে ভুলে, তখন কে আর কাকে মানে ॥
মনের কথা ব'ল্‌তে বাধা, এ বিপদে ফেল্‌লি এনে।
সবাই মায়ার বশে ঘরে ব'সে, পরকে পরে ধ'র্‌ছে টেনে ॥
ললিত কি আর ব'ল্‌বে মা তোয়, বুঝেছি সব মনে জ্ঞানে।
তাই নাম মাহাত্ম্য সত্য জেনে, ব'সে আছি ঘরের কোণে ॥ ৭৮৭ ॥

প্রসাদি সুর।

জোর ক'রে যে ধ'র্‌তে পারে।
তাকে অভয় দিস মা প্রাণের ডরে ॥
কাতরেতে ডাক্‌বে যে জন, তুই কি লক্ষ্য করিস্ তারে।
ওমা দুঃখের জ্বালায় দ'গ্ধে শেষে, পাঠিয়ে দিস যে যমের ঘরে ॥
সাহসীর মা সাহস বেশী, ডাকে তোকে জেতের ধ'রে।
ওমা তাকে দেখে ভয় খেয়ে তুই, পায়ে রাখিস্ আদর ক'রে ॥
মনে মনে ডাকলে পরে, ভুলিয়ে দিস্ যে মায়ার ঘোরে।
শেষে সংসারেতে এনে আবার, ফেলিস্ যে মা বিষম ফেরে ॥

যেমন সাজায় তেম্নি সাজিস্, ললিত এই যে দেখ্‌ছে ঘুরে।
নইলে সহজে কি আপনা হ'তে, পায়ে রাখ্‌লি মহিষাসুরে ॥ ৭৮৮

প্রসাদি সুর।

দেখলে কি মন ভবের খেলা।
হেথা একলা এসে একলা যাবে, তবু চেয়ে দেখ্‌ছ বেলা ॥
সংসারেতে অসার নিয়ে, মায়াতে শেষ্ হ'লে ভোলা।
কেবল কর্ম্মকাণ্ড ক'র্‌লে পণ্ড, আপনা হ'তে সেজে কালা ॥
জগৎ জুড়ে দেখ্‌ছ চেয়ে, কোন্ গাছ হেথা হ'ল ফলা।
আর ফলের আশা বিফল কেন, সব যে তোমার আছে তোলা ॥
জনে জনে এসে কেমন, তোমায় পেয়ে বাঁধলে গলা।
তাই চার দিকেতে দেখছ ঘুরে, কোন ঘর তোমার আছে খোলা ॥
ধর্ম্ম ভেবে ঘেঁটে ঘুটে, ললিত হেথা দেখলে মেলা।
কিন্তু লাভের মধ্যে এই হ'ল যে, ঘুর্‌ল না তোর সাধের মালা ॥ ৭৮৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মাগো আমি তোমার প্রজা।
আমায় করবে কি মা ধর্ম্মরাজা ॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম হ'লে, বাড়ছে কেবল মাথার বোঝা।
ওমা মনে মনে ভয় বাড়ে যার, সেই যে ধ'রে দিচ্ছে গোঁজা ॥
লোভে প'ড়ে আবাদ ক'রে,দেখ্‌ছে জমি নিত্য হাজা।
যার অভাবেতে অভাব সদা, সমান তার যে হাজা তাজা ॥
জ্ঞানী হ'য়ে অজ্ঞান হ'লে, নূতন নূতন দেখ্‌ছে মজা।
ওমা যাওয়া আসা ভাবলে সমান, ভুগ্‌বে কে এই পাঁচের সাজা

ললিত ব'লে পাঁচের খেলায়, পৃথক্ হ'চ্ছে রাজা প্রজা।
যে আজ পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রেছে, তার কাছে মা সকল সোজা॥১৯০॥

প্রসাদি সুর।

মনরে কাকে কর্‌বি পূজা।
ওরে এক থেকে এই পাঁচ হয়েছে, তার কি আছে রাজা প্রজা॥
মনে মনে ভাবলে ব'সে, আপনি হ'য়ে উঠবে তাজা।
আজ পরের কথায় ভুলিস যদি, চিরদিন যে থাকবি হাজা॥
লাভের আশায় দিন মজুরী, সেটা কেবল ভবের সাজা।
ওরে ভাঙ্গলে স্বপন পাবি রতন, তখন দেখবি সকল সোজা॥
মায়ায় প'ড়ে এ সংসারে, ব'য়ে বেড়াস্ পাঁচের বোঝা।
ওরে ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে এখন, খুঁজে দেখনা কোন্‌টা সোজা॥
অভাব দেখে আপন ঝোঁকে, পরের টেনে দিস্ যে গোঁজা।
একবার আগাগোড়া মিলিয়ে নিলে, ললিত ব'সে দেখত মজা॥ ১৯১॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌ব দুর্গা দুর্গা বলে।
ওমা দেখ্‌ব শেষে দেয় কে বাধা, ভাস্‌ব যে দিন সাগর জলে॥
লোভে প'ড়ে কর্ম্ম ক'রে, ভয় বাড়ে সব কর্ম্মফলে।
যার লক্ষ্য আছে মার চরণে, কিসে ভয় সে থাবে কালে॥
মায়ার বশে পড়্‌লে পরে, প্রাণ যে আপন সদাই জ্বলে।
ওমা কার্য্য কারণ বুঝলে শেষে, কেউ কি আপন কর্ম্ম ভোলে॥
এলাম যেমন যাব তেমন, ঠ'ক্‌ব কেন পাঁচের ছলে।
যার হবে আশা বাড়বে নেসা, সেই যে সদাই প'ড়্‌ছে গোলে॥

দুখী হ'য়ে ভয়ে ভয়ে, সবাই এখন যাচ্ছে চ'লে।
তবে নাম মাহাত্ম্য থাক্‌লে সত্য, উঠ্‌বে ললিত মা তোর কোলে ॥১৯২॥

প্রসাদি সুর।

মা গো ওমা একি হেরি।
তুমি কখন্ কি রূপে, বেড়াও কি রূপে, বুঝ্‌তে কি আর আমরা পারি ॥
(কভু) নীরদবরণী, নৃমুণ্ডমালিনী, দনুজদলনা, ভয়ঙ্করী।
আবার তরুণ অরুণ, জিনিয়া বরণ, রণমাঝে হ'লে করীন্দ্রারি ॥
(কভু) যমুনা পুলিনে, মুরলী বদনে, রাধা রাধা ব'লে রাস বিহারী।
কভু সীতা সতী সঙ্গে, বনে ভ্রমি রঙ্গে, ছল ক'রে মেলে রক্ষ অরি ॥
মহামায়া ছলে, ভুলালে সকলে, কভু হ'লে পুরুষ কখন নারী।
ওমা একেতে সকল, দেখিয়া কেবল, ভুলেছেন ভোলা ত্রিপুরারি ॥
সংসার সাগরে যেতে হ'লে পারে, দুর্গানাম যে মা রয়েছে তরি।
ওমা ললিত এখন, না বুঝে কারণ, মায়া মোহ বশে এ সংসারী ॥ ১৯৩

প্রসাদি সুর।

কাজের শাসন দিনে রাতে।
ওমা সময় পাইনা খেতে শুতে ॥
আঁধার ঘরে দেখ্‌ছি ঘুরে, একলা প'ড়ে আছি তাতে।
ওমা সময় হ'লে ধ'র্‌বে কালে, তখন আমায় হবে যেতে ॥
বাড়ায় আশা ভাঙ্গতে বাসা, তবু নেসা বাড়ছে এতে।
ওমা দেখে খেলা পাঁচের ছলা, কেউ কি থাকবে পাতে পাতে
ফেলিস্ গোলে কর্ম্মফলে, কেবল এখন ঠকিয়ে দিতে।
ওমা আজ এ সময় কারও যে নয়, সব এতে সয় কোন মতে ॥

পরে পরে রাখছে ধ'রে, আপনাকে কেউ দেয়না ছুঁতে।
তাই ললিত ভোলা নিজের বেলা, মিলন কর্‌ছে সৎ অসতে ॥ ৭৯৪ ॥

প্রসাদি সুর।

একা নই মা সবাই ভোলা।
তাই ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে, বইছে জোরে কর্ম্ম নালা ॥
পরের তরে পাগল সেজে, গোল করি মা নিজের বেলা।
হেথা সকল আঁধার নাই কিছু সার, আছে পঞ্চভূতের খেলা ॥
মায়াতে যে অন্ধ সবাই, সংসারের এই প্রধান জ্বালা।
সব দেখে আপন বাড়্‌ছে স্বপন, আশায় প'ড়ে সব যে কালা ॥
এখন যত হচ্ছে শাসন, শেষে আবার তেম্নি ছলা।
আজ পরে পরে রাখ্‌লে ধ'রে, আপনি কি গাছ হয় মা ফলা ॥
দেখে এত বুঝব কত, মনের মত রইল তোলা।
ওমা ব'সে ব'সে ললিত কিসে, বাঁধবে দুর্গা নামের ভেলা ॥ ৭৯৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন হয়েছে ভবের ভোলা।
ওমা ব'সে ব'সে দেখছে কেবল, ধীরে ধীরে যাচ্ছে বেলা ॥
পাঁচের সঙ্গে পাঁচের মিলন, পাঁচে পাঁচে বাড়ছে খেলা।
ওমা ছাড়লে পাঁচে বেছে বেছে, দেখ্‌বে তখন পাঁচের মেলা ॥
তিনটে গুণে সবাই বাঁধা, তেম্নি তিনটে কাজের ঠেলা।
আবার তাদের মিলন হবে যখন, তখন ঘুচবে এ সব জ্বালা ॥
ঘরে ব'সে দেখ্‌ছে আঁধার, বাইরে আঁধার থাকতে বেলা।
ওমা কাটলে আঁধার কেউ নহে কার, এক ঘাটে সব লাগবে মেলা ॥
সবাই আপন হচ্ছে এখন, দেখিয়ে স্বপন কর্‌ছে ছলা।
মা তোর ললিত একা হ'ল বোকা, হারিয়ে দুর্গা নামের ভেলা ॥ ৭৯৬

প্রসাদি সুর।

ভয় ভেঙ্গেছে ভয়ে ভয়ে।
ওমা কর্ম্ম দেখে থাকি স'য়ে॥
দিনের কর্ম্ম দিনে করি, তবু আমি পড়ছি দায়ে।
শেষে পারের দিনে জেনে শুনে, কেউ কি আমায় নেবে নায়ে॥
পাঁচের কথায় থাকলে পরে, ঠকিয়ে দিচ্ছে সবাই গিয়ে।
আজ দেখে আপন কর্‌ছে যে জন, কি হবে মা তাকে নিয়ে॥
হেথা যেমন সেথাও তেমন, তবু এখন গেলাম ব'য়ে।
ওমা বুঝ্‌লে পরে পরে পরে, কে আর ঘোরে দুখী হ'য়ে॥
ললিত একা দুখী কেবল, বারেক মা তুই দেখনা চেয়ে।
ওমা দেখলে সকল বাড়বে যে বল, এক হ'য়ে যাই মায়ে পোয়ে॥ ৭৯৭॥

প্রসাদি সুর।

মন কি মাগো আবার ভোলে।
ওমা কর্ম্ম ফলের কর্ম্ম সকল, দেখতে পাচ্ছে ফলে ফুলে॥
আঁধার ঘরে চাঁদের উদয়, তবু আঁধার বাড়ছে কালে।
ওমা ভাবের তরে ঘুরে ফিরে, হারায় সকল সময় হ'লে॥
মায়ায় প'ড়ে সবাই আপন, ভুলেছে সব তাদের ছলে।
ওমা আপন দোষে হেথায় এসে, ঢুকেছে এই গণ্ডগোলে॥
কাকে ব'ল্‌ব কে শোনে মা, মনের মতন কাকেই মেলে।
ওমা কর্ম্ম যেমন হ'চ্ছে তেমন, ভুগে শেষ্‌ যে যাব চ'লে॥
কাজ দেখে কাজ বাড়লে এসে, দুঃখের ভাগী সবাই ম'লে।
তবু ললিত হেথা পেয়ে ব্যথা, দিন কাটায় মা দুর্গা ব'লে॥ ৭৯৮॥

প্রসাদি সুর

মনের মায়া থাকুক মনে।
ওমা আপ্‌নি কি তার কর্‌ব জেনে॥

মায়ার আধার সবাই এখন, শেষে সে সব থাক্‌বে কেনে।
দেখে কার্য্য কারণ ভুলবে যে জন, তাকেই যে মা সবাই টানে॥
মনে মনে বাড়্‌লে আশা, গোল বাধে সব দেখে শুনে।
শেষ্ লোভে প'ড়ে কর্ম্ম ছেড়ে, দিন কাটাচ্ছে গুণে গুণে॥
আপন দশা বুঝ্‌লে নিজে, কেউ কি এ সব জগৎ মানে।
ওমা ধর্ম্ম দেখে কর্ম্ম হ'লে, যে যার আপন নেবে চিনে॥
ললিত এসে রইল ব'সে, কর্‌বে কি মা এমন দিনে।
সে যে মনের দোষে হয়ে দুখী, বিদায় চাইছে মানে মানে॥ ৭৯৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন মাগো এই ছলনা।
ওমা সকল কালে অভয় পেলে, ব'সে করি দিন গণনা॥
ক'রে মায়া পুত্র জায়া, আপন ভেবে পাই যাতনা।
ওমা কর্ম্ম করি ঘুরি ফিরি, তবু এখন কেউ দেখেনা॥
মনের কথা বল্‌তে ব্যথা, নিত্য হেথা হয় তাড়না।
ওমা জন্ম হ'তে ভুগছি এতে, কিসে পূর্ণ হয় কামনা॥
শত শত দেখ্‌ছি যত, সে সব দেখে মন ভোলেনা।
ওমা কার্য্য কারণ বুঝ্‌লে এখন, মনের মতন হয় সাধনা॥
সাধের চরণ বিনা এখন, ললিতের এই মন বোঝেনা।
আজ কোথা কালি মুণ্ডমালী, দূর কর মা সব ভাবনা॥ ৮০০

প্রসাদি সুর।

সং সাজালি সংসারেতে।
ওমা সময় দিস্‌না খেতে শুতে॥
মায়াকে মা ক'রে মায়া, গোল বেধেছে আপনা হ'তে।
ওমা লাগিয়ে ধাঁধা দিলি বাধা, সূর্য্য দেখাস আঁধার রাতে॥

বল্‌তে গেলে সবাই হাঁসে, ঠকিয়ে দেয় মা যাতে তাতে ।
ওমা ভয় দেখে আজ ভয় বেড়েছে, অভয় দেনা আপনা হ'তে ॥
নিত্য নূতন দেখ্‌তে গেলে, মন যে আমার উঠ্‌ছে মেতে ।
আবার আস্‌ছে যারা তাদের ধারা, পার্‌বে কি মা দেখে নিতে ॥
ললিত এসে কর্ম্ম দোষে, রইল এখন এ ঘর পেতে ।
একবার মায়ে পোয়ে সমান হ'লে, আর কে ধ'রে রাখ্‌বে এতে ॥ ৮০১ ॥

মনরে এত খুঁজিস কারে ।
ওরে দেখ্‌না চেয়ে আপন ঘরে ॥
আদি অন্ত সমান হ'লে, কর্ম্ম থাক্‌বে পরে পরে ।
ওরে ভাঙ্গলে স্বপন পাবি আপন, এখন কেবল বেড়াস ঘুরে ॥
জন্ম গেল পাঁচের দায়ে, পরের বোঝা মাথায় ক'রে ।
ওরে সাধেতে বাদ বাড়্‌ল বিষাদ, ভুগিস্‌ মিছে পাঁচের তরে ॥
চ'কের দেখা দেখিস যত, পড়িস্‌ তত মায়ার ফেরে ।
ওরে দেখে রঙ্গ কর্‌না সঙ্গ, আপন কে তাই বুঝিয়ে দে রে ॥
সত্য তত্ত্ব নিত্য হ'লে, অনিত্য সব পালায় দূরে ।
তখন ললিত পাগল বাজিয়ে বগল, আপন ভাগ সে নেবে জোরে ॥ ৮০২ ॥

প্রসাদি সুর ।

হারিয়েছিস মন কাজের গোড়া ।
ওরে চারদিকে তোর মায়ার বেড়া ॥
তত্ত্ব খুঁজে মত্ত হলি, এম্নি রে তোর কপাল পোড়া ।
ওরে চ'কের সাম্নে আঁধার দেখে, কাজ ক'রে যাস সৃষ্টিছাড়া ॥
পরের ঘাড়ে দোষ দিয়ে তুই, অভাব দেখিস আগা গোড়া ।
আজ পাঁচের জন্য ঘুরে ফিরে, দিস্‌ কেন তুই কাজের নাড়া ॥

আসা যাওয়া কর্‌তে গেলে, হেথা সেথা সমান তাড়া।
তোর লক্ষ্য দেখে দুঃখ বাড়ে, ভাঙ্গলে মন কে দেবে যোড়া॥
দেখে শুনে ললিত কেবল, কাজের ভিতর পড়্‌ছে গাড়া।
ওরে শেষ্ কালেতে ভুলিয়ে এতে, যম দূতে তোয় মারবে কোড়া॥ ৮০৩॥

প্রসাদি সুর।

(মা) কি দেখেছি ব'লব কারে।
দেখে পুলকিত মন, ঝলসে নয়ন, আর কি এখন পাব তাঁরে॥
পলকে পলকে, দামিনী চমকে, ভূলোক আলোকে রয়েছে ঘেরে।
দেখি ভ্রমিয়া রঙ্গে, মায়ার সঙ্গে, স্বপন ভঙ্গে গিয়াছে স'রে॥
মনলোভা শোভা, অপরূপ প্রভা, বাড়াইয়া আভা ঘরেতে ঘোরে।
কভু দেখায়ে আঁধার, হয়ে নির্ব্বিকার, বিসময় ভার্ রয়েছে ধ'রে॥
দেখিল নয়ন, বুঝিল না মন, আপনি আপন পালায় দূরে।
লয়ে কর্ম্ম সূত্র গলে, সদা সবে ভোলে, কাল যে অকালে সকলি হরে॥
আসিলে ভুলাতে, এ দীন ললিতে, সে কি তা বুঝিতে আপনি পারে।
মাগো লোভে প'ড়ে আশা, হ'ল কর্ম্মনাশা, ভেবে নিজ দশা ভয়েতে মরে॥ ৮০৪॥

প্রসাদি সুর।

ভয় করে মা ভাবের ভয়ে।
ওমা দিন গেল যে দিনের দায়ে॥
সংসারেতে এসে কেবল, পরে পরে বেড়াই স'য়ে।
ওমা কর্ম্ম যেমন হচ্ছে তেমন, তাই দেখে যে গেলাম বয়ে॥
ভয় খেলে মা অভয় দিবি, ছেলের দায় যে দেখ্‌বে মায়ে।
ওমা পরের কথা ভাবুক পরে, আমায় কেন জড়ান্ নিয়ে॥

মনে মনে ভেবে কত, তোর দিকে মা আছি চেয়ে।
তবু অভাব সদা দেখ্‌ছি কেবল, আপনার মাথা আপনি খেয়ে॥
সবাই হেথা কাজের পাগল, শেষেতে ফল পাবে গিয়ে।
ওমা তখন কি কেউ আপন হয়ে, তোর ললিতকে নেবে নায়ে॥ ৮০৫

প্রসাদি সুর।

ওমা কেমন মা তুই কে জানে।
কেন এত দুঃখ দিতে পারিস, ভাবিস নাকি আপন মনে॥
কর্ম্মে বাধ্য ক'রে হেথা, ধর্ম্ম রাখিস সংগোপনে।
ওমা মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, ঘুরিয়ে ফেলিস মায়ার টানে॥
কর্ম্ম জ্ঞানে ধর্ম্ম রাশি, দ্বেষাদ্বিষী দেখে শুনে।
কেবল দেখিয়ে স্বপন কার্য্য কারণ, এই শিখালি এমন দিনে॥
কাঁদ্‌লে ছেলে তুল্‌বি কোলে, কর্ম্ম ফল সব দেখ্‌বি কেনে।
ওমা ক'রে যতন কর্‌বি আপন, তবেই মা তোয় থাক্‌ব মেনে॥
সামে আঁধার নাই পারাপার, লক্ষ্য কেবল তুচ্ছ ধনে।
মা সেই শিবের উক্তি ভেবে শক্তি, তর্‌বে ললিত নামের গুণে॥ ৮০৬॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌নারে মন কপাট খুলে।
সেথা কি তোর আছে কি ধন মেলে॥
আঁধার হ'ল হেথা সেথা, মনের মত রাখ্‌লি তুলে।
ওরে একা এলি একা যাবি, তবু মিছে পড়িস গোলে॥
প্রধান হ'ল রিপু ছটা, ঘুর্‌ছে তারা আপন বলে।
একবার দুর্গা ব'লে ডাকনারে মন, ত'রে যাবি অবহেলে॥
মায়ার খেলা দেখ্‌বি মেলা, ভয় খেলে আজ মর্‌বি জ্ব'লে।
ওরে যখন যেমন তখন তেমন, চ'ক্ বুজে তুই যানা চ'লে॥

মরিস্ খেটে বেড়াস্ ছুটে, ভুলিস্ জুটে পাঁচের ছলে।
তাই করতে বিহিত বল্‌ছে ললিত, যাই চ না সেই মায়ের কোলে॥ ৮০৭॥

প্রসাদি সুর।

মন মেতেছিস অহঙ্কারে।
তাই ভুলে তত্ত্ব হ'লি মত্ত, সত্য কথা বল্‌বি কারে॥
দিনের কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝে বেড়াস ঘুরে।
হয়ে কাজের কসা ফলের আশা, নেশার ঘোরে সবাই ধরে॥
পাস্ রে ব্যথা হেথা সেথা, কথায় কথা নিস্ যে সেরে।
যারা সেজে আপন দেখ্‌ছে এখন, শেষে শাসন তারাই করে॥
ঘুরিস্ যত দেখিস্ তত, মনের মত হ'চ্ছে পরে।
ক্রমে বেড়েছে ঋণ ক'রেছে ক্ষীণ, তবু এ দিন কাটাস্ জোরে॥
ললিত একা নয় রে বোকা, ধোঁকা মিছে দেখিস ঘরে।
ওরে দুর্গা ব'লে কাল কাটালে, হেলায় সকল যাবি ত'রে॥ ৮০৮॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌রে কালী দুর্গা ব'লে।
একবার মনের কপাট দেনা খুলে॥
আস্‌বার কালে হ'লি নূতন, নূতন হ'তে যাবি চ'লে।
ওরে কর্ম্ম ধর্ম্ম মিলন ক'রে, নূতন দেখ্‌বি কালে কালে॥
ভাব ল'য়ে তুই অভাব দেখিস, ভাবিস কত মনের ভুলে।
ওরে আপনি যেমন পরও তেমন, ভয় কি হেথা পাঁচের ছলে॥
আপনার ব'লে টান্‌তে গেলে, নিত্য এসে মর্‌বি জ্ব'লে।
ওরে ভাঙ্গলে স্বপন দেখ্‌বি তখন, সমান হবে জলে স্থলে॥
কার দোষে কে হচ্ছে দায়ী, মনে মনে দেয় কে ব'লে।
ওরে দুর্গা ব'লে তর্‌বে ললিত, কর্ম্ম সকল রাখ্‌বে তুলে॥ ৮০৯॥

প্রসাদি সুর।

মন কি কারও কথা শোনে।
সে ভাব্‌ছে যেমন কর্‌ছে তেমন, দেখ্‌ছে স্বপন মনে মনে ॥
দিন গণে আজ দিনের তরে, ভাবনা সকল ভাব্‌বে কেনে।
যার ঘরে আঁধার বাইরে কি তার, বিকার বাড়্‌ছে দেখে শুনে ॥
কর্ম্ম দেখে ধর্ম্ম ক'রে, লাভের আশায় ঘুর্‌ছে জেনে।
আবার বাড়্‌লে বিকার খাট্‌ছে বেগার, হয় কেবা তার এমন দিনে ॥
একা এসে একা যাবে, লক্ষ্য কেন পরের ধনে।
তবু সময় হ'লে কর্ম্ম ফলে, বস্‌বে কালে ঘরের কোণে ॥
রিপু ছটা প্রধান ঠেঁটা, বাধায় লেঠা হেথায় এনে।
ওরে বুঝ্‌লে সেটা থাক্‌বে কটা, ললিত কি আর জ্বল্‌ত প্রাণে ॥ ৮১০

প্রসাদি সুর।

মন বলরে তারা তারা।
এম্নি আদর ক'রে ডাকবে তাঁরে, চক্ষে যেন বহে ধারা ॥
জগৎ মিছে দেখ্‌লে বুঝে, ভেবে ভেবে হয় কে সারা।
কেন কর্ম্মে নেশা ধর্ম্মে আশা, সেটার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কারা ॥
মায়ার কথা বলতে ব্যথা, দিনে দিনে বাড়্‌ছে ঘেরা।
ও মন ঘরে বাইরে দেখ্‌বে আঁধার, মত্ত হয়ে বেড়ায় যারা ॥
কর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ হয়ে, যত কর্‌বে ঘোরা ফেরা।
আজ আপনা হ'তে ততই এতে, হারাবে যে নয়ন তারা ॥
সংসারেতে ললিত এসে, কত রকম দেখ্‌ছে ধারা।
মন দীনের শাসন কর্‌তে এখন, মা হয়েছেন নিরাকারা ॥ ৮১১ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের আঁধার কেউ দেখেনা।
হেথা বাড়্‌লে নেশা আপন দশা, কে যে কোথা তাও বোঝে না ॥

কর্ম্ম ক'রে ঘুরে ফিরে, পরে পরে মন ভোলেনা।
তবু ফলের আশায় কাজ করে সব, লাভের বেলা কেউ ভাবেনা॥
দিনের বেলা চোরের মেলা, খেলা ভাঙ্গলে কেউ থাকেনা।
শেষে দিন ফুরালে যাচ্ছে চ'লে, ভুলেও কিন্তু কেউ ফেরেনা॥
কাজের দায়ে সকল স'য়ে, ভয়ে করে দিন গণনা।
ক্রমে ধীরে ধীরে যাচ্ছে যে দিন, সেটাও ভাব্‌তে কেউ জানেনা॥
ঘরেও যেমন বাইরে তেমন, এখন হেথা এই ছলনা।
তাই ললিত এসে দেখ্‌ছে ব'সে, শেষের কর্ম্ম শব সাধনা॥ ৮১২॥

প্রসাদি সুর।

আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলে।
মন বুঝ্‌বি কি তায় কথার ছলে॥
কর্ম্ম ক'রে মর্ম্ম ব্যথা, দিন গেলে দিন থাকিস ভুলে।
ওরে দেখ্‌বি যত ভুলবি তত, মনের মত কি আর মেলে॥
দেখে আঁধার বাড়্‌ছে বিকার, বেগার কত খাটিস্ কালে।
সেটা বুঝ্‌বি যে দিন যাবে এ ঋণ, দিন পেয়ে কি রইলি ভুলে॥
একা এলি একা যাবি, সঙ্গী পেয়ে কে আর চলে।
ওরে লাভের জন্য করিস মান্য, দৈন্য হ'লে পড়্‌বি গোলে॥
ললিত একা হস্‌না বোকা, সমান দেখ্‌না জলে স্থলে।
একবার ছেড়ে আশা ভবের নেশা, দিন কাটানা দুর্গা ব'লে॥ ৮১৩॥

প্রসাদি সুর।

তোর জোরে মা সকল করি।
নইলে কাজের আমি কি ধার ধারি॥
পরে পরে মিলন হ'লে, তাদের জন্য ঘুরি ফিরি।
ওমা গেলে বেলা হয়ে ভোলা, করি আবার কতই জারি

মনের কথা রইল মনে, একা কি মা বুঝতে পারি।
তবু পেলে শক্তি চাই মা মুক্তি, ভক্তির বেলা সবাই হারি॥
আশার আশায় পড়্‌বে যে জন, দেখ্‌তে গেলে সে রোজগারি।
ওমা কর্ম্ম ক'রে পরের তরে, বাড়্‌ছে মিছে এ ঝকমারি॥
ব'সে ব'সে ভাবছি কেবল, কিসে ভব সাগর তরি।
কেন আঁধার ঘরে ললিত ঘোরে, হয়ে মা তোর আজ্ঞাকারী॥ ৮১৪॥

প্রসাদি সুর।

সকল কথা বলি কারে।
হেথা কেউ কারও নয় আঁধার ঘরে॥
মনের এখন সাহস বেশী, কর্ম্ম করে আপন জোরে।
আবার পর্‌কে পেয়ে হচ্ছে সুখী, সাধ ক'রে সব বেড়ায় ঘুরে॥
কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য কেবল, দুঃখ কি আর আস্‌তে পারে।
দেখি নিজের অভাব হ'লে এখন, পূর্ণ সেটা কর্‌ছে ধারে॥
সময় গেলে সবাই মেলে, দুখী হয় সব্‌ কাজের তরে।
তবু নিজের বেলা হয়ে ভোলা, দিন কাটাচ্ছে পরে পরে॥
কে কার এখন বুঝতে গেলে, সবাই যে মা দাঁড়ায় স'রে।
কেন চক্ষে দেখে সবাই ঝোঁকে, বুঝ্‌বে ললিত কেমন ক'রে॥ ৮১৫॥

প্রসাদি সুর

তারা তারা বল্‌না মনে।
আর ভাবিস্‌ কেন এমন দিনে॥
কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য ছেড়ে, বস্‌না গিয়ে ঘরের কোণে।
ওরে থাকলে মায়া জল্‌বে কায়া, দয়া কর্‌ না দেখে শুনে॥
লাভের আশায় কাজ বাড়ালি, চেয়ে আছিস পথের পানে।
ওরে এ দিন গেলে ফেল্‌বে গোলে, এ কথা আজ কে না জানে॥
ধর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম করিস, ওজন ক'রে দেখিস কেনে।
ওরে দেখ্‌লে এখন কার্য্য কারণ, পথ যে আপন ধর্‌বি চিনে॥

মায়া ক'রে বেড়াস যদি, ভ্রান্ত হবি কর্ম্মগুণে।
হেথা সকল ফাঁকী বুঝবি বা কি, নাম মাহাত্ম্য ললিত মানে॥ ৮১৬॥

প্রসাদি সুর।

(ওমা) শ্যামা শিবে শুভঙ্করি।
তুমি ভক্তি ভুক্তি মুক্তি দাত্রী, চেনেন তোমায় ত্রিপুরারি॥
(মাগো) অনলে বিজলী, দেখে সদা ভুলি, ভাবি যে সকলি ভয়ঙ্করী।
কভু হৃদয় আলোকে, পাইলে তোমাকে, মন যে পুলকে ভাসিছে হেরি॥
(মাগো) হেরিলে আঁধার, বাড়িছে বিকার, দেখি কেবা কার কাহাকে ধরি।
কভু আশা বেড়ে মনে, বদ্ধ করে ঋণে, দিনে দিনে কর্ম্ম কত মা করি॥
(মাগো) নিজ কর্ম্ম দোষে, ষড় রিপু এসে, কর্ম্মফল শেষে করিছে চুরি।
কভু মায়াতে মোহিত, হইয়া সতত, ভুলে হিতাহিত জগতে ঘুরি॥
(মাগো) যা আছে জগতে, সকলি তোমাতে, বাসনা হেরিতে নয়ন ভরি।
যেন কর্ম্ম ফল ভুলে, দুর্গা দুর্গা ব'লে, থাকে মা ললিত আজ্ঞাকারী॥ ৮১৭॥

—— ——

প্রসাদি সুর।

ভয় কি মাগো সংসারেতে।
যদি লক্ষ্য রাখিস খেতে শুতে॥

ধীরে ধীরে দিন গেল মা, ভয় করি না আমি তাতে।
ওমা আজও যেমন কালও তেমন, সময় হ'লেই হবে যেতে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে যত, আস্‌ছে সে সব কর্ম্ম হ'তে।
শেষে ফলের ভাগী হ'তে গেলে, নিত্য হয় মা দুঃখ পেতে॥
মায়া হ'তে আশা বেড়ে, পারে সকল ভুলিয়ে দিতে।
ওমা মহামায়া হয়ে কি তুই, আঁধার দেখাস্ দিনে রাতে॥
কর্ম্ম সূত্র ধর্‌তে গেলে, সব উড়ে যায় একটা বাতে।
ওমা ললিতকে তোর ভোগাস যদি, মন যে আপনি উঠ্‌বে মেতে॥ ৮১৮॥

প্রসাদি সুর।

মনের মায়া সংসারেতে।
তাই সময় পায়না খেতে শুতে॥
মায়ার বশে প'ড়ে এখন, অভাব বাড়্‌ছে যাতে তাতে।
ওমা ভাব পেলে কি ভাবে ব'সে, তাও পারে কে বুঝিয়ে দিতে॥
জ্ঞানী হয়ে অজ্ঞান হ'লে, গোল বাধে তায় সাম্‌লে নিতে।
ওমা সব দিকে গোল হয় যদি আজ, মিলিয়ে দেখ্‌ব কাতে কাতে॥
আপন ভেবে যতন ক'রে, রতন খুঁজে বেড়াই যাতে।
ওমা সেটাও আবার ঠকিয়ে দিয়ে, পারে কেবল মাথা খেতে॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, সমান ব্যাভার হচ্ছে এতে।
ওমা লাভের মধ্যে এই দেখি আজ, ঘোর ভাঙ্গেনা দিনে রাতে॥ ৮১৯॥

প্রসাদি সুর।

ঘুম ভেঙ্গে কি উঠ্‌বে শিবে।
ওমা দীনের দিন যে ফুরিয়ে গেল, কত কাল আর মর্‌ব ভেবে॥
দ্বেষাদ্বিষী ভুলিয়ে দিয়ে, সমান ক'রে দেখাও সবে।
ওমা একেতে সব মিলন হ'লে, মনের মতন সকল হবে॥
আপনার মনে আপন জেনে, দেখে শুনে নেব কবে।
ওমা ঘরে ঘরে ঘুর্‌তে গেলে, তাতেই দিন যে ফুরিয়ে যাবে॥
অজ্ঞানেতে থাক্‌লে সদাই, জ্ঞানকে কে আর সহায় পাবে।
ওমা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ফাঁকী, রিপু ছটায় সকল নেবে॥
ললিত বলে কে কার এখন, সেইটী কে মা বুঝিয়ে দেবে।
ওমা কাজের দায়ে কাজ হারিয়ে, কাজেকাজেই মাথা খাবে॥ ৮২০॥

প্রসাদি সুর।

সার ভেবেছি এবার জেনে।
ওমা যত গোল এই মনে মনে॥

আপন দশা আপনি এ মন, সময় মত বুঝ্‌বে কেনে।
ওমা জাগা ঘরে হচ্ছে চুরী, তাই বাঁধা আজ পাঁচের ঋণে॥
পাঁচাপাঁচি থাক্‌লে পরে, একটা ব'লে কেউ কি মানে।
ওমা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, কোন্‌টা যে কি সবাই জানে॥
একে একে দিনে দিনে, আপনার এ দিন দেখ্‌ছি গুণে।
তবু এম্নি দশা ভাসা ভাসা, বাড়্‌ছে নেশা দেখে শুনে॥
ললিত একা বল্‌বে কত, তুই বিনা মা কে তায় চেনে।
ওমা সবাই এখন কর্‌লে শাসন, থাক্‌বে ব'সে ঘরের কোণে॥ ৮২১॥

প্রসাদি সুর।

স্বপন ভেঙ্গে মা কতই হাঁসি।
এম্নি খেলেছিস তুই সর্ব্বনাশি॥
কর্ম্ম সূত্রে বেঁধে সকল, বাড়িয়ে দিলি দ্বেষাদ্বিষী।
ওমা মনে মনে জেনে শুনে, কর্‌লি আপনি মেশামিশি॥
কাজে কাজে কাজ বাড়িয়ে, সকল দিকে কর্‌লি দূষী।
ওমা আমার দশা দেখে এখন, আপনি কি তুই হস্‌রে খুসী॥
একে একে মিলন ক'রে, যদি আমি ভাব্‌তে বসি।
তখন সকল ব্যক্ত যুক্ত হয়ে, মুক্ত থাকে এলোকেশী॥
আপন ভেবে যতন ক'রে, ধর্‌তে যাই মা দিবানিশি।
কবে তোর ললিতের ভাঙ্গবে এ ঘোর, দূর হবে তার কর্ম্মরাশি॥ ৮২২॥

প্রসাদি সুর।

নেংটা মেয়ে দেখ্‌বি কেটা।
আহা মরি কি ঐ রূপের ছটা॥
পায়ে মহাকাল, আছে চিরকাল, কাল পেয়ে কাল বাধায় লেটা
ঐ মেয়ের চরণ, পায় যে এখন, ঘুচ্‌বে তার এ সাধের খোঁটা॥

বর ও অভয়, ডান করে রয়, বামেতে ঐ অসি মুণ্ড কাটা।
ঐ নরমুণ্ড হার, গলে আছে তাঁর, মাথায় দেখ কি জটার ঘটা ॥
করে ধ'রে সবে, কাটিছে দানবে, কাহাকেও দেখি রাখে না গোটা।
তাই কাঁপে মরামর, সকলে কাতর, পালায় মনের রিপু ছটা ॥
জগতে প্রকাশ, যে হবে নিরাশ, সেই হবে ঐ মায়ের বেটা।
নইলে যতদিন আশা, তত বাড়ে নেশা, ললিত এই যে বুঝেছে মোটা ॥ ৮২৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কুরু মে কৃপা কাল বারিণি।
তুমি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী ॥

মাগো তুমি এ জগতে, জগৎ তোমাতে, সেটা কে বুঝিতে পারে ঈশানি।
তুমি পূর্ণ মহামায়া, কর সবে দয়া, ভেদাভেদ তাহে নাহি তারিণি ॥
কামনা আসক্তি, ভয়েতে যে ভক্তি, ব্যক্তি গত সেটা দেখি শিবানি।
মাগো মায়াতে সংসার, তা হ'তে বিকার, আপনার কেবা ভব ভামিনি ॥
সকল ব্রহ্মাণ্ড, তোমারই যে কাণ্ড, অণ্ড হ'তে ব্রহ্ম তুমি জননি।
মাগো কার্য্য ও কারণ, তুমি যে এখন, ত্রাণ কর দীনে হরমোহিনি ॥
প'ড়ে এ বিপাকে, ডাকি মা তোমাকে, কোথা গো কালিকে কাল নাশিনি।
দেখে সম্মুখে সাগর, হয়েছি কাতর, দাও মা ললিতে পদতরণী ॥ ৮২৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভাবরে পরম কারণ।
যে সেই সর্ব্বরূপা বামা, রূপে নিরুপমা,
হৃদয়েতে তাঁরে কর দরশন ॥
ভক্তি মুক্তি দাত্রী, পরমা প্রকৃতি, কার্য্য কালে নিতি কর রে স্মরণ।
ছেড়ে অনন্ত বাসনা, ভাব শবাসনা, সতত কামনা কর শ্রীচরণ ॥
ভয়েতে যে ভক্তি, তাতে নাহি মুক্তি, সর্ব্ব শাস্ত্রে উক্তি আছেরে এমন।
সবে মায়া তেয়াগিয়া, আপন ভাবিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া থাকরে এখন ॥

আশা হ'তে মোহ, জীর্ণ করে দেহ, থাকে না যে কেহ শেষেতে আপন।
হবে শক্তির সঞ্চার, হ'লে নির্ব্বিকার, কেবা আপনার বুঝিবে তখন॥
কেন এ তাড়না, মনেতে ভাবনা, ললিত কামনা কর অকারণ।
আজ না গেলে সংশয়, কিসে যাবে ভয়, শেষে তাই হয় শমন শাসন॥ ৮২৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কার খেলাতে জগৎ ভোলা।
সেটা বুঝলে কে মা হয় গো কালা॥
কর্ম্ম সূত্রে ঘোরায় যাকে, ধীরেতে তার যাচ্ছে বেলা।
আবার ঘুরে ফিরে পরে পরে, সদাই সে যে খাচ্ছে ঠেলা॥
এ সব শাসন কিসের কারণ, মায়ায় বাঁধা এখন গলা।
শেষে আপন পর কে দেখ্তে গেলে, মনে মনে বাড়্ছে জ্বালা॥
কালে কালে দিন ফুরালে, ফুরিয়ে যাবে ভবের খেলা।
তখন এক ঘাটেতে আপনা হ'তে, সবাই গিয়ে লাগ্বে মেলা॥
কর্ম্ম ফলের আশায় কেবল, আমার সকল রইল তোলা।
নইলে ক'রে বিহিত দেখ্ত ললিত, সকল পথ যে সমান খোলা॥ ৮২৬॥

প্রসাদি সুর।

মন কি ভোলে চাঁদের মালা।
যেটা দেখেছে সে থাকৃতে বেলা॥
ঘরে বাইরে চার দিকে সে, দেখ্ছে পঞ্চভূতের খেলা।
ওরে তাতে গিয়ে লক্ষ্য হ'লে, ভ্রম যে আপনি বাড়্বে মেলা॥
দেখে শুনে ঘুর্তে হ'লে, আপনি সাজ্তে হবে কালা।
আবার ঘরে বাইরে সমান হ'লে, থাকৃতে পায়না এসব জ্বালা॥
ঘরে আছে নটা দোয়ার, চিরদিন তার কপাট খোলা।
আজ তার ভিতরে আত্মারাম, সদাই একা আছেন তোলা॥

আপন ভেবে চাঁদের আলোয়, কি যে সেটা দেখ্‌না ভোলা।
ওরে বুঝ্‌লে এখন ঘুচবে শাসন, যমকে ললিত দেখায় কলা॥ ৮২৭॥

প্রসাদি সুর।

রক্ষা কর্ মা এ সঙ্কটে।
ওমা মায়ার ধাঁধা দিচ্ছে বাধা, মন যে বাঁধা ঘটে পটে॥
জ্ঞানের উদয় কৈ মাগো হয়, ভ্রমে পড়্‌লে ধর্‌ছে জটে।
আবার কর্ম্মগুণে পরের ঋণে, চল্‌তে গেলে কাঁটা ফোটে॥
আশার আশা দেখে কসা, নেশা আমার যাচ্ছে ছুটে।
ওমা দেখ্‌লে আঁধার বাড়্‌ছে বিকার, মন যে ছুটছে হাটে ঘাটে॥
ক'রে খেলা যাচ্ছে বেলা, হ'লাম ভোলা সঙ্গী জুটে।
আবার রিপু ছটা প্রধান ঠেঁটা, কর্ম্মফল সব নিচ্ছে লুটে॥
ললিতকে আজ সাজিয়ে যে সাজ, বেঁধেছিস্ মা আটে কাটে।
আজ তারই ফলে পড়্‌ছে গোলে, নইলে কি মা বেড়ায় খেটে॥ ৮২৮॥

প্রসাদি সুর।

মন যাবি কি গয়া কাশী।
ওরে কেন সদাই ভাবিস্ বসি॥
তীর্থে গমন দেব দরশন, কার্য্য কারণ মেশামিশি।
ওরে তাতেই ভক্তি তাতেই মুক্তি, তাতেই যে কৈবল্য রাশি॥
বুঝে মর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম, ফলের তরে সব উদাসী।
থেকে আপন জোরে ঘরে পরে, বাড়্‌ছে কেবল দ্বেষাদ্বিষী॥
আঁধার ঘরে অন্ধ হয়ে, বেড়াস ঘুরে দিবা নিশি।
ওরে তত্ত্ব দেখে মত্ত হ'লে, নিত্য বাড়্‌বে হাঁসি খুসী॥
ধর্ম্ম কেবল কর্ম্ম সূত্র, বুঝে হ'স্ তার অভিলাষী।
ললিত মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, দেখ্‌না হৃদে এলোকেশী॥ ৮২৯॥

প্রসাদি সুর।

শ্যামা শিব মনমোহিনী।
ওমা অজ্ঞানেতে জ্ঞান দায়িনী॥
মানস আসনে, এস ত্রিনয়নে, মনে মনে বারেক দেখি ঈশানি।
তুমি বিশ্বরূপা বামা, শিবে হররমা, দুর্গতি হর মা দীন জননি॥
শয়নে স্বপনে, কিম্বা জাগরণে, ভাবি সদা মনে পদ দুখানি।
ওমা দেখে এ সংসার, লয়ে কর্ম্মভার, হবেনা নিস্তার তাহে তারিণি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, অসার জগতে, পড়েছি বিপথে নিজে শিবানি।
এসে দেখিলে সকল, পাই মনে বল, দুর্ব্বলের বল তুমি জননি॥
ললিত কাতর, সভয় অন্তর, ডাকে নিরন্তর ভব ভামিনি।
যেন অন্তকাল এলে, তুলে নিও কোলে, থেকনা মা ভুলে কালবারিণি॥ ৮৩০॥

প্রসাদি সুর।

সম্পদে মা আপদ বাড়ে।
সদা ভূতের বোঝা উঠ্‌ছে ঘাড়ে॥
দয়া হ'লে মায়া আসে, মন গিয়ে তায় ধর্‌ছে তেড়ে।
অম্নি কর্ম্ম সূত্রে বেঁধে জীবে, আপন ধনটী নিচ্ছে কেড়ে॥
কর্ম্মকে আজ ধর্ম্ম ভেবে, লক্ষ্য ফেলে বেড়াই ঘুরে।
কিন্তু শেষের দিনে সব যাবে মা, কর্ম্মফলও থাকবে প'ড়ে॥
আশার আশায় পাঁচে এখন, পাঁচকে আপন কর্‌ছে ধ'রে।
তার দিন ফুরালে সবাই ভোলে, আপনি যে সব পালায় ছেড়ে॥
শ্রীপদ সাধন বুঝবে যে জন, কে তায় এখন বাঁধ্‌তে পারে।
নইলে ভোগে শোকে সবাই ডোবে, দেখ্‌ছে ললিত জগৎ জুড়ে॥ ৮৩১॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামে সবাই ভোলা।
ওমা কাজ দেখে সব সাজ্‌ল কালা॥

কালের শাসন বাড়্‌বে যখন, তখন ঘাটে লাগ্‌বে মেলা।
শেষে দেখ্‌বে আঁধার নাই পারাপার, থাক্‌বে দূরে পারের ভেলা॥
কর্ম্ম ক'রে ঘুরে ফিরে, দেখ্‌ছে আপনি যাচ্ছে বেলা।
ওমা শেষের দিনে দেখবে গুণে, ফলগুলি সব আছে তোলা॥
কামনাতে কর্ম্মবাড়ে, বাঁধা পড়্‌ছে সাধের গলা।
তবু ধর্‌তে ছুঁতে কেউ থাকেনা, এই হ'ল মা মায়ার খেলা॥
ললিত বল্‌লে কেউ বোঝেনা, এইটী যে মা প্রাণের জ্বালা।
একবার সাধ ক'রে এই আঁধার ঘরে, দেখিয়ে দে মা চাঁদের মালা॥ ৮৩২॥

প্রসাদি সুর।

(মা) তুই হারিস্‌ কি আমি হারি।
একবার দেখ্‌ব কার কি বাহাদুরী॥

সময় পেলে সকল ভুলে, আপনা হ'তে করিস জারি।
আবার দেখিয়ে কর্ম্ম বোঝাস্‌ ধর্ম্ম, তার আমি আজ কি ধার ধারি॥
কর্‌বি শাসন দেখিয়ে কারণ, নইলে এখন কিসে তরি।
হেথা আশায় প'ড়ে পর্‌কে ধ'রে, সাধের কাজল চক্ষে পরি॥
মনের মায়া রইল মনে, সেইটী আমার বিপদ ভারি।
বলে কাট্‌ব বিষাদ পুরাব সাধ, থাক্‌ব মা তোর আজ্ঞাকারী॥
কার্য্য কারণ ভুলে এখন, ধর্‌ব রতন যতন করি।
মা তোর ললিত পাগল বাজিয়ে বগল, দেখ্‌বে কার শেষ্‌ জারি জুরি॥ ৮৩৩

প্রসাদি সুর।

মন কি মিছে বাধা মানে।
আর বুঝিয়ে দে মা আপন জেনে॥

মায়াতে আজ ভোলাস্‌ যত, ততই বাড়্‌ছে দিনে দিনে।
ওমা এসব শাসন হয় অকারণ, সবাই আপন দেখ্‌ছি জ্ঞানে॥

পঞ্চভূতকে প্রভেদ ক'রে, গোল যে সদাই হচ্ছে মনে।
শেষে পাঁচ ভেঙ্গে এক হবে যখন, তখন এ গোল থাক্‌বে কেনে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বটে, প'ড়ে সেটা থাকুক কোণে।
ওমা ফলের ভাগী হবে যোগী, সমান যে সব দেখ্‌বে জ্ঞানে॥
ভয় দেখালে ভক্তি বাড়ে, কর্ম্ম সূত্র অম্নি টানে।
আজ দুর্গা নামে মত্ত যে জন, সে কি চায় মা তুচ্ছ ধনে॥
আশার আশায় প'ড়ে এখন, ললিত পাগল দেখে শুনে।
একবার আপন ভেবে যতন ক'রে, শান্তি দেমা কঠিন প্রাণে॥ ৮৩৪॥

প্রসাদি সুর।

ভবের খেলা বুঝব কত।
ওমা ধীরে ধীরে আসছে যে দিন, কাজেতে তাও হচ্ছে গত॥
মন যে আমার সদাই হ'ল, মায়া মোহর অনুগত।
তার স্রোত ও তুফান চল্‌ছে উজান, মিল্‌ছে তাতে শত শত॥
চ'কের দেখা দেখ্‌ছি যাদের, কেউ তাদের নয় মনের মত।
শেষে দেখে আঁধার কে হবে কার, একা ব'সে ভাবছি যত॥
সং সেজে এই সংসারেতে, ধরাধরি অবিরত।
ওমা এত শাসন দেখে এখন, মন কি হয় মমতা যুত॥
চিরদিন যে কাট্‌ল ভয়ে, হয়ে মা তোর পদাশ্রিত।
একবার ললিত কে তোর দেখে নিয়ে, কোলে কর্‌না আপন
সুত॥ ৮৩৫॥

প্রসাদি সুর।

এক হ'তে কেউ দুই পাবেনা।
কিন্তু তিনের কাছে সকল আছে, মিলিয়ে নিলে হয় গণনা॥

পাঁচে পাঁচে মিলন হ'লে, একের বাড়ে সব সাধনা।
আবার পাঁচ হ'তে এক একেতে পাঁচ, মন কি বুঝ্‌তে তাও পারনা॥
লক্ষ্য করে একের দিকে, পাঁচকে ধর্‌লে হয় তাড়না।
তার চার্‌টে ছেড়ে এক ধরে যেই, তার ঘুচে যায় সব্ যাতনা॥
পাঁচে আছে যে সব কথা, জগৎ জুড়ে তার ভাবনা।
মন পরের তত্ত্বে মত্ত কেন, আপন ধ'রে কাল কাটানা॥
ললিত কি আর বুঝ্‌তে জানে, দেখলে বাড়ে ছার কামনা।
আজ পক্ষাপক্ষ ছেড়ে কেবল, মুখ্য ধনে মন মাতনা॥ ৮৩৬॥

প্রসাদি সুর।

লুকিয়ে কোলে কর্‌বি কেনে।
ওমা সাম্নে এলে আপন ছেলে, কোলে উঠবে দেখে শুনে॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে পরে, মা কি থাকে ঘরের কোণে।
দেখি তোর নিয়ম যে সৃষ্টি ছাড়া, তাই এলি মা সঙ্গোপনে॥
ধ'রলে পরে ঘুমের ঘোরে, কি ক'রে মা থাকবে মনে।
ওমা তাতে কেবল ভ্রম যে বাড়ে, ঠকিয়ে কি দেয় এমন দিনে॥
ভোলাস যত ভুল্‌ব তত, মন যে মত্ত একের বিনে।
তবু থাক্‌তে কায়া ছেড়ে মায়া, লক্ষ্য রাখ্‌ব নিত্য ধনে॥
সাম্নে এসে বস্‌বি কাছে, ভিক্ষা এই মা রইল মনে।
কেবল চ'কের দেখা দেখে ললিত, বসতে চায় মা তোর চরণে॥ ৮৩৭॥

প্রসাদি সুর।

এক দিনে কি এ মন ভোলে।
ওমা চিরদিন যে মর্‌ছি জ্ব'লে॥

আশার সুসার কর্‌তে গিয়ে, দিনে দিনে পড়্‌ছি গোলে।
ওমা আপন জ্ঞানে স্বপন দেখে, লক্ষ্য কেবল কর্ম্ম ফলে॥
পরে পরে মায়া বেশী, এই কথা যে সবাই বলে।
তাই অভাব দেখে ভ্রান্ত সবাই, ঠক্‌ছে ব'সে পাঁচের ছলে॥
দুঃখ দিলে সুখ বাড়ে মা, কথা আছে কালে কালে।
তবে আপনা হ'তে ভেবে কেন, পড্‌ছি বাঁধা মায়ার জালে॥
ঘুমের ঘোরে এসে এবার ঠকিয়ে দিয়ে কর্‌লি কোলে।
এখন সাম্নে এসে কাছে ব'সে, ললিতকে তোর নেনা তুলে॥ ৮৩৮॥

প্রসাদি সুর।

এই দয়া কি থাক্‌বে শেষে।
মাগো কার্য্য কারণ দেখে তখন, কোলে কি তুই কর্‌বি হেঁসে॥
দিনের বেলা দেখে খেলা, সেজে ভোলা ভাব্‌ছি ব'সে।
মাগো নাই কিছু ভাব সব যে অভাব, স্বভাব গেল কর্ম্ম দোষে॥
এমন দিনে দেখে শুনে, কর্‌বি কি মা কাজের নিসে।
ওমা পেলে অভয় সব দিকে সয়, হয় কি তা নয় দেখ্‌না এসে॥
বল্‌তে গেলে যাই যে ভুলে, এমন গোলে ফেল্‌লি কিসে।
ওমা দেখ্‌ছি কেবল সাজিয়ে পাগল, বিষের বাতি জালিস্‌ বিষে॥
মনের কথা বল্‌তে ব্যথা, ললিত হেথা যায় যে ভেসে।
নইলে মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, মন হ'তনা সর্ব্বনেশে॥ ৮৩৯॥

প্রসাদি সুর।

এমন দিন কি আমার হবে।
মন যতন ক'রে রতন পেয়ে, আমোদ ভরে দিন কাটাবে॥
দেখ্‌তে পেলে সবাই ভোলে, জলে স্থলে মন ঠকাবে।
কে আর ভেবে আপন ক'রে শাসন, মনের মতন সব দেখাবে॥

কর্ম্ম সূত্র বাঁধলে গলে, অতল জলে কাজ ডোবাবে।
মনের বাড়্‌লে বিকার কেটে আঁধার, ভার নিয়ে তায় সব বোঝাবে॥
দিনে দিনে দেখ্‌লে গুণে, মনে মনে কাজ বাড়াবে।
তখন দেখিয়ে কারণ কর্ম্ম সাধন, নইলে আপন সব হারাবে॥
ভবের খেলা থাকতে বেলা, আপনি কালা কে সাজাবে।
একবার মায়ের ছেলে উঠ্‌লে কোলে, ললিত বলে সব মেলাবে॥ ৮৪০॥

প্রসাদি সুর।

শিবের খেলা বুঝলি ভোলা।
ওরে তত্ত্ব খুঁজে মত্ত হ'লি, গুণে গুণে কাটাস বেলা॥
ঘরে বাইরে মিলন ক'রে, দেখ্‌না পঞ্চ ভূতের খেলা।
ওরে ছল ক'রে মন সব ভোলাবে, এক ঘাটে শেষ্ লাগবে মেলা॥
সাম্নে পেরে ঠকিয়ে এখন, আঁধার ঘরে বাড়ায় জ্বালা।
ওরে কর্ম্ম সূত্রে পড়্‌লে বাঁধা, দিনে দেখায় চাঁদের মালা॥
আপন ব'লে ডাক্‌তে গেলে, সেজে এসে করছে ছলা।
শেষে মনের কথা মনে মনে, সাম্নে যেন সদাই কালা॥
ললিত বলে ভুলিস না মন, ঘরের নটা দ্বার যে খোলা।
আজ কর্ম্ম ফলের আশা ছেড়ে, বাঁধনা দুর্গা নামের ভেলা॥ ৮৪১॥

প্রসাদি সুর।

মনরে বুঝবি হ'লে বাসি।
এখন ফলের আশায় বিফল কেবল, কর্ম্ম করিস রাশি রাশি॥
ধর্ম্ম যত কর্ম্ম তত, দেখে ব'সে সদাই হাসি।
ওরে আশার কারণ করিস এখন, কর্ম্মে ধর্ম্মে মেশামিশি॥
আপনার কথা আপনি ভুলে, ভাবিস ব'সে দিবা নিশি।
কবে এক ভেবে সব ছেড়ে এ সব, ছাড়্‌বিরে তুই দ্বেষাদ্বেষী॥

পরের তরে সং সেজে তুই, সংসারেতে সদাই দূষী।
ওরে পাঁচেতে পাঁচ মিলন দেখে, বাড়্‌ছে পাঁচের হাঁসি খুসী॥
কর্ম্ম সূত্র ধ'রে এখন, সুখের সাগরমাঝে ভাসি।
তাই ললিত শেষের সকল বোঝে, আর জানে মা সর্ব্বনাশী॥ ৮৪২॥

প্রসাদি সুর।

যাস্‌ নারে মন কারও ঘরে।
ওরে নিজের দেখে নিজে নিজে, থাক্‌না সুখে পরে পরে॥
মনের মতন রতন কি মন, কেউ পেয়েছে ঘুরে ফিরে।
ওরে সবাই যখন করছে শাসন, তখন আপন বল্‌বি কারে॥
পাঁচের ঘরে পাঁচ আছে তোর, একে একে ধরনা তারে।
ওরে ব্যষ্টি দেখে সমষ্টিতে, কে আর সকল বুঝ্‌তে পারে॥
লাভের আশায় ভুলে গিয়ে, দিন কাটাস তুই ধারে ধোরে।
ওরে কর্ম্ম ক'রে কেন এমন, ভ্রান্ত হ'লি মায়ার ঘোরে॥
বেগার খেটে দিন ফুরালে, এখন বটে ললিত হারে।
কিন্তু শেষের দিনে পাবি সকল, ব'স্‌লে মায়ের চরণ ধ'রে॥ ৮৪৩॥

প্রসাদি সুর।

সব্‌ করি মা আপন জেনে।
ও মা খেটে মরি মনে মনে॥
মন্‌ দূষী নয় কর্ম্ম দূষী, বুঝবি মা তুই দেখে শুনে।
ও মা বিনা দোষে দুঃখ দিলে, সেটা বিষম বাজে প্রাণে॥
সুখের ভাগী কর্‌তে গেলে, দুঃখ আগে দিস্‌ মা কেনে।
ও মা রাখবি যেমন থাক্‌ব তেমন, চিরদিন যে চল্‌ব মেনে॥
পাঁচ মিলে সব কর্ম্ম করে, হচ্ছে কিন্তু তিনটে গুণে।
আবার কর্ম্ম সকল করতে গিয়ে, লক্ষ্য বাড়ে তুচ্ছ ধনে॥

ধর্ম্ম ভেবে এক ভাবেতে, চল্‌ছে ললিত একের টানে।
ও মা আপন ভেবে যতন ক'রে, বিদায় দেনা মানে মানে ॥ ৮৪৪ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি আমার আস্‌ছে বশে।
সে যে কর্ম্মফল কি ভাবছে ব'সে ॥
সঙ্গী পেলে রঙ্গ করে, লাভের গণ্ডা দিচ্ছে হেঁসে।
সে যে আগা গোড়া রইল সমান, লক্ষ্য ছেড়ে বেড়ায় ভেসে ॥
রিপু ছটা সবাই ঠেঁটা, তাদের কাছে রইল মিশে।
ও মা কপালগুণে আপনা হ'তে, বিষের বাতি জ্বলছে বিষে ॥
মায়া দেখে অন্ধ হয়ে, সব ভুলেছে সর্ব্বনেশে।
কিন্তু শেষের দিনে দেখে শুনে, বিদায় পাবে দণ্ডিবেশে ॥
ললিত জানে মনে মনে, প্রথম সঙ্গে কেউ কি আসে।
কেবল থাকৃতে বেলা সাজলে ভোলা, জুট্‌ছে সকল কর্ম্ম দোষে ॥ ৮৪৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন রে এত ভ্রান্ত কিসে।
ওরে পাঁচের বোঝা বইবে পাঁচে, একা কেন ভাবিস ব'সে ॥
দুর্গা কালী তারা ব'লে, দিন চ'লে যাগ হেঁসে হেঁসে।
ওরে যার যে কর্ম্ম সেই সে তখন, হিসাব নিকাশ করবে শেষে ॥
দেখে শুনে ভোলনারে সব, মায়ে পোয়ে থাক্‌না মিশে।
ওরে ভবের হাটে এসে কেন, ডুব্‌তে চাস রে রঙ্গ রসে ॥
যে পথেতে চলবি এখন, চাইবি না তার আশে পাশে।
তাকে লক্ষ্য হ'লে পড়্‌বি গোলে, ঘুরে মর্‌বি আশার আশে ॥
ললিত বলে এ সব ফেলে, শেষের বিদায় দণ্ডিবেশে।
তখন দুর্গানামের ভেলা বেঁধে, সাগর পারে যাবি ভেসে ॥ ৮৪৬ ॥

প্রসাদি সুর।

জগৎ গিয়ে মিল্‌ছে একে।
কেন পাঁচকে নিয়ে মরিস ব'কে॥
একা এলি একা যাবি, ঘুরিস কেবল মনের ঝোঁকে।
ওরে কার্য্য কালে সকল ভুলে, সবাই গিয়ে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
মনে মনে জানিস যা তুই, সে সব কথা বলবি কাকে।
ওরে শেষের দিনে আপন জেনে, কোলে টান্‌বি যাকে তাকে॥
বেলা গেলে পড়্‌বি গোলে, কেবল তোর এই কাজের পাকে।
তখন ভাঙ্গবে কায়া থাকবে মায়া, সেইটী প্রকাশ থাকবে মুখে॥
কিসের কি ফল দেখনা সকল, এইটী ললিত বল্‌ছে ডেকে।
ওরে মনের মত শত শত, একাধারে পাবি বুকে॥ ৮৪৭॥

প্রসাদি সুর।

কালী কালী ব'লে ডাক্ রসনা।
ওরে ঘুচ্‌বেরে তোর সব তাড়না॥
আদি অন্ত ভাবতে গেলে, কে কার কাছে হয় গণনা।
নইলে কার্য্য কালে কালের শাসন, কাজ ফুরালে যম যাতনা॥
একের কাছে ব্যক্ত সকল, সময় মত কেউ বোঝেনা।
ওরে অন্তরে যে গুপ্ত নিধি, তার বিধি কি কেউ জানেনা॥
কর্ম্ম সাধন কিসের কারণ, আপন জেনে কর্ ভাবনা।
ওরে পক্ষাপক্ষ লক্ষ্য ছেড়ে, মনে মনে কর কামনা॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করতে গেলে, আপনি মায়া কেউ ভোলেনা।
কেবল নামের গুণে ললিত জানে, পূর্ণ হবে সব সাধনা॥ ৮৪৮॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর কর্ম্ম জানে।
আমার দুঃখ সদাই হচ্ছে কেনে

সুখের ভাগী হয়ে সবাই, ভাগাভাগী কর্‌ছে জেনে।
আবার লাভের আশায় পর এসে আজ, পরকে সদাই ধর্‌ছে টেনে॥
ভবের হাটে হেটো সবাই, কে কার সঙ্গী কেউ কি চেনে।
ওরে শেষের দিনে দুঃখ পেলে, তবে সকল নিচ্ছে মেনে॥
পাঁচে পাঁচে মিলন হ'লে, কথা বাড়ছে কানে কানে।
ওরে লোভে প'ড়ে ঘরে ঘরে, দুঃখ পাচ্ছে মনে মনে॥
ললিত এখন হচ্ছে বোকা, পাঁচের কর্ম্ম দেখে শুনে।
তাই একা এসে ব'সে ব'সে, দিন কাটাচ্ছে গুণে গুণে॥ ৮৪৯॥

প্রসাদি সুর।

ভাবার মনের ভাব মেলেনা।
ওমা তাইতে আমার এই যাতনা॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম করি, তাতে আমি ভয় করি না।
আমি ভেবে আপন ভুলি স্বপন, নূতন কিছু আর জানিনা॥
কর্‌ব যেমন ভুগ্‌ব তেমন, আমার এখন এই সাধনা।
ওমা কাছে এসে বেছে বেছে, যত পারিস কর্‌ তাড়না॥
মনে মনে সকল জেনে, বাইরে দেখে মন বোঝেনা।
কি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝ্‌লে মর্ম্ম, শেষের কর্ম্ম আর থাকে না॥
আশীলক্ষ জন্ম ঘুরে, মানব রূপের হয় গণনা।
এবার মা মা ব'লে উঠ্‌বে কোলে, ললিতের এই শেষ কামনা॥ ৮৫০॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম সূত্রে জগৎ চলে।
মিছে গোল ক'রে দেয় কর্ম্ম ফলে॥
লাভের আশা ভাসা ভাসা, ভাব্‌লে পরে সবাই ভোলে।
আজ একে একে মিলিয়ে দেখে, সকল দিকে পড়্‌ছে গোলে॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে, ঠকিয়ে সব যে দিচ্ছে ছলে।
তাই নূতন এখন দেখে স্বপন, ঘুম ভাঙ্গায় যে কালে কালে॥
মন যে আপনি দেখে আঁধার, আশা সকল রাখ্‌ছে তুলে।
তাই ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে, পরে পরে মর্‌ছে জ্বলে॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে যে জন, দেখ্‌বে ঘরের কপাট খুলে।
তার ধর্ম্ম কর্ম্ম এক হবে সব, এই কথা যে ললিত বলে॥ ৮৫১॥

প্রসাদি সুর।

কেন মাগো একাকিনী।
হেরি উলাঙ্গিনী বেশ, মুক্ত করি কেশ, আসব আবেশে উন্মাদিনী॥
শিব শব ছলে, ধ'রে পদতলে, নাচ তালে তালে কেন ঈশানি।
ক'রে দিক অন্ধকার, রসনা বিস্তার, হ'লে মা অসুর-দল-দলনী॥
কটিতট হেরি, লাজ পায় হরি, কিঙ্কিণী করিছে মধুর ধ্বনি।
পরি নরমুণ্ডহার, হরিয়া ভূভার, হয়েছ মা সুরে বরদায়িনী॥
নয়ন আলোকে, চপলা চমকে, অলকা ঝলকে মৃদু হাসিনী।
তোমার শ্রবণ যুগলে, শব শিশু দোলে, বাল শশী ভালে ধর শিবানি॥
চতুর্ভুজা হয়ে, অসিমুণ্ড লয়ে, বরাভয় দাও দীন জননি।
হেরে ওরূপ ললিত, ভোলে হিতাহিত, আপনি বিহিত কর
তারিণি॥ ৮৫২॥

প্রসাদি সুর।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশি।
এই সংসারেতে এসে আমার, ভয় বেড়েছে রাশি রাশি॥
মনের মত হ'লে সকল, আনন্দ সাগরে ভাসি।
আবার কর্ম্মফলে লক্ষ্য হ'লে, দুঃখ পাই যে দিবা নিশি॥

দারা সুত পরিবার, সবাই হ'ল মায়ার ফাঁশি।
ওমা তাদের গলায় বেঁধে এখন, নিত্য মনে হই উদাসী॥
দিনে রাতে স্বপ্ন দেখে, কর্ম্ম বাড়্‌ছে বেশী বেশী।
ওমা সংসারেতে সং সেজে আর, কর্‌ব কত হাঁসি খুসী॥
(আজ) ললিত কেবল দেখ্‌ছে ব'সে, পঞ্চভূতের মেশামিশি।
ওমা কর্ম্ম কে আজ ধর্ম্ম ভেবে, সার হ'ল যে দ্বেষাদ্বিষী॥ ৮৫৩॥

প্রসাদি সুর।

সদাই ডাকি যুক্ত করে।
আমায় দেখ্‌না মাগো কৃপা ক'রে।
আশীলক্ষ যোনি ঘুরে, মানব হলাম কাজের ত'রে।
তাই মনে মনে আশা কেবল. হেলায় বিপদ যাব তরে॥
কর্ম্মকে আজ ধর্ম্ম ভেবে, পড়েছি মা বিষম ফেরে।
আজ কার্য্য কারণ দেখ্‌তে গিয়ে, নিত্য বেড়াই ঘুরে ফিরে॥
একা এলাম একা যাব, সঙ্গী আপন ভাবি কারে।
তবু মায়ার বশে প'ড়ে এখন, লক্ষ্য হারাই অন্ধকারে॥
জন্ম জন্মান্তরের কথা, ললিত কি আর বুঝ্‌তে পারে।
ওমা আশা তোর ঐ চরণ ধ'রে, চ'লে যাবে ভবের পারে॥ ৮৫৪

প্রসাদি সুর।

মন যে আমার আত্মসাটা।
তার সঙ্গী আছে রিপু ছটা॥
মায়ায় প'ড়ে এ সংসারে, কেউ কি এখন থাক্‌বে গোটা।
সে যে আশার আশায় আপনা হ'তে, মনে মনে হচ্ছে মোটা॥
পাঁচের কাজে ঘুরছে দেখে, সবাই এসে দিচ্ছে খোঁটা।
তবু সাধ ক'রে সে আপনা হতে, প'র্‌তে চায় মা সাধের ফোঁটা॥

দিন গেলে মন বুঝবে তখন, কর্ম্মফল কি বাধায় লেটা।
সে কি ঘুরে ফিরে কর্ম্ম ক'রে, রাখতে পারে ঘরকে অাঁটা॥
ললিত এখন বলবে কত, তার হয়েছে কপাল ফাটা।
সে তার মনের দুঃখ রাখ্‌বে মনে, হয়ে ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ ৮৫৫॥

প্রসাদি সুর।

কাজ কিরে আজ বাড়াবাড়ি।
ওরে পথ বেয়ে চ গুড়ি গুড়ি॥
মায়ার খেলা দেখ্‌লে ভোলা, মাথার হবে ছড়াছড়ি।
তখন ভেবে আপন দেখ্‌বি স্বপন, কর্‌বি কেবল জড়াজড়ি॥
কর্ম্ম দেখে চ'কে চ'কে, কর্‌ছে সবাই নাড়ানাড়ি।
ওরে সব যে ফাঁকী বুঝতে বাকী, বুঝলে হবে ছাড়াছাড়ি॥
অাঁধার দেখে আপন বুকে, ঝোঁকে কর্‌বিস কাড়াকাড়ি।
ওরে কর্ম্ম যেমন হচ্ছে তেমন, শেষের শাসন গড়াগড়ি॥
করিস্‌ মিছে বেছে বেছে, এক হাটে সব হুড়োহুড়ি।
ওরে পাঁচটা ঘুরে দেখলে পরে, কাণা ললিত পাবে নড়ী॥ ৮৫৬॥

প্রসাদি সুর।

মিছে কি কেউ বেগার খাটে।
মন আপনা হ'তে কর্ম্ম জোটে॥
আসা যাওয়া কর্‌তে গেলে, ঘুর্‌তে হবে ভবের হাটে।
নইলে কে আজ কোথা পেয়ে ব্যথা, দিন কাটাচ্ছে মাঠে ঘাটে॥
পেয়ে শাসন এলি এখন, স্মরণ ক'রে বসনা এঁটে।
ওরে ছেড়ে বিকার দেখ্‌না কে কার, মায়া মোহ দে না কেটে॥
সঙ্গী ছটা বিষম ঠেঁটা, সবাই টান্‌ছে আপন কোটে।
ওরে পেলে সময় দেখাচ্ছে ভয়, সাজিয়ে দিচ্ছে পরের মুটে॥

কাজের দায়ে থাকলে সয়ে, ললিত শেষে হবে খুঁটে।
নইলে দুর্গা ব'লে দিন কাটালে, রক্ষা পাবে এ সঙ্কটে ॥ ৮৫৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি দিবি কাজের নাড়া।
তুই যে সময় হ'লে সকল ভুলে, কর্ম্ম করিস সৃষ্টি ছাড়া ॥
পথে পথে ঘুরিস যখন, আপনি তখন সাজিস ঘোঁড়া।
ওরে দেখ্‌না চেয়ে চারিদিকে, ঘেরেছে তোয় মায়ার বেড়া ॥
আঁধার দেখে ভয় বেড়েছে, সমান হ'লি আগা গোড়া।
ওরে লাভের আশায় আপনা হ'তে, ঘুরে বেড়াস পাড়া পাড়া ॥
পাঁচের কাছে পাঁচা পাঁচি, তার ফলে তুই খাস্‌রে তাড়া।
ওরে পাঁচে পাঁচে পৃথক্‌ হ'লে, কেউ কি আপনি লাগবে জোড়া ॥
তোর দোষে আজ দুখী সবাই, তাই ললিতের কপাল পোড়া।
ওরে তারই জন্যে শেষের দিনে, যমদূত পেছু রবে খাড়া ॥ ৮৫৮ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌লি মায়ের কতই খেলা।
তার আত্ম ভাবের গুপ্ত লীলা ॥
মায়ের মায়ায় প'ড়ে এখন, বাঁধা দিলি আপন গলা।
তবু কর্ম্ম সূত্রে বেঁধে সকল, এক ঘাটে শেষ বসায় মেলা ॥
পাঁচ ভূতেতে মেশা মিশি, পাঁচে পাঁচকে দিচ্ছে ঠেলা।
তাই ঘরে ঘরে আঁধার কেবল, তাতে কে পায় চাঁদের মালা ॥
ছটা সঙ্গী ভঙ্গি করে, দেখে বাড়্‌ছে প্রাণের জ্বালা।
শেষে মনে জ্ঞানে ঐক্য ক'রে, কর্ম্ম ফলকে রাখছে তোলা ॥
ললিত বলে একা নই আজ, জগৎ শুদ্ধ সবাই ভোলা।
নইলে অমন মায়ের পায়ে কেন, গড়াগড়ি দিয়ে পড়্‌বে ভোলা ॥ ৮৫৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মনরে কেন ভাবিস এত।
ওরে অকুল সংসার নাহি পারাপার, ক'রে নেনা আর মনের মত॥
আগম নিগম দেখ্তে গেলে, মিল্বে ঘরে শত শত।
হেথা আজও যেমন কালও তেমন, আসবে আপন আপনি কত॥
চারি ধারে দেখে এখন, মায়াতে মোহিত চিত।
ওরে নিশিগতে ভোর ভাঙ্গবেনা ঘোর, তাই বাড়ে তোর ভাবনা যত॥
কর্ম্ম সূত্র ধরে এখন, ফল পেয়েছিস কর্ম্ম গত।
ওরে দেখে আঁধার নিয়েছিস ভার, নইলে কে কার বুঝিয়ে দিত॥
তোর দোষেতে অজ্ঞানেতে, জ্বলছে ললিত অবিরত।
তবু আপন জেনে মনে মনে, থাক্‌বে মায়ের পদাশ্রিত॥ ৮৬০॥

প্রসাদি সুর।

এই ক'রে কি এদিন যাবে।
আর দুর্গা দুর্গা বলবি কবে॥
তারা নাম যে দুঃখ হরা, নয়ন তারা তায় ফোটাবে।
ওরে কালী কালী বল্‌লে সদাই, মনের কালি সব পালাবে॥
দুর্গতি হারিণী দুর্গা, সে নাম কি আর বিফল হবে।
ওরে ডাক্‌লে পরে বদন ভ'রে, জোরে সকল দিন কাটাবে॥
মায়ায় প'ড়ে ভ্রান্ত হ'লে, সবাই এসে সব ভোলাবে।
শেষ কর্ম্ম কাণ্ড ক'রে পণ্ড, নামের বল কি তাই দেখাবে॥
ললিত এসে ভাবছে বসে, আমায় সে নাম কে শুনাবে।
যদি নিয়ে বোঝা না হই সোজা, তবেই শেষে মন ঠকাবে॥ ৮৬১॥

প্রসাদি সুর।

মনকে কত বুঝাই ব'সে।
আমি কাল হারালাম কাজের বশে॥

দিনে দিনে দিন গণি মা, তবু মায়া ধর্‌ছে এসে।
ওমা সময় গুণে আপনি অভাব, আস্‌ছে কেবল কাজের দোষে॥
কর্ম্ম এখন করি বটে, শেষে কে তার কর্‌বে নিশে।
ওমা মন কি আমার থাক্‌বে তখন, কালের সঙ্গে যাবে ভেসে॥
লক্ষ্য করতে গিয়ে এখন, চক্ষে কেবল লাগছে দিশে।
তাই পরম তত্ত্ব ভুলে গিয়ে, মত্ত এ মন বিষয় বিষে॥
ললিত বলে একা এসে, মাতামাতি রঙ্গ রসে।
শেষে পাঁচের কর্ম্ম পাঁচে ক'রে, যে যার যাবে আপন বাসে॥ ৮৬২।

প্রসাদি সুর।

সব থাকুক মা মনে মনে।
আমি সকল কথা বল্‌ব কেনে॥
বল্‌লে পরে তুই কি আমায়, রক্ষা কর্‌বি এমন দিনে।
ওমা ডাক্‌লে তোকে সাজিস কালা, এইটী বড়ই বাজে প্রাণে॥
চারদিকে মা দুঃখ দেখে, প'ড়ে আছি একটী কোণে।
হেথা মন যে সদা ভয়ে কাতর, আপন দশা কে আর জানে॥
অভয় পেলে সবাই বাঁচে, আর কি পড়ে পাঁচের টানে।
সদা আশায় প'ড়ে ঘুরে ফিরে, কষ্ট পাই মা জেনে শুনে॥
কত ফাঁকি দিবি মা তুই, আপন পথ এ ললিত চেনে।
ওমা কর্ম্ম সূত্র কেটে কেবল, বস্‌বে জোরে তোর চরণে॥ ৮৬৩॥

প্রসাদি সুর।

অন্তরে তোর বাড়ুক খেলা।
আমি ভয় করিনা থাক্‌তে বেলা॥
যার কর্ম্ম আজ সেই সে করে, তবু যে ফল থাকছে তোলা।
আবার কত শত উপহত, আস্‌ছে দেখছি কাজের ঠেলা॥

ধর্ম্ম ভেবে যে কাজ করি, তাতে অগ্নি বাড়াস জ্বালা
শেষ ডাকাডাকি দেখে কেবল, আপনি সেজে বসিস্ কালা ॥
জ্ঞান যোগ আর কর্ম্ম যোগে, এক বারেতে সবাই ভোলা।
তাই তার মাঝেতে মায়া এসে, আরও কত করছে ছলা ॥
ঘরে বাইরে সমান ক'রে, বাঁধবে ললিত নামের ভেলা।
তখন সবাই আবার হবে আপন, ব'সে দেখবে চাঁদের মেলা ॥ ৮৬৪ ॥

--

প্রসাদি সুর।

আর কি পূর্ণ হবে আশা।
মা গো দিনে দিনে ভাঙ্গছে বাসা ॥
খেটে খুটে দিন কাটালাম, ঘুচ্‌লনা মা কর্ম্মে নেশা।
ওমা কপাল গুণে তুইও আমার, ফলের বেলা হ'লি কসা ॥
তোর ছলেতে প'ড়ে এখন, এই হ'ল মা আমার দশা।
ক্রমে চক্ষু গেল সব ফুরাল, লক্ষ্য রইল ভাসা ভাসা ॥
এত দিন মা ঘুরে ঘুরে, কামান পেতে মেলাম মশা।
ওমা সিন্ধুতীরে ব'সে থেকে, সমান রইল আজ পিপাসা ॥
শেষের দিনে এসে যখন, বুঝে নিবি রতি মাসা।
ওমা তখন যেন পূর্ণ করিস, তোর ললিতের সব দুরাশা ॥ ৮৬৫ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কত কাল থাকব ঘরে।
মা আর কত মরব ঘুরে ঘুরে ॥
আশীলক্ষ যোনি ঘুরে, মানব জনম কাজের তরে।
এতে দিন কাটাব সুখে রব, থাকব সদাই তোমায় ধ'রে ॥
এই আশাতে সংসারে সব, মিলন হচ্ছে পরে পরে।
তবু কর্ম্ম ফলের মাঝে ফেলে, দুঃখ দিস মা কেমন ক'রে ॥

পরকে নিয়ে কাজ ক'রে মা, মন কত আর সইতে পারে।
ওমা সবাই হল লাভের ভাগী, আপন ভাবি এখন যারে॥
ললিতের এই দিন গেল মা, তোমার নিয়ম অনুসারে।
শেষ থাকবে কোথা মনের ব্যথা, সাধের দুর্গানামের জোরে॥ ৮৬৬

প্রসাদি সুর।

মন কি হবে মনের মতন।
সে কি রতন খুঁজতে করবে যতন॥
একা এসে একা যাবে, বুঝবে না তার কে আজ আপন।
ওমা ঘুমের ঘোরে থেকে ঘরে, কত নূতন দেখ্‌ছে স্বপন॥
সংসারী আজ হ'তে গেলে, কর্ম্ম হেথা হবে গণন।
তবু কার দায়ে কে কর্ম্ম করে, সেটা কে আর কর্‌বে স্মরণ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম মিলন হ'লে, ধর্ম্ম হয় যে ভয়ের কারণ।
ওমা তার ভয়েতে সবাই যোগী, কর্‌ছে কত কর্ম্ম সাধন॥
ভয় খেলে আজ ভাবনা কি মা, আছে হৃদে তোমার চরণ।
তখন দুর্গা ব'লে চরণ ধ'রে, কর্‌বে ললিত আশা পূরণ॥ ৮৬৭॥

প্রসাদি সুর।

মন যে সদাই ভবের ভোলা।
ওমা কর্ম্ম করে ঘুরে ফিরে, আপনার আপনি বাড়ায় জ্বালা॥
সাধে যত বিষাদ বাড়ে, ততই যে আজ সাজবে কালা।
ওমা মায়ার বশে প'ড়ে এখন, আপনি বাঁধা দিচ্ছে গলা॥
জগৎ আঁধার যার কাছে মা, কি হবে তার থাকতে বেলা।
সে যে পরের দায়ে পরে পরে, দেখে বেড়ায় হাটের মেলা॥
কাজের পাগল যে আজ হেথা, তার কি গাছ হয় আপনি ফলা।
সে সেই শেষের দিনে দেখবে গুণে, কর্ম্মফল তার থাকবে তোলা॥

ফলের আশায় থেকে কেবল, হারাবে সে পারের ভেলা।
তখন ভাবের ভাবী সেজে যোগী, খাবে ললিত পাঁচের ঠেলা॥ ৮৬৮॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌লি না মন আগা গোড়া।
ও মন পাঁচের কাজে কাজ হারালি, এম্‌নি রে তোর কপাল পোড়া॥
এসে এখন সাজ্‌লি রে মন, পাঁচ সওয়ারের একটী ঘোড়া।
ওরে যার না এখন হবি আপন, সেই যে তোকে মার্‌বে কোঁড়া॥
কপালেতে আছে যা তোর, পাবি কি মন তাহার বাড়া।
ওরে লাভের মধ্যে এই দেখি আজ, সবাই এসে দিচ্ছে তাড়া॥
সময় মতে আপনা হ'তে, কেউ কি রে তোয় দেবে সাড়া।
ওরে দিন ফুরালে পড়্‌বি গোলে, তলব্‌ তখন খাড়া খাড়া॥
এলি একা যাবি একা, তবে কি তুই দিস্‌রে নাড়া।
আর বুঝিয়ে ললিত বল্‌বে কত, কাট্‌ রে তোর সব মায়ার বেড়া॥ ৮৬৯॥

প্রসাদি সুর।

মন কি আমার একলা থাকে।
সে যে ছটা সঙ্গী পেয়ে এখন, ঘুর্‌ছে কেবল আপন ঝোঁকে॥
বুঝিয়ে কথা বল্‌তে গেলে, চ'ক রাঙ্গিয়ে উঠ্‌ছে রুকে।
ওমা সোজা পথ তায় দেখাই যত, ততই সে যে যাচ্ছে বেঁকে॥
আপনার কথা সকল জানে, বল্‌তে চায়না যাকে তাকে।
ওমা কপাল দোষে একলা এসে, সব হারাবে পাঁচের পাকে॥
সঙ্গী যারা আপনি তারা, দিন ফুরালে দাঁড়ায় ফাঁকে।
ওমা এখন সে সব বল্‌তে গিয়ে, মিছে কেবল মর্‌ব ব'কে॥
মনের দুঃখে যাই কোথা মা, সেইটী আমি সুধাই তোকে।
ওমা ললিতের সব প্রাণের ব্যথা, মা বিনা আর বল্‌বে কাকে॥ ৮৭০॥

প্রসাদি সুর।

কালি মায়া দে মা কেটে।
আমি এ সব ফেলে পালাই ছুটে॥
কর্ম্ম সূত্রে এখন আমায়, যে বাঁধনে বাঁধলি এঁটে।
ওমা তাই দেখে যে সবাই এখন, টেনে নিচ্ছে আপন কোটে॥
টানাটানির মাঝে প'ড়ে, প্রাণ যে আমার গেল ফেটে।
আমি দিন মজুরি যত করি, পাঁচ জনাতে নিচ্ছে লুটে॥
কপাল গুণে হেথায় এনে, সাজিয়ে দিলি ভবের মুটে।
ওমা মনের কথা বলতে ব্যথা, সব হ'ল গোল কর্ম্ম জুটে॥
মায়ার খেলা দেখ্‌ব কত, কিছু নাই তায় দেখ্‌ছি বটে।
তবু এম্নি ক'রে ঘরে পরে, ললিতের দিন যাচ্ছে ঘেটে॥ ৮৭১॥

প্রসাদি সুর।

আপন ব'লে দেখ্‌ব কারে।
আমার সমান যে মা ঘরে পরে॥
সুখের আশায় সবাই মিলে, ঘুরে বেড়াই দ্বারে দ্বারে।
ওমা এম্নি কপাল জেনে শুনে, সবাই দেখে তাড়ায় দূরে॥
যাকে আমি আপন ভেবে, ধর্‌তে যাই মা যতন ক'রে।
সে যে মনের মতন ক'রে শাসন, আপনা হ'তে দাঁড়ায় স'রে॥
মায়ায় প'ড়ে লাগ্‌ছে ধাঁধা, বাড়ছে ব্যথা নিজের ঘরে।
শেষে প্রাণের জ্বালায় ছুটোছুটী, ফল হ'ল এই দশার ফেরে॥
ললিত বলে কর্ম্ম ফল আজ, কাজ কি আমার তার উপরে।
এবার মানে মানে বিদায় দে মা, নাম গেয়ে দিন কাটাই জোরে॥ ৮৭২॥

প্রসাদি সুর।

কি ভেবেছি বল্‌ব কাকে।
কেন মর্‌ব মিছে ব'কে ব'কে॥
আপনার হয়ে আস্‌ছে যারা, দেখ্‌লাম তাদের একে একে।
ওমা তাদের কর্ম্ম বুঝ্‌তে গেলে, অন্ধকার যে দেখি চ'কে॥
মায়ায় এম্নি রাখলি বেঁধে, সাহস হয় না বলি রুকে।
হেথা দুঃখের ভরা বইছি তারা, নিত্য কেবল পরের পাকে॥
মায়ার বশে প'ড়ে আমি, আপন এখন ভাবি যাকে।
ওমা সময় পেলে তারাই ভুলে, জোর ক'রে যে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
মনের দুঃখ থাকুক মনে, এখন কি আর বল্‌ব তোকে।
শেষ মায়ে পোয়ে কেমন ব্যভার, বল্‌বে ললিত ডেকে হেঁকে॥ ৮৭৩॥

প্রসাদি সুর।

মাগো দেখে ভয় হয়েছে।
ঐ যে শমন দমন তোমার চরণ, শিবের বুকে বাঁধা আছে॥
মায়ার বাধা দিচ্ছে ধাঁধা, সবাই বাঁধা তায় প'ড়েছে।
ওমা কাল গেলে কাল আস্‌বে যবে, তার কি উপায় কে ভেবেছে॥
কর্ম্ম যোগে অনুরাগে, যোগে যাগে দিন কেটেছে।
এখন বাধিয়ে লেঠা বাকী যটা, তটার খপর কে নিতেছে॥
আজও যেমন কালও তেমন, সেটা এখন কে বুঝেছে।
তাই প্রাণের ব্যথা মনের কথা, মনে মনে সব রয়েছে॥
ডাক্‌লে ললিত কর্‌বি বিহিত, এই আশা যে মন করেছে।
নইলে ফাঁকীর উপর বাড়্‌বে ফাঁকী, বাকীর দায়ে সব মজেছে॥ ৮৭৪॥

প্রসাদি সুর।

তাই ভাবি মা ব'সে ব'সে।
ওমা এখন যেমন দয়া আছে, থাকবে কি সেই দশার শেষে

তোমার দয়া দেখে আমি, খেটে বেড়াই হেঁসে হেঁসে।
ওমা কর্ম্মফল সব হ'কনা বিফল. শেষের দিনে দেখ এসে॥
পরের বোঝা মাথায় করি, তোমায় কেবল পাবার আশে।
ওমা সাধে তবু বাড়ছে বিষাদ, আপন আপন কর্ম্ম দোষে॥
চক্ষে দেখ্‌তে করি আশা, সাম্নে সকল করব নিশে।
ওমা তাতে কেবল পড়্‌ছে বাধা, মন হয়েছে সর্ব্বনেশে॥
ললিত বলে শেষের দিনে, হ'কনা বিদায় দণ্ডিবেশে।
তখন মা মা ব'লে তোমার ছেলে. ধর্‌বে চরণ স্রোতে ভেসে॥ ৮৭৫॥

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল সুখের কুটী।
এতে খাই দাই আর মজা লুটি॥
মায়ার চ'কে দেখ্‌তে গেলে, সাম্নে পড়ে মোটামুটি।
যে অভেদ ক'রে সব দেখেছে, তার ঘুচে যায় ছুটোছুটি॥
আপন ভেবে লক্ষ্য ক'রে, পাবে সব যে পরিপাটী।
কিন্তু ঢাকন খুলে দেখ্‌তে গেলে, আর থাকেনা আঁটা আঁটি॥
সাধ ক'রে যে দিচ্ছে ধরা, তার যে বাড়্‌ছে খাটাখাটি।
হেথা ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম হ'লে, মায়ার জিনীস থাকবে ক'টি॥
দিন ফুরালে এ সব ফেলে, কর্ম্মে ললিত পাবে ছুটী।
মিছে মায়ার টানে জেনে শুনে, ভুলিয়ে রাখ্‌ছে পাগলি বেটী॥ ৮৭৬॥

প্রসাদি সুর।

সংসার কেবল ধোঁকার টাটী।
তাই চারদিকে তার পরিপাটী॥
আশার কুহক মাঝে ফেলে, ক'রে দিচ্ছে আঁটা আঁটি।
হেথা পড়্‌লে বাঁধা লাগ্‌ছে ধাঁধা, লক্ষ্য হচ্ছে মোটামুটি॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌তে গেলে, বাড়ে কেবল খাটাখাটি।
আবার শেষ্‌ কালেতে আপনা হ'তে, প্রাণের জ্বালায় ছুটোছুটি॥
মায়ার সঙ্গে ধর্ম্ম এলে, দুটোর হবে কাটাকাটি।
শেষে মনে মনে সকল জেনে, কর্ম্মগুলি হচ্ছে মাটি॥
ললিত বলে এ সব ভুলে, পথ চ'লে চ গুটী গুটী।
যেই সাম্নেতে তোর উঠ্‌বে তুফান, ধ'রে বসবি ধৈর্য্য খুঁটী॥ ৮৭৭॥

প্রসাদি সুর।

মায়ার কি ধন থাক্‌বে শেষে।
ওমা কে আর তখন রবে আপন, বিদায় যখন দণ্ডিবেশে॥
সাম্নে দেখে মন ভুলেছে, তাই আছি মা মিলে মিশে।
আবার চক্ষের আড়াল হ'লে পরে, মনে সকল হবে কিসে॥
মায়ার বশে ঘুরে ফিরে, পাঁচের সঙ্গে যাচ্ছি ভেসে।
ওমা এই ভাবেতে থাক্‌লো এতে, আমার কেবল লাগবে দিশে॥
সবাই কৈ মা থাক্‌ছে সমান, নিত্য দেখ্‌ছি হেথায় এসে।
তবু সেজে কত শত শত, আপন হচ্ছে কাছে ঘেঁসে॥
ললিত কি আর বল্‌বে মাগো, কিছুরই আজ হয় না নিশে।
ওমা ব'সে ব'সে দেখ্‌ছে কেবল, মিলন এখন বিষে বিষে॥ ৮৭৮॥

প্রসাদি সুর।

মন কি আমার কথায় ভোলে।
ওমা ভয় কি পায় সে চোক্‌ রাঙ্গালে॥
কাজ অসাধ্য নাম ত সাধ্য, সাধ্য সাধক কাজের ফলে।
ওমা সিদ্ধ হ'লে বদ্ধ ক'রে, ঠকিয়ে শেষে দিবি ছলে॥
ফলের কথা ব'ল্‌তে ব্যথা, ক্ষয় হয়ে যায় কালে কালে।
শেষে সাধ্য সাধক পৃথক হবে, মায়ে পোয়ে সমান হ'লে

কর্ম্মকাণ্ড হ'ক্ না পণ্ড, ঢুক্‌বে কে সেই গণ্ডগোলে।
মা তোয় ডাক্‌বো রুকে দেখ্‌বো বুকে, এতেই দিন যে যাবে চ'লে ॥
ভয় দেখে যে ভয় খাবে মা, সেই যে সদাই ম'র্‌বে জ্ব'লে।
নইলে সাহস দেখে মনের ঝোঁকে, ললিতকে শেষ্ নিবি কোলে ॥ ৮৭৯।

প্রসাদি সুর।

আর কত কাল থাক্‌ব ভুলে।
ওমা আশার আশায় ফেলে কেবল, ঢুকিয়ে দিলি গণ্ডগোলে ॥
সংসারেতে সঙ্ সাজালি, লোভ বাড়ালি কর্ম্মফলে।
ওমা চ'কের সাম্নে সদাই ঠকাস্, তাই দেখে যে মরি জ্ব'লে ॥
আস্‌তে যেতে কর্ম্ম করি, ঘুরে মরি পাঁচের ছলে।
ওমা কাজের শাসন থাক্‌তে এখন, অভাব যায় না কালে কালে ॥
ডাক্‌তে গেলে দেখাস ফাঁকী, গোল করিস যে সময় এলে।
ব'সে দেখব কত থাকে বাকী, হিসাব মিল্‌বে সব ফুরালে ॥
ধর্ম্ম ভেবে কাজ করি সব, সেই সাহসে যাচ্ছি চ'লে।
ওমা দুর্গা ব'লে ললিত গিয়ে, উঠ্‌বে হেঁসে তোর ঐ কোলে ॥৮৮০ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি ধরে কর্ম্ম ভেলা।
সে যে কাজের সময় কর্‌বে খেলা ॥
মনে মনে বুঝে সকল, আপনি বাড়িয়ে দিচ্ছে গলা।
আমি নিজেও যেমন সেও তেমন, সময় মত সাজে কালা ॥
নাম মাহাত্ম্য সত্য জেনে, তত্ত্ব ক'র্‌ছে চাঁদের মালা।
ওমা ঘরে বাইরে সমান ক'রে, মিলে মিশে কাটায় বেলা ॥
ভয়ের মধ্যে সংসারেতে, আছে ছটা রিপুর ঠেলা।
ওমা ধর্ম্ম ভেবে যে কাজ করাস, ফলগুলি তার থাকুক তোলা

কাজ করে যে ফল পাবে সে, তার কি ললিত বুঝ্‌বে ছলা।
শেষ দুর্গা ব'লে উঠ্‌লে কোলে, ঘুচ্‌বে তার সব প্রাণের জ্বালা॥ ৮৮১ ॥

প্রসাদি সুর।

জ্ঞান হারালাম সঙ্গদোষে।
ওমা কর্‌ব কি আর ব'সে ব'সে॥
পাঁচের কাছে এসে এখন, তাদের সঙ্গে আছি মিশে।
ওমা থাক্‌তে বেলা দেখে খেলা, সব দিকে যে লাগ্‌ল দিশে॥
মায়া সদাই দিচ্ছে বাধা, সোজা হয়ে চ'ল্‌ব কিসে।
ওমা লাভের আশায় খেটেখুটে, কাজের কি আর কর্‌ব নিশে॥
সুখের ভাগী হ'তে গিয়ে, মন মেতেছে বিষয় বিষে।
কিন্তু শেষের দিনে জেনে শুনে, বিদায় পাব দণ্ডিবেশে॥
কালের স্রোতে প'ড়ে যখন, তোর এই ললিত যাবে ভেসে।
ওমা তখন কি তোর থাক্‌বে মায়া, দেখ্‌বি সকল হেঁসে হেঁসে॥ ৮৮২॥

প্রসাদি সুর।

একা আমি কতই সব।
ওমা এই ক'রে কি দিন কাটাব॥
সবাই হ'ল লাভের ভাগী, আপন ক'রে কাকে লব।
ওমা মায়ায় প'ড়ে লাগ্‌ল ধাঁধা, কেমন ক'রে পালিয়ে যাব॥
দিন গেলে যে সবাই যাবে, সঙ্গী কেউ কি তখন পাব।
ওমা মনের কথা র'ইল মনে, কি ক'রে সব তোয় জানাব॥
আপন ব'লে টান্‌ছি যা সব, শেষে সে সব কাকে দেব।
ওমা কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা প'ড়ে, আপনার মাথা আপনি খাব॥
কালের শাসন হবে যখন, তখন কার মা আপন হব।
ওমা এখন ললিত কর্‌বে কি তার, সময় দিলে সব দেখাব॥ ৮৮৩॥

প্রসাদি সুর।

মায়া বাড়্‌ছে মনের দোষে।
আমার কি হবে মা দশার শেষে॥
আজ যে আপন কাল সে স্বপন, কে আর এমন বেড়ায় হেঁসে।
আবার থাক্‌তে বেলা ক'র্‌তে খেলা, কত শত আস্‌ছে ঘেঁসে॥
স্রোতের মাঝে হচ্ছে মিলন, তাতেই সবাই যাচ্ছে ভেসে।
ওমা আসা যাওয়া ক'রে কেবল, কাজের কিছু হয় না নিশে॥
সঙ্গী জুটে খেটে খুটে, চক্ষে কেবল লাগছে দিশে।
ভেবে অহংতত্ত্ব দেখ্‌ছি নিত্য, সবাই মত্ত বিষয় বিষে॥
কে কার আপন বুঝ্‌ব কখন, ললিত এখন ভাব্‌ছে ব'সে।
নইলে আজও যেমন কালও তেমন, শেষের বিদায় দণ্ডিবেশে। ৮৮৪॥

প্রসাদি সুর।

কাজ নিয়ে মা কর্‌ছি খেলা।
শেষে ঘরে পরে আপন জোরে, থাক্‌ব ধ'রে কর্ম্ম ভেলা॥
পাঁচকে মিলিয়ে দেখ্‌তে গেলে, সবাই এসে মার্‌ছে ঠেলা।
শেষ্ এক ঘাটেতে আপনা হ'তে, জুটে পেটে লাগবে মেলা॥
ধরাধরি কাড়াকাড়ি, এই হ'ল মা পাঁচের ছলা।
ওমা দেখে শুনে দিন মজুরি, তাতেই সকল যাচ্ছে বেলা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকুক দূরে, কর্ম্ম পথ যে সদাই খোলা।
তাই খাটছি যত ভুগছি তত, ফলগুলি তার থাক্‌ছে তোলা॥
আঁধার ঘরে ঘুরে ফিরে, ধরা দিচ্ছি নিজের গলা।
আর ললিত কেবল ব'সে ব'সে, তোর কথা সব কর্‌ছে হেলা॥ ৮৮৫॥

প্রসাদি সুর।

মনকে বোঝাই কেমন ক'রে।
আমার সব যে হ'চ্ছে পরে পরে।

আপন ব'ল্‌তে কেউ হেথা নাই, এ দুঃখ মা ব'ল্‌ব কারে।
তাই দেখে শুনে মনে মনে, কোলে টান্‌ছি যারে তারে॥
সকল কথাই ব'ল্‌তে গেলে, মন কি ভেবে আন্‌তে পারে।
ওমা সদাই এখন খাচ্ছে শাসন, দিন কাটাচ্ছে ধারে ধোরে॥
রিপু ছটা বিষম ঠেঁটা, র'ইল তারা আপন জোরে।
ওমা মনের খেলা দেখে বেলা, ঘুর্‌ছে কেবল মায়ার ঘোরে॥
কার্য্য কারণ দেখে এখন, ললিত প'ড়্‌ছে বিষম ফেরে।
শেষ্‌ এ দিন গেলে সকল ভুলে, আপনি কেবল যাবে স'রে॥ ৮৮৬॥

প্রসাদি সুর।

আমার এখন সঙ্গী ছ'টা।
তারা সবাই মিলে দিচ্ছে খোঁটা॥
ধরাধরি ক'রে সবাই, কাজ দেখে মা হ'চ্ছে মোটা।
আমি তাদের দমন কর্‌ব কিসে, আমার যে মা কপাল ফাটা॥
সাধ ক'রে যে পথ ধরেছি, কর্ম্ম তায় মা বিষম কাঁটা।
তবু মনে মনে ভেবে ভেবে, সকল দিক যে রাখ্‌ছি আঁটা॥
জেনে শুনে শেষের দিনে, রাখ্‌বি না মা কাউকে গোটা।
তাই ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌তে গেলে, সকল দিকে বাধ্‌ছে লেঠা॥
মনের দুঃখ র'ইল মনে, তোকে আমি বলব কটা।
তবে সাহস কেবল এই আছে মা, ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ ৮৮৭॥

প্রসাদি সুর।

সাধ ক'রে মা ভয় কি বাড়ে।
ওমা ভূতের বেগার খাট্‌ছি যত, ততই বোঝা বাড়্‌ছে ঘাড়ে॥
মায়ার খেলা দেখে ভোলা, ধরাধরি পরে পরে।
ওমা আপন ভাগটী নিতে গেলে, অগ্নি পাঁচে নিচ্ছে কেড়ে॥

দেখে কর্ম্ম বুঝ্‌তে মর্ম্ম, বেড়াই কেবল ঘুরে ঘুরে।
শেষে মনের ঝোঁকে প'ড়্‌লে ফাঁকে, রিপু ছটা ধ'র্‌ছে তেড়ে॥
কে কার হবে সেইটী ভেবে, মন কি এখন বুঝ্‌তে পারে।
তার সবাই আপন দেখে স্বপন, কাকে এখন আপনি ছাড়ে॥
ললিত ভোলা নিজের বেলা, মনের জ্বালা ব'লবে কারে।
তার আজও যেমন কালও তেমন, এই দেখেছে নেড়ে চেড়ে॥ ৮৮৮॥

প্রসাদি সুর।

মাগো দেখে ভয় বেড়েছে।
ওমা পরম তত্ত্ব রইল গুপ্ত, মায়ায় বদ্ধ সব রয়েছে॥
একে একে দেখ্‌তে গেলে, পাঁচটা মিলে এক হয়েছে।
ওমা মন করে যে দ্বেষাদ্বিষী, মিলিয়ে নিতে কৈ পেরেছে॥
সংসার হ'ল মায়ার খেলা, তাতে জগৎ আজ ভুলেছে।
ওমা শেষকালে যে সকল আঁধার, তখন আপন কে হ'তেছে॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, তত্ত্ব খুঁজে কে দেখেছে।
ওমা শেষে হব ফলের ভাগী, এই আশাতে মন ম'জেছে॥
তোর ললিতের মনের কথা, মনে মনে সব যে আছে।
আজ মায়ে পোয়ে এমন ব্যভার, বল্‌তে সময় কৈ পেতেছে॥ ৮৮৯॥

প্রসাদি সুর।

আর কত মা ব'ল্‌ব তোরে।
ওমা এখন যেমন করিস দয়া, তেম্নি যেন থাকে পরে॥
ডাকাডাকি ফাঁকীর কথা, সমান ক'র্‌ব ঘরে পরে।
তখন দেখ্‌ব কত থাক্‌বে বাকী, ফাঁকী দিস্‌ তুই কেমন ক'রে॥
লাভের আশা নাই কিছু মা, দিন কাটাব ধারে ধোরে।
ওমা পরের বোঝা মাথায় ক'রে, ধ'রতে আমি যাব কারে॥

মনের সন্ধ দূর হ'লে মা, আর কি আমি বেড়াই ঘুরে।
ওমা মায়ে পোয়ে এক হ'লে আজ, দিন কাটাব আপন জোরে ॥
ললিত জানে মনে মনে, কাল এলে কাল যাবে ফিরে।
যার মায়ের চরণ শমন দমন, ভয় সে এখন খাবে কারে ॥ ৮৯০ ॥

প্রসাদি সুর।

অপরূপ ঐ রূপের ছটা।
আজ ভাবতে গেলে বুঝ্‌ব কি তার, মন যে আমার অতি মোটা ॥
লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌তে গেলে, রিপু ছটা বাধায় লেটা।
হেথা চারদিকেতে বিপদ আমার, সাম্‌নে এখন চলি কটা ॥
সংসারেতে কর্ম্ম দেখে, পাঁচ জনাতে দিচ্ছে খোঁটা।
শেষ কর্ম্মসূত্রে বাঁধা প'ড়ে, আসল পথে প'ড়ছে কাঁটা ॥
মায়ার বশে প'ড়ে এখন, বাড়ছে অন্ধকারের ঘটা।
তাই ভবের ঘোরে ঘুরে ফিরে, কেউ যে থাকতে পায়না গোটা ॥
একা এসে একা যাব, দেখ্‌ব কেন এটা সেটা।
আজ এত কেন ভ্রান্ত ললিত, হয়ে ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥ ৮৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন হ'লি তুই সৃষ্টিছাড়া।
ওরে মায়ার বশে পড়্‌লি দেখে, পাঁচজনাতে দিচ্ছে তাড়া ॥
আজও যেমন কালও তেমন, সমান রইলি আগাগোড়া।
ওরে ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, ফলের আশায় হ'লি খোঁড়া ॥
বিষয় বিষে মত্ত হয়ে, নিত্য ভাবিস টাকার তোড়া।
ওরে পাঁচের ঘরে ঘর ক'রেছিস, তাই দিয়েছে মায়ার বেড়া ॥
যাকে তাকে আপন ভাবিস, এম্‌নি মন তোর কপাল পোড়া।
ওরে কালের ধর্ম্ম দেখ্‌না মর্ম্ম, তার যে কর্ম্ম ভাঙ্গাগড়া ॥

সংসারেতে এসে ললিত, দিস্ কিরে তুই কাজের নাড়া।
একবার ভাবনা ব'সে দশার শেষে, থামবে কিসে যমের কোড়া॥ ৮৯২ ॥

প্রসাদি সুর।

আপনি হই যে পরের হামি।
তাই নিজের বেলা হয়ে ভোলা, আবাদ করতে চাই না ভূমি॥
বেগার খেটে দিন কাটালে, পতিত থাক্‌বে সাধের জমি।
ওরে শেষ কালেতে আপনা হ'তে, ছুটে যাস্ যে চাইতে কমি॥
মনের মত ফসল হ'লে, চাষার মধ্যে হতিস নামী।
আজ নিজের দোষে ব'সে ব'সে, পরকে কর্‌লি ঘরের স্বামী॥
পরের দায়ে খাটবি যদিন, তদিন মনে থাক্‌ব আমি।
ওরে শেষ্ কালেতে এক ঘরেতে, মিল্‌বে এসে সকল কামী॥
ললিত কেন হেথায় এসে, প্রভেদ কর্‌লি আমি তুমি।
ওরে আপন মনে সকল জেনে, হয়ে পড়্‌লি শেষ্ আসামী॥ ৮৯৩ ॥

প্রসাদি সুর।

অজ্ঞানেতে সব হারালাম।
সব মনের মত ক'রতে গিয়ে, কালের মত ফল যে পেলাম॥
আগাগোড়া রইল সমান, দুঃখের ভাগী কেবল হ'লাম।
ওমা খেটে খুটে দিন কাটিয়ে, যেমন এলাম তেমনি গেলাম॥
আশায় প'ড়ে কর্ম্ম ক'রে, মত্ত হয়ে দিন কাটালাম।
ওমা সাধে বিষাদ সেই হ'ল বাদ, বাদ সেধে আজ মন ভোলালাম॥
দেখে স্বপন ভেবে আপন, মনকে আমি তাই বোঝালাম।
এখন দেখে শুনে মনে মনে, মায়ার বশে সব খোয়ালাম॥
মনের কথা ব'ল্‌তে গেলে, দুঃখ পেয়ে দুঃখ দিলাম।
তাই ভাবছে ললিত ব'সে ব'সে, এই কি করতে ভবে এলাম॥ ৮৯৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কাকে বলি মা আমার দশা।
কেন কর্ম্মে এত বাড়্ছে নেশা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকুক দূরে, দেখ্তে চাইনা ভাসা ভাসা।
ওমা কর্ম্মফলের আশায় থেকে, কামান পেতে মারি মশা॥
এখন যেমন শেষেও তেমন বেদাগমে আছে ভাষা।
ওমা অহংতত্ত্ব ভুলিয়ে দিয়ে, কর্ম্মে কেবল সাজাস চাষা॥
সাধের মধ্যে বিষাদ বেশী, মা হয়ে মা হ'লি কসা।
আবার সংসারেতে বাড়িয়ে মায়া, মনকে কর্‌লি কর্ম্মনাশা॥
এক ঝড়েতে এই জগতে, ভাঙ্গ্‌বে যখন সাধের বাসা।
তখন বল্ দেখি মা তোর ললিতের, পূর্ণ হয় কি মনের আশা॥ ৮৯৫॥

প্রসাদি সুর।

মন বোঝে না মায়ার খেলা।
কেবল দৃষ্টি সুখের তরে এসে, ঘুরে ঘুরে কাটায় বেলা॥
তিনটে পথের নটা দোয়ার, সকল গুলি আছে খোলা।
ওমা তাতে লক্ষ্য কর্‌তে গেলে, পাঁচ ভূতেতে দিচ্ছে ঠেলা॥
কর্ম্ম সূত্র ধ'রে কেবল, কাজ যে এখন বাড়্‌ল মেলা।
ওমা দায়ে প'ড়ে খেটে দেখি, ফলগুলি তার আছে তোলা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝব কিসে, মন যে আমার সদাই ভোলা।
আবার আপন পর সব দেখ্তে গেলে, নিত্য বাড়্‌ছে প্রাণের জ্বালা॥
মায়ার বশে প'ড়্‌বে যে জন, তাকে সবাই ক'র্‌বে ছলা।
ওমা তোর ললিতের এম্নি কপাল, আপনি বাঁধা দিচ্ছে গলা॥ ৮৯৬॥

প্রসাদি সুর।

মন আজ আপন ব'ল্‌বে কারে।
ওমা বুঝিয়ে দিচ্ছ ঠারে ঠোরে॥

একে একে সব গেল মা, ভাল বাসি হেথায় যারে।
তবু এই হ'ল মা মায়ার খেলা, ঘুরিয়ে ফেল্‌ছ অন্ধকারে॥
পরে পরে বদ্ধ যে জন, সে কি কাউকে ধ'র্‌তে পারে।
ওমা শেষ্‌ কালে যে হারিয়ে ভেলা, সব দিকে মন একলা হারে॥
কর্ম্মসূত্রে প'ড়্‌লে বাঁধা, বেড়ায় সবাই কর্ম্ম ক'রে।
ওমা ফলের ভাগী হ'তে গিয়ে, যাকে পায় মন তাকেই ধরে॥
মায়াতে মন মোহিত হ'লে, মোহ বাড়্‌ছে ধীরে ধীরে।
ওমা তার মাঝেতে ললিত একা, কাল কাটাবে কিসের জোরে॥ ৮৯৭॥

প্রসাদি সুর।

সব হারালাম মায়ার ছলে।
মা ফেল্‌লি বিষম গণ্ডগোলে॥
মা মা ব'লে দিন কাটাব, থাক্‌ব তোর ঐ চরণতলে।
ওমা এম্নি ক্ষেপা মন হ'ল আজ, সব ভুলে যায় কালে কালে॥
আস্‌ব যাব দিন কাটাব, এই ক'রে মা সবাই চলে।
ওমা তার মাঝেতে মায়া এসে, মনকে সকল ভুলিয়ে দিলে॥
যাকে এখন ভালবাসি, তাকেই টান্‌ছি আপন ব'লে।
কিন্তু আশা পূর্ণ না হ'তে মা, সেও যে যাচ্ছে সময় এলে॥
আপন পর কি বুঝব এখন, এক মায়াতে আছি ভুলে।
তাই তোর ললিতের কর্ম্ম যেমন, তেম্নি ফল যে রাখিস্‌ তুলে॥ ৮৯৮॥

প্রসাদি সুর।

সবাই যায় মা সময় হ'লে।
ওমা ভবের নিয়ম আনাগোনা, কে আর কাকে রাখ্‌বে ব'লে॥
আস্‌ছে যেমন যাচ্ছে তেমন, এক নিয়মে সকল চলে।
ওমা সময় মত শত শত, মায়াতে যে যাচ্ছে ভুলে॥

কাজের পাগল সব করে গোল, নিজেও সকল পড়্‌ছে গোলে।
ওমা বাড়্‌লে নেশা ভুল্‌ছে দশা, ভাসা ভাসা দেখ্‌ছে কালে॥
যাকে এখন ভাব্‌ছি আপন, কালে শমন নিচ্ছে তুলে।
আবার কালে কালে ভবের গোলে, সবাই যে সব আপনি ভোলে॥
তোর ছেলে এই ললিত বলে, কাজ কি ভবের গণ্ডগোলে।
ওমা মনে মনে সকল জেনে, টেনেটুনে নেনা কোলে॥ ৮৯৯॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে আছিস্ ভুলে।
ওরে কালীনাম কল্পতরু, যা চাবি তুই তাই যে মেলে॥
ভক্তি ভুক্তি মুক্তি যুক্তি, সব আছে সেই নামের মূলে।
ওরে আগম নিগম উক্ত যে সব, কাজ কি সে সব গণ্ডগোলে॥
নাম মাহাত্ম্য সত্য জেনে, ছাড়্‌না লক্ষ্য কর্ম্ম ফলে।
ওরে আপনি সরল হবে সকল, ভুলিস না আর পাঁচের ছলে॥
ধর্ম্মকর্ম্ম দেখ্‌তে গেলে, চিরকাল যে মর্‌বি জ্ব'লে।
ওরে কাজের শাসন এম্নি এখন, সবাই যে তোয় রাখ্‌বে ঠেলে॥
এ দিন গেলে কাল এলে তুই, ডাক্‌বি কালী কালী ব'লে।
আজ জগৎময় এই দেখিয়ে দেনা, ললিত ব্রহ্মময়ীর ছেলে॥ ৯০০॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা ব'লে ডাক্‌না ভোলা।
একবার ক'রে স্মরণ ধর্‌না চরণ, আপন হবি থাক্‌তে বেলা॥
নাম মাহাত্ম্য তত্ত্বকথা, কেটে দেয় যে মনের মলা।
ওরে সংসারেতে এসে কেন, দেখিস ব'সে মায়ার খেলা॥
কার্য্য কারণ বুঝ্‌বি যখন, তখন কে তোয় কর্‌বে ছলা।
আজ পরে পরে ধরাধরি, কেবল দিতে কাজের ঠেলা॥

নামের সাধন কর্‌লে এখন, ঘুচ্‌বে তোর যে প্রাণের জ্বালা।
কেন মায়ার বশে প'ড়ে শেষে, সকল কথায় সাজবি কালা॥
ললিত বলে কর্ম্মফল সব, মিলিয়ে নিস্ তোর থাক্‌বে তোলা।
শেষে ক'রে মিলন হবে শাসন, শমন যে তোর ধরবে গলা॥ ১০১॥

প্রসাদি সুর।

মন হ'লরে মায়ার খেলা।
এখন ভোল্‌নারে সব থাক্‌তে বেলা॥
তোর এই কর্ম্ম দেখে শুনে, বাড়্‌ছে আমার প্রাণের জ্বালা।
ওরে আপনার দোষে আপনি এসে, সেজে কেন রইলি ভোলা॥
পাঁচে মিলে কর্‌লি যে কাজ, ফলগুলি তার আছে তোলা।
ওরে তুই হ'লি সব কাজের গোড়া, তোরই শেষে ধর্‌বে গলা॥
রঙ্গ রসের ছড়াছড়ি, সংসারেতে দেখ্‌লি মেলা।
ওরে বুঝে এখন দেখ্‌না আপন, সকল পথই সমান খোলা॥
তোর জ্বালাতে ললিত এতে, খাচ্ছে ছটা রিপুর ঠেলা।
একবার দুর্গা ব'লে কপাট খুলে, দেখ্‌না ঘরে চাঁদের মালা॥ ১০২॥

প্রসাদি সুর।

আবার কি দিন পাব তারা।
ওমা তোমার কোলে উঠে আমার, নয়ন বয়ে পড়্‌বে ধারা।
মা মা ব'লে ডাক্‌ছি সদাই, ভাব্‌ছি তোমায় নিরাকারা।
কিন্তু কে বোঝে মা তুমি কেমন, ভাব্‌তে গেলে হই যে সারা॥
ধর্ম্ম ভেবে খেটেখুটে, মিথ্যা কেবল ঘোরা ফেরা।
ওমা শেষের দিনে জেনে শুনে, বইতে হবে পাপের ভরা॥
সংসার হ'ল সকল অসার, মায়া কেবল তাতে পোরা।
তাই ধীরে ধীরে সবাই ধ'রে, শক্ত ক'রে দিচ্ছে বেড়া॥

ললিত জানে মনে মনে, তোমার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কারা।
ওমা যে জন তোমায় আজ বুঝেছে, তারই কাছে দিচ্ছ ধরা॥ ৯০৩॥

প্রসাদি সুর।

মাগো ওমা কোথায় গেলে।
আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে, কোলে তুলে লয়ে, চৈতন্য হ'তে মা
কোথায় লুকালে॥
মায়ায় আমায় বদ্ধ ক'রে, কেন এখন রইলে ভুলে।
ওমা আত্মারামের কর্ম্ম, বুঝ্‌ব কি তার মর্ম্ম, ভাবতে গেলে
পড়ি গোলে॥
জ্ঞান পেয়ে মা অজ্ঞান হ'লাম, লক্ষ্য করি কর্ম্মফলে।
ওমা মনে আছে সাধ, বেড়েছে বিষাদ, বাদ সেধে আজ কি ফল পেলে॥
লুকিয়ে থেকে কি ফল তোমার, সেইটী এসে দাওনা ব'লে।
ওমা কাজে দিয়ে ধাঁধা, সদা দাও বাধা, বাঁধা যে পড়েছি তোমার ছলে॥
মনে মনে ডাকি তোমায়, চরণ ধ'রে বসব কোলে।
ওমা শেষে দুর্গা ব'লে, মায়া মোহ ভুলে, ললিত উঠ্‌বে
মায়ের কোলে॥ ৯০৪॥

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে মা তোমার খেলা।
তুমি কখন কাকে কর ছলা॥
ঘুমের ঘোরে কাছে এসে, ঘুম ভাঙ্গিয়ে সাজাও ভোলা।
আমি মায়ার বশে ফেলে আমায়, কর্ম্মসূত্র দেখাও মেলা॥
নাম সাধনা করতে গেলে, সকল দিকে খাই মা ঠেলা।
ওমা অন্ধকারে ফেলে শেষে, গোল ক'রে দাও কাজের বেলা॥
কর্ম্ম ফলের মাঝে আমি, আর কত কাল সই এ জ্বালা।
ওমা ডাক্‌লে পরে ভয় দেখানে, আপনি সেজে থাক্‌বে কালা॥

স্বপ্নেতে মা দেখ্‌লাম যেমন, তেম্নি দেখাও দিনের বেলা।
একবার ললিতের এই আঁধার ঘরে, প্রকাশ হ'ক মা চাঁদের মালা॥১০৫॥

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল্ রসনা।
ওরে নাম মাহাত্ম্য ভাবিস্ সত্য, তাতেই শুধ্‌বি ভবের দেনা॥
আদি অন্ত সকল মিছে, আছে কেবল আনাগোনা।
ওরে ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, সাধের মাটি থাক্‌ছে কেনা॥
গণ্ডগোলের মাঝে ঢুকে, কত যে তুই পাস যাতনা।
ওরে সেইটী এখন আপনি বুঝে, কর্ম্মকাণ্ড বুঝিয়ে দে না॥
রাঙ্গের বাহার দেখে এখন, তাই পেয়ে তুই ভাব্‌লি সোণা।
ওরে জাত ভিখারী ভিক্ষা করিস্, তোর কে বল্ না আছে চেনা॥
নিজের বেলা হ'লে ভোলা, কে আর তোকে কর্‌বে মানা।
ওরে নামের গুণে ললিত জানে, দেখ্‌বে ঘরে চাঁদের কণা॥ ১০৬॥

প্রসাদি সুর।

ভেবে এখন মর্‌ব কেনে।
ওমা দেখ্‌ব তোমায় শেষের দিনে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম মিলন ক'রে, যত ডাকি মনে মনে।
ওমা ততই আমায় দেখিয়ে ফাঁকী, বাঁধ্‌ছ কেবল পরের ঋণে॥
তোমার খেলার মর্ম্ম বুঝে, ভয় বেড়েছে দেখে শুনে।
তাই ভাবনা বেড়ে এসংসারে, দিন কাটাচ্ছি গুণে গুণে॥
যে পথেতে আজ চ'লেছি, সেইটী এখন মন যে চেনে।
তুমি ভাল মন্দ সব জান মা, আপনি ধ'রে নাও না টেনে॥

ললিত বলে দুর্গা ব'লে, বস্‌ব গিয়ে ঘরের কোণে।
তোমার নাম মাহাত্ম্য সত্য হ'লে, বিদায় পাব মানে মানে॥ ১০৭॥

প্রসাদি সুর।

যা হয় করিস্ সকল সব।
তবু ঘর খুলে সব তোয় দেখাব॥
নিয়ম মত কর্ম্ম করে, ভয় তোকে মা কেন খাব।
ওমা ভ্রমে প'ড়ে ভ্রান্ত হ'লে, তোর কাছে সব বুঝিয়ে লব॥
জাগা ঘরে লুকোচুরী, সে সব ব'লে কায় ঠকাব।
ওমা কথায় কথায় দিন গেল সব, সে দোষ এখন কাকে দেব॥
ডাকাডাকি কর্‌ছি মিছে, ডেকে এখন কি ফল পাব।
ওমা কাজ নিয়ে যে তাড়াতাড়ি, তাতেই আপন মাথা খাব॥
সময় পেলে মায়ে পোয়ে, স্থির হয়ে সব কথা কব।
তাই ললিত বলে সেই দিনে মা, আপন কর্ম্ম সব বোঝাব॥ ১০৮

প্রসাদি সুর।

কে আমাকে সাহস দেবে।
ওমা সেইটী এখন দেখ্‌ছি ভেবে॥
আমার আপন কেউ হেথা নাই, কে আর সকল দেখ্‌তে পাবে।
ওমা যে সব দুঃখ পাচ্ছি আমি, সঙ্গী হয়ে কেউ কি সবে॥
সংসারেতে এসে কেবল, দেখে শুনে এ দিন যাবে।
মা কাজ দেখে আজ দ্বেষ বাড়ে যার, সে কি আপন হ'তে চাবে॥
মায়ার উপর মায়া বেশী, তাতেই নিত্য মন ভোলাবে।
ওমা সময় পেলে ফেল্‌বে গোলে, গোলে পড়্‌লে ভয় দেখাবে॥

সংসারে এই নিয়ম যে মা, তার কি ললিত তোয় বোঝাবে।
ওমা আপন ভেবে দেখিস্ যদি, তবেই শেষে প্রাণ জুড়াবে॥ ৯০৯॥

প্রসাদি সুর।

আর কি আশা হয় মা মনে।
আমি সব হারালাম জেনে শুনে॥
সংসারেতে বাড়্‌ছে মায়া, আপনি সেটা যাবে কেনে।
ওমা আপন দোষে হেথায় এসে, ঠক্‌ছি ব'সে এমন দিনে॥
পক্ষাপক্ষ ছেড়ে এখন, লক্ষ্য হ'চ্ছে ঘরের কোণে।
ওমা তাতে দেখি নিত্য আঁধার, এই গোল তুই ফেল্‌লি এনে॥
ছটার সঙ্গে বাদাবাদী, তারা আমায় ধর্‌ছে টেনে।
ওমা এ'নি আমার কপাল দুষী, কর্ম্ম কর্‌ছি গুণে গুণে॥
পাঁচের সঙ্গে মিলে মিশে, ললিত সদাই জ্বল্‌ছে প্রাণে।
ওমা এ দিন গেলে সব যে ফাঁকী, তখন কে আর কাকে মানে॥ ৯১০॥

প্রসাদি সুর।

মায়া কৈ তোর আছে মনে।
ওমা মা হয়ে তুই শত্রু হ'লি, সংসারেতে আমায় এনে॥
কলির ধর্ম্ম দেখে এখন, ভয় বেড়েছে সকল জেনে।
ওমা কাজের শাসন করিস্ এখন, বুঝিস্ নাকি দেখে শুনে॥
মায়াতে যে করলি অন্ধ, কি ক'রে সব লব চিনে।
ওমা আপনা হ'তে সংসারেতে, ছটা রিপু উঠ্‌ছে জিনে॥
ভয়ে ভয়ে একা আমি, ব'সে আছি ঘরের কোণে।
ওমা মায়ে পোয়ে সমান হব, আশা এই যে এমন দিনে॥
সব এখন মা ভুলিস্ যদি, তবে হেথা আন্‌লি কেনে।
ওমা ললিত কি তোর পাগল হবে, বিদায় দে না মানে মানে॥ ৯১১॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌ছি কত দেখব কত।
ওমা সব হ'ল যে ভূতগত ॥
পাপের স্রোতে ভাস্‌ছে জগৎ, এই দেখি মা অবিরত।
হেথা ফলের দিকে লক্ষ্য হ'লে, ভাবনা বাড়্‌ছে শত শত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম থাক্‌বে কোথা, মনে বিলাস আস্‌লে যত।
ওমা সুখের তরে ঘুরে ফিরে, ভ্রম বাড়ে যে কত মত ॥
লক্ষ্য কেবল লাভের দিকে, তাইতে মাগো দুঃখ এত।
ওমা ভোগ বিলাসী হয় কি যোগী, কেউ কারও নয় অনুগত ॥
দেখে শুনে বল্‌ব কি মা, ক্রমে বুদ্ধি হ'ল হত।
আর অভয় দিয়ে ললিতকে তোর, ক'রে নেনা পদাশ্রিত ॥ ৯১২ ॥

প্রসাদি সুর

কাজ হারালি দেখে শুনে।
তবু ফলের আশায় থাকিস্‌ কেনে ॥
স্রোত চ'লেছে উল্টো দিকে, তাতেই সকল নিচ্ছে টেনে।
তাই সুখের দিকে লক্ষ্য সদাই, দুঃখকে আজ কেউ কি মানে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মে ভেদ কি আছে, ভাল ক'রে মন তা জানে।
সে যে আশায় প'ড়ে সব ভুলেছে, জ্ব'লে কেবল মর্‌ছে প্রাণে ॥
মনের কর্ম্ম মনে থাকে, বল্‌বে কে সব এমন দিনে।
মন খেটে খেটে দিন কাটালি, তবু বাঁধা রইলি ঋণে ॥
মনে মনে বিচার ক'রে, থাক্‌না ললিত ঘরের কোণে।
শেষে দুর্গা ব'লে মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে উঠ্‌গে চিনে ॥ ৯১৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কার শাসনে ভুগ্‌বে এত।
দেখি কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হয়ে, ঘুর্‌ছে জগৎ অবিরত ॥

সংসারেতে ঘুরে দেখি, কেউ হেথা নাই মনের মত।
তবু মায়ার টানে জেনে শুনে, ভাগের ভাগী আস্‌ছে যত॥
দেখ্‌ছি যেমন কর্‌ছি তেমন, কর্ম্ম এখন বুঝ্‌ব কত।
হেথা সমান ভাবে স্রোত চলেছে, ভাস্‌ছে তাতে শত শত॥
কাজ ক'রে এই দিন কাটালে, আপন হয় যে দারা সুত।
তাই তাদের পেয়ে সকল সয়ে, মায়াতে মোহিত চিত॥
ভ্রান্ত মনের ভ্রান্তি বেড়ে, হ'ল মায়ার অনুগত।
ওরে দুর্গা ব'লে ললিত কবে, হবে মায়ের পদাশ্রিত॥ ৯১৪॥

প্রসাদি সুর।

সবাই কি সং আপনি সাজে।
হেথা সাজ্‌তে হয় যে কাজে কাজে॥
এত শাসন খেয়ে এখন, মন যার এমন বেড়ায় তেজে।
সে যে পাগল হয়ে ভয়ে ভয়ে, সদাই আঁধার দেখ্‌ছে নিজে॥
মায়ায় প'ড়ে ঘরে ঘরে, সাতটী সুর যার উঠ্‌ছে বেজে।
তাকে প্রধান ঠেটা রিপু ছটা, আপনা হ'তে ধর্‌ছে খুঁজে॥
পথের ধারে গিয়ে যে জন, দাঁড়িয়ে থাকে চক্ষু বুজে।
তার আজও যেমন কালও তেমন, পরকে নিয়ে আপনি মজে॥
মনের কথা বল্‌তে গেলে, মনে মনে সদাই বাজে।
তাই ললিত বলে ঘর খুলে দেখ্‌, ব্রহ্মময়ী তায় বিরাজে॥ ৯১৫॥

প্রসাদি সুর।

ক্ষান্ত দে মা ক্ষেমঙ্করি।
তোর নাই কিছু মা বাহাদুরী॥
কালের ধর্ম্মে কর্ম্ম করি, তাতে কি তুই দেখাস জারি।
ওমা ফলের আশায় ঘুর্‌বে যে জন, সেই হবে তোর আজ্ঞাকারী॥

চক্ষের দেখা দেখে কেবল, সংসারেতে বৃথাই ঘুরি।
আবার সেজে ভোলা কথায় কালা, আপনার কাজে আপনি হারি॥
আসা যাওয়া সদাই ক'রে, তোর আমি আজ কি ধারধারি।
ওমা সময় কিছু দিলে পরে, সকল মিলিয়ে দিতে পারি॥
কাজের কাজী হ'চ্ছে যারা, তাদের বিষাদ বাড়্‌ছে ভারি।
কিন্তু তোর এই ললিত কেবল মাগো, চরণ ধূলার অধিকারী॥৯১৬॥

প্রসাদি সুর

কে যাবে শেষ্ উঠ্‌তে নায়ে।
যাতে নাই পারাপার দেব সাঁতার, ধর্‌ব ভেলা যাব বেয়ে॥
যখন যেমন তখন তেমন, সকল এখন থাক্‌ব সয়ে।
মনে সাহস বেঁধে চলব সিধে, ডাক্‌ব মাকে পড়্‌লে দায়ে॥
রিপু ছটা বিষম ঠেঁটা, জোর বেঁধে সব আস্‌ছে ধেয়ে।
তাদের হবে শাসন কর্‌ব দমন, নাম মাহাত্ম্য গেয়ে গেয়ে॥
যে ধন আছে নিজের কাছে, বুঝিয়ে দেব সময় পেয়ে।
তখন বুঝ্‌বে ধর্ম্ম কাজের মর্ম্ম, কর্ম্ম ফলের মাথা খেয়ে॥
ললিত বলে এ দিন গেলে, কার কি এখন যাচ্ছে বয়ে।
আমার মায়ের চরণ ক'রে স্মরণ, অভয় পাব সকল ভয়ে॥ ৯১৭॥

প্রসাদি সুর।

একি মাগো করলি এনে।
আমায় ডুবিয়ে দিলি জেনে শুনে॥
কর্ম্ম ফলের আশায় প'ড়ে, বাঁধা গেলাম পরের ঋণে।
তাই আপনার দশা আপনি দেখে, ব'সে আছি ঘরের কোণে॥
চ'ক থেকে মা সাজিয়ে কাণা, ধর্‌তে এখন দিস্‌না চিনে।
ওমা শাসন ক'রে এই দেখালি, সকল মিছে কর্ম্ম বিনে॥

ফাঁকীর উপায় দেখিয়ে বাকী, ভুলিয়ে সকল রাখিস টেনে।
ওমা জানা ঘরে অন্ধকারে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই কেনে॥
সংসারের সব দশা দেখে, ভাবনা বাড়ছে মনে মনে।
শেষে তোর ললিতের করবি কি মা, বল না এসে কাণে কাণে॥ ৯১৮॥

প্রসাদি সুর।

আসামী যে করবে শেষে।
তখন জামিন হ'স মা ঘরে ব'সে॥
মায়ে পোয়ে ধরাধরি, অপরে কি বুঝবে এসে।
ওমা মনের এখন সদাই অভাব, মুখ্য ধনটী পাবার আশে॥
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, লোকের কাছে বেড়াই হেঁসে।
ক্রমে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, পথ হারিয়ে লাগছে দিশে॥
কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থেকে, লক্ষ্য হয়না আশে পাশে।
ওমা পাঁচকে পেয়ে ভয়ে ভয়ে, তাদের সঙ্গে আছি মিশে॥
ধন হ'ল যে মায়ার গোড়া, তাই নিয়ে আজ যাচ্ছি ভেসে।
কিন্তু শেষের দিনে তোর এই ললিত, বিদায় পাবে দণ্ডিবেশে॥ ৯ ৯॥

প্রসাদি সুর।

লক্ষ্য নাই মা আগা গোড়া।
কেবল খাচ্ছি ব'সে পাঁচের তাড়া॥
একা এসে একা যাব, কর্ম্মফল শেষ থাকবে খাড়া।
ওমা মধ্যে কেবল গোল হয়ে যায়, সবাই দেয় যে মায়ার নাড়া॥
কি নিয়ে যে এলাম ভবে, ভাবতে গেলে হই মা সারা।
ওমা কর্ম্ম যেমন হ'চ্ছে তেমন, বিধির লিপি কপাল জোড়া॥

অনেক সঙ্গী আছে এখন, তারা কি শেষ্ দেবে সাড়া।
ওমা লাভের ভাগী সবাই কেবল, হাতড়ে বেড়ায় টাকার তোড়া॥
সকল দ্বারে দেখ্‌ছে ললিত, যমের দূত যে আছে খাড়া।
ওমা সময় হ'লে ছলে বলে, ধ'রে কেবল মারবে কোড়া॥ ৯২০॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌ব কত ভবের খেলা।
ধ'রে কর্ম্ম সূত্র নিত্য নিত্য, কোথা হ'তে যাচ্ছে বেলা॥
সংসারেতে নাই কিছু আর, আছে কেবল কাজের ঠেলা।
ক্রমে শেষের দিনে সংসেজে সব, এক ঘাটেতে লাগ্‌বে মেলা॥
পরের সঙ্গে থেকে হেথা, মন যে সদাই মায়ায় ভোলা।
তাই ধার ক'রে দিন কাটিয়ে সবাই, সার করে শেষ্ গাছের তলা॥
ঘরে ঘরে টানা টানি, বুঝিয়ে দিলে হ'চ্ছে কালা।
আবার নিজের কথা কেউ বোঝনা, প্রধান সেইটী প্রাণের জ্বালা॥
ললিত এসে ভাবছে ব'সে, দেখে মনের এসব ছলা।
শেষে মা মা ব'লে উঠে কোলে. যমকে কিসে দেখায় কলা॥ ৯২১॥

প্রসাদি সুর।

কে দেখে মা এ সঙ্কটে।
আমার কেউ যে নাই এ ভবের হাটে॥
দেখে শুনে ভয় খেয়ে মন, ইচ্ছা করছে পালাই ছুটে।
এখন টেনে টুনে ধ'রে এনে, কেমন ক'রে বসি এঁটে॥
যে নিয়ম মা ক'রে দিলি, তাতেই সুখী খেটে খুটে।
কিন্তু কাকে নিয়ে সাহস বাঁধি, সেইটী ভাব্‌লে বিপদ ঘটে॥

লাভের আশা দিয়ে এখন, ছজন ধর্‌লে সটে পটে।
ক'রে কাড়াকাড়ি গাঁটের কড়ি, তারাই যে সব নিলে লুটে ॥
ললিতের এই মনের কথা, মায়া তার আজ দেনা কেটে।
ওমা আপন ছেলে নিবি কোলে, সূর্য্য যখন বস্‌বে পাটে ॥ ৯২২ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন ডাকাডাকি।
হেথা ফাঁকীর উপর বাড়্‌ছে ফাঁকী ॥
সংসারেতে দেখি কেবল, পাঁচ রকমের কাজের ঝুঁকি।
তাতে যার কাজে আজ অভাব হবে, সেই যে কর্‌বে বকাবকি ॥
স্বার্থ সাধন ক'রে সবাই, দিন কাটাচ্ছে এইটী দেখি।
আবার পরে পরে মিলন হ'লে, লজ্জা বাড়ে চকোচকি ॥
লাভের ভাগটী ঘরে এনে, মনে মনে সবাই সুখী।
কিন্তু শেষের দিনটী ভাবতে গেলে, তার কিছু কি থাকে বাকী ॥
ললিত বলে এসংসারে, চির কাল্‌টা চল্‌ল মেকী।
নইলে কোন্ সাহসে হেথায় এসে, ক'রে বেড়াই রোকারুকি ॥ ৯২৩ ॥

প্রসাদি সুর।

অহঙ্কার যে সব ডুবালে।
মন বুঝ্‌বে সে সব সময় পেলে ॥
রতন ভেবে যতন ক'রে, নূতন নূতন দেখ্‌ছে কালে।
আবার পরের কাছে বেছে বেছে, সেজে গিয়ে পড়্‌ছে গোলে
কার নিয়ে কে কর্‌ছে দাবী, সেইটী ভাব্‌তে সবাই ভোলে।
শেষ্ টেনে টুনে ঘরে এনে, মন্‌কে আপন ভুলিয়ে দিলে ॥
পাঁচের কাছে জবাব দিতে, ঠকাতে সব চাইছে ছলে।
কিন্তু কোন মতে হাতে হাতে, ধরা দেবে সব ফুরালে ॥

বড়র কথা ছোটর ব্যথা, এই কথা যে ললিত বলে।
হেথা সমান ক'রে দেখ্‌লে সকল, মনে মনে কেউ কি জ্বলে॥ ৯২৪॥

প্রসাদি সুর।

অহং তত্ত্ব বুঝ্‌ব কত।
ওমা সব হয়েছে কালের মত॥
আপনাকে মা আপনি দেখে, ভাবনা আসছে শত শত।
ওমা মায়া কাট্‌লে মন যে আমার, ভাব্‌তে এখন সময় পেত॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম দেখ্‌ছি মিছে, সব্‌ হ'ল মা ভূতগত।
কেবল দয়া ধর্ম্ম সত্য হেথা, তাতেই ফল মা আছে যত॥
সংসারেতে এসে আমি, অভাব দেখে ভাব্‌ছি এত।
ওমা চারি ধারে ভয় দেখে আজ, শাসন হ'চ্ছে অবিরত॥
এসব দুঃখ হ'চ্ছে কেন, হয়ে মা তোর অনুগত।
আজ যেথায় ললিত থাকুগ্‌ না মা, তোরই সে যে পদাশ্রিত॥ ৯২৫॥

প্রসাদি সুর।

ধর্ম্ম কর্ম্ম বুঝ্‌ব কিসে।
আমি কাল কাটাচ্ছি রঙ্গ রসে॥
ধর্ম্মের মধ্যে দয়া বড়, এইটী হেথা দেখ্‌ছি এসে।
কিন্তু সবাই এখন ভুলে সেটা, মত্ত হ'ল বিষয়বিষে॥
কর্ম্মের বেলা দান যে প্রধান, দেখ্‌তে পাচ্ছি ব'সে ব'সে।
তবু স্বার্থ ছেড়ে কে হয় দানী, মন যে সবার সর্ব্বনেশে॥
ঘরে পরে কর্ম্ম হ'লে, আপনা হ'তে কেউ কি দোষে।
হেথা ধর্ম্ম হ'ল স্বার্থ সাধন, তাইতে জগৎ যাচ্ছে ভেসে॥
মনে মনে ভাব্‌ছে ললিত, কি হবে তার দশচক্র শেষে।
তখন পথ ভুলে সব কোথায় যাবে, ভয়েতে যে লাগ্‌বে দিশে॥ ৯২৬॥

প্রসাদি সুর।

জয় কালী জয় কালী ব'লে।
বস্‌ব ব্রহ্মময়ীর চরণতলে॥
সময় মত হয়না মনে, গোল হয়ে যায় মনের ভুলে।
কেন সাধ ক'রে আজ ঢুক্‌ছ মিছে, ভবের যত গণ্ডগোলে॥
মত্ত হয়ে রঙ্গ রসে, দেখ এদিন যাচ্ছে চ'লে।
আজ মায়া আশা মিলে তোমায়, সকল কথা ভুলিয়ে দিলে॥
পর্‌কে দেখে পর ভাবনা, আপন ব'লে কোলে নিলে।
ও মন তত্ত্ব কথা বল্‌তে গেলে, তাতে এখন দিচ্ছ ঠেলে॥
কার ভয়ে আজ ভ্রান্ত এত, সেইটা ভেবে বুঝ্‌তে হ'লে।
ও মন আপনা হ'তে যাতে তাতে, ললিতের যে সুফল ফলে॥ ৯২৭॥

প্রসাদি সুর।

মন কত তুই খাবি তাড়া।
কেন কর্ম্ম দেখে চোকে চোকে, সেজে এখন বস্‌লি খোঁড়া॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রইল কোথা, ভেবে দেখ্‌না আগাগোড়া।
যার মায়ায় প'ড়ে দিন কাটালি, শেষ্‌ কি তারা দেবে সাড়া॥
সংসারেতে এসে কেবল, খুঁজে বেড়াস টাকার তোড়া।
ওরে এম্নি কপাল ক'রে এলি, হ'লি শেষে সৃষ্টিছাড়া॥
দিন ফুরালে দেখ্‌বি কালে, তলব্‌ হবে খাড়াখাড়া।
ওরে সবাই তখন কর্‌বে শাসন, যমদূতেও যে মার্‌বে কোড়া॥
সংসারেতে দেখ্‌না ললিত, ক'রে সকল নাড়া চাড়া।
তখন আপনা হ'তে ভ্রম যাবে তোর, কেটে যাবে
মায়ার বেড়া॥ ৯২৮॥

প্রসাদি সুর।

মন এসেছিস ভবের হাটে।
ব'সে কেনা বেচা ক'রে নেনা, বেড়াস কেন ছুটে ছুটে॥
সন্ধ্যা বেলা ভাঙ্গবে এ হাট, তখন যাবি পারের ঘাটে।
এখন খেটে খুটে দিন মজুরি, পারের কড়ি কর্না গাঁটে॥
হাটের মাঝে নাই কিছু আজ, দেখেছিস্ তা ঘেঁটে ঘুটে।
ওরে পর্কে নিয়ে থাক্লে পরে, মহাজনে তুল্বে লাটে॥
ঋণী থাক্লে ধনী এসে, বাঁধ্বে তোকে আটে কাটে।
তখন হিসাবেতে দেখিয়ে বাকী, যা পাবে সব নেবে লুটে॥
ললিত হাটের নয় ব্যাপারী, সে যে কেবল নগ্দা মুটে।
তাই পাঁচের বোঝা মাথায় ক'রে, ঘুর্ছে কেবল হাটে বাটে॥ ৯২৯॥

প্রসাদি সুর।

নগদ দামে কেনা বেচা।
তাতে ওজন দেখ্ছি সদাই কাঁচা॥
ফেলে কড়ি তাড়াতাড়ি, জিনীস খোঁজে বাছা বাছা।
কিন্তু দেখে বাজার বাড়্ছে বিকার, আমদানী সব কালের ওঁচা॥
নেনা দেনা কর্তে গেলে, ছয় পেয়াদায় দিচ্ছে খোঁচা।
তাদের বল্লে কথা দেয় যে ব্যথা, স্বভাব তাদের ছোঁচা বোঁচা॥
লাভের তরে সবাই ধ'রে, হিসাব নিকাশ কর্ছে সাঁচা।
কিন্তু দায়ের দায়ী হ'লে পরে, জমার দিকে ধোয়া পোঁচা॥
মহাজনে ধ'রে তখন, দেবে তোর যে গলায় কাচা।
তাই বল্ছে ললিত ডেকে হেঁকে, আপনাকে মন আপনি বাঁচা॥ ৯৩০॥

প্রসাদি সুর।

মন মানে না কথার ছলে।
ও মন সকল কথাই সে যে ভোলে॥

সংসারেতে পেয়ে আমায়, মায়া এমন ধর্‌লে বলে।
ওমা তার শাসনে প'ড়ে আমি, সকল দিকে পড়্‌ছি গোলে॥
সমান ভাবে দেখে শুনে, পথ ধ'রে মা যাচ্ছি চ'লে।
তবু দেখ্‌ছি যে মা কৌশলেতে, সবাই আমায় ঠকিয়ে দিলে॥
কাড়াকাড়ি ক'রে এখন, ছটা রিপু সকল নিলে।
তাই অন্ধ হয়ে অন্ধকারে, ঘুর্‌ছে আপন কর্ম্মফলে॥
আপনার দশা ব'ল্‌ব কি মা, দেখে সদাই প্রাণ যে জ্বলে।
ওমা সময় দিলে ললিত তোমায়, দেখায় মনের কপাট খুলে॥ ৯৩১॥

প্রসাদি সুর।

আর পারি না ছুটে ছুটে।
তাই ভিক্ষা করি মা করপুটে॥
একটু সময় দে মা আমায়, একবার আমি বসি এঁটে।
আমার সব হ'ল গোল, কর্‌লে পাগল, সংসারে ছয় সঙ্গী জুটে॥
মায়ার বশে ফেলে আমায়, চিরকালের কর্‌লি খুঁটে।
ওমা যে পথেতে চল্‌ছি আমি, তাতেও চল্‌তে কাঁটা ফোটে॥
নিজের কড়ি পরকে দিয়ে, ঘুরে বেড়াই শুধু গাঁটে।
ওমা এই ক'রে সব দিন ফুরাল, দেখ্‌না সূর্য্য বস্‌ছে পাটে॥
ললিতকে তুই এনে কেবল, বাঁধ্‌লি এত আটে কাটে।
তবু তোর ছেলে মা তোরই আছে, ঘুর্‌ছে কেবল খেটে খুটে॥ ৯৩২

প্রসাদি সুর।

আজ আপন ভেবে বেড়াই খেটে।
বল ফেল্‌বি মা শেষ্‌ কি সঙ্কটে॥
পাঁচকে দেখে সকল বুঝি, এমন বুদ্ধি নাই মা ঘটে।
তাই যত্ন ক'রে রত্ন ভেবে, ধর্‌তে যাই সব ছুটে ছুটে॥

হেথায় দেখি ঘরে পরে, বাঁধ্‌লে মায়া সটে পটে।
ওমা তাতেই এখন লোভ বেড়েছে, গোল করেছে কর্ম্ম জুটে॥
ফলের আশায় সব দিকে হায়, আমাকে যে কর্‌লে খুঁটে।
তাই মনের দুঃখ রইল মনে, কাকে মা গো বল্‌ব ফুটে॥
কাজে কাজে বেড়াই সেজে, তাতেই দিন যে যাচ্ছে কেটে।
একবার ললিতকে তুই দেখ্‌লে সে যে, মনের সাধে বসে এঁটে॥ ৯৩৩॥

প্রসাদি সুর।

মন কেন মা ভেবে মরে।
তুমি সদাই আছ আপন ঘরে॥
সংসারেতে এসে এখন, কর্ম্ম করি তোমার জোরে।
নইলে আপনা হ'তে যাতে তাতে, শাসন হ'ত ঘরে পরে॥
মনে সাহস থাক্‌বে যদিন, তদিন তোমায় থাকত ধ'রে।
ওমা তোমার অভাব হবে যখন, তখন কেউ কি থাক্‌তে পারে॥
শক্তি থাক্‌লে যুক্তি আসে, ভক্তি বাঁধা থাক্‌বে দ্বারে।
ওমা আপন ঘরে লক্ষ্য ছেড়ে, মনে মনে সবাই হারে॥
তোমায় রেখে চ'কে চ'কে, ললিত বেড়ায় আপন জোরে।
ওমা যেমন বোঝে আপন কাজে, তাই বলে সে যারে তারে॥ ৯৩৪॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ গেল মা খেটে খেটে।
একবার ছেড়ে দেমা পালাই ছুটে॥
শেষের দিনে দেখ্‌ব মাগো, কিছুই আমার নাই যে গাঁটে।
আমি কি নিয়ে মা তখন গিয়ে, বস্‌ব আপন পারের ঘাটে॥
মনে মনে হ'চ্ছে আশা, ছজন মিলে দিচ্ছে কেটে।
ওমা অভাব যেমন কর্ম্ম তেমন, তাই সাজালে পরের মুটে॥

নেনা দেনা কর্‌ব যত, ততই আমি হব খুঁটে
ওমা পাঁচ জনাতে দোষ করে সব, আমায় ধরিস্ সটে পটে॥
একবার দেখা পেলে মা তোর, চরণ দুটী ধরি এঁটে।
নইলে চিরকালটা সমান যাবে, মরবে ললিত ঘেঁটে ঘুটে॥ ৯৩৫॥

প্রসাদি সুর।

কি আর দেখ্‌ব ভবের হাটে।
হেথা সবাই বাঁধা আটে কাটে॥
প্রাণের ভয়ে সবাই এসে, ঘুর্‌ছে হয়ে পাঁচের মুটে।
ওমা ফেলে বোঝা হয়ে সোজা, হাত্‌ড়ে মর্‌বে আপন গাঁটে॥
মনের মতন নাই কিছু মা, একে একে দেখ্‌লাম ঘেঁটে।
এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, সকল ফেলে পালাই ছুটে॥
গরিবের সব আশা যেমন, মনেই উঠে মনেই মেটে।
ওমা তেম্নি ধারা কত শত, আমার মনে পড়ে উঠে॥
ভরসা কেবল তোর ঐ চরণ, একবার পেলে ধরি এঁটে।
হেথা আর কতকাল ললিত মা তোর, ঘুর্‌বে কেবল ঘাটে বাটে॥ ৯৩৬।

প্রসাদি সুর।

ছজন মিলে কর্‌লে জারি।
ওমা তারাই নেবে বাহাদুরী॥
সংসারেতে এসে দেখি, মনে মনে সবাই ভারী।
ওমা সাহস ক'রে ধর্‌লে তাদের, লাভের মধ্যে আমি হারি॥
জেনে শুনে কেবল আমি, মনের মত কর্ম্ম করি।
ওমা আজ্ঞা পালন করি যখন, তখন ফলের কি ধার ধারি॥
পাঁচের কর্ম্ম দেখে শুনে, চার দিকেতে ঘুরি ফিরি।
কিন্তু এম্নি আমার কপাল হ'ল, লোভ হয়েছে কাজের অরি॥

মন জানে আর ধর্ম্ম জানে, কাকে দিয়ে কি কাজ সারি।
সব মনে মনে জানে ললিত, হয়ে মা তোর আজ্ঞাকারী॥ ৯৩৭॥

প্রসাদি সুর।

মন জানে আর ধর্ম্ম জানে।
কেন ভ্রম বেড়ে যায় কাজের দিনে॥
মনে মনে আশা করি, এই বারেতে ধর্‌ব চিনে।
কিন্তু এম্নি শাসন হ'চ্ছে এখন, মন থেকে সব নিচ্ছে টেনে॥
ভয় খেয়ে মন কাতর সদাই, কাজের কথা কৈ সে শোনে।
আজ মনের দুঃখ রইল মনে, বল্‌তে সময় পাই না কেনে॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'লে, লক্ষ্য হয় যে তুচ্ছ ধনে।
কিন্তু ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম ক'রে, দেখ্‌ছি সকল জনে জনে॥
সব দিকেতে সমান দেখি, প্রভেদ কেবল আছে মনে।
আজ তাই দেখে কি ললিত ভোলে, তার সেই সাধের মা বিহনে॥৯৩৮॥

প্রসাদি সুর

কে জানে মা কার এ খেলা।
কেন ভুলে থাকি কাজের বেলা॥
ঘরের কোণে ঢুকে আমি, আঁধার দেখি থাক্‌তে বেলা।
আবার সাধ ক'রে যে কালের হাতে, বাড়িয়ে দিচ্ছি আপন গলা॥
সুখের আশায় ঘরে এলে, পাঁচেতে যে দিচ্ছে ঠেলা।
যদি কাজ পেয়ে তার কারণ খুঁজি, অম্নি দুঃখ পাচ্ছি মেলা॥
ঘরে ঘরে ঘুর্‌তে গিয়ে, দেখি সকল আছে খোলা।
তবু দেখে শুনে মন বোঝে না, এই হ'ল মা প্রাণের জ্বালা॥

কর্ম্ম সাধন কর্‌তে গেলে, সকল কি আজ হয় মা ফলা।
শেষে কাঁদ্‌লে ললিত ফল পাবে কি, দেখ্‌বে যে সব আছে তোলা॥৯৩৯॥

প্রসাদি সুর।

মন ভুলেছে পাঁচকে পেয়ে।
তাই পড়েছি মা বিষম দায়ে॥
লাভের অংশ পরকে দিলাম, কি দিয়ে শেষ্ উঠ্‌ব নায়ে।
ওমা আপনার বেলা নাই কিছু মা, তাই দেখে যে গেলাম ব'য়ে॥
নাম গেয়ে তোর দিন কাটাব, এই আশাতে আছি সয়ে।
কিন্তু মায়ার খেলা দেখ্‌তে গিয়ে, সব হারালাম প্রাণের ভয়ে॥
খেটে খুটে যা আনি মা, সব যে এসে নিচ্ছে ছয়ে।
আজ তাদের সঙ্গী হয়ে আছি, আপনার মাথা আপনি খেয়ে॥
শেষের সে দিন এলে মাগো, কিসের হিসাব দেব গিয়ে।
ওমা টানাটানি কর্‌বে সবাই, তোর ললিতকে মাঝে নিয়ে॥ ৯৪০॥

প্রসাদি সুর।

মন হয়েছিস্ কালের মত।
কেন হ'লি পরের অনুগত॥
যাওয়া আসা কর্‌তে গিয়ে, দেখ্‌তে পেলি শত শত।
ওরে সে সবে তোর লক্ষ্য হ'লে, এত কি আজ হ'স মোহিত॥
আপনার বেলা দেখে শুনে, হ'লি মায়াবিরহিত।
আমার যেমন কপাল তেম্নি হ'ল, তোকে সে সব বোঝাই কত॥
আশায় প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে, কর্ম্ম ক'রে বেড়াস যত।
নইলে হ'ত এখন পরও আপন, সবাই সকল বুঝিয়ে দিত॥

হেথায় এসে আপন দোষে, হিতেতে এই হয় অহিত।
কবে ললিতকে তোর সঙ্গে নিয়ে, হবি মায়ের পদানত॥ ৯৪.॥

প্রসাদি সুর।

বাড়্‌ছে বিকার দেখে শুনে।
নইলে সব জানে মন মনে মনে॥
মায়ায় প’ড়ে সব ভোলালি, ঠকিয়ে দিলি এমন দিনে।
ওরে লাভের কড়ি দেখ্‌তে গিয়ে, ডুবে রইলি পরের ঋণে॥
যতন ক’রে রতন ভেবে, পরকে আপন কর্‌লি কেনে।
আজ পাঁচ দিয়ে যে পাঁচ ভোলালি, কাকে আমি চল্‌ব মেনে॥
সময় পেয়ে আঁধার ঘরে, চাঁদ দেখালি আমায় এনে।
এখন কার দোষেতে বল্‌ না আমায়, এমন ক’রে ধর্‌লি টেনে॥
ললিত বলে সাধ ছিল মন, দিন কাটাব গুণে গুণে।
শেষে সব যেয়ে যে বাড়্‌ল বিষাদ, তাই ব’সেছি ঘরের কোণে॥ ৯৫২

প্রসাদি সুর।

অন্ত নাই তার দেখব কটা।
ওমা চারি দিকে দেখি চেয়ে, তোমার কেবল রূপের ছটা॥
একে একে মিলিয়ে নিলে, কেউ কি হেথা থাক্‌বে গোটা॥
ওমা তার মাঝেতে নেচে বেড়ায়, ছটা রিপু দুকাণ কাটা॥
কালের সঙ্গে রঙ্গ ক’রে, এসে কেবল দিচ্ছে খোঁটা।
তবু সাধ ক’রে আজ আমোদ ভরে, প’রে বেড়াই সাধের ফোঁটা॥
ঘোরা ঘুরি কর্‌ছি যত, ততই আমার বাড়ছে লেটা।
ওমা শেষের দিনে কপাল গুণে, ধর্‌বে আমায় যমের ভটা॥

সবাই হেথা কর্‌বে কি মা, মন হ'ল যে আত্ম সাটা।
ওমা সাহস কেবল এই আছে শেষ্, ললিত ব্রহ্মময়ীর বেটা॥ ৯৪৩

প্রসাদি সুর।

মন আমার যে কেন ভাবে।
সেটা বল্‌তে গেলে কেউ কি ছোঁবে॥
একা একা গেলে পরে, সবাই আমায় ধর্‌তে চাবে।
আমার মায়ের কাছে যেতে পেলে, সবাই দেখে স'রে যাবে॥
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য হ'লে, বিপক্ষ আর কেউ কি রবে।
হেথা কার্য্য কারণ বুঝ্‌লে পরে, মন যে আমার সকল সবে॥
পথ হারা মন হবে যখন, তখন কে পথ দেখিয়ে দেবে।
হেথা রিপুর শাসন এম্নি এখন, সব যে তখন ঠকিয়ে নেবে॥
গণ্ডগোলের মাঝে প'ড়ে, ললিত কি আর কথা কবে।
আজ আগম নিগম সকল মিছে, মা যা কর্‌বে তাই যে হবে॥ ৯৪৪॥

প্রসাদি সুর।

ভয় দেখিস্ না পথে যেতে।
তার ফল পাবি যে হাতে হাতে॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌নারে মন, ডাক্‌না মাকে খেতে শুতে।
ওরে আপনি সকল সরল হবে, থাক্‌বিরে তুই পাতে পাতে॥
সাহস ক'রে একা গিয়ে, ঢুক্‌গে না মন বিপদ যাতে।
ওরে বিপদ বাধা কাট্‌লে পরে, মনের মত পাবি তাতে॥
ভ্রান্ত হয়ে এখন খুঁজিস, মিলিয়ে দেখবি কাতে কাতে।
ওরে পাঁচটা ভেঙ্গে একটা হ'লে, পার্‌বি সকল বুঝে নিতে॥

ভাবনা ছেড়ে ললিত এখন, ডাক্‌না মাকে দিনে রাতে।
ওরে চার্ দিকে তোর লক্ষ্য ছেড়ে, চেষ্টা কর্‌না সমান হ'তে॥ ৯৪৫॥

প্রসাদি সুর।

কত আশা উঠ্‌ছে মনে।
আমি বলব কাকে মা বিহনে॥
সময় মত বল্‌তে গেলে, মা যে আমার সকল শোনে।
হেথা কর্ম্ম ফলের কাড়া কাড়ি, সেটাও বুঝ্‌তে মা যে জানে॥
খেলার ঘরে পুতুল খেলা, কর্‌ছি হেথা নিশি দিনে।
যদি সেই সময়ে ঘর ভেঙ্গে যায়, সে ব্যথা কার সইছে প্রাণে॥
চাঁদ ঘরে যার সে কি আবার, তারাগণে এখন গণে।
কিন্তু অমানিশায় চাঁদের উদয়, না দেখে কে সত্য মানে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, হ'চ্ছে ললিত কালের গুণে।
এখন তার মাঝেতে কোন্‌টা আপন, সেইটি কি তুই ধর্‌বি চিনে॥ ৯৪৬॥

প্রসাদি সুর।

কালের শাসন কর্‌ব কিসে।
আমার মন রয়েছে রঙ্গ রসে॥
আপনার কাজে আপনি ভুলে, চক্ষে কেবল লাগছে দিশে।
ক্রমে দিশে হারা হয়ে আমি, পাঁচের সঙ্গে বেড়াই মিশে॥
কাজের মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, কে তার এখন করবে নিশে।
হেথা দৃষ্টিসুখ যে সৃষ্টিছাড়া, বিষের বাতি জ্বল্‌ছে বিষে॥
পরে পরে দেখা হ'লে, সবাই মিলে উঠ্‌ছে হেঁসে।
আমার কপাল যেমন হ'চ্ছে তেমন, ধরা পড়্‌ছি পরের দোষে

মনের আশা রইল মনে, ললিত মিছে ভাব্‌ছে ব'সে।
ওরে দেখ্‌না পাগল কোন্ দিকে গোল, মন কোথা তোর সর্ব্বনেশে॥১৪৭॥

প্রসাদি সুর।

কাজ পেয়েছিস সৃষ্টিছাড়া।
একবার দেখ্‌না চেয়ে আগা গোড়া॥
পাঁচে পাঁচে পৃথক হ'লে, সবাই যে তোয় দেবে তাড়া।
ওরে সকল মিলন হ'লে একে, এক ডাকেতে পাবি সাড়া॥
ছটা সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে, তাদের যে তুই একলা ঘোড়া।
ওরে সবাইকে তুই মানতে গেলে, শেষের দিনে হবি খোঁড়া॥
সংসারেতে দেখনা চেয়ে, সব রয়েছে জোড়া জোড়া।
তাই মায়ার বশে প'ড়ে শেষে, সাধের কপাল হ'ল পোড়া॥
ললিতের আজ চার দিকেতে, শত্রু ক'রে দিচ্ছে বেড়া।
আবার কাল আছে যে দ্বারে ব'সে, সময় পেলেই মার্‌বে কোড়া॥১৪৮॥

প্রসাদি সুর।

যার যেমন সে বুঝবে তেমন।
আমি খুঁজে বেড়াই মনের মতন॥
দেখ্‌তে বাকী বাইরে ফাঁকী, ঘরে ঘরে আছে রতন।
ওরে অন্ধকারে ঘুরে ফিরে, দেখ্‌তে বারেক কর্‌না যতন॥
চক্ষে দেখিস শত শত, বুঝিস কিরে কে আজ কেমন।
তোর চ'কের ঢাকা খুলবে বোকা, যখন এসে ধর্‌বে শমন॥
মনে মনে সাধ বেড়েছে, সাজ্‌লি পেয়ে বসন ভূষণ।
ওরে সুখের তরে নয় যে সে সব, কেবল হবে মনের শাসন

ললিত বলে মনের কথা, মনে মনে বুঝবি যখন।
ওরে দুর্গা ব'লে সকল ফেলে, হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচ্‌বে তখন ॥ ৯৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

কালের শাসন সইতে পারি।
যদি মন হয় আমার আজ্ঞাকারী ॥
মনে মনে সকল বুঝে, মনের মতন কর্ম্ম করি।
আমার জানা ঘরে ভয় কি আছে, মা আছে যার শুভঙ্করী ॥
মা মা ব'লে ডেকে সদা, ছাড়ি ভবের ঘোরা ঘুরি।
আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে অস্নি, কেটে ফেলি পায়ের বেড়ী ॥
মায়ের তত্ত্ব বুঝ্‌লে পরে, কাল কি কর্‌তে পারে জারি।
আজ সংসারেতে আপদ বিপদ, সে পদ ধ'রে সকল সারি ॥
কাজের গোলে ললিত ভোলা, তাই শমনের বাহাদুরী।
এবার থাক্‌তে বেলা ভেঙ্গে খেলা, ধর্‌ব মায়ের চরণ তরি ॥৯৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন ব'সে খাস্‌রে খোঁটা।
ওমন হয়ে ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥
সকল দিকে কর্‌লে দায়ী, সঙ্গে জুটে রিপু ছটা।
ওরে একবার চেয়ে দেখনা হেথা, তারাই বাধায় সকল লেটা ॥
লাভের আশায় ছুটে মলি, মিলিয়ে কিন্তু পেলি কটা।
ওরে অকাজেতে কাজ বাড়িয়ে, আপনার পথে দিলি কাঁটা ॥
সকল দিকে লক্ষ্য হ'লে, কে চায় পর্‌তে সাধের ফোঁটা।
ওরে নেনা দেনা ক'রে এখন, শেষ্ কি থাকতে পাবি গোটা ॥

ললিত জানে আপন মনে, চিরকাল তার বুদ্ধি মোটা।
নইলে মা মা ব'লে ডাক্‌লে ছেলে, সকল ঘর যে থাক্‌ত আঁটা॥ ৯৫১

প্রসাদি সুর।

মানে মানে বিদায় পেলে।
মা তোর ঘরে পালায় ঘরের ছেলে॥
সং সাজিয়ে দিলি যেমন, তেম্নি আমায় ফেল্‌লি গোলে।
তাই সাধের বেলা বিষাদ বেড়ে, প্রাণের ভিতর ম'লাম জ্ব'লে॥
ছুটে গিয়ে আপন ঘরে, দেখ্‌তে যাই মা কপাট খুলে।
দেখি তার ভিতরে আঁধার সকল, অম্নি সকল যাই যে ভুলে॥
যাওয়া আসা কাজের নেশা, বাড়্‌ছে কত কালে কালে।
ক'রে রঙ্গ রসের ছড়াছড়ি, সব করাস্‌ যে গোলে মালে॥
ললিত কি তোর আপনা হ'তে, বুঝ্‌বে সকল সময় হ'লে।
সে যে আপনি ভোলা যাচ্ছে বেলা, ডাক্‌ছে কেবল মা মা ব'লে॥ ৯৫২

প্রসাদি সুর।

কে আর থাক্‌বে পাতে পাতে॥
হেথা কর্ম্ম ফল যে হাতে হাতে॥
ঘরে বাইরে দেখ্‌তে গিয়ে, লক্ষ্য হ'চ্ছে যাতে তাতে।
হয়ে কাজের পাগল বাজিয়ে বগল, দিন কাটাচ্ছে কোন মতে॥
মনের কথা রইল মনে, দুঃখ কেবল খেতে শুতে।
আবার মায়া এসে ধরছে এঁটে, সকল দিকে দুঃখ দিতে॥
সংসারে সব কাজের কথা, মন দেখে তাই উঠ্‌ছে মেতে।
আবার হারায় যারা নয়ন তারা, তারাই ঘুরছে পথে পথে॥

আজও ললিত শিখ্‌লেনা মন, সব দিকেতে মিলিয়ে নিতে।
কেবল পেয়ে বাধা লাগ্‌ল ধাঁধা, পথ ভুলেছে যেতে যেতে ॥ ৯৫৩॥

প্রসাদি সুর।

হয় কি নয় মন দেখে নেনা।
কেন করিস মিছে আনা গোনা ॥
হাট বাজারে ঘুরে এখন, করিস্‌ কেবল নেনা দেনা।
ওরে শেষের দিনে ধর্‌লে টেনে, তাতে কিছুই ফল হবে না ॥
যেমন এলি তেম্নি গেলে, বল্‌ না কি তোর থাকে চেনা।
ওরে ঘরে পরে অভেদ হ'লে, কে আর তোকে কর্‌বে মানা ॥
সংসারেতে বেগার খেটে, রাং পেয়ে তুই ছাড়্‌লি সোণা।
ওরে কর্ম্ম যত ফল যে তত, ডাকের কথা আছে শোনা ॥
খেটে খুটে মরিস কেন, ললিত যে তোয় কর্‌ছে মানা।
ওরে অভেদ ক'রে দেখ্‌লে সকল, ঘরেই পাবি চাঁদের কণা ॥ ৯৫৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কি দেখিস ঘরের কোণে।
ওরে তুই কি ধর্‌তে পার্‌বি চিনে ॥
কর্ম্ম সূত্র গলায় বেঁধে, অভেদ সকল যে জন মানে।
সে যে আপনা হ'তে সংসারেতে, বিদায় পাবে মানে মানে ॥
এ সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, এক হবে যার মনে জ্ঞানে ॥
ওরে সেই যে হেথা আপনা হ'তে, সকল মিলিয়ে পাবে মনে ॥
পথ ধ'রে মন যাবি যদি, চল্‌না তবে দেখে শুনে।
ওরে লাভের কড়ি বাড়া বাড়ি, আর হবে কি সেটা গুণে ॥

আপনি যেমন জগৎ তেমন, ললিত এটা ভুলিস কেনে।
ওরে চ'কের দেখা দেখে কেবল, ঠকিস্ কেন এমন দিনে ॥ ৯৫৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল কি আমায় দিবি শাজা।
আমি ক্ষেমঙ্করীর খাসের প্রজা ॥
যে মহলে আমি আছি, তাতে নাই যে শুকো হাজা।
ওরে ভয় দেখালে মাকে ব'লে, তোকে আমি কর্‌ব সোজা ॥
গুরু যে ধন দিলেন আমায়, তার কি রে তুই বুঝ্‌বি মজা।
ওরে প্রাণ ভ'রে তার কর্‌ব সাধন, মনের ভিতর থাক্‌ব তাজা ॥
দুর্গা নামে মন মেতেছে, আর কি বইব ভূতের বোঝা।
ওরে মায়ের আদেশ কর্‌ব পালন, ধর্‌ব চরণ গিয়ে সোজা ॥
ললিত বলে ধন হারালে, মন গিয়ে তায় দেয়রে গোঁজা।
আজ যার জোরেতে তোর জোর এত, সেই যে রে কাল আমার রাজা ॥ ৯৫৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল কি আমায় ভয় দেখাবি।
ওরে ভয় দেখালে দুঃখ পাবি ॥
মাকে ডাক্‌তে শিখেছে যে, তাকে কি তুই আর ভোলাবি।
ওরে মায়ার ধাঁধা দিয়ে বাধা, আর কত দিন তুই ঠকাবি ॥
অন্ধকারে রেখে আমায়, সকল আঁধার এই বোঝাবি।
ওরে ঘরে পরে মিলিয়েছে যে, তাকে কি তুই ফল শুনাবি ॥
কর্ম্ম সাধন কর্‌লে এখন, তবে তো তুই ফল ফলাবি।
ওরে দুর্গা নামে মত্ত যে জন, তাকে নূতন কি জানাবি ॥

ব্রহ্মময়ীর ছেলে ললিত, তার উপরে তোর কি দাবী।
ওরে মা মা ব'লে ডাক্‌ব যখন, তখন কি তুই জবাব দিবি॥ ৯৫৭॥

প্রসাদি সুর।

বুঝ্‌লি কি মন এমন দিনে।
ওরে এত কথা হ'চ্ছে হেথা, বল্‌ছে সবাই কানে কানে॥
দায়ের দায়ী হবে কে তোর, কে আজ সকল বুঝবে মনে।
ওরে সংসেজে তুই ঘুরিস যখন, তখন তোকে কে আর মানে॥
দিলে ফাঁকী বাড়ায় বাকী, একথা যে সবাই জানে।
ওরে যাওয়া আসা কাজের নেশা, বেড়েছে তোর কর্ম্ম গুণে॥
অভাব দেখে ধর্‌তে ছুটিস, বুঝিস্ কি তুই আপন জ্ঞানে।
ওরে নিজের বেলা হয়ে ভোলা, জড়িয়ে পড়্‌লি পাঁচের ঋণে॥
দুর্গানামের তত্ত্ব বুঝে, কর্ম্ম কর্‌না দেখে শুনে।
তোর ঘরে পরে লক্ষ্য হ'লে, ললিত ব'কে মরবে কেনে॥ ৯৫৮॥

প্রসাদি সুর।

এলাম গেলাম কাজ কি হ'ল।
ওরে পাঁচ ভূতেতে মিলে এতে, আমার এখন সকল নিল॥
জন্ম হ'তে মায়ায় বাঁধা, সে ধাঁধা মা কৈ কাটিল।
হেথা আত্ম সুখের আশায় প'ড়ে, চার দিকেতে মন ছুটিল।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যার আছে মা, সংসারে তার আশ মিটিল।
তার কাজে কাজে কাজের গুণে, মনের মতন ফল জুটিল
খেটে খুটে মনের সাধে, ঘরের ধার আজ যে শুধিল।
ও মা সুখের ভাগী হয়ে সদাই, তারই এখন মন বুঝিল॥

ললিতের যে কপাল দুষী, দেখ্‌না মা তার সকল গেল।
আবার তাই দেখে যে ছটা রিপু, কাছে এসে ঠকিয়ে দিল॥ ৯৫৯

প্রসাদি সুর।

জাগা ঘরে দেখিস চুরি।
তাতে তোর কি হ'ল বাহাদুরী॥
পাঁচে পাঁচে দেখা হ'লে, সবাই যে আজ কর্‌বে জারি।
যদি এলাম যেমন যাব তেমন, তবে কাজের কি ধার ধারি॥
কর্ম্ম ক'রে ঘুরে ভাবিস, মন হয়েছে আজ্ঞাকারী।
কিন্তু শেষে সেটা থাক্‌বে কোথা, বুঝ্‌তে যে তোর অনেক দেরি॥
পরের সঙ্গে মিলন হয়ে, রঙ্গ রসের ছড়া ছড়ি।
কিন্তু কপাল গুণে এমন দিনে, ঘুচ্‌ল না তোর ঘোরা ঘুরি॥
ললিত বলে কি দিয়ে আজ, মনের মত কর্ম্ম করি।
কেবল আগম নিগম শিবের বচন, এইটী ভেবে সকল সারি॥ ৯৬০॥

প্রসাদি সুর।

মন রয়েছে অন্ধকারে।
সে যে বেড়ায় কেবল ঘুরে ফিরে॥
আসা যাওয়া ক'রে কেবল, ধরা পড়্‌ছে পরে পরে।
আবার জেনে শুনে মনে মনে, পর সেজেছে আপন ঘরে॥
হয়ে পাগল সব করে গোল, ভাল সেজে দেখ্‌ছি যারে।
হেথা মনের কথা বল্‌তে ব্যথা, সাজ ক'রে যে সবাই হারে॥
আপনার হয়ে ফেল্‌ছে দায়ে, পর্‌কে ধরে নিজের সারে।
শেষে থাক্‌ছে কোথা হেথা সেথা, মনের কথা বলি কারে॥

আস্‌তে যেতে দিন কাটাতে, কাকে এখন থাক্‌ব ধ'রে।
তাই মনের সাধে ঘর বেঁধে আজ, ডাক্‌ছে ললিত মা মা ক'রে॥ ৯৬১ ॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা বুঝ্‌বে কত।
হেথা ধীরে ধীরে আপনা হ'তে, দিন যে তোমার হচ্ছে গত॥
আশার সুসার সব নেবে ভার, যে জন থাকবে অনুগত।
মনের ময়লা যাবে সকল পাবে, হ'লে মায়ের পদানত॥
এসে এখন যাবে যখন, তখন মিল্‌বে শত শত।
আজ ভেবে আপন কর্‌লে যতন, রতন এসে জুটবে যত॥
আঁধার ঘরে যে আজ ঘোরে, তারে কর মনের মত।
দেখ কিসের জোরে ললিত ঘুরে, আপন ভাবছে দেখে এত॥ ৯৬২ ॥

প্রসাদি সুর।

সকল কথা বল্‌ব কারে।
আমার গোল হয়েছে ঘরে পরে॥
জেনে শুনে সবাই রিপু, আপন এখন ভাবি যারে।
তাই প্রাণের দায়ে ভয়ে ভয়ে, আপন ভাব্‌ছি যারে তারে॥
মায়ায় বাঁধা আছে যারা, কাট্‌তে গেলে তারাই হারে।
আজ কপালেতে হাত দিয়ে সব, যোগে জাগে সকল সারে॥
পাঁচের কাছে সবাই দুষী, পরকে পরে ধর্‌ছে জোরে।
হেথা কর্ম্ম নিয়ে তাড়া তাড়ি, তাই পড়েছি বিষম ফেরে॥
ললিত বলে সংসারেতে, বুঝ্‌ব সকল কেমন ক'রে।
এক মহামায়ার মায়ায় কেবল, সবাই এসে বেড়াই ঘুরে॥ ৯৬৩ ॥

প্রসাদি সুর।

জানি মাগো তোমার ছলা।
সব গোল বাধাও মা কাজের বেলা ॥
সং সাজিয়ে সংসারেতে, সবাইকে আজ কর্‌লে ভোলা।
আবার মনে মনে বুঝ্‌লে পরে, বল্‌তে গেলে হ'চ্ছ কালা ॥
পাঁচ ভূতেতে ধরাধরি, দেখ্‌ছি কেবল তাদের খেলা।
আমি কখন ব'সে কাজ করি সব, বাকী প'ড়ে রইল মেলা ॥
তত্ত্ব কথা মন শোনেনা, এই যে মাগো প্রধান জ্বালা।
ওমা সকল কথা জেনে শুনে, মায়া দিয়ে বাঁধ্‌লে গলা ॥
তোমার ঐ যে যুগল চরণ, ভবসাগরপারের ভেলা।
ওমা সেই দুটা এই ললিত পেলে, কর্ম্ম কাণ্ড থাকে তোলা ॥ ৯৬৪ ॥

প্রসাদি সুর

শেষে ধর্ম্ম রবে কোথা।
যার মাথা নাই তার মাথায় ব্যথা ॥
এলাম গেলাম খেটে ম'লাম, এইটী হ'ল কাজের কথা।
মিছে জেনে শুনে মনে মনে, করি কেবল হেথা সেথা ॥
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম ব'লে, বেদাগমের যত কথা।
কিন্তু পাঁচ ভূতে যার বেগার খাটে, তার আর কিসে বাঁচ্‌বে মাথা ॥
সংসারেতে কর্ম্ম কেবল, সবাই গাইছে মায়ার গাঁথা।
তাই চক্ষু বুজে কাণা সেজে, খুঁজে বেড়াই যথা তথা ॥
হেথায় এসে সংসেজেছি, সঙ্গে পেয়ে দারা সুতা।
এখন মায়ায় বাঁধা ঘুর্‌ছে ললিত, ধর্‌বে শেষে ঝুলি কাঁথা ॥ ৯৬৫ ॥

প্রসাদি সুর।

এখন তোমার হয় কি মনে।
তোমার গুরু যে ধন দিলেন কাণে॥
জাগা ঘরে লুকোচুরি, সব হারালে সাধন বিনে।
আবার সাজিয়ে পাগল সব করে গোল, বাঁধা পড়্লে পাঁচের টানে।
লাভের তরে ঘুরে ফিবে, খাটছ এত প্রাণ পণে।
এলে শেষের সময় কেউ কারও নয়, এইটা ভুলে যাচ্ছ কেনে॥
গুরুদত্ত তত্ত্ব ক'রে, দেখে সকল নাওনা চিনে।
যে দিন মনের মতন রতন পাবে, বিদায় পাবে মানে মানে॥
লক্ষ্য ছেড়ে চক্ষে দেখ, আপনার কর দেখে শুনে।
তখন ললিত এসে কাছে ব'সে, মিলিয়ে দেবে গুণে গুণে॥ ৯৬৬॥

প্রসাদি সুর।

আপনার এখন পাবি কটা।
ওরে ভাব্তে গেলে বাড়ে লেঠা॥
কার্য্য কারণ ক'র্লে মিলন, ধরা পড়ে রিপু ছটা।
ওরে তারাই মিলে সব ডুবালে, কাকেও কি আর রাখ্লে গোটা॥
পাঁচের কথায় ভুলে হেথায়, নিজে নিজে হ'লি মোটা।
ওরে বল্না কিসে সেই যে শেষে, মিলিয়ে নিয়ে থাক্‌বে কেটা॥
সময় পেলে সবাই মিলে, তোকে যখন দেবে খোঁটা।
তখন বল্‌তে ব্যথা বস্‌বি কোথা, হেথা সেথা মার্‌বে ঝাঁটা।
এই বেলা তোর সময় আছে, দেখ্না চেয়ে ব্রহ্মকোটা।
নইলে আর কি সময় পাবি ললিত, আস্‌বে যখন রবির বেটা॥ ৯৬৭॥

প্রসাদি সুর।

আপনি যে মন সাজ্‌লি ভেড়া।
তোর সমান রইল আগা গোড়া॥
পরের সঙ্গে মিশে এখন, কাজ করেছিস সৃষ্টি ছাড়া।
ওরে চার দিকে তোর ভাঙ্গা এখন, কোনটা নিয়ে দিবি জোড়া॥
লোভে প'ড়ে এ সংসারে, ধ'রে আছিস টাকার তোড়া।
তাই সুপথ পেয়ে চল্‌তে গিয়ে, শেষ কালেতে হ'লি খোঁড়া॥
যার কাছে তুই যাবি এখন, সেই যে তোকে দেবে তাড়া।
কেবল লাভের মধ্যে এই শিখেছিস, দিতে পারিস কাজের নাড়া॥
ললিত বলে শেষের দিনে, খাবি যখন যমের কোঁড়া।
তখন ডাক্‌লে পরে এ সংসারে, কেউ কি তোকে দেবে সাড়া॥ ৯৬৮

প্রসাদি সুর।

মন হ'লিনা সঙ্গ ছাড়া।
ওরে ধরা পড়্‌লি খাড়া খাড়া॥
পরের দায়ে দায়ী হয়ে, ভাঙ্গা ঘরে দিস্‌রে চাড়া।
ওরে জানিস না কি শেষের দিনে, কর্‌বে যে কাল ফড়া ছেঁড়া॥
কোন সাহসে হেথায় এসে, ভাঙ্গা সকল দিস্‌রে জোড়া।
ওরে নিজে এখন দেখে স্বপন, কাজ শিখেছিস সৃষ্টি ছাড়া॥
পাঁচ ভূতেতে বেগার খাটে, ছজনার তায় আছে তাড়া।
আবার তারাই জুটে ধর্‌লে এঁটে, বানিয়ে তোকে দিলে ভেড়া॥
দেখ্‌ছে ললিত শত শত, সমান চল্‌ছে আগা গোড়া।
সবাই জেনে শুনে এমন দিনে, ধর্‌ছে কেবল টাকার তোড়া॥ ৯৬৯॥

প্রসাদি সুর।

মন্ রে আরও দেখ্ বি কত।
হেথা দেখ্ বার আছে শত শত॥
জেনে শুনে ভাবিস কেনে, কেউ যে নয় তোর মনের মত।
হেথা থাক্‌লে আশা বাড়্ত নেশা, সব যে রে তোর মিলিয়ে দিত॥
গুণে গুণে দেখ্ না চেয়ে, সায়ে তোর যে আছে এত।
কেবল কাণা সেজে দিন কাটালি, মজ্ লি নিয়ে দারা সুত॥
সকল তত্ত্ব ভুলে গিয়ে, কালের ভয়ে হ'লি ভীত।
ওরে একের বিনে এমন দিনে, হিতেতে যে হয় অহিত॥
বুঝিয়ে কত বল্‌ব তোকে, হ'তে মায়ের পদানত।
ওরে মায়ে পোয়ে মিলন হ'লে, আপনার ভাগ যে ললিত পেত॥ ৯৭০

প্রসাদি সুর।

কাজ হারালাম কাজের পাকে।
আমার দিন ফুরান মাকে ডেকে॥
মনের আশা রইল মনে, দুঃখের কথা বল্‌ব কাকে।
আমি শেষের দিনে জেনে শুনে, শুনিয়ে যাব ডেকে হেঁকে॥
সংসারেতে সং সেজেছি, সাধ ক'রে যে ডুব্ ছি সুখে।
এখন ধ'রে আমায় তুল্‌বে কে আজ, সবাই ঘুর্‌ছে মনের ঝোঁকে॥
সাধে বিষাদ হ'ল আমার, দেখ্ ছি আমি চ'কে চ'কে।
কারও দুধের উপর পড়্ছে চিনি, বালি কিন্তু আমার শাকে॥
ললিত এসে ভয় পেয়েছে, তাই সে নিত্য ডাক্‌ছে মাকে।
কিন্তু মায়ে পোয়ে এম্নি ব্যাভার, ডাক্‌লে মা যে দাঁড়ায় ফাঁকে॥ ৯৭১॥

প্রসাদি সুর।

কার তরে মা এ সব করি।
আমি হয়ে মা তোর আজ্ঞাকারী॥
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে, তবু যম যে ঘরের আর।
বুঝি শেষ্ কালেতে আপনা হ'তে, তারই থাকবে বাহাদুরী॥
কালের হাতে প'ড়ে এখন, মিছে হ'ল ঘোরা ঘুরি।
আবার ছটা সঙ্গী জুটে এখন, যা ছিল সব কর্‌লে চুরি॥
যে দায় আমার সাম্নে আছে, কেমন ক'রে তাতে তরি।
হেথা জেনে শুনে মনে মনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভেদ করি॥
এলাম যেমন যাব তেমন, কিসের এখন জারি জুরি।
কেবল মা মা ব'লে ললিত গেলে কেউ করেনা ধরা ধরি॥ ৯৭২॥

পসাদি সুর।

পূজা কর্‌ব মনে মনে।
হেথা পাঁচ জনে তা দেখ্‌বে কেনে॥
ঘরের ভিতর এনে মাকে, বসিয়ে রাখ্‌ব সঙ্গোপনে।
আবার ক'রে যতন মনের মতন, ধরব চরণ আপন জেনে॥
সহস্রদল কমল আছে, আসন সেইটি দেব এনে।
আমার মহামায়া থাক্‌তে কাছে, ভয় খাব আজ কোন্ কারণে॥
চরণে প্রাণ অর্ঘ হবে, ধূপ আর দীপ সব বায়ুগণে।
আমার ছয়কমলের দলে দলে, মিলিয়ে সকল নেব চিনে॥
ললিত বলে দিন ফুরালে, অভাব হয় যে জেনে শুনে।
কেবল একের তরে ঘরে পরে, আপন ব'লে সবাই মানে॥ ৯৭৩॥

প্রসাদি সুর।

মন কি আমার করবে জারি।
সে যে ব্রহ্মময়ীর আজ্ঞাকারী॥
জগৎ আমায় হ'লে বিরূপ, তাতে কি আর আমি হারি।
কেবল লাভের মধ্যে এই হবে যে, থাকবে তাদের বাগাড়ুরী॥
মায়ের বেটা মায়ের কাছে, মায়ে পোয়ে ধরা ধরি।
তাই নাম গেয়ে এই দিন কাটিয়ে, ভবসাগর হেলায় তরি॥
আজ্ঞাপালন ভেবে এখন, সংসারে সব কর্ম্ম করি।
নইলে সব্ দিকে গোল হব পাগল, সম্পদ্ আপনি হবে অরি॥
থাক্‌তে বেলা মায়ের খেলা, আপনি কেউ কি বুঝ্‌তে পারি।
তাই ললিত বলে দিন গেলে মন, মা মা ব'লে সকল সারি॥ ৯৭৪॥

প্রসাদি সুর।

মন রয়েছে ব্রহ্ম ঘটে।
কে আর করতে আমায় পারে খুঁটে॥
ব্রহ্ম কোটা থাকলে আঁটা, পাঁচের লেঠা আর কি জোটে।
নইলে আজও যেমন কালও তেমন, সেজে রইল ভবের মুটে॥
এলে শমন সবাই আপন, দেখ্‌বে স্বপন আপন কোটে।
এখন ছেড়ে খেলা বেঁধে ভেলা, মায়া সকল দেনা কেটে॥
দেখা দেখি রইল বাকী, ফাঁকী দিচ্ছে সবাই জুটে।
আবার শেষের দিনে জেনে শুনে, সবাই টেনে ধর্‌বে এঁটে॥
ললিত কিসে ভাবিস ব'সে, সমান শেষে হাটে মাঠে।
ওরে কাজের তরে ঘরে পরে, ধরা পড়্‌লি সটে পটে॥ ৯৭৫

প্রসাদি সুর।

এমন দিন কি দেবে তারা।
যে প্রাণ যাবে জাহ্নবীর তটে, ব'লে দুর্গা কালী তারা ॥
কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা প'ড়ে, ঘুরে ঘুরে হ'লাম সারা।
একবার কেটে দে মা মায়ার বেড়ী, ভোগ করি তোর সুধার ধারা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝ্‌ব কি মা, অধর্ম্মেতে সকল পোরা।
মা তোর চরণ দুটী ভাব্‌তে গেলে, চক্ষে কেবল বহে ধারা ॥
পরের তরে খাটা খাটি, মন বোঝেনা বুঝ্‌বে কারা।
ওমা ভেবে ভেবে প্রাণ যে গেল, মন হয়েছে জীর্ণ জরা ॥
ললিত এসে এ সংসারে, বইছে কেবল পাপের ভরা।
ওমা গেলে এ দিন সব যাবে ঋণ, মনের মতন পাবে ত্বরা ॥ ৯৭৬ ॥

মন যে আমার সদাই ভোলা।
সে বুঝ্‌বে কি এই ভবের খেলা ॥
সংসারেতে এসে এখন, ছটা রিপুর হ'ল চেলা।
তার আসা যাওয়া সমান হ'ল, বুঝ্‌লে না সে থাকতে বেলা ॥
কর্ম্ম যোগের অনুরাগে, পাঁচের কেবল খাচ্ছে ঠেলা।
পেয়ে কাজের শাসন আপনি এখন, ফল পেয়েছে তাতে মেলা ॥
দেখে ঠেকে শিখ্‌বে কি সে, আশা তার যে আছে তোলা।
আবার আস্‌তে যেতে দিন গেল তার, ঘর গুলি সব রইল খোলা ॥
নাম মাহাত্ম্য তত্ত্ব ক'রে, দেখ্‌ছে ললিত কতই ছলা।
একবার আশার আশা পূর্ণ ক'রে, দে মা তাকে পারের ভেলা ॥ ৯৭৭

প্রসাদি সুর।

হৃদয় পদ্মে আয় মা কালি।
ওমা এমন ক'রে কেন লুকালি॥
পরের দায়ে পরকে পেয়ে, পরে পরে সব ঠকালি।
ওমা ঘরে পরে সমান হ'লে, আপনি এসে ভয় দেখালি॥
মনের আশা থাক্‌তে খাসা, কিসের নেশা সকল বলি।
ওমা সুপথ কুপথ আপদ্ বিপদ্, সমান ক'রে সদাই চলি॥
পথের মাঝে বসি যখন, দেখে শুনে আপনি ভুলি।
ওমা মন কি জানে শেষের দিনে, ভাঙ্গবে যম যে মাথার খুলি॥
পাঁচের কথায় বাড়্‌ছে ব্যথা, এম্নি হেথা আজ ভোলালি।
আবার ধ'রে এনে জেনে শুনে, ললিতকে মা তুই ডুবালি॥ ৯৭৮॥

প্রসাদি সুর।

মনের ধর্ম্ম দেখা শোনা।
সে যে চল্‌ছে পথে হয়ে কাণা॥
সদাই জেগে ভ্রমে প'ড়ে, কর্ম্ম কর্‌তে করে মানা।
এখন শুন্‌লে কথা যেত ব্যথা, ঘুঁচে যেত আনা গোনা॥
আঁধার ঘরে চল্‌বে যখন, তখন ভাবে সকল চেনা।
কিন্তু সেথায় গিয়ে পথ ভুলে যায়, মাথায় ক'রে পরের দেনা॥
সংসারেতে এসে এখন, ভাব্‌ছে বুঝি সকল কেনা।
তার এম্নি কপাল সকাল বিকাল, রাঙ্গতা পেয়ে ভাবে সোণা॥
পরে পরে মিলন হয়ে, ঘরে পরে রইল টানা।
কবে ক'রে বিহিত দেখ্‌বে ললিত, অন্ধকারে চাঁদের কণা॥ ৯৭৯॥

প্রসাদি সুর।

মন ডুবেছে বিষয়বিষে।
আবার কি হবে মা আমার শেষে॥
সঙ্গী যত রঙ্গ ক'রে, আমায় দেখে সবাই হাঁসে।
তবু এম্নি আমার হলো কপাল, প'ড়ে আছি তাদের আশে॥
লোভে প'ড়ে এসংসারে, সব্ হারালাম আমি এসে।
সদাই পরের দায়ে খেটে মরি, কর্ম্ম হ'ল সর্ব্বনেশে॥
কাজের তরে সবাই পাগল, কাজ ক'রে মা যাচ্ছি ভেসে।
কিন্তু এ দিন গেলে পড়্ব গোলে, পথ ভুলে যে থাকব ব'সে॥
ললিত বলে সব ফুরালে, বিদায় হবে দণ্ডিবেশে।
তখন কাজের কথা থাকবে কোথা, পাঁচেতে পাঁচ যাবে মিশে॥ ৯৮০॥

প্রসাদি সুর।

মন বোঝেনা মায়ের খেলা।
সব গোল ক'রে দেয় থাকৃতে বেলা॥
অকাজেতে কাজ বাড়িয়ে, কাজে কাজে দেখ্ছে মেলা।
আবার মায়ার বশে ব'সে ব'সে, বাঁধা দিচ্ছে আপন গলা॥
পাঁচের কাছে পাঁচাপাঁচি, সবাই এসে দিচ্ছে ঠেলা।
হেথা কাজ ক'রে মন আনোদ করে, ফলগুলি তাব থাকৃছে তোলা॥
মনের স্বভাব অভাব সদা, বুঝিয়ে বল্‌লে করে হেলা।
আজ চার দিকে কে দেখ্‌বে চেয়ে, কত গাছ যে আছে ফলা॥
মনে মনে মন বোঝেনা, তাইতে সবাই হলো কালা।
এই ললিত বলে এ দিন গেলে, পাবে সবাই চাঁদের মালা॥ ৯৮১॥

প্রসাদি সুর।

চল্‌ছে জগৎ এক ভাবেতে।
এতে সময় কেবল খেতে শুতে ॥
মনে মনে ভাব্‌ছি এখন, কবে বিদায় পাব এতে।
আমার পাঁচে কর্‌লে পাঁচাপাঁচি, আর কি আমায় দেবে যেতে ॥
ঘরে পরে মিলিয়ে নিয়ে, দিন কাটান কোন মতে।
নইলে বিঘ্ন বাধা চ'কের ধাঁধা, দেখ্‌তে পাবে সকল পথে ॥
দেখে শুনে মনের গুণে, ভ্রম বেড়েছে যাতে তাতে।
আবার কপাল গুণে পাঁচের টানে, ফল যে পায় তার হাতে হাতে ॥
জগৎ ভোলা নিজের বেলা, মিলিয়ে দেখ্‌বে কাতে কাতে।
তাই ললিত বলে দেখ্‌নারে মন, কর্ম্ম ফল যে চল্‌ল সাথে ॥ ৯৮২ ॥

প্রসাদি সুর।

এই বারে এক নূতন জ্বালা।
চ'কে দেখ্‌ব মা তোর সকল খেলা ॥
সংসারেতে ভাস্‌ছি সদাই, ধ'রে আছি কর্ম্ম ভেলা।
করে পরে পরে জড়াজড়ি, লাগ্‌ছে কেবল পাপের মেলা ॥
জল দেখে মন ভয়ে কাতর, দেখে শুনে সদাই ভোলা।
ওমা কাজে কাজে কাজ বাড়ালি, ফল যে তাদের রইল তোলা ॥
কি দেখে তুই কাকে নিয়ে, মায়া দিয়ে বাঁধ্‌লি গলা।
আবার ক'রে শাসন করিস্‌ দমন, এই দেখে কি যাবে বেলা ॥
কবে মাগো ললিতকে তোর, ছাড়্‌বে এ সব কাজের ঠেলা।
নইলে ডাকাডাকি সকল ফাঁকী, সাধ ক'রে শেষ্‌ সাজ্‌বি কালা ॥ ৯৮৩

প্রসাদি সুর।

আর কত গো জননি ডাক্‌ব তোরে।
একবার দেখ্‌না আমায় কৃপা ক'রে ॥
ভয়ে ভয়ে কাল কাটালাম, থাকৃতে পাইনা আপন ঘরে।
ওমা কাজের বেলা কাজ হারায়ে, হিসাব নিকাশ পরে পরে ॥
মনে মনে মন ভুলেছে, সময় পেলে সবাই ধরে।
তবু জানিনা মা কেন এমন, ঘুর্‌ছে সদাই আপন জোরে ॥
ঘুরে ঘুরে দেখ্‌ব কত, লক্ষ্য হ'লে যায় যে স'রে।
ওমা লাভের মধ্যে এই হয়েছে, সকল আমার নিচ্ছে চোরে ॥
ক্রমে ক্রমে সব হারিয়ে, পড়্‌ছি এই যে বিষম ফেরে।
ওমা ললিত এখন তোকে ছাড়া, মনের কথা বল্‌বে কারে ॥ ৯৮৪

প্রসাদি সুর।

শোধ হ'ল না পরের দেনা।
আমার ঘুঁচ্‌বে কিসে আনা গোনা ॥
পরের বোঝা মাথায় নিলাম, সেটা দেবার লোক জোটে না।
আমার সাধেতে আজ হ'ল বিষাদ, আশা পূর্ণ কেউ করে না ॥
চক্ষে দেখে ব'কে ব'কে, মনে মনে পাই যাতনা।
আমায় সময় পেয়ে ফেল্‌ছে দায়ে, ঘরে পরে হয় তাড়না ॥
দায়ের দায়ী আজ হয়েছি, দায় পোয়াতে দিন মেলে না।
হেথা কর্ম্ম যোগের তরে কেবল, ব'সে করি দিন গণনা ॥
ভাব্‌ছে ললিত কর্‌বে বিহিত, হিতে অহিত হয় সাধনা।
আজ আপনা হ'তে প'ড়লে বাঁধা, কিসে পূর্ণ হয় কামনা ॥ ৯৮৫ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌তে গেলে ভয়ে মরি।
হেথা করবে কে আর বাহাদুরী॥
দেখে শুনে এমন দিনে, মনের ভিতর জারি জুরি।
আবার পাঁচের খেলা থাক্‌তে বেলা, গলায় বাঁধা মায়ার দড়ী॥
সংসারেতে সংসেজেছি, কর্ম্ম হ'ল সবার অরি।
এসে পাঁচের হাতে যাতে তাতে, ঘরে পরে ধরা ধরি॥
আমি যেমন সবাই তেমন, মনে মনে সকল সারি।
হ'লে এদিন গত আসছে যত, কত শত সইতে পারি॥
ললিত ভোলা কাজের বেলা, খেলায় কেবল হ'চ্ছে দেরী।
ব'সে দিন গণনা আনা গোনা, শেষ্‌ কালেতে সবাই হারি॥ ৯৮৬॥

প্রসাদি সুর।

ডাকার মতন ডাক্‌না মনে।
ওরে ফল পাবি তুই এমন দিনে॥
কর্ম্ম ফলের আশায় প'ড়ে, খেটে এখন মরিস্‌ কেনে।
ওরে আধার যেমন ফলও তেমন, সব আছে তোর ঘরের কোণে॥
যত আশা তত নেশা, বাসা ভাঙ্গবে পরের ঋণে।
ওরে এখনও যে সময় আছে, মনের মত ধর্‌না চিনে॥
জাগা ঘরে রতন পেলে, ভয় যাবে সব দেখে শুনে।
আজ দেখ্‌নারে তোর চারি ধারে, কথা হচ্ছে কাণে কাণে॥
ললিত এসে হেঁসে শেষে, বিদায় চাইছে মানে মানে।
ওরে কার্‌ সাহসে কর্‌বে সাহস, সব হ'ল গোল কাঁজের গুণে॥ ৯৮৭॥

প্রসাদি সুর।

করিস কি তুই লুকো চুরি।
ওরে ক'রে খেলা কাট্‌লে বেলা,আমোদের শেষ্‌ কি ধার ধারি॥
সবাই অন্ধ দিনে রাতে, জেনে শুনে খেটে মরি।
ওরে ভেবে আপন দেখ্‌ছি স্বপন, শেষের দিনে তাইতে হারি॥
সংসারেতে আপনা হ'তে, লোভ হ'ল যে কাজের অরি।
ওরে সেটার সঙ্গে আশা জুটে, ঘুচিয়ে দিলে সকল জারি॥
মনের কথা মনে মনে, সে সব জেনে কি আর করি।
ওরে লাভের মধ্যে এই হয়েছে, পরে পরে ধরা ধরি॥
পাপের ভরা মাথায় ক'রে, ললিত করছে ঘোরা ঘুরি।
কিন্তু ভাঙ্গলে কায়া ছুটবে মায়া, ধর্‌বি মায়ের চরণ তরি॥ ৯৮৮॥

প্রসাদি সুর।

যাব কি মা থাক্‌ব ঘরে।
আমায় বুঝিয়ে দিতে কেউ কি পারে॥
কর্ম্ম যোগের অনুরাগে, লোভে প'ড়ে বেড়াই ঘুরে।
ওমা বাড়্‌লে আশা সকল নেশা, দ্বেষাদ্বিষী সবাই করে॥
ফল পাব সেই শেষের দিনে, এই ভেবে মন বেড়ায় জোরে।
কিন্তু তার কপালে ফাঁকী কেবল, বাকী বাড়্‌ছে ধীরে ধীরে॥
মায়া সূত্রে এ সংসারে, বাধা সবাই পরে পরে।
সেটা কাট্‌তে গেলে যাচ্ছে ভুলে, জেনে শুনে আপনি হারে॥
ললিত ব'সে দেখ্‌ছে কেবল, কাল যে ঘুর্‌ছে দ্বারে দ্বারে।
এই দিন ফুরালে ধর্‌বে যখন, তখন বল্‌তে পাব কারে॥ ৯৮৯

প্রসাদি সুর।

গোল করেছি কর্ম্ম ভুলে।
তাই এত আমি পড়্ছি গোলে ॥
জেনে শুনে এদিন আমার, রঙ্গ রসে যাচ্ছে চ'লে।
ওমা লাভের কড়ি পায়ের বেড়ী, হয়েছে যে কাজের ফলে ॥
শেষের দিন যে এলে পরে, আপন দোষে মর্ব জ্ব'লে।
আমায় পেয়ে একা সাজিয়ে বোকা, পাঁচ মিলে সে ঠকায় ছলে ॥
মিছে শাসন হ'চ্ছে এখন, বুঝ্বে এ মন সময় এলে।
ওমা সাধের আশা ভাঙ্গলে বাসা, কাল এসে যে ধর্বে বলে ॥
ললিত কিসে ভাব্ছে ব'সে, দেখ্না ঘরের কপাট খুলে।
সেথা পাবি রতন মনের মতন, অকূলেতে কুল যে মেলে ॥ ৯৯০ ॥

প্রসাদি সুর

ভয় করি মা দেখে শুনে।
আমায় বিদায় দে না মানে মানে ॥
যে দিকেতে লক্ষ্য করি, সেই দিকে মা ধর্ছে টেনে।
আমি কেমন ক'রে আঁধার ঘরে, আপনি সকল ধর্ব চিনে ॥
যদি আমি ভয়ে ভয়ে, চলি এখন শাস্ত্র মেনে।
তবে কর্ম্ম কাণ্ড পণ্ড হয় মা, পূর্ণ হয় না এমন দিনে ॥
চির দিনই অপরাধী, বাঁধা আছি পরের ঋণে।
আবার পেলে সময় কেউ কারও নয়, তাও যে দেখিয়ে দিলি এনে ॥
কি দোষে তোর ললিত দুষী, তাকে এত ঠকাস্ কেনে।
ওমা সাহস কেবল এই আছে তার, তর্বে দুর্গা নামের গুণে ॥ ৯৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন রে তুই যে দেখ্‌বি তাঁরে।
এখন ব'সে ব'সে ভাবিস যাঁরে॥
চারি দিকে দেখ্‌না চেয়ে, আছেন তিনি সব আধারে।
ওরে অমল কমল বিমল কান্তি, একেতে যে সব বিহরে॥
একে একে মিলিয়ে নে মন, আদি অন্ত সমান ক'রে।
ওরে পূর্ণ হ'লে তূর্ণ এসে, উদয় হবেন্ জীর্ণ ঘরে॥
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ক'রে, মিছে কেন বেড়াস্ ঘুরে।
ওরে তত্ত্ব কথায় মত্ত হ'লে, অসত্য সব্ যাবে স'রে॥
ললিতের যে আপনা হ'তে, ভ্রম বেড়েছে মায়ার ঘোরে।
তার ভাঙ্গলে স্বপন সবাই আপন, জন্ম মরণ থাক্‌বে দূরে॥ ৯৯২॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌না রে মন কালী তারা।
কেন হয়ে আছিস দিশে হারা॥
চির দিনই শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মময়ী নিরাকারা।
ওমন দেখ্‌না চেয়ে চারি দিকে, মায়ের রূপ ভুবন ভরা॥
কর্ম্ম যোগে ধর্ম্ম আছে, মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে কারা।
হেথা খেটে খুটে দিন কাটিয়ে, ফলের লোভে সবাই সারা॥
একে সকল পাঁচের মিলন, পাঁচ রয়েছে একে পোরা।
যে দিন বুঝ্‌বি রে মন আপনি তখন, দুই নয়নে বইবে ধারা॥
এসংসারে ভ্রান্ত সবাই, দেখ্‌ছে কেবল মায়ার ঘেরা।
তাই ললিত এসে ভাব্‌ছে ব'সে, মা আমার যে নিরাকারা॥ ৯৯৩॥

প্রসাদি সুর।

মনের কথা বল্‌ব যাকে।
আর কেন মন একা এখন, পাঁচের কাছে মরিস ব'কে॥
সংসারেতে এসে কেন, সং সেজেছিস আপন ঝোঁকে।
ওরে কর্ম্ম কাণ্ড পণ্ড হ'লে, শেষের দিনে সবাই ঠকে॥
ক'রে যতন সাধের রতন, মনের মতন পাবি কাকে।
ওরে বাড়্‌লে নেশা যত আশা. সকল মিলিয়ে পাবি বুকে॥
সময় পেলে পাঁচে মিলে, তোকে ফেলে দাঁড়ায় ফাঁকে।
এখন থাক্‌লে সয়ে সময় পেয়ে, ফেল্‌বে দায়ে কাজের পাকে॥
ললিত হেথা পেয়ে ব্যথা, বল্‌ছে কথা ডেকে হেঁকে।
ওরে থাক্‌তে সময় হয় কি রে নয়, মিলিয়ে দেখ্‌না একে একে॥ ৯৯৪॥

প্রসাদি সুর।

মন ধরে চ কর্ম্ম ডুরী।
নইলে সংসারে তোর বিপদ ভারি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, তাতেই বাড়্‌ছে জারি জুরী।
ওরে মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম ক'রে, দেখিয়ে দে তোর বাহাদুরি॥
পাঁচ ভূতেতে হ'ল মিলন, সবাই এখন আজ্ঞাকারী।
হ'লে পাঁচে পাঁচে ছাড়াছাড়ি, তখন তাদের কি ধার ধারি॥
কাজের পাগল হবে যে জন, তাকে সাম্‌লে নিতে পারি।
কিন্তু জেনে শুনে গোল বাধালে, তার কি এখন উপায় করি॥
ললিতের এই মনের আশা, দুর্গা নামে সকল সারি।
একবার দেখ্‌তে কেবল ইচ্ছা আছে, মা হারে কি আমি হারি॥ ৯৯৫॥

প্রসাদি সুর।

অহঙ্কারে সবাই ভোলা।
তাই কাজে কাজে দিন কাটিয়ে, কাজের কথায় হ'ল কালা॥
সকল এখন জেনে শুনে, মন বোঝেনা এই ত জ্বালা।
আবার সোজা পথে চল্‌তে গিয়ে, কাণা সাজ্‌বে থাকতে বেলা॥
হাটে ঘাটে ঘেঁটে ঘুঁটে, ঘুরে ঘুরে দেখ্‌ছি মেলা।
হেথা সবাই এখন করছে শাসন, শমন শেষে ধরবে গলা॥
লোভে প'ড়ে লাভের তরে, সবাই মিলে দিচ্চে ঠেলা।
ভেবে অহং তত্ত্ব সবাই মত্ত, তত্ত্ব কথা রইল তোলা॥
মনের কথা ললিত হেথা, সকল পথই দেখ্‌ছে খোলা।
একবার আপনায় ছেড়ে ঘরে পরে, দেখ্‌না পাঁচটা ভূতের খেলা॥ ৯৯৬॥

প্রসাদি সুর।

মাকে একবার ডাক্ রসনা।
ওরে ছদিন থেকে মাকে ছাড়া, তাইতে বলি ডেকে নেনা॥
মায়ের মায়া জানিস কি তুই, করিস কেবল আনা গোনা।
ওরে পথে পথে ঘুরবি য দিন, ততদিন ঘর থাক্‌বে কেনা॥
যেমন এলি তেম্নি যাবি, এই কি এখন তোর বাসনা।
ওরে সাধের কাজল পরতে গিয়ে, চ'ক থেকে তুই হ'লি কাণা॥
পরের কথায় মাত্‌লে পরে, কে আজ তোকে করবে মানা।
ওরে দিনের কড়ি দিনেতে ক্ষয়, হয় কি নয় তাই দেখে নেনা॥
ললিত বল্‌লে শুনিস্‌না তুই, কি বুঝেছিস তাই বুঝিনা।
ওরে এখন যেন সবাই আপন, শেষে কিন্তু কেউ রবে না ৯৯৭॥

আলেয়-একতালা।

স্মর হর উরে ঐ কপালিনী,
ত্রিনয়না ধনী নৃমুণ্ড মালিনী,
চকিত চপলা চমকে যেমনি,
তমো মাঝে তারা অমনি প্রকাশে॥

শবাসনা হয়ে হৃদয়কমলে,
ব্রহ্ম ভাব ভেদ করিল বিমলে,
ভাসে যবে সবে কামনার ছলে,
ছলে বলে তবে তাহারে বিনাশে॥

রত্ন সিংহাসন কল্প তরু মূলে,
তথা গিয়া জীব ভাসে কুতুহলে,
কালে কালে কাল করাল কবলে,
ভ্রান্ত হয়ে শেষে ডুবিছে নিরাশে॥

অনন্তের অন্ত ভাবিছে ভ্রান্ত,
ক্ষান্ত না হ'লে সে হবে যে শ্রান্ত,
তখনই আসিয়া ধরে কৃতান্ত,
আর কি তখন থাকিবে স্ববশে॥

ঐ তিমির বরণা তমর আদিতে,
অহঙ্কার তখন ছিল অহং এতে,
এখন সেজেছেন শ্যামা তমো বিনাশিতে,
(হয়) নির্গুণের গুণ তাঁহার পরশে॥

সাকারা হইয়া সদা নির্ব্বিকার,
নিরাকারা হ'লে হন শবাকার,
আকার বিকারের হ'লে প্রতিকার,
আর কি ললিত থাকিবে অবশে ॥ ৯৯৮ ॥

আলেয়া-একতালা।

রক্তোৎপল মাঝে ঐ যে কামিনী,
চকিত চমকে যেন সৌদামিনী,
হৃদয়ের মাঝে তমো বিনাশিনী,
অনাহত রূপে জড়িত শ্রীহরে ॥

একাধারে শিবে হইয়া ত্রিগুণা,
স্বকর্ম্মেতে সদা আছেন মগনা,
তমোময় জীবে করিতে করুণা,
বিরাজিত আসি আছেন শ্রীপুরে ॥

শ্রীকান্তের সঙ্গে অনন্ত শক্তি,
আগম নিগমে আছে যে যুক্তি,
অন্তরেতে যবে বাড়িবে ভক্তি,
তখনই সগুণা হবেন কাতরে ॥

মুক্তি পথ মুক্ত হবে যে ক্রমেতে,
অভয়া অভয় দেবেন শেষেতে,
যা ছিল আদিতে তাই রবে অন্তে,
ক্ষান্ত হ'লে সবে মিলিবে অদূরে ॥

ললিতের মন কর্ম্মেতে জড়িত,
ভ্রান্ত হয়ে সদা হেরে বিপরীত,
ও রূপেতে যবে হবে সে মোহিত,
অমনি পাইবে হৃদয় মাঝারে ॥ ৯৯৯ ॥

আলেয়া-একতালা।

পঙ্কজ বনে কে ও কামিনী,
রূপেতে জিনেছে কোটি সৌদামিনী,
ভুজঙ্গিনী হয়ে, সার্দ্ধত্রি বলয়ে
স্বয়ম্ভু গ্রাসিয়া নিদ্রিতা রয়েছে ॥

চতুর্দ্দল দলে আধার কমলে
ভূচক্রের মাঝে রয়েছে যুগলে,
সুধাপানে রত, হেরি অবিরত,
বং হ'তে সং দলেতে শোভিছে ॥

লিঙ্গ মূলে ঐ ষড় দল মাঝে,
বং আদি লং বর্ণ যে বিরাজে,
খিতিতল ত্যজি, বরুণ মণ্ডলে,
তার মধ্য দিয়ে বামা যে চ'লেছে ॥

মণিপুরে বহ্নি নাভিমূল তলে,
(যথা) ডং আদি ফং বর্ণ দশ দলে,
আনন্দ রূপিণী, ভেদ করি তাহা,
চকিত তড়িত প্রভাতে ছুটেছে ॥

অনাহতে মরুৎ শোভিত কমল,
হৃদি পদ্মাসনে আছে ত্রিমণ্ডল,
তিন শক্তি তাহে, শোভে দ্বাদশ দল,
কং আদি ঠং যাহাতে রেখেছে ॥

হাঁসি হাঁসি তথা গেল সে রূপসী,
মিলিল সঙ্গেতে তিন সখী আসি,
চলে মহা ব্যোমে, কণ্ঠে ষোল দলে,
বিন্দু যুক্ত স্বরে যে কমল সেজেছে ॥

ছাড়ি সে বিশুদ্ধ ভ্রুমধ্যেতে গিয়ে,
হ ল ক্ষ মণ্ডল দেখিল অভয়ে,
দ্বিদল কমলে, মনোময়ী হয়ে,
আদি অন্ত সবে মিলন করেছে ॥

শিরে সহস্রারে আনন্দে মগনা,
শ্রীকণ্ঠেতে যুক্তা লোহিত বরণা,
সদা হরের সহিত হেরে শবাসনা,
ললিত আনন্দে মোহিত হয়েছে ॥ ১০০০

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
/০	১	অজ্ঞানীর	অজ্ঞানির
।/০	৬	এইকি মা আমার	এই কি আমার
৵০	৭	কথা বাড়ছে	কথায় বাড়ছে
॥/০	১৭	ভূল্‌ব	ভূগ্‌ব
॥৵০	৮	হই মা দুখী	হই যে দুখী
ঐ	২১	৯৫	১৯৫
৸০	১১	কেবাকার এ জগতে	কেবাকার এই জগতে
ঐ	১৫	কেমনে হব পার এভব পারাপার	কেমনে হব পার এই ভব পারাবার
৸/০	১৩	১১১	১১৬
৸৶০	১৮	১১৫	৪৮০
৸৵০	১৩	২,১৮৩	৭২
ঐ	১৪	৭২	২,১৮৩
১	১৭	নাম	রাখ
ঐ	২১	তুই হারিস	(মা) তুই হারিস্‌
১/০	১৮	দিন গেল মন চেয়ে	দিন গেল মা চেয়ে
১৵০	১০	দোষ দেখে মা	দোল দেখে মা
১।/০	১	২৯২	৩১১
ঐ	২	৩১১	৩০১
ঐ	১০	পেতেছি যাতনা	পেতেছি যে যাতনা
ঐ	১৭	মন দিনে	মন এমন দিনে
১।৵০	৫	মনে ভাব	মনের ভাব
ঐ	১০	ও	ঐ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১॥০	৭	এসেছে	এসেছিস্
ঐ	১৬	মন কি আমার কর্ম্ম ছাড়া	(দুইবার হইয়াছে)
১॥০	২৪	২০১, ২০৯	২০৯
১॥৵০	১৮	মন চলেছে পরের টানে —২৩৩	(দুইবার হইয়াছে)
১॥৶০	২	আমার	মায়ার
ঐ	২৪	মন মানেনা আশা হলে —২৩৩	(দুইবার হইয়াছে)
৪৸০	২০	মনরে আরও দেখবি কত —৪৯৭	(দুইবার হইয়াছে)
ঐ	২০	ব্যস্ত	ভ্রান্ত
ঐ	২৪	কারে করিস্	কার এ করিস
১৸৴০	১৫	মনের মত	মনের মতন
২৴০	২৪	মা	না
২৶০	১৭	কুঠী	কুটী